# ভূতের বিচার।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

৯ নং সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printed by J. N. Dey, at the "Bani Press"
63, Nimtola Ghat Street, Calcutta.
1910.

# ভূতের বিচার।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ জেলার জজসাহেবের আদালতে লোকের জায়গা হইতেছে না, এজলাস-ঘরটী এরূপ লোকারণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা কাহার সাধ্য। প্রহরীগণ কিছুতেই লোকনিবারণ করিতে পারিতেছেনা।

আজ আদালত-গৃহ এরূপ লোকে লোকারণ্য কেন? সেই জেলার প্রসিদ্ধ দস্যু-সর্দ্দার হানিফ্ খাঁর আজ বিচারের শেষ দিন। জজসাহেব তাহার মকর্দ্দমার প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, আজ সেই মকর্দ্দমার শেষ হুকুম প্রদান করিবেন।

হানিফ্ খাঁ সেই প্রদেশীয় একজন অতি প্রসিদ্ধ ডাকাইত সর্দ্দার। পুলিস কর্ম্মচারীগণ তাহার দলস্থিত অনেক দস্যুকে অনেকবার ধরিয়াছেন, অনেক দস্যুকে অনেকবার জেলে দিয়াছেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও হানিফ্ খাঁকে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ধরিতে পারেন নাই। তাহার দলস্থিত লোক ধরা পড়িয়াছে ও জেলে গিয়াছে সত্য, কিন্তু এক দিবসের জন্য তাহার দল ভগ্ন হয় নাই, অপর লোক সংগৃহীত হইয়া সেই দল পরিপুষ্ট হইয়াছে। গত চারি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে যত ডাকাইতি হইয়াছে, ডাকাইতির সঙ্গে সঙ্গে যতগুলি খুন হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই হানিফ খাঁর দলের দস্যুদিগের দ্বারা হইয়াছে, কিন্তু হানিফ খাঁ ধৃত হয় নাই। হানিফ খাঁর বিরুদ্ধে ডাকাইতি ও খুনি মকর্দ্দমার প্রমাণও অনেক সময় সংগৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কেহ তাহাকে ধরিতে পারে নাই। পুলিস কর্ম্মচারীগণ তাহাকে ধরিবার জন্য যে সকল যত্ন ও উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে।

ইহাকে ধরিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনেক অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল ও অনেক পুরস্কার ঘোষিত করা হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে হানিফ্ খাঁ কোনরূপে ধৃত হয় নাই। সম্প্রতি তাহারই দলের একটী লোক কোন কারণ বশতঃ তাহার উপর বিশেষরূপ অসন্তুষ্ট হয় ও জনৈক পুলিস কর্ম্মচারীকে সংবাদ দিয়া নিদ্রা যাইবার কালীন হানিফকে ধরাইয়া দেয়। নিম্ন আদালতে প্রথম তাহার মকর্দ্দমার শুনানি হয়, পরিশেষে তাহার চূড়ান্ত বিচার হয়। পাচজন জুরির সাহায্যে জজ সাহেব এই মক-

র্দ্দমার বিচার করেন। বিচারক জজ সেই সময় একজন এদেশীয় ছিলেন।

জজ সাহেব সেই দিবস বিচারাসন গ্রহণ করিয়া অপরাপর দুই একটী সামান্য কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, পরে হানিফ্ খাঁর মকর্দ্দমা ডাকিলেন। জেলের একজন প্রধান কর্ম্মচারী কয়েকজন পুলিস-প্রহরীর সাহায্যে আসামীকে আনিয়া কাঠগড়ার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন। বিচারালয় একেবারে নিস্তব্ধ হইল। জজসাহেব আসামীর দিকে লক্ষ্য করিয়া সজল-নেত্রে ও ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "হানিফ খাঁ! জুরিগণ নিরপেক্ষ ভাবে তোমার মকর্দ্দমার বিচার করিয়া ঠিক ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ অভিমত প্রকাশ করিয়া তোমাকে ডাকাইতি ও খুনি মকর্দ্দমায় দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। আমিও তাঁহাদিগের মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়া আমার কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুরোধে বাধ্য হইয়া তোমাকে আইনের চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিতেছি। তোমার উপর যতগুলি ডাকাইতি ও নরহত্যার প্রমাণ হইয়াছে, একব্যক্তি দ্বারা যে এতগুলি গুরুতর অপরাধ ঘটিতে পারে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে কখন বিশ্বাস করি নাই। তোমার উপর বিচারালয়ের এই আদেশ হইতেছে যে, "যে পর্য্যন্ত তোমার প্রাণবায়ু বহির্গত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তোমার গলায় রজ্জু বেষ্টিত করিয়া তোমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখা হইবে।"

হানিফ খাঁ জজ সাহেবের আদেশ ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া, একটু হাসিল ও জজ সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনি হিন্দু-বিচারক, আপনার ক্ষমতায় যতদূর কুলায়, তাহার শেষ পর্য্যন্ত আপনি দেখাইলেন, কিন্তু শুনিয়াছি, আপনাদিগের শাস্ত্রে ইহা কহে যে, মানুষ মরে না, তাহার আত্মা পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে মাত্র, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জজ সাহেব, আপনি জানিবেন, এক দিবস আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, আজ আপনার ক্ষমতা আপনি দেখাইলেন, আর সে দিন আমার ক্ষমতা আপনি দেখিবেন।"

হানিফ খাঁর কথা শেষ হইতে না হইতে জেলের সেই কর্ম্মচারী সাহেব তাহাকে আর সেইস্থানে থাকিতে দিলেন না, পুলিস-প্রহরীর সাহায্যে তাহাকে কাঠগড়া হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন।

হানিফ খাঁকে বিচার-গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবার পর, যে সকল দর্শক ঐ ঘর পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারাও একে একে ঐ ঘর হইতে বহির্গত হইয়া গেল, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কাহাকেও কোন-রূপে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে দেখা গেল না; অধিকন্তু অনেকেই কহিল, হানিফ খাঁ যেরূপ কার্য্য এ পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহার উপযুক্ত ফল সে পাইল। আজ হইতে আমাদিগের দেশ ঠাণ্ডা হইবে, ডাকা-ইতি একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে।

কেহ কহিল, "পাপ করিয়া কত দিন

বাঁচা যায়, উপরে একজন আছেন, তাঁহার নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নহে।"

এইরূপে নানা লোক নানা কথা বলিতে বলিতে আপনাপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। দেখিতে দেখিতে যে স্থান লোকে লোকারণ্য ছিল, সেই স্থান একেবারে প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িল।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রমে হানিফ খাঁর সময় পূর্ণ হইয়া আসিল, আজ তাহার ফাঁসির দিন, অতি প্রত্যুষে সে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিবে। তাহার ফাঁসি দেখিবার নিমিত্ত নানা লোকের সমাগম হইল। বিচারের শেষ দিবসে যেমন লোকের জনতা হইয়াছিল, আজও ক্রমে সেইরূপ লোকের সমাগম হইল।

লোকের সমাগম হইল সত্য, কিন্তু জেলের বন্দোবস্তের গুণে ফাঁসিতে ঝুলিয়া মরিবার সময় কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ফাঁসিকাষ্ঠ কি? কিরূপে ফাঁসি দেওয়া হয়? তাহা পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই জানেন না। ফাঁসিকাষ্ঠকে ফাঁসিকাষ্ঠ না বলিয়া ইহাকে ফাঁসিমঞ্চ নামে অভিহিত করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। কারণ উহা কাষ্ঠের একটী উচ্চ মঞ্চ বিশেষ, তাহার উপর হইতে রজ্জু ঝুলাইয়া দিবার বন্দোবস্ত আছে। ঐ মঞ্চের উপর উঠিয়া যে তক্তার উপর দাঁড়াইতে হয়, তাহা এরূপভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে যে, ইচ্ছা করিলেই উহার খিল ভিতর হইতে খুলিয়া দেওয়া যায়। যাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইবে, তাহার আপাদমস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া ঐ মঞ্চের উপর তোলা হয়। সে তাহার উপর দণ্ডায়মান হইলে ফাঁসিরজ্জু তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া হয় ও পূর্ব্বকথিত তক্তা, যাহার উপর সে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার খিল নিম্ন হইতে যেমন জল্লাদ খুলিয়া দেয়, অমনি সে ঐ মঞ্চের ভিতর ঝুলিয়া পড়ে। ঐ মঞ্চ এরূপ উচ্চ করিয়া নির্ম্মিত যে, ঐ ব্যক্তি ঝুলিয়া পড়িলেই মৃত্তিকা হইতে তাহার পা অনেক দূর উচ্চে থাকে। ঝুলিয়া পড়িবামাত্র ঐ রজ্জুর ফাঁস উহার গলায় এরূপভাবে আঁটিয়া যায় যে, তাহাতেই তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। এইরূপে যাহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, সে ঝুলিয়া পড়িলে বাহির হইতে আর কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না। যে রজ্জু তাহার গলদেশে আবদ্ধ থাকে, কেবল সেই রজ্জুর উপরিভাগ বাহির হইতে দুই চারিবার নড়িতে দেখা যায়। এইরূপে কোন ব্যক্তিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হইলে তাহাকে শীঘ্র নামাইয়া ফেলা হয় না, সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ রজ্জুতে লম্ববান থাকে, পরিশেষে তাহাকে নামাইয়া তাহার সৎকার করা হয়।

হানিফ খাঁকেও ঐরূপে ফাঁসি দেওয়া

হইল, তাহার আপাদমস্তক বস্ত্রে আবৃত করিয়া সেই মঞ্চের উপর উঠান হইল, তাহার গলায় রজ্জু পরাইয়া দেওয়া হইল, যে তক্তার উপর সে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা ভিতর হইতে হঠাৎ খুলিয়া গেল। হানিফ খাঁ সজোরে তাহার মধ্যে ঝুলিয়া পড়িল, উপরের রজ্জুও দুই একবার নড়িল। ইহা দেখিয়াই একে একে সকলে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল। সকলেই বুঝিল যে, হানিফ খাঁ এতদিন পরে ইহ-জগত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কেহ বা এই অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল, কেহ বা আনন্দিত হইল, কেহ বা তাহার উদ্দেশে সহস্র গালি দিতে দিতে সেইস্থান পরিত্যাগ করিল।

সকলেই জানিতে পারিল যে, হানিফ খাঁর মৃতদেহ সেই মঞ্চের মধ্যে রজ্জুতে লম্বমান রহিল।

এইরূপে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, সন্ধ্যার সময় জেলাময় প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, হানিফ খাঁ ভূত হইয়াছে; যে রজ্জুতে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল, ভূত হইয়া সেই রজ্জু হইতে আপন দেহ মুক্ত করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই কথা প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থান হইতে নানা কথা উঠিতে লাগিল। কেহ কহিল, হানিফ খাঁ ভূত হইয়া, জল্লাদকে মারিয়া ফেলিয়াছে; কেহ কহিল, যে জজ সাহেব তাহার ফাঁসির হুকুম দিয়াছিলেন, হানিফ খাঁ ভূত হইয়া তাঁহার ঘাড় মটকাইয়া দিয়া আসিয়াছে। কেহ কহিল, যে পুলিস-কর্ম্মচারী তাহাকে ধরিয়াছিল, ভূত হানিফ খাঁ তাঁহাকে গাছের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়াছে। কোনস্থানে কেহ কহিল, জেলের ভিতর একটী লোকও নাই, ভূতে একটী ঝড় তুলিয়া সকলকেই কোথায় উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। এইরূপে যাহার মুখে যাহা আসিল, সে তাহাই কহিতে লাগিল ও প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, তাহার কথা মিথ্যা নহে। পাড়ায় পাড়ায়, পথে ঘাটে মাঠে, গাড়ীতে কেবল ঐ কথা; উহা ছাড়া আর কোন কথাই নাই। যাহারা হানিফ খাঁর ফাঁসি দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা কেহই সন্ধ্যার পর আর ঘর হইতে বাহির হইল না। যাহারা তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল, তাহারা আপনাপন স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। বাতাসের শব্দে তাহারা ভয় পাইতে লাগিল। বৃক্ষ হইতে পত্রাদি পতনের সামান্য শব্দে তাহারা মনে করিতে লাগিল যে, বুঝি হানিফ খাঁর ভূত আসিতেছে। এইরূপে নিতান্ত অশান্তির সহিত সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল।

এই সকল জনরবের যে একেবারে কোন ভিত্তি ছিল না, তাহা নহে, প্রকৃতই একটী ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা হইতেই এই সকল জনরবের উৎপত্তি।

যে দিবস প্রাতে হানিফ খাঁকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলান হয়, সেই দিবস বৈকালে তাহার মৃতদেহ ফাঁসি-রজ্জু হইতে নমাইবার জন্য যখন জেলের একজন প্রধান কর্ম্মচারী সেই-স্থানে গমন করিয়া, ঐ ফাঁসি-মঞ্চের ভিতর প্রবেশ করেন, সেই সময় দেখিতে পান যে, উহার মধ্যে কেবল মাত্র ফাঁসি-রজ্জু ঝুলি-তেছে, হানিফ খাঁর মৃতদেহ আদৌ নাই। ইহা দেখিয়া প্রথমতঃ তিনি অতিশয় আশ্চ-র্য্যান্বিত হন, কিন্তু পরক্ষণেই মনে করেন, হয়তো অপর কোন কর্ম্মচারী ঐ মৃতদেহ নামাইয়া লইয়া, সৎকারের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। যদি অপর কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা ঐ কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে; কারণ তাঁহার আদেশ ব্যতীত ঐ মৃতদেহ ফাঁসি-রজ্জু হইতে অবতরণ করান কাহারও ক্ষমতা নাই। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া ঐ ফাঁসি-মঞ্চের উপর যে প্রহরীর সেই সময় পাহারা ছিল, তাহাকে ডাকাইলেন ও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহার পাহারাকালীন কোন ব্যক্তি উহার ভিতর প্রবেশ করে নাই, বা মৃতদেহ কেহই বাহির করিয়া লইয়া যায় নাই।

তাহার নিকট এই অবস্থা অবগত হইয়া তিনি, ঐ প্রহরীর পূর্ব্বে যাহার পাহারা ছিল, তাহাকে ডাকাইলেন। সেও ঐরূপ কহিল। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রহরীও সেইরূপ বলিল। ক্রমে জেলের সকল কর্ম্মচারী সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জেলের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, সকলেই ঐ মৃত-দেহের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই ঐ মৃতদেহ বা তাহার কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না।

এই অবস্থা হইতেই ক্রমে এই কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, হানিফ খাঁর মৃত্যুর পর সে ভূতযোনী প্রাপ্ত হইয়াছে ও আপন শরীর লইয়া সেই স্থান হইতে কোথায় প্রস্থান করিয়াছে।

অশিক্ষিত লোকগণ ক্রমে এই কথা বিশ্বাস করিয়া সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল, আর যাহারা শিক্ষিত বা যাহারা ভূত মানেন না, সেই সকল কর্ম্মচারীগণ, হানিফ খাঁর মৃত-দেহের বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই তাহার কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না।

জেলের প্রধান কর্ম্মচারী এই সংবাদ স্থানীয় পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনিও স্বদলে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া হানিফ খাঁর মৃতদেহ বাহির করিবার নিমিত্ত বিধিমতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এইরূপে ক্রমে দিনের পর দিন অতি-বাহিত হইতে লাগিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার প্রায় পনের দিবস পরে, সদর হইতে প্রায় দশক্রোশ ব্যবধানে একখানি ক্ষুদ্র পল্লিগ্রামে একটী ডাকাইতি হয়। যাহার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছিল, তাহার বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে আর একবার ডাকাইতি হইয়াছিল। হানিফ খাঁ তাহার দল-বলের সহিত ঐ ডাকাইতি করিয়াছিল। যে সময় হানিফ খাঁ ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হয়, সেই সময় তিনি হানিফ খাঁকে সনাক্ত করিয়াছিলেন ও বিচারকালে উভয় আদালতে তিনি তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্যও প্রদান করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান ডাকাইতির অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত যখন পুলিস-কর্ম্মচারীগণ আগমন করেন, সেই সময় গৃহস্বামী যেরূপ এজাহার দিয়াছিলেন, অনুসন্ধানকারী পুলিস-কর্ম্মচারী তাহা তাঁহার ডাইরিভুক্ত করিয়া লন। তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, রাত্রি প্রায় তিন প্রহরের সময় যখন তাঁহারা সকলে নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময় হঠাৎ তাঁহার বাড়ীতে ডাকাইত পড়ে, ডাকাইতের সংখ্যা প্রায় ৫০ জনের কম নহে। তাহাদিগের মধ্যে তিনি হানিফ খাঁকে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হন, ভাবেন, হানিফ খাঁ ভূত হইয়াও ডাকাইত পরিত্যাগ করে নাই। যখন ভূতে ডাকাইতি করিতে আসিয়াছে, তখন তাহাদিগকে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; এই ভাবিয়া তিনি খিড় কি দরজা খুলিয়া সপরিবারে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া বাড়ীর সংলগ্ন একটী জঙ্গলের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ডাকাইতগণ নির্ব্বিবাদে ডাকাইতি করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করে।

অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারী বাদীর এজাহারের এই অংশটুকু যদিও তাঁহার ডাইরিভুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ভূতের দ্বারা যে ডাকাইতি হইয়াছে, এ কথা তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন নাই; তিনি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, যাঁহার বাড়ীতে ডাকাইতি হইয়াছে, তাঁহার বাড়ীতে হানিফ খাঁ ইতিপূর্ব্বে আর একবার ডাকাইতি করিয়াছিল, হানিফ খার মকর্দ্দমায় তিনি সাক্ষ্য প্রদান করেন। এখন হানিফ খাঁ মরিয়া ভূত হইয়াছে, এই কথাও তিনি শুনিয়াছিলেন, ও ঐ বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে থাকেন। সুতরাং অন্ধকার রাত্রে ডাকাইতি করিবার সময় তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়েন ও বিবেচনা করেন, হানিফ খাঁ ভূত হইয়া এই ডাকাইতি করিতেছে। যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারা এই কার্য্য কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

পুলিস-কর্ম্মচারীগণ এই মকর্দ্দমার অনেক অনুসন্ধান করিলেন, সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া অনেককে ধরিলেন, কিন্তু প্রকৃত আসামীর একজনও ধড়া পড়িল না বা এই মকর্দ্দমার কোনরূপ কিনারাও হইল না।

এই ঘটনার পর ঐ গ্রামে এক এক করিয়া আরও তিন চারিটী ডাকাইতি হইয়া গেল; কিন্তু ঐ সকল মকর্দ্দমায় হানিফ খাঁর নাম উল্লেখ হইল না বা হানিফ খাঁর ভূতকে যে আর কেহ দেখিয়াছে, এ কথাও কেহ বলিল না।

পুলিস নিয়মিতরূপে এই সকল ঘটনার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু ইহার একটীরও কিনারা করিতে সমর্থ হইলেন না।

এইরূপে আরও কিছু দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। ঐ গ্রামের লোক-জন ক্রমে ক্রমে হানিফ খাঁকে বা তাহার ভূতকে ভুলিয়া যাইতে লাগিল।

হানিফ খাঁর মৃতদেহ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশায় জেলের ও পুলিসের কর্ম্মচারীগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং বিশেষ পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে এরূপও ঘোষিত হইয়াছিল, কিন্তু কোনরূপেই ঐ মৃতদেহের কোনরূপ সন্ধান হয় নাই।

এইরূপে আরও কিছু দিবস অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর, সেই জেলার প্রধান পুলিস কর্ম্মচারী একখানি পত্র পাইলেন। যে জজ সাহেব হানিফ খাঁর মকর্দ্দমার চূড়ান্ত বিচার করিয়া তাহাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ পত্রখানি তাঁহারই লিখিত। ইহার সার মর্ম্ম এই।—

"গত রাত্রে আমার বাড়ীতে একটী ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়াছে। রাত্রিকালে আমি আমার ঘরে একাকী শয়ন করিয়াছিলাম, নিকটেই একটী আলো অল্প অল্প জ্বলিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়, আমি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি, দুই জন লোক আমার ঘরে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে যে অগ্রে ছিল, তাহাকে দেখিবামাত্রই আমি চিনিতে পারি, সে হানিফ খাঁ। তাহার হস্তে একখানি তরবারি ছিল, সে আমাকে হত্যা করিবার মানসেই যে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই অবস্থা দেখিয়াই আমার মনে অতিশয় ভয় হইল, আমি নিমেষ মধ্যে আলোটী নিভাইয়া দিয়া একেবারে ঘরটী অন্ধকার করিয়া ফেলিলাম ও আমার পালঙ্কের অপর পার্শ্ব দিয়া অবতরণ পূর্ব্বক পালঙ্কের নিম্ন দিয়া ক্রমে গোছলখানায় উপস্থিত হইলাম ও উহার মধ্য দিয়া অন্ধকারে আপন দেহ লুকাইয়া বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ক্রমে উহার এক প্রান্তে গমন করিয়া কতকগুলি লতা-পাতার মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম। আমি ঘর হইতে বহির্গত হইবার পরই আর এক ব্যক্তি মশাল হস্তে ঐ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল ও উহারা আমার অনুসন্ধানও করিয়াছিল, কিন্তু আমাকে না পাইয়া উহারা ও উহাদিগের অনুচর যাহারা বাহিরে ছিল, তাহারা আমার গৃহস্থিত-দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। সেই সময় আমার পরিবারবর্গ ঘরে না থাকায় অলঙ্কার-পত্র ও বহুমূল্য

দ্রব্যাদি বিশেষ কিছুই ঘরে ছিল না, কাজেই তৈজস-পত্র বা বস্ত্রাদি যাহা কিছু সম্মুখে পাইল, তাহাই লইয়া প্রস্থান করিল। মূল্যবান দ্রব্যের মধ্যে একটী সোনার ঘড়ি, চেন, চেনে সংলগ্ন একখানি মোহর, একটী আংটী ও কয়েকখানি রূপার বাসন অপহৃত হইয়াছে। উহারা যখন মশালের আলো জ্বালিয়া বাহির হইয়া যায়, তখন আমি উহাদিগের অনেককে উত্তমরূপে দেখিয়াছি, বোধ হয় চিনিলেও চিনিতে পারি। উহাদিগের মধ্যে আমি হানিফ খাঁর মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিয়াছি। সেই ঐ দলের দলপতির কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে, সেই ব্যক্তি পুনরায় কিরূপে আগমন করিল? ভূত-প্রেতের কথা আমি কখন বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু হানিফ খাঁকে দেখিয়া আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার বাড়ীতে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহাই আপনাকে লিখিলাম, এ সম্বন্ধে যদি কোনরূপ অনুসন্ধান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, করিবেন। আমি যাহাকে দেখিয়া হানিফ খাঁ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি, সে প্রকৃত হানিফ খাঁই হউক বা তাহার ভূতই হউক, অথবা হানিফ খাঁর বেশধারী অপর কোন ছদ্মবেশী পুরুষই হউক, সে যে আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল, সে বিষয়ে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।"

প্রধান পুলিস-কর্ম্মচারী সাহেব এই পত্র পাইয়া আর ক্ষণমাত্র স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই তাঁহার অধীনস্থ উপযুক্ত পুলিস-কর্ম্মচারীগণকে সঙ্গে লইয়া এই ঘটনার অনুসন্ধানে গমন করিলেন।

ঘটনাস্থলে গমন করিয়া জজ সাহেবের বাড়ীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখিলেন। দেখিলেন, যে, সেই বাড়ীতে প্রকৃতই ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। সেই বাড়ীর নিকটে অপর কোন লোকের আবাসস্থান ছিল না। জেলায় সাহেবপাড়ায় যেরূপ বাঙ্‌লায় সাহেবগণ বাস করিয়া থাকেন, ইহাও সেই প্রকারের বাঙ্‌লা, ময়দানের মধ্যে স্থাপিত। সুতরাং ডাকাইতি হইবার সময় পাড়ার লোকের কোনরূপ সাহায্য পাইবার উপায় নাই। ভরসার মধ্যে কেবল ভৃত্যগণ, তাহার মধ্যেও অনেকেই রাত্রিকালে সেই স্থানে থাকে না, পাড়ার ভিতর প্রায় সকলেরই থাকিবার স্থান আছে, রাত্রিকালে তাহারা সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে ও পরদিবস প্রত্যূষে আপনাপন কার্য্যে উপস্থিত হয়।

সুতরাং নিকটবর্ত্তী কোন লোক-জনের নিকট হইতে বিশেষ কোনরূপ অবস্থা তাঁহারা অবগত হইতে পারিলেন না। কেবল মাত্র একজন চৌকিদার কহিল, সে যখন চৌকি দিতে বাহির হয়, সেই সময় জজ সাহেবের বাড়ীর দিকে মশালের আলো দেখিয়া ও লোকের কলরব শুনিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারে,

জজ সাহেবের বাড়ীতে ডাকাইত পড়িয়াছে। যদি সে কোনরূপে সাহায্য করিতে পারে, এই ভাবিয়া, সে সেই দিকে আসিতে থাকে, পথে দেখিতে পায়, ডাকাইতগণ ডাকাতি করিয়া সেই দিকেই ফিরিয়া আসিতেছে। সে একাকী, সুতরাং কোনরূপ উহাদিগের প্রতিবন্ধক না হইয়া লুক্কাইত ভাবে রাস্তার একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়। দস্যুগণ তাহাকে অতিক্রম করিয়া গমন করিবার পর সেও দূর হইতে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, কিন্তু কিছুদূর গমন করিবার পরই উহারা তাহার দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া চলিয়া যায়।

ঐ চৌকিদার আরও বলিয়াছিল যে, সে হানিফ খাঁকে উত্তমরূপে চিনে। সে তাহাকে ঐ দলের সঙ্গে দেখিয়াছিল। ডাকাইতের দল দেখিয়া তাহার যত ভয় না হয়, ভূত দেখিয়া তাহার অতিশয় ভয় হয়, কারণ সে শুনিয়াছিল, হানিফ খাঁ মরিয়া ভূত হইয়াছে। ভূত দেখিয়া ও ভূতের ভয়ে অতিশয় ভীত হইয়াছিল বলিয়াই, সে সেই দলের সম্পূর্ণরূপ অনুসরণ করিতে পারে নাই। সে আরও বলিয়াছিল, ঐ ভূতের দল একটী বাঁশবাগানের নিকট গমন করিবার পর কোথায় মিশিয়া গেল, আর সে তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই। তাহার বিশ্বাস, ঐ দলের সকলেই ভূত, উহারা বাঁশ-বাগানের ভিতর গিয়াই অন্তর্দ্ধান হয়।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জজ সাহেবের বাড়ীতে ডাকাতির অনুসন্ধানের নিমিত্ত পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইতে সর্ব্বনিম্ন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই হানিফ খাঁর দ্বারা যে ডাকাতি হইয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করুন বা না করুন, কিম্বা ভূতের কথা বিশ্বাস করুন বা না করুন, জজ সাহেবের বাড়ীতে যে ডাকাতি হইয়াছে ও তাঁহার বাড়ী হইতে যে অনেক দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, ইহা কিন্তু সকলকেই বিশ্বাস করিতে হইল। আরও বিশ্বাস করিতে হইল যে, ঐ কার্য্য ডাকাতের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। সেই সকল ডাকাত যাহারাই হউক না কেন, তাহারা কিন্তু ভূত নহে, কারণ উহারা যদি ভূত হইত, তাহা হইলে কেবলমাত্র উৎপাত করিয়াই চলিয়া যাইত। চেন, ঘড়ী, আংটী, রূপার বাসন, কাপড় চোপড় প্রভৃতি দ্রব্যাদি ভূতে অপহরণ করিবে কেন? ঐ সকল দ্রব্যে ভূতের প্রয়োজন কি?

এই ডাকাতির কিনারা করিবার নিমিত্ত পুলিস কর্ম্মচারীগণ বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুইজন প্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ্ কর্ম্মচারী তাঁহাদিগের সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এই ডাকাতির অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু সহজে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না, বা শীঘ্র যে তাহার

একটা কিনারা হইবে, তাহারও কোন উপায় দেখিতে পাওয়া গেল না।

এইরূপে ক্রমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদিবস বেলা আন্দাজ দশটার সময় ডিটেকটিভ কর্ম্মচারীদ্বয়, থানায় দারোগার নিকট বসিয়া এই ডাকাতি সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তায় নিযুক্ত আছেন, এরূপ সময় একজন চৌকিদার একটী স্ত্রীলোককে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া দারোগা বাবু সেই চৌকিদারকে কহিলেন, "এই স্ত্রীলোকটীর কি হইয়াছে ?"

চৌকিদার। এই স্ত্রীলোকটী কোন বিষয় আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করেন, তাই আমি ইহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।

দারোগা। কি বিষয় জানাইতে ইচ্ছা করে ?

চৌ। উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন।

দা। কি গো বাছা, কি হইয়াছে ?

স্ত্রী। আমরা আর ঘরে সুস্থ হইয়া বাস করিতে পারি না।

দা। কেন ?

স্ত্রী। ভূতের অত্যাচারে।

দা। ভূতের অত্যাচার আমরা কিরূপে নিবারণ করিব ? আমরা তো ভূতের ওঝা নহি। কি হইয়াছে বল দেখি শুনি ?

স্ত্রী। গত রাত্রে আমি আমার ঘরে শুইয়াছিলাম, বাহির হইতে কে আমার দরজায় ধাক্কা দিল; আমি প্রদীপ হস্তে দরজা খুলিয়া দেখি, আমার ঘরের সম্মুখে সেই ভূত দাঁড়াইয়া। ঐ ভূত দেখিয়াই আমি একেবারে অজ্ঞান হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া গেলাম, আমার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। আমি কতক্ষণ ঐরূপ হতজ্ঞান অবস্থায় সেই স্থানে পড়িয়াছিলাম, তাহা আমি জানি না। যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, আমার অঙ্গে যে সকল অলঙ্কার ছিল, তাহা নাই। ঘরের ভিতর আমার যে সকল বাক্স পেটরা ছিল, তাহা সমস্তই ভাঙ্গা অবস্থায় পতিত রহিয়াছে, ও তাহার মধ্যে আমার যাহা কিছু ছিল তাহার সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, ঐ ভূত ভিন্ন অপর কেহ আমার ঐ সকল দ্রব্য অপহরণ করে নাই। আমার সমস্ত দ্রব্য যখন ভূতে লইয়া গিয়াছে, তখন আমার ঘাড়টী যে সে মটকাইয়া রাখিয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য!

দা। তুমি বলিতেছ, "সেই ভূত"! কোন্ ভূত ?

স্ত্রী। তাহা তো আপনারা সকলেই জানেন। যে ভূত কোটাল বৌর ঘাড় মটকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল; যে ভূত রাস্তার উপর বাঁশ ফেলিয়া সকলের যাতায়াত সময় সময় বন্ধ করিয়া দেয়; যে ভূত গাছের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকিয়া সকলকে ভয় দেখাইয়া থাকে, ও সেই ভূত, সকলেই উহাকে চিনে।

দা। উহার নাম কি ?

স্ত্রী। হানিফ খাঁ মরিয়া ভূত হইয়াছে, তাহা তো আপনারা সকলেই জানেন। ও সেই ভূত।

দা। সে ভূত থাকে কোথায় ?

স্ত্রী। ভূত যে কোথায় থাকে তাহা কে জানে, কিন্তু প্রায়ই তো তাহাকে কেহ না কেহ দেখিতে পায়।

দা। কোথায় ভূতকে দেখিতে পাওয়া যায় ?

স্ত্রী। আমাদের গ্রামে ও তাহার নিকট-বর্ত্তী স্থান সমূহে—মাঠের ভিতর, জঙ্গলের ভিতর, বাগানের ভিতর, পুকুরের ধারে প্রভৃতি যে সকল স্থানে লোকের যাতায়াত কম, প্রায় সেই সকল স্থানে কেহ না কেহ ঐ ভূতকে দেখিতে পায়, ইহা তো প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

দা। তুমি ঐ ভূতকে আমাদিগকে দেখাইতে পার ?

স্ত্রী। আমি স্ত্রীলোক, আমি কিরূপে ঐ ভূত আপনাদিগকে দেখাইব ; আপনারা চেষ্টা করিলেই, ঐ সকল স্থানে কোন দিন না কোন দিন ভূতকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সে যদি আপনাদিগের ঘাড় মট্‌কাইয়া দেয় ?

ঐ স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া পুলিস-কর্ম্মচারীত্রয় ভূতের ব্যাপার বিশেষ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, তবে এই মাত্র বুঝিলেন যে, যে চোর তাহার বাড়ীতে চুরি করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোকটী অতিশয় ভয় পাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই সুযোগে ঐ চোর ইহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

স্ত্রীলোকটীর কথা শুনিয়া দারোগা বাবু সেই চৌকিদারকে কহিলেন, এই স্ত্রীলোকটী যেরূপ ভূতের কথা বলিতেছে, তাহা তুমি শুনিয়াছ কি ?

চৌ। হাঁ হুজুর, শুনিয়াছি।

দা। এ কি সত্য কথা কহিতেছে ?

চৌ। হাঁ হুজুর, এ সব সত্য কথা কহি-তেছে। আমার মহলে হানিফ খাঁ ভূত হইয়া আজ-কাল বড়ই অত্যাচার করিতেছে।

দা। তুমি কি সেই ভূত কোন দিন দেখিয়াছ ?

চৌ। না, আমি নিজে একদিনও দেখি নাই। কিন্তু যাহারা যাহারা দেখিয়াছে, তাহাদেরই মুখে শুনিয়াছি। অনেকেই ভয় পাইয়াছে, এ কথা আপনি সেই স্থানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।

চৌকিদারের কথা শুনিয়া ডিটেকটিভ কর্ম্মচারীদ্বয়ের মধ্যে একজন কহিলেন, হানিফ খাঁ ভূত হইয়া যখন ঐ সকল স্থানে নানারূপ অত্যাচার করিতেছে, এ কথা যখন ঐ স্থানের স্থানীয় লোকদিগের বিশ্বাস, তখন একবার ঐ স্থানে গিয়া একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা মন্দ নহে।

ইহাঁর কথায় সকলেই অনুমোদন করিলেন। দারোগাবাবু ঐ স্ত্রীলোকটীর এজাহার লিখিয়া লইয়া তাহাকে কহিলেন, "তুমি এখন ঘরে যাও, আমি একটি ভূতের ওঝার জোগাড় করিয়া তোমাদিগের বাড়ীতে যত শীঘ্র পারি গিয়া উপস্থিত হইব ও দেখিব, তোমার যে সকল দ্রব্য চুরি গিয়াছে, তাহার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি কি না এবং যে ভূত তোমাদিগের গ্রামের লোকের উপর অত্যাচার করিতেছে, সেই ভূতকে ঐ গ্রাম হইতে তাড়াইতে পারি কি না?

দারোগা বাবুর কথা শুনিয়া চৌকিদার ঐ স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে লইয়া সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

উহারা প্রস্থান করিবার পর দারোগাবাবু আহারাদি সমাপন করিয়া সেই স্থানে গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। বলা বাহুল্য, ডিটেকটিভ কর্ম্মচারীদ্বয়ও তাঁহার সহিত সেই স্থানে গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া আসিলেন।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ডিটেকটিভ কর্ম্মচারীদ্বয়ের সহিত দারোগা বাবু সময়-মত সেই গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্ত্রীলোকটীর বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন, তাহার ঘর হইতে প্রকৃতই সিন্দুক, বাক্স ভাঙ্গিয়া দ্রব্যাদি কে চুরি করিয়াছে। আরও জানিতে পারিলেন, যে সকল গহনা ঐ স্ত্রীলোকটীর অঙ্গ হইতে অপহৃত হইয়াছে বলিয়া সে এজাহার দিয়াছে, সেই সকল অলঙ্কার সদা সর্ব্বদাই সে পরিধান করিত, এখন তাহার গাত্রে সেই সকল অলঙ্কার নাই।

এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ভূতের প্রকৃত ব্যাপারটা কি তাহা জানিবার নিমিত্ত তিনি সেই গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক লোককে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কথার উত্তরে অনেকেই ভূতের অত্যাচারের কথা বলিল। কেহ বলিল, সে একদিন বাঁশ-বাগানের ভিতর একঝাড় বাঁশের গোড়ায় ভূতকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে। কেহ বলিল, একদিন সন্ধ্যার পর রাস্তা দিয়া গমন করিবার কালীন দেখিতে পায় যে, ভূতটী একটী গাছের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া যেমন ঐ ভূত সেই গাছ হইতে লাফ দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িবে, অমনি সে দৌড়াইয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করে। এইরূপ অনেকে ঐ ভূত সম্বন্ধে অনেক কথা কহিল। কেহ বা কহিল, সে ভাল করিয়া দেখিয়াছে যে, উহার আকৃতি হানিফ খাঁর মত, কিন্তু লম্বা লম্বা হস্ত, লম্বা লম্বা অঙ্গুলি, লম্বা লম্বা পা বাড়াইয়া চলে।

উহাদিগের নিকট এই সকল বিষয় অবগত হইয়া, ঐ মকর্দ্দমার অনুসন্ধান উপলক্ষে দারোগা বাবু সেই ডিটেকটিভ কর্ম্মচারীদ্বয়ের সহিত সেই স্থানে প্রায় দশ পনের দিবস অব-

স্থিতি করিলেন। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ভূতের আর কোনরূপ অত্যাচারের কথা তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল না, বা নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের কোন লোক ঐ ভূতকে দেখিতে পাইল না, বা তাহার কথাও শুনিতে পাইল না।

দারোগা বাবু ঐ মকর্দ্দমার অনুসন্ধান করিলেন সত্য, কিন্তু তাহার কোনরূপ কিনারা করিতে না পারিয়া, সেইস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন থানায় গমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, ডিটেকটিভ কর্ম্মচারীদ্বয়ও তাঁহার সহিত সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহাদিগের সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিবার পর পুনরায় সেই গ্রামে সেই ভূতের উৎপাত আরম্ভ হইল। অনেকেই আবার সেই ভূতকে মাঝে মাঝে দেখিতে পাইল; অনেকেই আবার তাহার অত্যাচারের কথা শুনিতে পাইল; অনেক স্থলেই পুনরায় সেই ভূতের দল ডাকাতি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ঐ ভূতের দলের একটী ভূতও ধরা পড়িল না, বা জানিতে পারা গেল না যে, উহারা কাহারা? এইরূপে ঐ গ্রামে পুনরায় অশান্তির আবির্ভাব হইল।

এই সকল বিষয়ে ক্রমে জেলার প্রধান প্রধান কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। যাহাতে ঐ সকল অত্যাচারের প্রতীকার হয়, সকলেই তাহার বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদিগকে ডাকাইয়া, যাহাতে তাঁহারা পুলিসকে উপযুক্তরূপে সাহায্য প্রদান করেন, তাহার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন. ও পুলিস কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজন কর্ম্মচারীকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদিগের কার্য্যই হইল—ঐ ভূতের দলের অনুসন্ধান করা ও ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করা।

কর্ম্মচারীগণ আপনাপন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নানা স্থানে নানা লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, যাহাতে কোনরূপে ভূতের সন্ধান করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে প্রকারের লোক নিযুক্ত করিলে তাহাদিগের দ্বারা এই সকল বিষয়ের সন্ধান হইতে পারে, প্রচুর পরিমাণে সরকারী অর্থ ব্যয় করিয়া সেই সকল লোককে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু কেহই কোনরূপে কোন বিষয়ের বিশেষরূপ সন্ধান আনিয়া দিতে পারিল না।

এই সকল কর্ম্মচারীগণের মধ্যে একজন কর্ম্মচারী. তাঁহার কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া মনে মনে বিশেষরূপ লজ্জিত হইলেন. কিরূপ উপায়ে তাঁহার অভিলষিত কার্য্য সমাপন করিতে পারেন, একাগ্রমনে কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনরূপ উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, একবার যে ব্যক্তি হানিফ খাঁকে ধরাইয়া দিয়াছিল,

তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। তাহার ঠিকানা তিনি জানিতেন না, পুরাতন মকর্দ্দমার কাগজ-পত্র হইতে তিনি তাহার ঠিকানা বাহির করিলেন। তিনি যে ঐ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এ কথা অপর কোন কর্ম্মচারীকে বা থানার দারোগাবাবুকে পর্য্যন্ত বলিলেন না। তিনি নিজেই নিজের অভিলষিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

বহু চেষ্টায় আবেদ আলির সন্ধান পাইলেন। যে ব্যক্তি হানিফ খাঁ সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া একবার তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল, তাহারই নাম আবেদ আলি। আবেদ আলি পূর্ব্বে হানিফ খাঁর ডাকাইত দলের একজন ডাকাত ছিল।

হানিফ খাঁ মরিয়া গিয়াছে, মরিয়া সে ভূতই হউক, বা অপর কিছু হউক, তাহার সম্বন্ধে এখনকার সংবাদ যে আবেদের নিকট পাওয়া যাইবে না, তাহা সেই কর্ম্মচারী বেশ জানিতেন। কারণ হানিফ খাঁকে ধরাইয়া দিবার পর, আবেদ আলি আর ঐ দলের মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু কর্ম্মচারী ইহা জানিতেন যে, আবেদ আলি যে সময়ে ডাকাইত-দলভুক্ত ছিল, সেই সময়ে সেই দলে অপর যে সকল ডাকাইত ছিল, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সে চিনিত, ও যে যে স্থানে তাহারা বাস করিত, তাহাও সে জানিত। সুতরাং তাহার নিকট হইতে যদি ঐ সকল লোকের নাম ও ধাম অবগত হইতে পারা যায়, এবং যদি তাহাদিগকে কোন না কোন উপায়ে ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলে সম্প্রতি যে সকল ডাকাইতি হইয়াছে, তাহার দুই একটার কিনারা হইলেও হইতে পারে।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, তিনি আবেদ আলিকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত আবেদ আলি তাহার নিজ গৃহকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি তাহার ও তাহার পরিবারবর্গের ভার সরকারী অর্থ হইতে চালাইবেন এবং তদ্ব্যতীত সময় সময় আরও দশ কুড়ি টাকা দিয়া, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়া লইবেন। আবেদ আলিও সাধ্যমত সেই কর্ম্মচারীকে সাহায্য প্রদান করিতে সম্মত হইয়া, কখন একা, কখন বা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং সময় সময় পুরাতন দলের ডাকাইতদিগের মধ্যে কাহার কোথায় বাসস্থান তাহা সেই কর্ম্মচারীকে গোপনে দেখাইয়া দিতে লাগিল।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে আবেদ আলি কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত সেই কর্ম্মচারীর নিকট বিশেষরূপ সাহায্য পাইতে লাগিল। তাঁহাকে বিবিধরূপে পরীক্ষা করিয়া আবেদ বেশ বুঝিতে পারিল যে, ঐ

কর্ম্মচারীর দ্বারা তাহার কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; অধিকন্তু সরকারি কার্য্যে সাহায্য করিতে গিয়া যদি সে কোনরূপে বিপদগ্রস্ত হয়, তাহা হইলেও ঐ কর্ম্মচারী তাহাকে বিপদ হইতে আশু উদ্ধার করিবেন।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, সে একদিবস সেই কর্ম্মচারীকে কহিল, "আমি আপনার নিকট হইতে অনেক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি আপনার বিশেষ কোন কার্য্য করিয়া উঠিতে পারি নাই; ইহার নিমিত্ত আমি মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত আছি। এখন আমি স্থির করিয়াছি যে, অভাব পক্ষে পনের দিবসের মধ্যে একবার একাকী বহির্গত হইব। ইহার মধ্যে আপনি আমার কোনরূপ সংবাদ লইবার চেষ্টা করিবেন না।

কর্ম্ম। তুমি কোথায় যাইবে?

আবেদ। তাহা আমি এখন আপনাকে বলিব না, আর বলিবই বা কি? আমি যে কোথায় যাইব, তাহা আমি এখন নিজেই জানি না, ইচ্ছা করিয়াছি, আমি কোনরূপে আর একবার ডাকাইত দলের সহিত মিশিব, যদি কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে দলপতির সহিত সকলকেই ধরাইয়া দিয়া আপনার ঋণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব।

কর্ম্ম। কতদিন পরে আবার দেখা হইবে?

আবে। তাহা আমি এখন বলিতে পারি না। কিন্তু যতদিনই হউক না কেন, পনের দিনের মধ্যে আমি একবার আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব ও কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, তাহাও আমি আপনাকে বলিয়া যাইব। কিন্তু—

কর্ম্ম। কিন্তু কি?—

আবে। আমার পরিবারবর্গ?

কর্ম্ম। তোমার পরিবারবর্গের নিমিত্ত তোমাকে ভাবিতে হইবে না, সে ভার আমার উপর রহিল, তাহাদিগের সংবাদ আমি সর্ব্বদা গ্রহণ করিব ও তাহাদিগের নিমিত্ত যাহা কিছু খরচ হইবে, তাহা এখন আমি যেরূপভাবে দিতেছি, সেইরূপ ভাবেই দিয়া আসিব; সে সম্বন্ধে তোমাকে আদৌ কোনরূপ ভাবিতে হইবে না।

এই বলিয়া আবেদ আলি কর্ম্মচারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সে যে কোথায় গেল, কেহ জানিল না, বা কেহই বলিতে পারিল না। আট দশ দিবস কেহ তাহাকে আর সেই স্থানে দেখিতে পাইল না, বা তাহার কোনরূপ সংবাদও পাওয়া গেল না। দ্বাদশ দিবসে সে হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া সেই কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিল, ও কহিল, যে দলের দ্বারা আজ কাল ডাকাইতি হইতেছে, আমি তাহার সন্ধান করিয়া আসিয়াছি, যদি অনুমতি হয়, আমি তাহার ভিতর গিয়া প্রবিষ্ট হই।

কর্ম্ম। কিরূপে তুমি উহার ভিতর প্রবিষ্ট হইবে?

আবে। উহাদিগের দলভুক্ত হইয়া উহাদিগের সহিত ডাকাইতি করিতে হইবে।

কর্ম্ম। ডাকাইতি না করিলে তুমি কি উহাদিগকে ধরাইতে পারিবে না?

আবে। না।

কর্ম্ম। কেন?

আবে। দলভুক্ত না হইলে উহারা আমার কথায় বিশ্বাস করিবে কেন?

কর্ম্ম। আচ্ছা, তাহাই হইবে; কিন্তু এক কাজ করিতে হইবে। আমার কথা মত ডাকাইতি করিতে গিয়া যদি কোন গতিকে ধৃত হও, তাহা হইলে যাহাতে আমি তোমাকে বাঁচাইতে পারি, অগ্রে তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, পরে ডাকাইতি করিতে তোমাকে অনুমতি দিব। এখন বল দেখি, তুমি যে দলের কথা কহিতেছ, সেই দল এই স্থান হইতে কতদূরে অবস্থিতি করে?

আবে। তাহারা নানা স্থানে বাস করে, কিন্তু কার্য্য করিবার সময় যে স্থানে সমবেত হয়, সেই স্থান এখান হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে।

কর্ম্ম। তুমি ততদূর গিয়াছিলে?

আবে। না যাইলে কার্য্য উদ্ধার করিব কিরূপে?

কর্ম্ম। ঐ দলের দলপতি কে?

আবে। দলপতির কথা বলিবেন না, সে বড় ভয়ানক কথা। আমি যে হানিফ খাঁকে ধরাইয়া দিয়াছিলাম, সে মরিয়া ভূত হইয়াছে। ভূত হইয়াও সে আপন কার্য্য পরিত্যাগ করে নাই। সে এখনও ডাকাইত দলের দলপতি। সে দলপতির কার্য্য করে বটে, কিন্তু নিজে কিছুই গ্রহণ করে না। তাহার অংশে যাহা হয়, সে তাহা উড়াইয়া লইয়া গিয়া এক এক গ্রামের এক এক স্থানে ফেলিয়া দেয়, যে পায় সেই লয়, উহাতেই তাহার আমোদ।

কর্ম্ম। তুমি তাহাকে দেখিয়াছ?

আবে। দেখিয়াছি।

কর্ম্ম। সে তোমাকে চিনিতে পারিয়াছিল?

আবে। খুব পারিয়াছিল।

কর্ম্ম। তুমি যে তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছিলে, তাহার নিমিত্ত সে তোমাকে কিছু বলে নাই?

আবে। না। আমি যে তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছিলাম, তাহা সে জানিতে পারে নাই বা বুঝিতে পারে নাই।

কর্ম্ম। তাহার চেহারা এখন কিরূপ?

আবে। পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ আছে, তবে পূর্ব্বের অপেক্ষা সে এখন কিছু কাহিল হইয়াছে। প্রভেদের মধ্যে, তাহার কথা একেবারে খোঁনা হইয়া গিয়াছে; এমন কি, তাহার কথা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না।

কর্ম্ম। তাহাকে দেখিয়া তোমার ভয় হইয়াছিল?

আবে। দলের একজন লোক আমাকে সঙ্গে করিয়া তাহার নিকট লইয়া যায়, ভূতের কথা শুনিয়া প্রথমেই আমি অতিশয় ভয় পাইয়াছিলাম, পরে তাহাকে দেখিয়া আমি এরূপ ভীত হইয়া পড়ি যে, কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সংজ্ঞা থাকে না। পরে যখন আমার সংজ্ঞা হয়, তখন তিনি আমাকে কহেন, "তোমার কোন ভয় নাই, দলের কোন লোকের আমা হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই, আমার দ্বারা তাহাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, অপর কেহ তাহাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যে কোনরূপে অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে, আমি জানিতে পারিলেই, তাহার ঘাড়টী মট্‌কাইয়া রাখিয়া আসিব। তুমি আমার দলে বহুদিন ছিলে, যাও, পুনরায় দলভুক্ত হও। এই কথা বলিয়াই তিনি সেই স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন, আর তাঁহাকে সেই স্থানে দেখিতে পাইলাম না।

কর্ম্ম। কোন্ স্থানে তোমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

আবে। একটী প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যস্থলে বৃহৎ ও বহু পুরাতন একটী অশ্বত্থবৃক্ষ আছে, তাহার নিকট একটী বৃহৎ পুষ্করিণী, ঐ পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে ভয়ানক জঙ্গলে আবৃত, দিনমানে ঐস্থান বাঘ ভালুকের আবাস স্থল, কোন লোক ভ্রমক্রমেও সেই স্থানে যায় না, সকলেই জানে, ঐস্থানে ঐ অশ্বত্থ গাছের উপর যত ভূতের আবাস-স্থল।

কর্ম্ম। ঐ স্থান তুমি আমাদিগকে দেখাইতে পারিবে?

আবে। তাহা পারিব না কেন?

কর্ম্ম। তোমার কি অনুমান হয় যে, ঐ ভূত ঐ স্থানেই বাস করিয়া থাকে?

আবে। তাহা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ভূতের বাসস্থানের ঠিক কি?

কর্ম্ম। এ বিষয়ে তোমাকে উত্তমরূপে সন্ধান করিতে হইবে।

আবে। আমি তো তাহারই চেষ্টায় আছি, কিন্তু উহাদিগের সহিত ডাকাইতি করিতে প্রবৃত্ত না হইলে উহারা আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবে কেন?

কর্ম্ম। আমি তোমাকে সে বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি, তাহার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। এখন তুমি তোমার বাড়ীতে যাও, কল্য আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

আমার কথা শুনিয়া আবেদ আলি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল, আমি আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ও সেই জেলার সর্ব্বপ্রধান বিচারককে সমস্ত কথা বলিলাম; তাঁহারা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, ঐ উপায়ে যদি ডাকাইতের দল ধরা পড়ে, তাহা হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই এরূপ

বন্দোবস্ত করিতে হইবে যে, ডাকাইতি করিবার সময় সকলকে ধৃত করিতে হইবে।

পরদিবস প্রত্যুষে আবেদ আলি আসিয়াই সেই কর্ম্মচারীকে কহিল, "কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি?

কর্ম্ম। হাঁ, তুমি অবলীলাক্রমে ডাকাই-তের দলে মিশিতে পার।

আবে। আর ডাকাইতি?

কর্ম্ম। তাহাও করিতে পারিবে, কিন্তু একটী কথা আছে।

আবে। কি?

কর্ম্ম। এরূপ কোন উপায় করিতে হইবে যে, ডাকাইতি করিবার সময় যাহাতে আমারা উহাদিগকে ধরিতে পারি।

আবে। যদি আপনারা তাহা করিতে চাহেন, তাহা হইলে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইলেও আমি তাহার বন্দোবস্ত করিব। কিন্তু ঐরূপে কার্য্য করিতে আমি নিষেধ করি।

কর্ম্ম। কেন নিষেধ কর?

আবে। তাহাতে উভয় পক্ষে অনেক খুন জখম হইবার সম্ভাবনা।

কর্ম্ম। তাহা জানি, কিন্তু এই স্থানের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতির ঐরূপ ইচ্ছা।

আবে। যদি তাঁহার ঐরূপ ইচ্ছা হইয়া 'াকে, তবে সেইরূপই বন্দোবস্ত করিব।

কর্ম্ম। আমরা অগ্রে কিরূপে জানিতে পারিব যে, কবে ও কোন্ সময় এই কার্য্য হইবে?

আবে। তাহা হইলে এক কার্য্য করিতে হইবে। আমার সহিত একটী বিশ্বাসী লোক দিতে হইবে, আর একজন দ্রুত অশ্বারোহীরও যোগাড় করিতে হইবে। যে গ্রামে বসিয়া যে সময় ডাকাইতি করিবার সমস্ত ঠিক হইবে, আমি সেই বিশ্বাসী লোককে সেই গ্রামের কোন স্থানে রাখিয়া দিব। যেমন ডাকাই-তির স্থান ও সময় স্থির হইবে, অমনি আমি তাহাকে সেই সংবাদ প্রদান করিব। অশ্বা-রোহীকে কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে থাকিতে হইবে। লোক ঐ সংবাদ অশ্বারোহীকে প্রদান করিলে, সে দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া আপনার নিকট আগমন পূর্ব্বক ঐ সংবাদ প্রদান করিবে, তখন আপনারা সদলবলে ডাকাইতির স্থানে উপস্থিত হইয়া ডাকাইতি করিবার সময় আমাদিগকে ধরিবেন। যদি এইরূপ বন্দো-বস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারিবে, কিন্তু বিশেষ বিশ্বাসী লোক না হইলে সকল কার্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে ও আমাদিগের সমস্ত মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে পরিশেষে আর কোন কার্য্যই সহজে সম্পন্ন হইবে না।

আবেদ আলির কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী বুঝিতে পারিলেন যে, সে যাহা বলিতেছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত। এখন ঐরূপ বিশ্বাসী লোক ও অশ্বারোহী কোথায় পাওয়া যাইবে?

এ সম্বন্ধে ঐ কর্ম্মচারী তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিলেন ও পরি-

শেষে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, ঐ কর্ম্মচারীই আবেদ আলির সহিত গমন করিবেন ও জেলার অশ্বারোহী পুলিসের যিনি নেতা, তিনিও অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে অপেক্ষা করিবেন।

ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা সাব্যস্ত হইল, তিনি তাহা আবেদ আলিকে কহিলেন। আবেদ আলি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পুনরায় তাহার বাড়ী হইতে বহির্গত হইল। এবার সেই কর্ম্মচারীও তাহার সহিত গমন করিলেন। তিনি দূরে দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে গ্রামে যেরূপভাবে অবস্থিতি করিলে তাঁহার উপর অপর কাহারও কোনরূপ আদৌ সন্দেহ হইতে না পারে, সেইরূপভাবে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারী ভদ্রলোক সুতরাং ভদ্রবেশেই তাঁহাকে নানা গ্রামে গমন করিতে হইল; সকল স্থানেই তিনি স্কুল ও পাঠশালা-পরিদর্শক বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক স্কুল বা পাঠশালা পরিদর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন, যে সকল গ্রামে দুই চারি দিবস অবস্থিতি করিতে হইল, তিনি পীড়িত হইয়াছেন বলিয়া সেই সেই স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

অশ্বারোহী ঐ প্রদেশে ঘোড়া ও গরু খরিদ করিতে আসিয়াছেন, এই পরিচয়ে নানা স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কোন কোন স্থানে গরু বা ঘোড়া খরিদ করিবার জন্য বায়নার স্বরূপ তাহাদিগকে কিছু কিছু অর্থও প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে আবেদ আলি ও তাহার সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারীদ্বয় আপনাপন কার্য্য উদ্ধার মানসে দিন যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আবেদ আলি ও কর্ম্মচারীদ্বয় জেলা হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর জেলার সর্ব্বপ্রধান পুলিস-কর্ম্মচারী ও সর্ব্বপ্রধান বিচারক সাহেব সমস্তই প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন; সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহারা স্বদলবলে গমন করিতে পারিবেন, কালমাত্র বিলম্ব হইবে না, এরূপ সমস্তই ঠিক রহিল ও ইহাও স্থির রহিল যে, তাঁহারা নিজেই ঐ কার্য্যে গমন করিবেন।

জেলার সমস্ত কর্ম্মচারীই বুঝিতে পারিল যে, কি একটা ঘটিবে, বোধ হয়, কোন স্থানে দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা আছে, তাই সিপাহি শান্ত্রী সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু কেন যে প্রস্তুত থাকে, তাহা সঠিক কেহই অবগত নহে; যাহারা প্রস্তুত থাকে, তাহারাও বলিতে পারে না কি কার্য্যে কোথায় গমন করিতে হইবে?

এইরূপে প্রায় ১০ দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। এদিকে সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীদ্বয় আপ-

নারা দলবলের সহিত সশস্ত্রে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। অপর দিকে আবেদ আলি সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারীদ্বয় ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে লাগিল।

একাদশ দিবসের দিন আবেদ আলি আসিয়া সেই কর্ম্মচারীকে সংবাদ প্রদান করিল যে, আগামী কল্য স্থির হইবে যে, কোন্ গ্রামে ও কাহার বাড়ীতে ডাকাইতে হইবে। পর দিবস রাত্রি নয়টার সময় আসিয়া পুনরায় সংবাদ প্রদান করিল যে, সেই রাত্রেই বারটার পর উহারা ডাকাইতি করিবে। যে গ্রামে ডাকাইতি হইবে, সেই গ্রামের নামও বলিয়া দিল, কিন্তু কাহার বাড়ীতে যে ডাকাইতি হইবে, তাহা বলিতে পারিল না। কারণ যাহার বাড়ীতে ডাকাইতি হইবে, সংবাদদাতা তাহার নাম বলে নাই, সে সঙ্গে গিয়া ঐ বাড়ী দেখাইয়া দিবে।

এই সংবাদ প্রদান করিয়াই আবেদ আলি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

যেস্থানে ডাকাইতি হইবে, সেই স্থান ঐ স্থান হইতে প্রায় পাঁচক্রোশ ও সেই স্থান হইতে জেলাও প্রায় পাঁচক্রোশ দূরে। সংবাদপ্রাপ্তির স্থান হইতে জেলাও ৭ ক্রোশের কম নহে। এখন ৭ ক্রোশ পথ গমন করিলে, জেলায় সংবাদ পৌঁছিবে। সেই স্থান হইতে পাঁচক্রোশ পথ গমন করিলে, যে গ্রামে ডাকাইতি হইবে, সেই গ্রামে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে। এদিকে সময় ৩ ঘণ্টা মাত্র। এত অল্প সময়ের মধ্যে কর্ম্মচারীগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন কি না, বলা যায় না। যাহা হউক, ঐ কর্ম্মচারী সেই অশ্বারোহীকে তখনই সংবাদ প্রদান করিলেন, তিনি দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিয়া কোন গতিকে রাত্রি ১২ টার সময় জেলায় গিয়া সংবাদ প্রদান করিলেন। এদিকে কর্ম্মচারী ও যে গ্রামে ডাকাইতি হইবার কথা, সেই গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন।

জেলায় কর্ম্মচারীগণও প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারাও সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র অশ্বারোহণে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। অপর যে কয়েকজন অশ্বারোহী পুলিস ছিল, তাহারাও তাঁহাদিগের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। ঐ দলের নেতা, যিনি সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া অপর আর একটী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত গমন করিলেন। এইরূপে অশ্বারোহীর সংখ্যা দশ জনের অধিক হইল না। অপরাপর কর্ম্মচারীগণ প্রায় একশত অস্ত্রধারী পুলিস প্রহরী সমভিব্যাহারে পদব্রজে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু অশ্বারোহীগণের সহিত একত্রে গমন করিতে পারিলেন না, তাহাদিগের অনেক পশ্চাতে পড়িলেন।

সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীদ্বয় অস্ত্রধারী অশ্বারোহীর সহিত যখন সেই গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ডাকাইতি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, অথচ তাঁহাদিগের অনুচরগণ তখনও

পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারেন নাই। জেলার দুইজন প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী যখন ডাকাইতির সময় সেই স্থানে গিয়া, উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের সাহায্যকারী নিতান্ত অল্প হইলেও তাঁহারা স্থির থাকিবার লোক নহেন। এইরূপ অবস্থায় যদি কেবল একজন ইংরাজ কর্ম্মচারীও বিনা সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তিনিও চক্ষের উপর উহা দেখিতে পারিতেন না। ইংরাজের স্বভাব সেরূপ নহে। এ ক্ষেত্রে দুইজন প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী দশজন সশস্ত্র অনুচরের সহিত উপস্থিত। ডাকাইতের সংখ্যা যতই হউক না কেন, আপন প্রাণের উপর মায়া করিয়া তাঁহারা কখনই স্থির থাকিতে পারেন না।

ইংরাজ কর্ম্মচারীদ্বয় ঐ দশজন অনুচর লইয়াই উহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অন্য আক্রমণ নহে, উহাদিগকে একেবারে গুলি করিতে আদেশ দিলেন। একেবারে দ্বাদশ বন্দুকের আওয়াজ হইল। ডাকাইত দলের মধ্য হইতেও বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ডাকাইতগণ তাহাদিগের মশাল প্রভৃতি যে সকল আলো ছিল, তাহা একেবারে হঠাৎ নির্ব্বাপিত করিয়া দিল। সুতরাং সেই স্থান একবারে অন্ধকারময় হইয়া পড়িল; গুলি সকল সন্ সন্ শব্দে ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সেই স্থান একেবারে জনশূন্য, অন্ধকারের আশ্রয় লইয়া ডাকাইতগণ পলায়ন করিয়াছে।

পরে জানিতে পারা গিয়াছিল, আবেদ আলিও ঐ ডাকাইতদিগের সঙ্গে আগমন করিয়াছিল। সে জানিত যে, ডাকাইতি করিবার সময় গোলযোগ হইবে, সুতরাং সে বাড়ীর ভিতরে না গিয়া বাহিরে ঘাঁটি আগলাইতে লাগিল। অশ্বারোহীগণকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া সাঙ্কেতিক শব্দে উহাদিগকে সংবাদ দিয়া আবেদ নিজের কার্য্য শেষ করে ও তথা হইতে প্রস্থান করে।

ডাকাইতগণ প্রস্থান করিবার পর আলো জ্বালাইয়া ঘটনা স্থল উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার সময় পূর্ব্ব-কথিত সংবাদ সংগ্রহকারী কর্ম্মচারীও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘটনাস্থলে অনুসন্ধান করিয়া দুইটী মৃতদেহ পাওয়া গেল। বন্দুকের গুলি উহাদিগের বক্ষঃস্থল ভেদ করায় তাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে। যাহাদিগের মৃতদেহ পাওয়া গেল, তাহারা ঐ গ্রামের লোক নহে, বা ঐ গ্রামের কোন লোকও তাহাদিগেকে চিনিতে পারিল না। সুতরাং ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, ঐ দুই ব্যক্তি ডাকাইতের দলের লোক; পুলিসের গুলিতে মরিয়া গিয়াছে।

ডাকাইত দলের মধ্যে হইতে যে সকল গুলি ছুড়িয়াছিল, তাহাতে পুলিসের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই, কেবলমাত্র একটী অশ্ব সামান্যরূপ আহত হয়। পদাতিক কর্ম্মচারীগণ যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছিল।

ডাকাইতগণ অন্ধকারের আশ্রয়ে সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং কোন্ দিকে ও কিরূপ অবস্থায় তাহারা প্রস্থান করিয়াছিল তাহা জানিতে না পারায় অশ্বারোহীগণ তাহাদিগের অনুসরণ পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ হয় নাই।

এইরূপে বিফল মনোরথ হইয়া ইংরাজ প্রধান কর্ম্মচারীদ্বয় নিতান্ত ক্ষুব্ধ মনে আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

সময় মত আবেদ আলি আসিয়া সেই কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিল ও যেরূপে তাহারা ঐ ডাকাইতি করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহার সমস্ত অবস্থা তাঁহার নিকট বিবৃত করিল। আরও কহিল যে, সেই ভূত, এবারও দলপতি হইয়া ঐ ডাকাইতি করিতে গমন করিয়াছিল। কিন্তু আক্রান্ত হইয়া সকলে যখন পলায়ন করিয়াছিল, সেই সময় হইতে ঐ দলপতিকে আর কেহই দেখিতে পায় নাই। ডাকাইতি করিয়া যে সকল দ্রব্যাদি আনা হইয়াছিল, তাহা ডাকাইতির চারি দিবস পরে সকলের মধ্যে বিভাগিত হয়। সেই সময়েও দলপতি সেই স্থানে উপস্থিত হয় নাই। অপরাপর ডাকাইতগণ তাহাদিগের আপনাপন অংশ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়; দলপতির অংশ একজনের নিকট গচ্ছিত থাকে।

আবেদ আলি এই সকল বিষয় কর্ম্মচারীকে বলিয়া তাহার অংশে সে সকল দ্রব্যাদি পাইয়াছিল, তাহা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। আর ঐ ডাকাইত দলের যে সকল ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান এ পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারিয়াছিল, তাহারও একটী তালিকা তাঁহাকে প্রদান করিল।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এই সমস্ত সংবাদ কর্ম্মচারীকে প্রদান করিয়া আবেদ আলি, তাঁহার পরামর্শমত পুনরায় সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। এবার তিনি তাহাকে বলিয়া দিলেন, যেরূপে হয়, ঐ ভূতের বাসস্থান স্থির করিয়া আসিবে।

এক সপ্তাহ পর, সে পুনরায় প্রত্যাগমন করিল ও কহিল, এবার সেই দলপতি ভূতের বাসস্থানের সন্ধান পাইয়াছি, যে জঙ্গলের ভিতর তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই জঙ্গলের মধ্যেই তাহার বাস। তবে তাহার বাসস্থান নিজ চক্ষে না দেখিলেও বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি।

আবেদ আলির কথা শুনিয়া তিনি সমস্ত অবস্থা তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে বলিলেন। পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, যত লোক আবশ্যক, তত লোক সংগ্রহ করিয়া অধিক রাত্রে ঐ জঙ্গল বেষ্টন করা হইবে। অতি প্রত্যূষেই সকলে চতুর্দ্দিক হইতে জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। যে সকল লোক ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, সকলেই

পুলিসের পোষাক পরিয়া ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে; কারণ পুলিসের লোক ব্যতীত যে কোন ব্যক্তিকে উহার ভিতর পাওয়া যাইবে, তাহাকেই ধৃত ও অবরুদ্ধ করা হইবে।

এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে, নানাস্থান হইতে নানা পুলিস-কর্ম্মচারী ও পুলিস-প্রহরী আনীত হইল। জেলার মধ্যস্থিত যে কোন গ্রামে ও থানায় যে কোন পুলিস কর্ম্মচারী ও কনষ্টেবল ছিল, সকলেই নির্দ্দিষ্ট দিনে সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎব্যতীত নিকটবর্ত্তী জেলা সকল হইতেও অনেক পুলিসের আগমন হইল। যেস্থান হইতে যতগুলি ইংরাজ কর্ম্মচারীর সেই স্থানে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারাও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আবেদ আলি পূর্ব্বেই সেই স্থান গোপনে দেখাইয়া দিয়াছিল, ঐ কয়েকজন কর্ম্মচারী গুপ্তবেশে সেই স্থানে গমন করিয়া ঐ জঙ্গল ও পুষ্করিণীর অবস্থা উত্তমরূপে দেখিয়া লইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পরই সমস্ত পুলিস-কর্ম্মচারী সদর হইতে বাহির হইয়া আপন গন্তব্য স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি প্রায় ৩টা বাজিয়া গিয়াছিল। সেই সময় হইতেই তাঁহারা ঐ জঙ্গল ও পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলের আপনাপন স্থান অধিকার করিতে প্রায় চারিটা বাজিয়া গেল। পাঁচটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে সকলে ক্রমে ক্রমে সেই জঙ্গলের ভিতর অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিন চারি হস্ত অন্তর এক এক জন লোক স্থাপিত করা হইয়াছিল, উহারা যাহাতে আপন আপন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করে, তাহা দেখিবার জন্য, প্রত্যেক দশজন কনষ্টেবলের উপর একজন করিয়া দেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের উপর এক একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী। তৎকার্য্যে যতগুলি লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সকলেই সশস্ত্র। যিনি যে অস্ত্র উত্তমরূপে ব্যবহার করিতে পারিতেন, তাঁহাকে তাহাই প্রদান করা হইয়াছিল। কনষ্টেবলগণ লাঠি লইয়াছিল, কর্ম্মচারীদিগকে তরবারি, পিস্তল ও বন্দুক প্র..ন করা হইয়াছিল।

এইরূপে সকলে সেই জঙ্গল ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে ব্যাঘ্রশার্দ্দূলাদি ভীষণ বন্যজন্তুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। উহাদের মধ্যে কেহ বা তাহাদের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল, কেহ বা পলায়ন করিল।

ঐ জঙ্গলের প্রায় মধ্যস্থলে উপনীত হইলে একটী বহু পুরাতন পুষ্করিণীর ধারে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর দেখা গেল। চারিজন ইংরাজ-কর্ম্মচারী বন্দুক হস্তে ঐ কুটীরের নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন, ঐ কুটীরখানি দুই অংশে বিভক্ত। এক অংশে তিনজন লোক, অপর অংশে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোক। উহাদিগের নিকট অস্ত্র শস্ত্র থাকিলেও উহারা

কিন্তু কোনরূপ প্রতিবন্ধকতাচরণ করিল না; বোধ হয়, অস্ত্রধারী অনেক লোককে দেখিয়া ও সহজে তাঁহাদের হস্ত হইতে পলায়ন করিবার আশা নাই ভাবিয়া, উহারা সহজেই আত্ম সমর্পণ করিল।

যে তিনজন লোককে ঐ কুটীরের এক অংশে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে দলস্থ কেহই চিনিতে পারিল না, কিন্তু স্ত্রীলোকটীর সহিত যাহাকে তথায় পাওয়া গিয়াছিল, একজন কর্ম্মচারী তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি কহিলেন, আমার যদি ভ্রম না হইয়া থাকে, যদি হানিফ খাঁ এখনও জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, যে হানিফ খাঁর ফাঁসি হইয়াছিল, এ সেই হানিফ খাঁ ভিন্ন আর কেহই নহে; তবে সে যদি মরিয়া ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহার আকৃতির সহিত হানিফ খাঁর আকৃতির কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

সেই সময় ঐ সকল লোককে কর্ম্মচারীগণ দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাদিগের কথার কোনরূপ উত্তর প্রদান করিল না, মাত্র একজন কহিল, আমাদিগকে এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, যেখানে লইয়া যাইতে চাহেন, সেই স্থানে লইয়া চলুন, তথায় আপনাদের সকল কথার উত্তর পাইবেন।

পরে ঐ জঙ্গলটী কর্ম্মচারীগণ উত্তমরূপে দেখিলেন, ঐ কয়জন ব্যতীত অপর কোন লোককে আর পাওয়া গেল না। যে যে স্থানে সন্দেহ হইল, সেই সেই স্থান খোদিত হইল। পুষ্করিণীর ভিতর যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান করা হইল, কেবল কতকগুলি পিতল কাঁসার বাসন ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেল না। ঐ কুটীর ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল উত্তমরূপে খোদিত করিয়াও কয়েকখানি সোণা রূপার অলঙ্কার ও সামান্য কয়েকটী মুদ্রা ব্যতীত বহুমূল্য দ্রব্য কিছুই পাওয়া গেল না, তবে বন্দুক, তরবারি, লাঠি, সড়কি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ঐ কুঠিরের একপ্রান্তে অনেক পাওয়া গিয়াছিল। ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত যে পাঁচজন ধৃত হইয়াছিল, তাহারা জেলার সদর থানায় আনীত হইল।

অলঙ্কার প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল সে সমস্তই যে ডাকাতি করিয়া প্রাপ্ত, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না, ক্রমে ক্রমে ঐ সকল দ্রব্যের ফরিয়াদিও বাহির হইয়া পড়িল।

যে সকল ডাকাইতের নাম ও ঠিকানা আবেদ আলি পূর্ব্বে বলিয়া দিয়াছিল, তাহারাও ক্রমে ক্রমে আপনাপন বাসস্থানে ধৃত হইতে লাগিল ও তাহাদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু ডাকাতির দ্রব্যও পাওয়া গেল।

যে সকল ব্যক্তি হানিফ খাঁকে উত্তমরূপে চিনিত, তাঁহাদের একে একে সকলকেই আনা হইল, সকলেই হানিফ খাঁকে চিনিতে পারিলেন কিন্তু কেহই সহজে বিশ্বাস করিতে

চাহিলেন না যে, ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত হানিফ খাঁ। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কহিলেন, যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে, সে আবার বাঁচিয়া আসিবে কিরূপে? এ প্রকৃত হানিফ খাঁ নহে, সে মরিয়া ভূত হইয়াছে, এ সেই ভূত।

---

# নবম পরিচ্ছেদ।

ভূত ধরা পড়িয়াছে, এই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ভূত দেখিবার মানসে নানা স্থান হইতে নানা লোক আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। কেহ বা সাহসে ভর করিয়া উহার নিকটে গিয়া উহাকে দর্শন করিল, কেহ বা দুর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল। কাহারও সে সাহসও হইল না, অপরে যাহা দেখিয়াছে, তাহাই শুনিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

হানিফ খাঁর সহিত অপর যে তিন ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছিল, তাহারা পরিশেষে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিল। তাহারা কে, কোথায় তাহাদিগের বাড়ী, তাহাও বলিল। ডাকাইতি করিয়াই যে তাহারা জীবনধারণ করে, তাহাও তাহারা স্বীকার করিল, এবং যে যে স্থানে তাহারা ডাকাইতি করিয়াছে, তাহাও বলিয়া দিল। আরও কহিল, তাহারা তিন জনেই সর্দ্দার হানিফ খাঁর প্রিয় শিষ্য, সেই জন্য তাহারা প্রায়ই হানিফ খাঁর নিকট অবস্থান করিয়া থাকে।

ঐ স্ত্রীলোকটী যে কে, সে কথাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে বহুদিবস হইতে হানিফ খাঁর আশ্রিত। হানিফ খাঁও তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, যেখানে যায়, সেই স্থানেই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যায়। সেই জন্যই এই নির্জ্জন বাসেও সে হানিফ খাঁর সহচরী।

হানিফ খাঁ প্রথম প্রথম তাহার নিজের পরিচয় গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে যখন সে দেখিল যে, তাহার সমস্ত কথা ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, তখন সমস্তই স্বীকার করিল। স্বীকার করিল, তাহারই নাম হানিফ খাঁ, সেই পূর্ব্বে ধৃত হইয়া ফাঁসির হুকুম প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্ব সমক্ষেই তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হইয়াছিল, কিন্তু যে জল্লাদ তাহার গলায় দড়ি পড়াইয়া দেয়, সে তাহার দলভুক্ত এক-জন ডাকাইত ছিল, সে ঐ দড়িতে এরূপ-ভাবে একটী গাঁট দিয়া রাখিয়াছিল যে, গলায় দড়ি দিয়া সজোরে উচ্চ হইতে পতিত হইলেও ঐ দড়ির ফাঁস গলায় আঁটিয়া যায় নাই। যে সময় সে ফাঁসি মঞ্চের উপর হইতে ঝুলিয়া পড়ে, সেই সময় জল্লাদ ঐ মঞ্চের ভিতরেই দাঁড়াইয়া ছিল, পড়িবার সময় সে নিচে হইতে উহাকে ধরে, তাই গলায় ফাঁস আঁটিয়া যায় নাই বা বিশেষরূপ সে আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই; কেবল কিছুক্ষণ ঝুলিয়া থাকে মাত্র। অল্পক্ষণ পরে সুযোগ মত ঐ জল্লাদ তাহাকে ঐ রজ্জুর ফাঁস হইতে নামাইয়া, নিজের ঘরে

লুকাইয়া রাখে, রাত্রিকালে কোন গতিকে জেলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে সে যাত্রা সেই জল্লাদ তাহার জীবন রক্ষা করে। সে মরে নাই বা ভূতও হয় নাই, তবে লোকদিগকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত সে ভূত সাজিয়া বেড়াইত, এই জন্যই লোকে জানিত যে, হানিফ খাঁ মরিয়া ভূত হইয়াছে; সুতরাং কেহই তাহার নিকটে আসিতে সাহস করিত না।

এই সমস্ত বিষয় অবগত হইবার পর হানিফ খাঁর পুনরায় বিচার হইল। তথায় ভূতের বিষয় দেখিবার নিমিত্ত অনেক লোকের আগমন হইল। যে জজসাহেব পূর্ব্বে হানিফ খাঁর বিচার করিয়াছিলেন, এবারও তিনি সেই ভূতের বিচার আরম্ভ করিলেন। বিচারকালে কেবল এইরূপ সাক্ষ্য গৃহীত হইল যে, এই ব্যক্তিই হানিফ খাঁ, ইহারই প্রতি পূর্ব্বে চরম-দণ্ডের আদেশ হয়। এই সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া জজসাহেব এই আদেশ প্রদান করেন যে, পূর্ব্ব মকর্দ্দমার বিচারে উহার প্রতি যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছিল, সেই দণ্ডই বলবতী থাকিবে, ফাঁসি কাঠে ঝুলাইয়া উহাকে এ জগত হইতে পর-জগতে প্রেরণ করা হইবে।

কাঠরার ভিতর হইতে বাহির করিয়া লইবার সময় জজসাহেব হানিফ খাঁকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

উত্তরে হানিফ খাঁ কহিল, আমি কেন আপনার বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়াছিলাম, তাহাই জানিতে চাহেন কি?

জজসাহেব কহিলেন,—হাঁ।

হানিফ খাঁ কহিল, আপনি বিচারকালে আপনার পূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাই আমিও আমার পূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতে আপনার বাড়ীতে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পাথেয় স্বরূপ যাহা কিছু পাইয়াছিলাম, তাহাই লইয়া প্রত্যাগমন করি।

জজ সাহেব শুনিয়া হাসিলেন।

তাহার দলের অপরাপর যে সকল ডাকাইত ধৃত হইয়াছিল, বিচারে তাহারা যথোপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

হানিফ খাঁর ফাঁসি হইবে, এবার দেশীয় জল্লাদকে বিশ্বাস না করিয়া ইংরাজ জল্লাদের দ্বারা জেলার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর সম্মুখে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

সেই সময় হইতে ঐ প্রদেশে কিছুদিন আর ডাকাইতির কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

সমাপ্ত।

# মেকি লোক।

( ডিটেকৃটিভ-গল্প )

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

৯ নং সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printed by J. N. De, at the Bani Press.
63, Nimtola Ghat Srteet, Calcutta.
1910.

# মেকি লোক।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

বড়বাজারের স্থানে স্থানে বড় বড় মহাজনের বাস। কোন স্থানে মাড়ওয়ারি মহাজন সকল বাস করেন, কোন স্থানে মুসলমান ব্যবসায়ীগণ অবস্থিতি করিয়া থাকেন, কোন স্থানে শ্রেষ্ঠীগণ, কোনস্থানে লাখোদাগণ, কোন স্থানে ইহুদি প্রভৃতির আবাসস্থল। যে জাতির যে সকল মহাজন যে বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন, সেই বাড়ীতেই তাঁহাদিগের প্রায় এক একটী অফিস আছে। অফিসের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় না যে, ইহাঁরা বড় মহাজন বা ইহাঁদিগের কার্য্যক্ষেত্র অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী, কেহ কেহ বা ক্রোড়পতি।

যে স্থানে লাখোদা প্রভৃতি মুসলমানগণের আবাস ও কার্য্যস্থল, সেইস্থানে একটী পুরাতন খোলার বস্তী ভাঙ্গিয়া একটী প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী প্রস্তুত হয়। একজন মুসলমান মহাজন আসিয়া উহাতেই অফিস খোলেন, নিজেও সেই বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

যিনি ঐ বাড়ী ভাড়া লইয়া উহাতে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তিনি তাঁহার নাম মির হোসেনআলি বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম হোসেনআলি কি না তাহা কেহই জ্ঞাত নহে, বা তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহাও কেহ অবগত নহেন। কিন্তু সকলেই জানিতেন, হোসেন আলি একজন বড় মহাজন, তাঁহার টাকা অনেক, কারবার খুব ফলোয়া। তিনি একজন কাপড়ের বড় মহাজন, মফস্বলে তাঁহার কারবার বিস্তর।

তাঁহার বাড়ীতে তিনি যে অফিস করিয়াছিলেন, তাহাতে কেবলমাত্র পাঁচজন কর্ম্মচারীকে দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহার মধ্যে কেহ অফিসে বসিয়া কাজ করিতেন, কেহ বা বাজারের কার্য্যও সমাপন করিতেন। ঐ কয়জন কর্ম্মচারীর মধ্যে একজনও হিন্দু ছিলেন না, সকলেই মুসলমান। তাহারা যে কে, কোথায় যে তাহাদিগের জন্মস্থান, তাহাও অপর কেহ জানিত না। হোসেন আলি জানিতেন কি না, তাহা তিনিই জানেন।

হোসেন আলিকে দেখিয়া সকলেই মনে করিতেন যে, তিনি ভদ্র মুসলমান-বংশীয়। তিনি যেমন মধুরভাষী, তেমনি সকলের নিকট

বিনয়ী ছিলেন। যাঁহার সহিত হোসেন আলির একবার পরিচয় হইত, তিনি সহজে আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেন না। তিনি যেরূপ মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ছিলেন, তেমনি পরোপকার করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না; বিপদ-গ্রস্তকে সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। অর্থ সাহায্য হউক বা যে কোন প্রকারেই হউক, সাহায্য-প্রার্থীকে সাহায্য করিতে তিনি কোনরূপে পরাঙ্মুখ হইতেন না। এদিকে তিনি দাতাও ছিলেন। দরিদ্রদিগকে সর্ব্বদাই তিনি আহারীয় প্রদান করিতেন, মধ্যে মধ্যে বস্ত্রদানেও বিরত হইতেন না। প্রতি শুক্রবারে তাঁহার বাড়ীতে ভিক্ষার্থ যে কত লোক আসিয়া উপস্থিত হইত, তাহা স্থির করা নিতান্ত সহজ নহে; কিন্তু কেহ কখন বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, এ কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

এইরূপ অল্প দিবসের মধ্যে সেই স্থানে হোসেন আলির নাম প্রচারিত হইয়া পড়িল। নিকটবর্ত্তী স্থানের গরিব দুঃখী সকলেই জানিতে পারিল, যদি কোনরূপে তাহারা বিপদগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে হোসেন আলি কর্ত্তৃক তাহারা অনায়াসেই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে।

হোসেন আলি যে কেবল দীন দুঃখীদিগ-কেই সাহায্য করিতেন, তাহা নহে। তাঁহার বাড়ীতে প্রায়ই নৃত্য, গীত, আমোদ-আহ্লাদ হইত, সেই সঙ্গে স্থানীয় ভদ্র মুসলমানগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহাদিগের আহারের নিমিত্ত নানাবিধ সুখাদ্যের আয়োজন হইত। সকলেই চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় প্রাণ ভরিয়া আহার করিতেন। এইরূপে ক্রমে দিন অতি-বাহিত হইতে লাগিল। হোসেন আলি আপন মান-সম্ভ্রম যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বন্ধু বান্ধব ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সকলেই জানিত যে, হোসেন আলি অবি-বাহিত। ব্যবসা উপলক্ষে বাল্যকাল হইতেই তিনি তাঁহার দেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পর আর তিনি তাঁহার দেশে প্রত্যা-গমন করেন নাই; কারণ দেশে তাঁহার আপন বলিবার কেহই নাই। সুতরাং এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করেন নাই, নিজেও পাত্রীর সন্ধান করিয়া বিবাহের জন্য চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই।

যে স্থানে হোসেন আলি বাস করিতেন, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক ভাল ভাল মুসলমান ব্যবসা উপলক্ষে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে করিমবক্স নামক একজন ধনাঢ্য মহাজন বাস করিতেন। বাণিজ্য-জগতে তাঁহার বিশেষ মান-সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার বিবিয়া নাম্নী একটী সুন্দরী অবিবাহিতা কন্যা ছিল। করিমবক্স তাঁহার কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিবার মানসে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোমত পাত্র না পাওয়ায় এখনও পর্য্যন্ত তাহার

বিবাহ দিতে সমর্থ হন নাই। বিবিয়ারও ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল, তাহার বয়স প্রায় বিংশতি বৎসর, তথাপি সে অবিবাহিত।

করিমবক্স এত দিবস পরে হোসেন আলির মিষ্ট কথায় ভুলিলেন,—সকলের সহিত তাঁহার সৎব্যবহার দেখিয়া ভুলিলেন,—দীন দুঃখী ও দরিদ্রদিগের উপর হোসেন আলির অসীম দয়া দেখিয়া ভুলিলেন। ভদ্র সমাজকে লইয়া যেরূপ আমোদ-আহ্লাদ ও ভোজাদি দানে হোসেন যেরূপ অপারসীম অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া তিনি ভুলিলেন। আলির গাড়ী ঘোড়া ও বাবুগিরি প্রভৃতি দেখিয়া করিমবক্স একেবারে ভুলিয়া গিয়া, হোসেন আলি যে কে, কোথায় তাঁহার প্রকৃত বাসস্থান, তাঁহার বংশ-মর্য্যাদা কিরূপ ও তাঁহার দেশে তাঁহার স্বভাব-চরিত্রই বা কিরূপ, তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান না লইয়া, তাঁহার সহিত আপন কন্যা বিবিয়ার পরিণয় কার্য্য সমাপন করিলেন। নৃত্য গীত, বাদ্য, বাজনা, দান ধ্যান, খাওয়ান দাওয়ান প্রভৃতিতে উভয় পক্ষে অনেক অর্থব্যয় হইয়া গেল। বিবিয়া আপন স্বামীর ঘরে আসিয়া মনের সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

করিমবক্স বুঝিলেন যে, এতদিবস প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তিনি যে কার্য্যের কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই, ঈশ্বর সদয় হইয়া এখন নিজ হইতেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিলেন। এদিকে হোসেন আলিও বুঝিলেন যে, তিনি যে জাল বিস্তার করিয়া মৎস্য সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই আশা কতক পরিমাণে সফল হইল। বিবিয়া-মৎস্য আপনিই ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার সেই জালে পতিত হইল সত্য, কিন্তু পরিশেষে জাল ছিঁড়িয়া না যায় ও মৎস্য অগাধজলে পলায়ন না করে। এদিকে বিবিয়া ভাবিলেন, ঈশ্বর তাহাকে সুখভোগের যে উপায় করিয়া দিলেন, তাহা চিরস্থায়ী হইবে কি? নিতান্ত অপরিচিতের হস্তে তাহার পিতা তাহাকে সমর্পণ করিয়া তিনি আশু সুখী হইলেন বটে, কিন্তু সে সুখ চিরস্থায়ী হইবে কি?

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে সময় হোসেন আলি এই স্থানে আসিয়া কারবার আরম্ভ করেন, তাহার কিছুদিবস পরে নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে বড় বড় চুরি হইতে আরম্ভ হয়। ঐ চুরি যে নিত্য হইত তাহা নহে, কোন মাসে একটী, কোন মাসে বা দুইটী; কখন বা দুই তিন মাস একেবারেই চুরি হইত না। কিন্তু যে সকল চুরি হইত, তাহাতে প্রায়ই অধিক মূল্যের দ্রব্য অপহৃত হইত। দুই চারি সহস্র টাকা মূল্যের কম দ্রব্য বা নগদ্ ঐ পরিমাণ অর্থের যে কম চুরি হইয়াছে, তাহা প্রায়ই শুনা যাইত না। আজ অমুক পোদ্দারের দোকানের ছাদ ফুটা

করিয়া গৃহ মধ্যস্থিত লোহার সিন্ধুক খুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া সোনা রূপা ও নগতে প্রায় দশ সহস্র মূল্যের দ্রব্য চুরি হইয়া গিয়াছে সংবাদ আসিল। কিছু দিবস পরে পুনরায় সংবাদ আসিল, অমুক মহাজনের ক্যাসঘর ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে বিশ সহস্র টাকা অপহৃত হইয়াছে। এই প্রকারের বড় বড় চুরির সংবাদ ক্রমে থানায় আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল, পুলিস সাধ্যমত তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটীরও কোন কিনারা করিতে সমর্থ হইলেন না। এই সকল চুরি কে করিতেছে, অপহৃত মূল্যবান অলঙ্কার-পত্র, নম্বরি নোট সকল যে কোথায় যাইতেছে, তাহারও কোনরূপ সন্ধান পাওয়া গেল না। এই সকল বড় বড় চুরির একটীরও কোনরূপ কিনারা না করিতে পারায়, পুলিস অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা চোর ধরিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐরূপ চুরি যাহাতে আর না হয়, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ঐরূপ চুরি বন্ধ হইল না।

এইরূপে তিন চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু সেই গ্রামে বড় বড় চুরি বন্ধ হইল না, কাজেই বড়লোকের নিরাপদে বাস করা কঠিন হইয়া পড়িল। এই সকল চুরির অনুসন্ধানে কত পুলিস কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন, কত পুলিস কর্ম্মচারী বদলী হইয়া গেলেন, কত নূতন পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করত সেই সকল চুরির অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কাহার দ্বারা যে এই সকল চুরি হইতেছে, তাহার কিছুমাত্র স্থির হইল না। ক্রমে আরও দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

সেই সময় এক দিবস হোসেন আলি থানায় সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, তাঁহার আফিস ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া নগদ প্রায় দশ হাজার টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারীগণ তাঁহার বাড়ীতে গমন করেন, ও যেরূপে যে স্থান হইতে চুরি হইয়াছে, তাহা দেখে এবং তাঁহার অফিসের কর্ম্মচারীগণকে ও বাড়ীর চাকর চাকরাণীগণকে জিজ্ঞাসা বাদ করেন, কিন্তু কাহা কর্তৃক যে এই চুরি হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যে সকল কর্ম্মচারীগণ এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বহু পুরাতন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি কহিলেন, কোন চোরে যে এই টাকা অপহরণ করিয়াছে, তাহা তাঁহার বোধ হয় না, যে স্থান হইতে টাকা চুরি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, সেই স্থানে যে অত নগদ টাকা ছিল, তাহা তিনি একেবারে বিশ্বাস করেন না। বিশেষতঃ যাঁহার একেবারে দশ সহস্র টাকা অপহৃত হইয়াছে, তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি, মুখের ভাব দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোধ হয় না যে, তাঁহার এত টাকা

একেবারে চুরি গিয়াছে। একটী পয়সা হারাইয়া গেলে লোকে শতবার তাহার অনুসন্ধান করে, কিন্তু যাঁহার একেবারে এত টাকা চুরি হইয়াছে, তাঁহার সে বিষয়ে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই।

বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর কথা সকলে শুনিলেন বটে কিন্তু সে বিষয়ে কেহ কোন কথা কহিলেন না। যাঁহার এত মান সম্ভ্রম, এত প্রতিপত্তি, তাঁহার এইরূপ এক মিথ্যা অভিযোগ আনয়নের কারণ কি? যাঁহার এত টাকার কারবার, রাজা-রাজড়ার মত যাঁহার খরচ তিনি এরূপ মিথ্যা সংবাদ প্রদান করিবেন কেন? এই ভাবিয়া সকলে তাঁহার কথা একেবারে উড়াইয়া দিলেন।

এই চুরির কিছু দিবস পরে হোসেন আলি একবার সহর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তিনি যে কোথায় গমন করিলেন, তাহা তাঁহার কর্ম্মচারীগণকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারা গেল না। তাঁহারা কহিলেন, তিনি বাহিরে যাইবার সময় কেবলমাত্র ইহাই বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার ফিরিয়া আসিতে প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন বিলম্ব হইবে। বোধ হয়, কোন নূতন স্থানে কারবার খোলা যায় কি না, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত তিনি গমন করিয়াছেন। তিনি যতদিন বাহিরে ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত আর কোনরূপ চুরির সংবাদ পাওয়া গেল না। সেই সময় জানিতে পারা গেল, দুই চারি মাস অন্তর তিনি প্রায়ই বাহিরে গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু কোথায়, কি কারণে গমন করেন, তাহার কিছুই অবগত হইতে পারা গেল না।

নিয়মিত সময়ে তিনি পুনরায় আপন বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। যে সময় তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই সময় স্থানীয় পুলিসের একজন কর্ম্মচারী, তাঁহার বাড়ীর চুরির অনুসন্ধান উপলক্ষে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যে কোথায় গমন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিকট হইতে জানিবার নিমিত্ত তিনি বিশেষরূপ চেষ্টা করিলেন কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। তিনি বাজে কথা পাড়িয়া আসল কথার উত্তর প্রদান করিলেন না।

হোসেন আলির উপর পাড়ার লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল। নিকটবর্ত্তী স্থানে অত্যন্ত চুরি হইত বলিয়া অনেকেই তাঁহাদিগের ধনসম্পত্তি হোসেন আলির নিকট জমা রাখিত। ঐ সকল দ্রব্য জমা রাখিবার সময় হোসেন আলি দুই একবার এরূপভাব দেখাইতেন যে, তিনি ঐ সকল দ্রব্য জমা রাখিতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু প্রকৃত কাহারও অর্থাদি কখন ফেরৎ দিতেন না।

এইরূপে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, নিকটবর্ত্তী স্থানের চুরি আদৌ কমিল না, কিন্তু দিন দিন হোসেন আলির প্রতিপত্তি আরও বাড়িতে লাগিল।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হোসেন আলি যেরূপ বড়মানুষি ধরণে চলিতেন, যেরূপ অজস্র অর্থব্যয় করিতেন, হোসেন আলির স্ত্রী বিবিয়াও সেইরূপ ভাবে চলিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে অন্দর-মহলে স্ত্রীলোকের নৃত্যগীত হইতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয় ও পরিচিত স্ত্রীলোকগণ প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইয়া আহারাদি করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোজের প্রায় প্রত্যহই আয়োজন হইতে লাগিল। এইরূপে বিবিয়াও মনের সাধ পুরাইয়া আমোদ-আহ্লাদ ও অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। বিবিয়া যতই কেন অর্থব্যয় করুন না, হোসেন আলি কিছুতেই অসন্তুষ্ট হইতেন না, যখন যাহা চাহিতেন, তখনই তাহা প্রদান করিতেন, সর্ব্বদাই বিবিয়া যাহাতে মনের সুখে থাকিতে পারে, তাহার বিধিমতে চেষ্টা করিতেন।

একদিবস নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অনেকগুলি বড়লোকের স্ত্রী-কন্যা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের একজনের গলায় এক ছড়া বহুমূল্য জড়োয়া কণ্ঠহার ছিল। উহাতে যে সকল পাথর ছিল, তাহার সকলগুলিই বহুমূল্যবান ও দেখিতে অতিশয় মনোরম। বোধ হয় ঐ হারছড়াটির মূল্য পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রার কম হইবে না। বিবিয়া ঐ হারছড়াটী তাঁহার গলা হইতে খুলিয়া লইয়া হোসেন আলির নিকট আসিলেন ও উহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "দেখুন দেখি, এই হারছড়াটী কেমন?"

হোসেন আলি হারছড়াটী হস্তে লইয়া উত্তমরূপে দেখিলেন ও কহিলেন, "বোধ হইতেছে, বিবিসাহেব এইরূপ একছড়া লইতে ইচ্ছা করেন।"

বিবিয়া। কেন, আমি কি বলিতেছি যে, আমি এইরূপ এক ছড়া হার চাই।

হোসেন। তুমি বলিতেছ এ কথা তো আমি বলিতেছি না, তবে তোমার মনের কথা আমি বুঝিতে পারি বলিয়াই, এ কথা বলিতেছি। সে যাহা হউক, হার ছড়াটী বেশ পছন্দমত, আমার ইচ্ছা যে, এইরূপ একছড়া হাড় আমি তোমার গলায় দেখি।

বিবি। কেন, আমি হার ছড়াটি তোমাকে দেখাইতে আনিয়াছি বলিয়া কি তুমি ও কথা বলিতেছ? কোন জিনিস দেখাইলেই কি তাহা লইতে ইচ্ছা হয়। ইহার মূল্য কত অনুমান হয়?

হোসেন। ৫০,০০০৲ টাকার কম নহে। মূল্য যতই হউক, এক কাজ করিতে পার?

বিবি। কি?

হোসেন। এই হার ছড়াটী যাহার, তাহার নিকট হইতে উহা মাস খানেকের জন্য চাহিয়া লইতে পার? কারণ কারিগর উহা না দেখিলে ঐরূপ আর এক ছড়া প্রস্তুত করিতে পারিবে না। আর অভাব পক্ষে একমাসের কমে এরূপ একখানি অলঙ্কার প্রস্তুত হইতে পারে না।

বিবি। যাঁহার হার, আমি তাহাকে বলিব, কিন্তু তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি ঐ হার কিরূপে আমাকে প্রদান করিবেন?

হোসেন। তাহা তো ঠিক কথা। যাহার হার, তাহাকে বলিও, তিনি যেন এ কথা তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন। যদি তিনি উহা দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে বলিও, আমি উহার নিকট গিয়া লইয়া আসিব।

হোসেন আলির কথা শুনিয়া বিবিয়া সেই হার লইয়া তাহার অধিকারীর নিকট গমন করিলেন ও তাঁহাকে উহা প্রদান করিয়া তাহার স্বামী তাহাকে যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কহিলেন। শুনিয়া সেই অধিকারিণী কহিলেন, তিনি তাঁহার স্বামীর মত লইয়া যত শীঘ্র পারেন উহা পাঠাইয়া দিবেন।

সেই দিবস আহারাদির পর সকলে আপনাপন গৃহে গমন করিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে ঐ হারের অধিকারিণীর স্বামী একখানি পত্র লিখিয়া ঐ হার হোসেন আলির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হোসেন আলি ঐ পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন, উহাতে লেখা ছিল;—

আমার স্ত্রীর নিকট হইতে অবগত হইলাম যে, আপনি তাহার হারের ন্যায় একছড়া হার আপনার স্ত্রীর জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ঐ হারছড়াটী আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। যে পর্য্যন্ত আপনার হার প্রস্তুত না হয়, সেই পর্য্যন্ত আপনি উহা আপনার নিকট রাখিয়া দিবেন। এই হার রাখা সম্বন্ধে আপনার ইতস্ততঃ করা ভাল হয় নাই, কল্য আমার স্ত্রীর নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়া আপনার নিকট রাখিয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনি যে তাহা রাখেন নাই, তজ্জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। ঐ হার আমার নহে, আপনার, ইহা আপনার ভাবা উচিৎ ছিল।"

হোসেন আলি হারছড়াটী আপনার নিকট রাখিয়া ঐ পত্রের জবাব দিয়া সেই হারবাহীকে বিদায় দিলেন।

এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে একদিন রাত্রে শয়ন করিবার কালীন হোসেন আলি দুইছড়া হার লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং বিবিয়ার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "দেখ দেখ, ইহার কোন্ ছড়া নমুনার হার, আর কোন্ ছড়া নূতন প্রস্তুত হইয়াছে?"

হোসেন আলির কথা শুনিয়া বিবিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হার দুইছড়া বিশেষরূপে অবলোকন করিলেন, পরিশেষে কহিলেন, না, আমি চিনিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কারিগর নমুনার সহিত উহা এরূপ মিলাইয়া গড়াইয়াছে যে, কোনটী এখনকার প্রস্তুত, কোন্‌টী আগেকার প্রস্তুত, তাহা কিছুমাত্র চিনিবার উপায় নাই।

বিবিয়ার কথা শুনিয়া হোসেন আলি কহিলেন, তুমি চিনিতে পারিলে না, আমি কিন্তু চিনিতে পারি। এই বলিয়া ঐ দুইছড়া

হারের মধ্য হইতে একছড়া লইয়া বিবিয়ার গলায় পরাইয়া দিলেন ও কহিলেন, এই ছড়াটী তোমার জন্য প্রস্তত হইয়াছে, ইহা তুমি পরিধান কর। আর যে ছড়াটী নমুনার জন্য আনা হইয়াছিল, তাহা আমি এখনই ফেরৎ পাঠাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া যিনি নমুনার হার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট সেই ছড়াটী পাঠাইয়া দিলেন। যাঁহার হার, তাঁহার হোসেন আলির উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল, সুতরাং ঐ হার উত্তমরূপে না দেখিয়াই তিনি তাহা রাখিয়া দিলেন।

বিবিয়া তাহার মনের মত নূতন হার পাইয়া মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা হোসেন আলির নিকট প্রকাশ করিলেন না। হোসেন আলিও বিবিয়ার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তিনিও কোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একদিবস রাত্রি দুইটার পর বাজারের ভিতর মহা গোলযোগ উত্থিত হইল। এত দিন পরে চোর ধরা পড়িয়াছে, বলিয়া অনেক পুলিস-কর্ম্মচারী সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

বড় বাজারের সোনাপটীর একটী বড় দোকানে অনেক সোনা বেচা-কেনা হয়, সুতরাং রাত্রিকালে ঐ দোকানে যে অনেক টাকার সোনা ও নগত টাকা থাকে, সেবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ দোকানের মধ্যে দুইটী বড় লোহার সিন্ধুক আছে, উহার মধ্যেই ঐ সকল মূল্যবান দ্রব্য ও নগত টাকা রক্ষিত হয়। রাত্রিকালে দোকানে কেহ থাকে না। ঐ লোহার সিন্দুকদ্বয়ের চাবি ও দোকানের চাবি, মালিক দোকান বন্ধ হইলে আপন বাড়ীতে লইয়া যান। রাত্রিকালে দোকানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পুলিস-প্রহরীর উপরই নির্ভর থাকে।

রাত্রিকালে কেবল যে ঐ দোকানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পুলিসের হস্তে অর্পিত থাকে তাহা নহে, ঐ স্থানের প্রায় সমস্ত দোকানের অবস্থাই ঐরূপ। রাত্রিকালে সকলেই আপনাপন বাড়ীতে চলিয়া যায়, পর দিবস প্রাতঃকালে পুনরায় আসিয়া আপনাপন দোকান খুলিয়া বসেন। রাত্রে প্রায় কোন দোকানে কেহই থাকে না।

যে দোকানে আজ চোর ধৃত হইয়াছে, সেই দোকানেও রাত্রিকালে কেহ থাকিতেন না। ঐ দোকানের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর কোন আত্মীয় দেশ হইতে সেই দিবস কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করেন, অপর স্থানে তাঁহার থাকিবার স্থান না থাকায় তিনি ঐ দোকানে ঐ কর্ম্মচারীর নিকট গমন করেন। দিবাভাগে সেই স্থানে জলযোগাদি করিয়া রাত্রে থিয়েটার দেখিবার নিমিত্ত সেই কর্ম্মচারীর সহিত একটী

থিয়েটারে গমন করেন। ঐ কর্ম্মচারী যেস্থানে রাত্রে বাস করিতেন, সেই স্থানে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির থাকিবার স্থান ছিল না। সুতরাং মনিবকে বলিয়া তিনি দোকানের চাবি আপনার নিকট রাখিয়া দিয়াছিলেন। সিন্দুকের চাবি তাঁহার মনিব নিজে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে যখন থিয়েটার দেখিয়া প্রত্যাগমন করেন, তখন রাত্রি প্রায় ১টা, সেই সময় দোকানের চাবি খুলিয়া তাঁহারা দোকানের ভিতর শয়ন করেন। সেই রাত্রে যে তাঁহারা শয়ন করিয়া আছেন, তাহা কেহ জানিত না, সকলেই জানে, ঐ দোকানে কেহ থাকে না। ঐ দোকানটী একখানি একতালা পাকা বাটীতে।

রাত্রি যখন দুইটা, সেই সময় ঐ দোকানের ছাদের উপর একরূপ শব্দে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। কর্ম্মচারী ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে, কয়েকখানি দোকানে চোর ছাদ কাটিয়া দোকানের ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক চুরি করিয়াছে; এই কথা তাঁহার হঠাৎ মনে হওয়ায় তিনি নিঃশব্দে আপন সমভিব্যাহারীর সহিত গাত্রোত্থান করেন ও আস্তে আস্তে তালা যাহা তিনি ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা খুলিয়া দোকানের বাহিরে আসেন ও ঐ তালা ঐ দোকানে বাহির হইতে আস্তে আস্তে বন্ধ করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। সেই স্থান হইতে থানা বহুদূরে অবস্থিত নহে। তিনি দ্রুতগতি থানায় গিয়া এই সংবাদ প্রদান করেন।

এই সংবাদ পাইবামাত্র থানা হইতে কয়েকজন কর্ম্মচারী, কয়েকজন প্রহরী ও একখানি বাঁশের সিঁড়ি লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও দোকানে তালা বন্ধ ছিল। দোকানের সম্মুখে কয়েকজন প্রহরীকে রাখিয়া, দোকানের ছাদের গায় ঐ সিঁড়ি স্থাপিত করিয়া দ্রুতপদে কয়েকজন ঐ ছাদের উপর আরোহণ করিলেন। এই সকল কার্য্য পুলিস-কর্ম্মচারীগণ এত শীঘ্র সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, চোরগণ ইহার কিছুমাত্র পূর্ব্বে অবগত হইতে পারে নাই। ছাদের উপর তিনজন পুলিসকে উঠিতে দেখিয়া, তাহারা পরস্পর সংলগ্ন ছাদ দিয়া এরূপ দ্রুত পলায়ন করিল যে কয়েকজন কর্ম্মচারী তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর গমন করিয়া তাহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না, তাহারা উঁহাদিগের সম্মুখ হইতেই অন্তর্ধান হইয়া গেল।

ছাদের উপর উঠিয়া দেখা গেল, ছাদ কাটিয়া একটী প্রকাণ্ড গর্ত্ত করা হইয়াছে। উহা দিয়া কোনরূপ দড়ি প্রভৃতির সাহায্যে দোকানের ভিতর অনায়াসেই নামিয়া যাওয়া যায়। উহার নিকটে ছাদের উপর দড়ির প্রস্তুত একটী সিঁড়ি পাওয়া গেল। উহা উপর হইতে ধরিলে উহার সাহায্যে দোকানের ভিতর নামা উঠা যাইতে পারে।

ছাদের উপরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে আর বাকী থাকিল না যে, ঐ ছাদ কাটিয়া চোর ঐ দোকানের ভিতর প্রবেশ করিবার বেশ রাস্তা করিয়াছে, কিন্তু উহার ভিতর কেহ প্রবেশ করিয়াছে কি না, তাহা তখন বুঝিতে পারা গেল না।

পুলিস কর্ম্মচারীগণ তখন ঐ দোকান খুলিয়া তাহার ভিতর দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আলো আনীত হইল. কর্ম্মচারীগণ প্রহরীগণের সহিত প্রস্তুত হইলেন। কারণ, দোকানের ভিতর যদি কেহ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ধরিতে হইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দোকানের সেই কর্ম্মচারীর নিকট হইতে চাবি লইয়া যেমন চাবি খুললেন, অমনি তাহার মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি বাহির হইবার চেষ্টা করিল, যাঁহারা উহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহারাই উহাদিগের হস্তস্থিত লৌহ নির্ম্মিত সিঁদ কাটীর দ্বারা বিশেষরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। দুইজন পুলিস কর্ম্মচারী চোরদিগের হস্তে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াও তাহাদিগকে জাপ্টাইয়া ধরিলেন। তখন সহজেই চোরগণ পুলিস-হস্তে বন্দী হইল।

ইহারা ধৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। এত দিবস পরে চোর ধৃত হইয়াছে, ইহা শুনিবামাত্র নিকটবর্ত্তী লোক সকল সেই রাত্রে ঐ চোরকে দেখিতে আসিল।

চোরদ্বয়কে থানায় আনীত হইলে থানার অনেক কর্ম্মচারীই উহাদিগকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু সাহস করিয়া প্রথমতঃ কেহই কোন কথা বলিতে পারিলেন না, সকলেই বিস্ময়ের সহিত উহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন।

চোরেরা ধৃত হইবার পর ঐ দোকানের কর্ম্মচারীগণ দেখিলেন, দোকানের দুইটী লোহার সিন্দুকই উহারা খুলিয়াছে। সিন্দুকের ভিতর যে সকল সোনা রূপার অলঙ্কার ও যা কিছু নগদ টাকা ছিল, সমস্তই বাহির করিয়া দুইটী গাটরি বাঁধিয়াছে। উহা সিন্দুকের নিকটেই রক্ষিত আছে। কোন দ্রব্য দোকানের বাহিরে আনীত হয় নাই। পুলিস কর্ম্মচারীগণ দোকান বন্ধ করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্যাদিও থানায় লইয়া গেলেন।

সেই সময় সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন একজন ইংরাজ। যে সময় এই চুরির সংবাদ প্রথম থানায় আসে, সেই সময় তিনি থানায় ছিলেন না. সুতরাং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণই সেই পোদ্দারের দোকানে গমন করিয়া ঐ দস্যুদ্বয়কে ধরিয়া আনেন।

উহারা থানায় আনীত হইলে সেই ইংরাজ কর্ম্মচারী উহাদিগকে দর্শন করেন ও উহারা কিরূপে ধৃত হইয়াছে তাহার সমস্ত অবস্থা তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের মুখে শ্রবণ করেন; কর্ম্মচারীগণের অবস্থা দেখিয়া

বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা উহাদিগকে উত্তম-রূপে চিনিতে পারিয়াছেন, কিন্তু কেহ কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন না।

অধীন কর্ম্মচারিগণের অবস্থা দেখিয়া প্রথমতঃ তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কেন তাঁহারা ওরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন, কেনই বা বলিতে সাহস করিতেছেন না উহারা কাহারা? আবার ভাবিলেন, তিনি যাহা মনে করিতেছেন, তাহা কি তবে ঠিক নহে, তবে কি কেহই উহাদিগকে চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই, বা অবগত নহেন যে উহারা কাহারা?

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারী পরিশেষে ঐ থানার একজন পুরাতন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া কহিলেন, যে দুইজন দস্যু ধৃত হইয়াছে তাহাদিগকে কি আপনি দেখিয়াছেন?

পুরাতন কর্ম্মচারী। হাঁ, দেখিয়াছি, যখন উহারা ধৃত হয়, সেই সময় আমিও সেইস্থানে উপস্থিত ছিলাম।

ইংরাজ কর্ম্মচারী। আপনি কি উহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন?

পুঃ ক। না।

ইং ক। কেন?

পুঃ ক। উহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে বা উহাদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান করিতে আমি এ পর্য্যন্ত কোনরূপ আদেশ পাই নাই, সুতরাং আমি উহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই।

ইং-ক। আপনি উহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন, উহারা কাহারা?

পুঃ-ক। কতকটা চিনিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি ঠিক বলিতে পারিতেছি না?

ইং ক। আপনার কি অনুমান হইতেছে?

পু-ক। আমার অনুমান হইতেছে, যে সময় আমি হোসেন আলির বাড়ীতে টাকা চুরির মকর্দ্দমায় নিযুক্ত ছিলাম ও যে চুরি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলিয়া আমার অনুমান হইয়াছিল, সেই সময় আমি ইহাদিগকে সেইস্থানে দেখিয়াছি। আর হোসেন আলির যিনি সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ও যিনি তাঁহার দ্বিতীয় কর্ম্মচারী, তাঁহাদিগের আকৃতির সহিত ইহাদিগের আকৃতির সম্পূর্ণ মিল আছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি, যাঁহাদিগের অর্থের কিছুমাত্র অভাব নাই, তাঁহাদিগের দ্বারা যে এইরূপ নীচ কার্য্য সম্পন্ন হইবে, ইহা আমার বোধ হয় না। বোধ হয়, ইহাঁরা তাহারা নহেন, অপর কাহারাও হইবে।

ইং-ক। এবিষয় স্থির করা নিতান্ত সামান্য কথা, উহাদিগের নিকট হইতে এখনই আমি সমস্ত জানিয়া লইতেছি। আপনি উহাদিগের

একজনকে আমার নিকট এখনই লইয়া আসুন?

ইংরাজ-কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া তিনি তখনই সেই ঘর হইতে বহির্গত হইলেন ও যাঁহাকে হোসেন আলির প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া তিনি সন্দেহ করিতেছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই ইংরাজ-কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইংরাজ-কর্ম্মচারী তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

দস্যু। কাহার নাম?

ইং-ক। তোমার?

দস্যু। আমার নামের কোন স্থিরতা নাই। যাহার মনে যাহা আসে, সে তাহা বলিয়াই আমাকে ডাকে।

ইং-ক। কি বলিয়া ডাকে?

দস্যু। কেহ বলে, আবদুল; কেহ বলে, সেরালী; কেহ বলে, পিটার; কেহ বলে, হরিয়া, এইরূপ কত নাম বলিব।

ইং-ক। তুমি কোন্ জাতি, মুসলমান, খৃষ্টান, না হিন্দু?

দস্যু। আমি মুসলমানও নহি, খৃষ্টানও নহি, হিন্দুও নহি।

ইং-ক। তবে তুমি কি?

দস্যু। আমি কিছুই নহি।

ইং-ক। ইহা কি কখন হইতে পারে? নিশ্চয়ই তুমি কোন না কোন ধর্ম্মাবলম্বী।

দস্যু। যে আমাকে মুসলমান ভাবে, তাহার নিকট আমি মুসলমান, যে আমাকে খৃষ্টান ভাবে, তাহার নিকট আমি খৃষ্টান, যে আমাকে হিন্দু ভাবে, তাহার নিকট আমি হিন্দু।

ইং-ক। তাহা হইলে তুমি বলিতে চাহ যে তুমি ঈশ্বর।

দস্যু। আমি কিছুই বলিতে চাহি না, আপনি যাহা ভাবিতে চাহেন, তাহা আপনি অনায়াসেই ভাবিতে পারেন।

ইং-ক। সে যাহা হউক, তুমি থাক কোথায়?

দস্যু। আমার থাকিবার কিছুই ঠিকানা নাই।

ইংক। রাত্রিকালে কোথায় শয়ন কর?

দস্যু। ঘাটে, মাঠে, রাস্তায়, যে দিন যেখানে সুবিধা হয়।

ইং-ক। খাও কোথায়?

দস্যু। যেমন আমার থাকিবার ঠিকানা, আহার করিবার ঠিকানাও সেইরূপ।

ইং-ক। হোসেন আলি তোমার কে?

দস্যু। কোন্ হোসেন আলি?

ইং-ক। মির হোসেন আলি, কলিকাতার একজন বড় কারবারী, তিনি কি তোমার মনিব?

দস্যু। আমি হোসেন আলি নামক কোন ব্যক্তিকে চিনি না। আমি কখন কাহার নিকট চাকরি করি নাই, আমার আবার মনিব কে? আমিই আমার মনিব।

ইং-ক। আজ তুমি থানায় আসিয়াছ কেন?

দস্যু। আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে।

ইং-ক। কেন তোমাকে ধরিয়া আনিয়াছে?

দস্যু। তাহা জানি না। আমি অবিবাহিত, তাই আমার বিবাহের নিমিত্ত যদি আপনারা এখানে আনিয়া থাকেন, তাহা জানি না।

ইং-ক। তাহাই হইবে, তোমার বিবাহেরই বন্দোবস্ত করা যাইবে। এখন বল দেখি, পোদ্দারের দোকানের ভিতর তোমরা কি নিমিত্ত প্রবেশ করিয়াছিলে?

দস্যু। কোন্ পোদ্দারের দোকানে, আমি কোন পোদ্দারের দোকানে কখন ঢুকি নাই।

ইং-ক। তোমার সঙ্গে যে ধরা পড়িয়াছে, তাহার নাম কি?

দস্যু। আমার সহিত কোন ব্যক্তি তো ধৃত হয় নাই?

ইং-ক। তুমি যাহার সহিত এখন একত্রে বসিয়াছিলে, তাহার নাম কি?

দস্যু। আমি উহাকে চিনি না, ও সে কেন ধৃত হইয়াছে, তাহাও আমি জানি না।

দস্যুর কথা শুনিয়া ইংরাজ-কর্ম্মচারী বুঝিতে পারিলেন যে, এ নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহে। ইহার নিকট হইতে সহজে কোন কথা পাওয়া যাইবে না। আরও বুঝিতে পারিলেন, তাহার সঙ্গীর নিকট হইতেও ঐরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইবেন। তথাপি তিনি তাঁহার সেই অধীন কর্ম্মচারীকে কহিলেন, ইহাকে অপর স্থানে রাখিয়া দাও, ইহার সঙ্গীর সহিত যেন কোন প্রকারে ইহার আর সাক্ষাৎ না হয়। উহার সঙ্গীকেও একবার আমার নিকট লইয়া আইস।

ইংরাজ-কর্ম্মচারীর আদেশ তখনই প্রতিপালিত হইল। যাহাকে প্রথম আনা হইয়াছিল, তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইল ও তাহার সঙ্গীকে সেইস্থানে আনা হইল।

ইংরাজ-কর্ম্মচারী তাহার আপাদ-মস্তক দর্শন করিয়া কহিলেন, "তোমার নাম কি?"

সে সেই কথার কোন উত্তর দিল না।

কর্ম্মচারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হোসেন আলির নিকট তুমি কত দিবস কার্য্য করিতেছ?

এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর পাইলেন না। এইরূপে তাহাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল, সে তাহার কোন কথার উত্তর প্রদান করিল না, কেবল মাত্র কর্ম্মচারীদ্বয়কে এক একবার দেখিতে লাগিল।

উহার ভাব দেখিয়া ইংরাজ-কর্ম্মচারী অতিশয় বিরক্ত হইলেন, এবং তাহাকেও স্থানান্তরে লইয়া যাইতে কহিলেন।

তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। উহাকেও সেই স্থান হইতে লইয়া গিয়া অপর এক স্থানে রাখা হইল।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই রাত্রে দশটার পূর্ব্বেই হোসেন আলি তাঁহার বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যান। যাইবার সময় বিবিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এতরাত্রে আপনি কোথায় যাইতেছেন? তিনি কহেন, একটী বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য তিনি গমন করিতেছেন, ফিরিয়া আসিতে বোধ হয়, রাত্রি একটু অধিক হইবে। বিবিয়া সহজেই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া আর কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। কারণ এইরূপ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালে বাড়ী পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার দুই চারিজন কর্ম্মচারীও সময় সময় তাঁহার সহিত গমন করিত।

রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় বিবিয়া তাঁহার ঘরে নিদ্রা যাইতেছেন, হঠাৎ কোন শব্দে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। দেখেন, হোসেন আলি বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত একটী ছোট বাক্সের ভিতর কতকগুলি দ্রব্যাদি বোঝাই করিতেছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, এত রাত্রে আপনি কি করিতেছেন?

হোসেন। আর কি বলিব বিবিয়া, বড় বিপদ।

বিবিয়া। এমন কি বিপদ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল, এই বাক্সের ভিতর কি বোঝাই করিতেছেন?

হো। আমাকে এখনি স্থানান্তরে গমন করিতে হইবে।

বিবি। স্থানান্তরে? সে কি! কোথায়?

হো। কোথায় যে যাইব তাহার এখন কিছুমাত্র স্থিরতা নাই।

বিবি। আমি আপনার কথা কিছুমাত্র বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনি কি আমার সহিত তামাসা করিতেছেন?

হো। তামাসা নয় বিবিয়া, আমার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত, এই বিপদ হইতে যে সহজে রক্ষা পাইব, তাহা সহজে বোধ হয় না।

বিবি। কি বিপদ?

হো। তাহা এখন তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই।

বিবি। কেন প্রয়োজন নাই, আমাকে বলিতেই হইবে, নতুবা কখন আপনাকে এই ঘরের বাহির হইতে দিব না।

হো। যদি নিতান্তই না ছাড়, তবে বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতে হইতেছে। আমার নামে একটী ফৌজদারী মিথ্যা মকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে, ও আমার নামে এক গ্রেপ্তারি পরোওনা বাহির হইয়াছে। পুলিস এখনই আসিয়া আমার বাড়ী ঘেরাও করিবে ও আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় আমি যদি পুলিসের হস্তে পতিত হই, তাহা হইলে কোনরূপেই আমার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আপাততঃ যদি আমি কিছু দিবস লুকাইয়া

থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমার বিপদের আশঙ্কা কম। যে আমার নামে এই মকর্দ্দমা করিয়াছে, সে যদি আমাকে এখন ধরে, তবে তাহাকে প্রচুর অর্থ দিলেও সে কোনরূপে এই মকর্দ্দমা মিটাইতে চাহিবে না। ভবিষ্যতে রাগ পড়িয়া গেলে, মিটিলেও মিটিতে পারে। সুতরাং এ সময়ে আর কোনরূপ প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। সময় নাই, এখনই পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা হইলে আমাকে আর কোনরূপেই রক্ষা করিতে পারিবে না।

হোসেন আলির কথা শুনিয়া বিবিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন ও কহিলেন, যদি আপনি নিতান্তই এই অবস্থায় এই বাড়ী পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আপনি যে স্থানে থাকিবেন, আমিও সেই স্থানে থাকিব। এরূপ অবস্থায় আপনাকে বিদায় দিয়া আমি কখনই এই স্থানে থাকিতে পারিব না।

হো। তুমি স্ত্রীলোক, বিশেষ কখন ঘরের বাহির হও নাই, এরূপ অবস্থায় তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমি কোথায় যাইব? তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে আমাকে ধৃত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। তুমি আপাততঃ তোমার পিত্রালয়ে যাও, দুই একমাসের মধ্যেই সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া আমি পুনরায় প্রত্যাগমন করিব; তখন আর কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। যদি কেহ আসিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি কোথায়, তাহা হইলে তাহাকে কহিও, আমি হজ করিবার নিমিত্ত দুই দিবস হইল মক্কায় চলিয়া গিয়াছি। আমার কর্ম্মচারিগণ আমার কাজ কর্ম্ম দেখিবে, তোমার যখন যাহা আবশ্যক হইবে, তাহাদিগের নিকট হইতে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইবে। আমার নিমিত্ত কোনরূপ চিন্তা করিও না, আমি দুই এক মাসের মধ্যে হাসিতে হাসিতে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইব।

বিবি। যদি আপনি নিতান্তই এই অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে আপনি কিরূপ অবস্থায় কোথায় থাকিবেন, তাহা আমি জানিতে পারিব কিরূপে?

হো। আমি সে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি, আমার প্রধান কর্ম্মচারী তাহা জানিতে পারিবে ও সেই সংবাদ সে তোমাকে প্রদান করিবে, তাহার জন্য তোমাকে কোনরূপ চিন্তা করিতে হইবে না। আর সময় নাই, রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিতেছে, এরূপ অবস্থায় আমার এখানে আর বিলম্ব করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। তুমি সুস্থির মনে দিন যাপন কর, ঈশ্বরানুগ্রহে এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমি শীঘ্রই তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইব।

বিবি। আপনি আমাকে যাহা বলিতেছেন, তাহা আমাকে পালন করিতেই হইবে।

কিন্তু আপনি যদি আমার মনের অবস্থা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই চলিয়া যাইতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকের হৃদয় যে কি, তাহা কখনই আপনি অবগত নহেন। আমি আপনাকে আর কোন কথা বলিব না, আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করুন।

এই বলিয়া বিবিয়া নিরস্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার গণ্ড বহিয়া চক্ষুজল ঝরিতে লাগিল।

হোসেন আলি যখন বিবিয়ার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন যে স্থিরভাবে তাহারই সহিত কথা কহিতে ছিলেন, তাহা নহে, মুখে কথা বলিতেছিলেন, কিন্তু হস্ত অপর কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। সেই সময় তিনি তাঁহার ইচ্ছামত দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহার সেই ছোট বাক্সটী বোঝাই করিতেছিলেন। তিনি যে কি দ্রব্য লইতেছেন ও বাক্স কিসে পূর্ণ করিতেছেন, তাহার দিকে বিবিয়া একবারও লক্ষ্য করেন নাই।

হোসেন আলি এইরূপে তাঁহার অভিপ্সিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া, সেই বাক্সটী নিজেই হস্তে লইয়া সেই ঘর হইতে বহির্গত হইলেন। বিবিয়াও বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিয়া আসিলেন। হোসেন আলি পূর্ব্ব হইতেই নিজের গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। বাড়ীর সদর দরজায় আসিয়া দেখিলেন, গাড়ী প্রস্তুত। তিনি অমনি বাক্সটী হস্তে লইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন ও চালককে গাড়ী দ্রুত চালাইতে কহিলেন। গাড়ী চলিল। বিবিয়া হোসেন আলির সহিত সদর দরজা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, যখন তিনি গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ী চালাইতে কহিলেন, তখন বিবিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিন্তু গমন করিবার সময় হোসেন আলি তাঁহার দিকে একবার লক্ষ্যও করিলেন না বা কোন কথাও বলিলেন না। হোসেন আলির এইরূপ ব্যবহারে বিবিয়া মর্ম্মাহত হইলেন; যে পর্য্যন্ত গাড়ী তাঁহার দৃষ্টিপথের অতীত না হইয়া গেল, সেই পর্য্যন্ত তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, পরিশেষে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও আপন প্রকোষ্ঠে গিয়া পালঙ্কের উপর শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া শুইয়া তিনি কতই চিন্তা করিলেন, কতরূপ ভাবনায় যে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল, তাহার বর্ণন করিবার ক্ষমতা লেখকের নাই। সেই সময় রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

থানায় আসামীদ্বয়কে লইয়া জিজ্ঞাসাবাদ ও নানারূপ গোলযোগে রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া গেল। সূর্য্যদেব উদয় হইবার পূর্ব্বেই সেই ইংরাজ কর্ম্মচারী উপযুক্ত পরিমিত প্রহরীর সহিত সেই দস্যুদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া হোসেন

আলির বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই সেই বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর সমস্ত লোকই উহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনাদিগের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে কেন? আপনারা এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে, পুলিসের হস্তে বন্দী হইয়াছেন?"

সেই স্থানের যে কোন লোক উহাদিগকে দেখিলেন, সেই ঐরূপ ভাবে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কাহারও কথায় কোনরূপ উত্তর দিল না।

পুলিস কর্ম্মচারিগণ এখন জানিতে পারিলেন যে, তাহারা যা' অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা সত্য। উভয় দস্যুই হোসেন আলির কর্ম্মচারী। তাহাদিগের একজনের নাম, গোলাম হোসেন। ইনি হোসেন আলির সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী, কেবল কর্ম্মচারী নহেন, হোসেন আলির সর্ব্বময় কর্ত্তা। অপর ব্যক্তির নাম রহমৎ। ইনিও হোসেন আলির একজন অতিশয় প্রিয় কর্ম্মচারী। আরও জানিতে পারিলেন, গোলাম হোসেন ও রহমতের ন্যায় আরও দুই তিনজন কর্ম্মচারী হোসেনের আছে। ইহাদিগকেও হোসেন আলি অন্তরের সহিত ভালবাসেন। ইহারা সকলেই হোসেন আলির বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন, আহারাদিও সেই স্থানে হইয়া থাকে। পুলিস কর্ম্মচারিগণ যখন সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন উহাদিগের কেহ সেইস্থানে ছিল না, তাহারা যে কোথায় গমন করিয়াছে, এবং কখন গমন করিয়াছে, তাহাও কেহ বলিতে পারিলেন না।

উহাদিগের কাহাকেও না পাইয়া কর্ম্মচারিগণ হোসেন আলির অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও বাড়ীতে দেখিতে পাইলেন না। তিনিও যে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহাও সেই সময় কিছুমাত্র জানিতে পারা গেল না। কেবল এইমাত্র দেখিতে পাওয়া গেল যে, ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীতে হোসেন আলির স্ত্রী ও তাঁহার একজন পরিচারিকা ভিন্ন আর কেহই নাই। এরূপ অবস্থায় কর্ম্মচারিগণ অনন্যোপায় হইয়া হোসেন আলির শ্বশুরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন ও তাঁহাকে সেই সময় সেইস্থানে আসিতে অনুরোধ করিলেন। করিমবক্স তাঁহার কন্যার বিপদ শুনিয়া আর কালবিলম্ব করিলেন না, সত্বর সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাড়ীতে একেবারে এত পুলিসের আমদানি দেখিয়া, তাঁহার ভয় হইল, তাহার উপর হোসেন আলির প্রধান কর্ম্মচারিদ্বয়কে বন্ধনাবস্থায় দেখিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কি যে অবস্থা ঘটিয়াছে ও কেনই বা হোসেন আলি ও তাঁহার অপরাপর কর্ম্মচারীগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনরূপ কারণ অবগত হইতে না পারিয়া মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ পুলিস কর্ম্মচারী সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, করিমবক্স তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে সাহেব? আমাকে কেন ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন?"

ইং-ক। আপনার নিকট হইতে কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, তাই আপনাকে সংবাদ প্রদান করিয়াছি।

করিমবক্স। কি বিষয় জানিতে চাহেন?

ইং-ক। হোসেন আলি কি আপনার জামাতা?

করিম। হাঁ, আমি আমার কন্যা বিবিয়াকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।

ইং-ক। তিনি এখন কোথায়?

করিম। তাহাতো আমি বলিতে পারি না। কাল সন্ধ্যার সময় আমি তাহাকে দেখিয়াছি, সেই সময় তিনি বাড়ীতেই ছিলেন।

ইং-ক। তিনি কোথায় গমন করিয়াছেন তাহা বোধ হয় তাঁহার স্ত্রী বলিতে পারেন?

করিম। এ কথা আমি বিবিয়াকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন উত্তর দিতে পারিতেছি না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি বিবিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এখনই এখানে আসিতেছি ও তাহার নিকট হইতে যাহা কিছু জানিতে পারি তাহাও আপনাকে বলিতেছি।

এই বলিয়া করিমবক্স ইংরাজ কর্ম্মচারীর আদেশ লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, যে স্থানে ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কন্যার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

করিম। হাঁ, হইয়াছে সাহেব।

ইং-ক। হোসেন আলি বাড়ীতে আছেন?

ক। না।

ইং-ক। কোথায় গিয়াছেন?

ক। তিনি হজ করিবার নিমিত্ত মক্কা যাইবেন ইহা বলিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

ইং-ক। কখন গিয়াছেন?

ক। অল্প রাত্রি থাকিতে।

ইং-ক। দ্রব্যাদি কি লইয়া গিয়াছেন?

ক। কেবলমাত্র একটী বাক্স তাহার সঙ্গে আছে, কিন্তু উহার ভিতর যে কি আছে, তাহা আমার কন্যা বলিতে পারেন না।

ইং-ক। তাহার সহিত আর কে গিয়াছে?

ক। বাড়ী হইতে একাকীই গিয়াছে, অপর স্থান হইতে কোন ব্যক্তি যদি তাহার সঙ্গে গিয়া থাকে, তাহা তিনি অবগত নহেন।

ইং-ক। তাঁহার সহিত যদি অপর কোন ব্যক্তি বাড়ী হইতে গমন না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই বাক্স কে বহন করিয়া লইয়া গেল?

# মানবী-না-দেবী?

( ডিটেকটিভ্-গল্প )

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১ নং সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার হইতে

শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

*Printed by K. B. Pattanaika,*

*At the Utkal Press, 8, St. James Square, Calcutta.*

# মানবী-না-দেবী?

## প্রথম পরিচ্ছেদ

রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে আজ মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী হইলেও, উহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, সদর এবং অন্দর উভয় মহলই বেশ পরিসর ও অনেক জায়গার উপর স্থাপিত। সদর মহলের সম্মুখে পূজার দালান ও দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ বসিবার ঘর বা বৈঠকখানা, সমস্তই নূতন প্রস্তুত। যে স্থানে এখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাকা বসত বাটী, সেই স্থানে পূর্ব্বে তাঁহার কয়েকখানি খড়ের ঘর ছিল, ঐ সকল ঘর ভাঙ্গিয়া এখন তাঁহার পুত্র রাজীবলোচন এই প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে কয় বৎসর এই বাড়ী প্রস্তুত করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাতে বাস করিতেছেন, সেই কয় বৎসর হইতে এই বাড়ীতে নিয়মিতরূপ ক্রিয়াকর্ম্ম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দুর্গোৎসব বা অপরাপর পূজার সময় ঐ বৃহৎ পূজার দালান কখনই খালি থাকে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহের ব্রাহ্মণমণ্ডলী আজ মধ্যাহ্নের সময় দলে দলে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সেই বৈঠকখানা ঘরে উপবেশন করিতেছেন। "পা ধোবার জল দে," "তামাক নিয়ে আয়," প্রভৃতি নানারূপ শব্দে সেই বাড়ী প্রতিধ্বনিত হইতেছে, ভৃত্যগণ চারিদিকে ছুটাছুটী করিয়া সকলের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে। মধ্যাহ্নকালে বাড়ীতে অনেক ব্রাহ্মণের সমাগম হইয়াছে। সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া মধ্যাহ্নের কার্য্য সমাপন করিতে সেই স্থানে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু সেই বৃহৎ পূজার দালানতো খালি পড়িয়া রহিয়াছে, উহাতেতো কোন দেবমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এইতো গেল সদর বাড়ীর অবস্থা, অন্দর বাড়ীতে এখন কি হইতেছে একবার দেখা যাউক। বিস্তৃত রন্ধনশালায় সারি সারি বসিয়া প্রবীণা স্ত্রীলোকগণ রন্ধন করিতেছেন, কেহ বা তাহাদিগকে নানারূপে সাহায্য করিতেছেন, উহার মধ্যে বাড়ীর স্ত্রীলোকগণও আছেন, অপর বাড়ীর স্ত্রীলোকগণও আছেন। আজকাল কোন কাজকর্ম্ম উপলক্ষে যেমন পাচক ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে

হয়, পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে তাহা ছিল না, রন্ধনাদি করিবার ভাবনা কাহাকেও ভাবিতে হইত না, কাহার বাড়ীতে কোন কাজকর্ম্ম উপস্থিত হইলে, পাড়ার স্ত্রীলোকগণ আপনা হইতেই নিঃস্বার্থভাবে গমন করিয়া সেই কার্য্য শেষ করিয়া আসিতেন।

অন্দর মহলের একটী বিস্তৃত দালানে আরও মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে। অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা ঐ স্থান পরিপূর্ণ, ঐ স্থানের একপার্শ্বে বসিয়া পুরোহিত মহাশয় পুঁথি খুলিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, মধ্যস্থলে চারুবালা বসিয়া সুগন্ধি পুষ্প ও চন্দন দ্বারা রাজীবলোচনের পদযুগল পূজা করিতেছেন। চারুবালা রাজীবলোচনের গুণবতী ভার্য্যা, আজ তিনি সাবিত্রীব্রত করিয়া মনের সুখে স্বামীর পদপূজা করিতেছেন, তাই এই বাড়ীতে আজ মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে।

পূজা সমাপন হইল, সেই বৎসরের ঐ ব্রত উপলক্ষে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহার সমস্তই শেষ হইল। রন্ধনশালার কার্য্যও শেষ হইয়া আসিল। রাজীবলোচন হাসিতে হাসিতে সদর বাড়ীতে আগমন করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে সাদরসম্ভাষণ, অভিবাদন ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সকলের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বৈঠকখানা, পূজার দালান ও পূজার দালানের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গনে উপবেশন করিয়া সকলে পরিতোষের সহিত আহার করিলেন, ও সময়োপযোগী কিছু কিছু নগদ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া, ক্রমে সকলে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

ব্রাহ্মণমণ্ডলীর আহারাদি সমাপন হইলে, রাজীবলোচন আহার করিলেন। রাম-গোবিন্দের আহার করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাড়ীর চাকর চাঁকরাণী ও অপরাপর লোকগুলি যাহারা নানারূপ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগের আহার না হইলে রামগোবিন্দ আহার করিবেন না বলিয়াই তাঁহার আহার করিতে এত বিলম্ব হইল, ইহা রামগোবিন্দের পূর্ব্বাবধি অভ্যাস ছিল, বাড়ীর প্রায় সমস্ত কাজকর্ম্ম উপলক্ষেই তাঁহার ঐরূপ অবস্থা ঘটিত।

রামগোবিন্দের আহার করিবার পর, আহার করিতে বসিলেন তাঁহার পত্নী ও চারু-বালা। যে সময় তাঁহাদিগের আহার সমাপন হইল তখন রাত্রি প্রায় ৮টা, সেই সময় আহার করিতে আর কেহই বাকী ছিল না। সমস্ত দিবস যদিও তাঁহারা অনাহারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের কিছু মাত্র কষ্ট হয় নাই, মনের আনন্দে কাজকর্ম্ম করিতে ক্রমে দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল।

নবীনা স্ত্রীলোকগণ রামগোবিন্দের পত্নী ও চারুবালার কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিবেন ও কহিবেন, যে সকল কার্য্য পাচকপাচিকা-দিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়, কর্ম্মকার্য্য উপলক্ষে যে সকল কার্য্য চাকর চাকরাণীর দ্বারা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে, সমস্ত দিবস

উপবাস করিয়া সেই সকল কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকা মূর্খের কার্য্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? বাড়ীতে কোনরূপে লোক সমাগম হইলে বা কোনরূপ কাজকর্ম্ম উপস্থিত হইলে, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার যিনি যত শীঘ্র শেষ করিয়া লইতে পারেন, তাঁহাকে ততই চতুর বলা যাইতে পারে। আর যিনি উপবাসে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিয়া, সকলের আহার অন্তে আহার করিতে বসেন, তাঁহার মত গণ্ডমূর্খ আর কেহ আছে কি না সন্দেহ !

নবীনা স্ত্রীলোকগণ আজকাল প্রায় ঐরূপই করিয়া থাকেন, তাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়াছেন, গৃহকর্ম্মের ও সন্তান প্রতিপালনের ভার পরিচারিকার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে পুস্তক—বিশেষ উপন্যাস পাঠ, সদা সর্ব্বদা বেশভূষা করিয়া ফিটফাট থাকা, সকলের আহার করিবার পূর্ব্বে আহার করা ও কখন কখন স্বামীর সহিত একত্রে আহার করিতে বসিয়া দুই একটী মিষ্টি কথায় ভালবাসা প্রকাশ করা।

রামগোবিন্দের স্ত্রী বা চারুবালার শিক্ষা সেরূপ ছিল না, সুতরাং নবীনা স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহাদিগের মনের ভাব কোনরূপেই মিলিত না।

—:*:—

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, সামান্য বৃত্তি—ব্রহ্মোত্তর হইতে তিনি কোনগতিকে দিনযাপন করিতেন। রাজীবলোচন ভট্টাচার্য্য তাঁহার একমাত্র সন্তান, গ্রামের পাঠশালায় ও পরিশেষে সেই গ্রামের স্কুলে রাজীবলোচন তাঁহার বাল্যশিক্ষা সমাপন করেন। রামগোবিন্দ অনেক কষ্টে স্কুলের বেতন প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহার শিক্ষার নিমিত্ত সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই স্কুলের শেষ পরীক্ষায় রাজীবলোচন বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তি প্রাপ্ত হন, সেই বৃত্তি অবলম্বনে তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া একটী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন, ও পর পর ক্রমশঃ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে তিনি উচ্চশিক্ষা শেষ করেন, ও উকীল হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।

উকীল হইয়া প্রথমতঃ তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জেলা আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন, ও কিছু কিছু পাইতেও থাকেন। এতদিবস তিনি পিতামাতাকে কোনরূপে সাহায্য করিতে পারিতেন না, উকীল হইয়াও একবৎসর কাল তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে সমর্থ হন নাই, কোন গতিকে নিজের খরচ চালাইতে থাকেন। এক বৎসর পরে ক্রমে তাঁহার আয় বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ

হইল, নিজের খরচপত্র বাদে পিতামাতাকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে জেলা আদালতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি হাইকোর্টে আসিয়া ওকালতি আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তিনি তাঁহার পসারের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন ও পিতামাতাকেও যথেষ্ট অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন; নিজগ্রামে বৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত করাইলেন। পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থে বৃদ্ধ রামগোবিন্দ মনের সুখে ক্রিয়াকর্ম্ম, পূজাপার্ব্বণ, ব্রত-নিয়ম, অতিথি-অভ্যাগতদিগের সেবা করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার প্রধান সাহায্যকারিণী হইলেন তাঁহার বৃদ্ধা স্ত্রী ও যুবতী পুত্রবধূ চারুবালা।

চারুবালা বিশেষ ভদ্রবংশসম্ভূতা গরিবের কন্যা। যে সময় রাম গোবিন্দ রাজীবলোচনের বিবাহ দেন, সেই সময় তাহার দরিদ্র অবস্থা দূর হইয়াছে, সেই সময় মনে করিলে রামগোবিন্দ কোন বড় লোকের কন্যাকে পুত্রবধূরূপে আপন গৃহে আনিতে পারিতেন, ও সেই সঙ্গে অনেক ধন ও অলঙ্কার তাঁহার গৃহে আসিত। কিন্তু রামগোবিন্দ সেদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া দরিদ্র গৃহজাত লক্ষ্মীকে আনিয়া আপন ঘরে স্থাপিত করিলেন। চারুবালা রামগোবিন্দের গৃহে পদার্পণ করিতে না করিতেই রাজীবলোচনের মান, সম্ভ্রম, পসার, খ্যাতি প্রতিপত্তি, ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রাশি রাশি অর্থ আসিয়া তাঁহার হাতে পড়িতে লাগিল।

রাজীবলোচন কলিকাতায় তাঁহার একখানি বাসোপযোগী বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, চারুবালা সময় সময় সেই বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই গ্রামে বাস করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্তা থাকিতেন। ক্রিয়াকর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই কখন কলিকাতার বাড়ীতে হইত না, সে সমস্তই দেশে হইত, তবে কলিকাতায় বন্ধু বান্ধবগণকে কোন সময়ে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে, তাহার আয়োজন প্রভৃতি কলিকাতার বাড়ীতেই হইত।

সাবিত্রী ব্রত উপলক্ষে রাজীবলোচন দেশে আগমন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় সেই সময় তাঁহার মামলা মকর্দ্দমাদির এতদূর ঝঞ্ঝাট ছিল যে, সেই সময় তাঁহার কিছুতেই কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার উপায় ছিল না, কিন্তু কি করেন, চারুবালার ব্রত উপলক্ষে তাঁহার বাড়ী না যাইলেও নহে, সুতরাং দুইতিন দিবসের নিমিত্ত তাঁহাকে দেশে আসিতে হইয়াছিল।

রাজীবলোচন যে সময় চারুবালাকে বিবাহ করেন, সেই সময় চারুবালার এক খানিও অলঙ্কার ছিল না, কিন্তু রাজীবলোচন ক্রমে দুই একখানি করিয়া তাহাকে অনেকগুলি মূল্যবান অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সকল অলঙ্কারের মধ্যে তিনি একছড়া

মুক্তার মালাও প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সদা সর্ব্বদা যেরূপ ভাবে মুক্তার মালা গ্রথিত হইয়া থাকে, ইহা সে প্রকারে গ্রথিত ছিল না। ছোট ছোট মটরের ন্যায় কতকগুলি মুক্তা তিনি বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ করেন, ও ঐ মুক্তাতে একছড়া সাতনরহার গ্রথিত করাইয়াছিলেন। যেরূপ ভাবে মুক্তার সাতনর গ্রথিত হয়, ইহা সে প্রকারে প্রস্তুত হয় না। ঐ সাতনর হার সোনার পাটিরির ন্যায় গায় গায় চওড়া করিয়া সাজান হয়। ও উহা যাহাতে ঠিক সেইরূপ ভাবে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায়, এরূপ কয়েকখানি খামি প্রস্তুত করিয়া ঐ হারের মধ্যে মধ্যে স্থাপিত করিয়া উহারই সহিত ঐ হার গাঁথিয়া দেওয়া হয়। মধ্যে মধ্যে পাঁচ সাতখানি খামির সহিত ঐ মুক্তা হার সমানভাবে গ্রথিত থাকায়, উহার কোন নর কোনরূপেই স্থানচ্যুত হইতে পারে না। গলায় ও বক্ষঃস্থলে সমানভাবে একটী চওড়া হারের ন্যায় থাকে। ঐ খামিগুলি স্বর্ণ নির্ম্মিত হইলেও উহাতে ভাল কয়েকখানি করিয়া হিরা চুনি ও পান্না বসান ছিল। কয়েক বৎসর ব্যবহার করিতে করিতে উহার কয়েকখানি প্রস্তর খুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু একখানিও হারাইয়া যায় নাই। চারুবালা বিশেষ যত্ন করিয়া উহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন।

ব্রত উপলক্ষে চারুবালা তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করিয়া রাজীব লোচনের পদ পূজা করিয়াছিলেন।

যে সময় চারুবালা অবগুণ্ঠনে নিজের মস্তক আবৃত করিয়া প্রতিবেশিনীগণের সম্মুখে স্বামীপদ পূজা করিতেছিলেন, সেই সময় তাহার কণ্ঠস্থিত সেই মুক্তা হার তাহার স্থানচ্যুত হইয়া কাপড়ের বাহিরে আসিয়া পড়ে, সেই সময় রাজীবলোচনের দৃষ্টি সেই হারের উপর পতিত হয়, তিনি দেখিতে পান, উহার কয়েকখানি খামি হইতে কয়েকখানি প্রস্তর খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। সেই সময়ে রাজীব লোচন ও সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না।

রাত্রিকালে যখন তিনি আপন ঘরে গিয়া শয়ন করেন, সেই সময় কথায় কথায় রাজীব লোচন চারুবালাকে কহেন, "আজ আমি দেখিলাম, তোমার মুক্তাহারের খামি হইতে কয়েক খানি প্রস্তর পড়িয়া গিয়াছে, একথা আমাকে এতদিন বল নাই কেন? আমি উহা কলিকাতায় লইয়া গিয়া যে স্থান হইতে যেরূপ প্রস্তর হারাইয়া গিয়াছে, সেই সকল স্থানে ঠিক সেইরূপ প্রস্তর বসাইয়া দিতাম। কাল কলিকাতায় যাইবার সময় ঐ হারছড়াটী আমার সঙ্গে দিও, আমি যত শীঘ্র পারি উহা ঠিক করিয়া পাঠাইয়া দিব।"

রাজীবলোচনের কথা শুনিয়া চারুবালা কহিলেন, "কয়েকখানি প্রস্তর একে একে খুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু একখানিও হারায় নাই আমি সমস্তগুলিই তুলিয়া রাখিয়াছি। উহা পুনরায় মেরামত করিয়া দিবার জন্য তোমাকে আমি অনুরোধ করি নাই, কারণ আমি জানি,

তুমি সদা সর্ব্বদা পরের ঝঞ্ঝাটে যেরূপ ব্যতি-ব্যস্ত থাক, তাহাতে এই সকল সামান্য বিষয়ে মনোযোগ করিবার তোমার সময় থাকে না। বিশেষ আমার ওকথা মনেই ছিল না, কারণ ঐ সকল অলঙ্কার বিশেষ কোন কাজকর্ম্মের উপলক্ষ ব্যতীত আমি পরিধান করি না।"

চারুবালার কথা শুনিয়া রাজীবলোচন কহিলেন, "সে যাহা হউক, ঐ মালা-ছড়াটী এখনই আমাকে দাও আমি আমার ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দিই, কারণ কল্য আমি যখন গমন করিব, সেই সময় পাছে তুমি ভুলিয়া যাও।

রাজীবলোচনের কথা শুনিয়া চারুবালা আর কোন উত্তর করিলেন না, ধীরে ধীরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিজের বাক্সটী খুলিলেন, ও সেই মুক্তার মালা ছড়াটী ও স্থান-ভ্রষ্ট প্রস্তর কয়েকখানি তাহা হইতে বাহির করিয়া রাজীবলোচনের হস্তে প্রদান করিলেন, তিনি সেইগুলি একবার উত্তমরূপে দেখিয়া আপনার ব্যাগের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিলেন। ক্রমে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল, পরদিবস প্রত্যুষে রাজীবলোচন সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ও বৃদ্ধ পিতামাতার পদবন্দনা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

—:*:—

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজীবলোচন কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার ব্যাগটী তাঁহার অফিস ঘরে রাখিয়া দিবার নিমিত্ত ভৃত্যকে আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্য আদেশ প্রতিপালন করিল, ব্যাগটী তাঁহার আফিস ঘরের একখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। রাজীবলোচন কলি-কাতায় আসিয়া মামলা মকর্দ্দমাদির ঝঞ্ঝাটে এরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে সে দিবস তিনি সেই হারছড়াটী মেরামত করিতে দিবার নিমিত্ত কারিকরকে ডাকাইয়া আনিবার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন।

রাত্রিকালে যেসময় হারের কথা তাঁহার মনে পড়িল, সেই সময়ে কারিকরকে ডাকিবার আর সময় ছিল না। পর দিবস প্রত্যুষে তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই যে ব্যক্তি ঐ হার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে ডাকাইয়া আনিবার নিমিত্ত তাঁহার সরকারকে আদেশপ্রদান করিলেন। সরকারও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল। দিবা আটটা বাজিতে না বাজিতে সেই হার-প্রস্তুতকারীকে আনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত করিল। কারিকর সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজীবলোচন তাহাকে বসিতে বলিলেন, ও কহিলেন, "আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল, তুমি একছড়া মুক্তার হার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলে, একথা তোমার মনে আছে কি ?

কারি। আছে।

রাজী। উহার কয়েকখানি খামি হইতে কয়েকখানি প্রস্তর খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার এক খানিও হারায় নাই, ঐ প্রস্তর গুলি পুনরায় সেই স্থানে বসাইয়া দিতে হইবে, ও আরও যদি কোন প্রস্তর ঐ রূপে খুলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়া থাকে তাহাও দেখিয়া ঠিক করিয়া দিতে হইবে। আমি কিন্তু উহা শীঘ্র চাই দুই এক দিনের মধ্যেই আমাকে উহা মেরামত করিয়া দিতে হইবে।

কারি। হার ছড়াটী ও প্রস্তর কয়েকখানি কোথায়?

রাজী। এই স্থানেই আছে, আমি বাড়ী হইতে উহা এখানে আনিয়াছি।

এই বলিয়া রাজীবলোচন তাঁহার সরকারকে সেই ব্যাগটী তাঁহার নিকট আনিতে আদেশ করিলেন। যে ঘরে বসিয়া সেই কারিকরের সহিত রাজীবলোচন কথা কহিতেছিলেন সেই ব্যাগটীও সেই ঘরের ভিতর ছিল।

রাজীবলোচনের কথা শুনিয়া সরকার তখনই সেই ব্যাগটী আনিয়া রাজীবলোচনের সম্মুখে স্থাপন করিল। ঐ ব্যাগের চাবি রাজীবলোচনের নিকটেই ছিল তিনি ঐ ব্যাগটী খুলিলেন ও নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে, উহার ভিতর যাহা যাহা ছিল সমস্তই ঠিক আছে, কেবল সেই হার ছড়াটী নাই। হার হইতে যে কয়েকখানি প্রস্তর খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল তাহা একখানি ছোট নেকড়ায় বাঁধা ছিল, তাহা তিনি যে স্থানে রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানেই পাইলেন। ঐ ব্যাগের ভিতর হার ছড়াটী না পাইয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন, ঐ ব্যাগের ভিতর পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু সেই হার প্রাপ্ত হইলেন না। ঐ ব্যাগের ভিতর যাহা যাহা ছিল সমস্তই বাহির করিয়া ফেলিলেন। উহার ভিতর যে সকল কাপড় পিরাণ প্রভৃতি ছিল তাহা এক এক খানি করিয়া খুলিয়া ও ঝাড়িয়া দেখিলেন, কিন্তু ঐ হার প্রাপ্ত হইলেন না। যাহা উহার ভিতর নাই, উহা হইতে যাহা অপহৃত হইয়াছে তাহা আর উহার ভিতর কিরূপে প্রাপ্ত হইবেন?

একবার তাঁহার মনে হইল তবে কি ঐ হার ভুল ক্রমে তিনি বাড়িতেই ফেলিয়া আসিয়াছেন? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল তাহা কখনই হইতে পারে না; তিনি নিজহস্তে যাহা ব্যাগের মধ্যে রাখিয়াছেন তাহা ফেলিয়া আসিবেন কি রূপে? তাহা হইলে প্রস্তরের ক্ষুদ্র পোঁটলাটীও সেই সঙ্গে ফেলিয়া আসিতেন; তাঁহার কোন প্রকারেই ভুল হয় নাই, ঐ হার নিশ্চয়ই ঐ ব্যাগ হইতে অপহৃত হইয়াছে। তিনি এক বার মনে করিলেন চারুবালাকে পত্র লিখিবার সময় তাঁহাকে ঐ হারের কথা লিখিলে হয় না? যদি ভুলক্রমেই ঐ হার তাঁহার ঘরে ফেলিয়া আসিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার ভাবিলেন যদি চারুবালা

উহা পাইয়াই থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাঁহাকে লিখিবেন। আর তিনি পাইবেনই বা কোথা হইতে? যখন তিনি নিজ হস্তে করিয়া উহা তাঁহার ব্যাগের ভিতর রাখিয়া দিয়াছেন, তখন উহা চারুবালার পাইবার কোন রূপ সম্ভাবনা নাই। এখন কথা হইতেছে উহা চুরি হইল কোথা হইতে? ব্যাগের চাবি তাঁহার নিকট। বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসা পর্য্যন্ত ঐ ব্যাগ বারাবরই তাঁহার নিকট ছিল। সুতরাং রাস্তায় উহা কোন রূপেই অপহৃত হইতে পারে না। যদি রাস্তা হইতে উহা অপহৃত হইত তাহা হইলে ব্যাগের ভিতর হইতে কেবল মাত্র হার কখনই যাইত না ব্যাগ সমেত অপহৃত হইত। এ হার নিশ্চয়ই তাঁহার আফিস ঘর হইতে অপহৃত হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি ঐ ব্যাগ আফিস ঘরে ছিল, সুতরাং ব্যাগ হইতে হার বাহির করিয়া লইবার সুযোগও যথেষ্ট ঘটিয়াছিল কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ ব্যাগ হইতে ঐ হার আপহরণ করিয়াছে, সে ব্যাগের চাবি পাইল কোথা হইতে? তবে বাড়ীর ভৃত্য দিগের কাহার দ্বারা যদি ঐ হার অপহৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার চাবি তাহারা একেবারে যে না পাইতে পারে এরূপ নহে। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা তাঁহার মনে আসিয়া উদয় হইল।

তিনি সেই কারিকরকে সেই সময় বিদায় দিয়া, এরূপ অবস্থায় এখন কি কর্ত্তব্য তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন পরিশেষে সাব্যস্ত হইল যে যখন অধিকটাকা মূল্যের হারছড়াটী অপহৃত হইয়াছে, তখন স্থিরভাবে বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে, পুলিসে সংবাদ দেওয়া উচিত তাঁহারা আসিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন।

আরও সাব্যস্ত করিলেন চারুবালাকে এ সংবাদ দেওয়া হইবে না, পুলিস অনুসন্ধান করিয়া যদি ঐ হার বাহির করিতে পারেন ভালই নতুবা ঐ প্রকারের আর একছড়া হার প্রস্তুত করিয়া চারুবালাকে প্রদান করা যাইবে।

মনে মনে এই রূপ স্থির করিয়া রাজীবলোচন দুই খানি পত্র লিখিলেন। এক খানি লিখিলেন স্থানীয় পুলিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে, তাহাতে কেবল এই মাত্র লিখিত হইল যে, আমার আফিস ঘরের মধ্যস্থিত একটী ব্যাগের ভিতর হইতে এক ছড়া মূল্যবান মুক্তার মালা অপহৃত হইয়াছে। আপনি আসিয়া ইহার আবশ্যকীয় অনুসন্ধান করিবেন আপনি এখানে আসিলে ইহার সমস্ত ঘটনা আমি আপনাকে বলিব।

অপর পত্র খানি লিখিলেন চারুবালাকে তাহাকে যে রূপ সংক্ষেপে পত্র লিখিলেন ও রূপ ভাবের সংক্ষিপ্ত পত্র তিনি চারুবালাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখন লেখেন নাই। তিনি লিখিলেন:

প্রিয় চারুবালা!—

আমি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি তুমি কেমন থাক মধ্যে মধ্যে আমাকে লিখিবে।

তোমার

রাজীবলোচন

প্রথম পত্র খানি একজন লোক দিয়া থানায় পাঠাইয়া দিলেন, দ্বিতীয় পত্র খানি ডাক-যোগে প্রেরণ করিলেন। নিজে তাঁহার আফিস ঘরে বসিয়া যে পুলিস কর্ম্মচারী অনুসন্ধান করিতে আসিবেন তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজীবলোচনের পত্র পাইবা মাত্র থানার একজন কর্ম্মচারী সেই হার চুরি মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত রাজীবলোচনের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে রূপ অবস্থায় ঐ হার অপহৃত হইয়াছে তাহার সমস্ত অবস্থা রজীবলোচন সেই পুলিস কর্ম্মচারীকে উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিলেন। কর্ম্মচারী সমস্ত অবস্থা শুনিয়া ও ঘটনাস্থলের অবস্থা দেখিয়া বিশেষ কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না, এক বার মনে করিলেন যে, হার অপহৃত হয় নাই ভুল ক্রমে তিনি উহা বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। কখন বা ভাবিলেন বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিবার কালীন সুযোগ মত ঐ হার কেহ তাঁহার ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া লইয়াছে। পরিশেষে ইহাও ভাবিলেন, যে রাজীবলোচনের আফিস ঘর হইতে ঐ হার অপহৃত হইবার খুব সম্ভাবনা; ও তাঁহার শেষ অনুমানই যদি প্রকৃত হয় তাহা হইলে বাড়ীর কোন পরি-চারক ভিন্ন এই কার্য্য আর কাহার দ্বারা হয় নাই। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া বাড়ীর সমস্ত পরিচারক দিগকে দেখিলেন ও উপস্থিত মত জিজ্ঞাসাবাদও করিলেন কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কোন কথা অবগত হইতে পারিলেন না।

এইরূপে সেই বাড়ীর ভিতর সেই সময় যে সকল অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা তিনি বিবেচনা করিলেন, তাহা শেষ করিয়া তিনি রাজীবলোচনের বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন এই হার যেই অপহরণ করুক না কেন তাহাকে উহা বিক্রয় করিতেই হইবে, বাজারে ঐ হার বাহির হইলে যাহাতে তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এখন তাহারই চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য।

কর্ম্মচারীর কথায় রাজীবলোচন কোন কথা কহিলেন না। কর্ম্মচারী বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

—:*:—

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চারুবালা রাজীবলোচনের পত্র পাইয়া যে কতদূর বিস্মিত হইলেন, তাহা অনুমান

করা নিতান্ত সহজ নহে। এরূপ দুই ছত্রের পত্র ইতি পূর্ব্বে চারুবালা রাজীবলোচনের নিকট হইতে আর কখন প্রাপ্ত হন নাই। ঐ পত্র পাঠ করিয়া চারুবালার অন্তরে প্রথমতঃ একটু রাগের সঞ্চার হইল কিন্তু পরক্ষণেই তিনি তাহা সংবরণ করিয়া ফেলিলেন, রাগের পরিবর্ত্তে দুঃখ আসিয়া তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের সে ভাব অধিকক্ষণ রহিল না। তাঁহার মনে হইল বাড়ী আসিবার নিমিত্ত তাঁহার আফিসের দুই তিন দিন কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায়, তিনি সেই স্থানে গমন করিয়া পরের কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার নিকট হইতে যে রূপ পত্রের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, সেরূপ পত্র তিনি লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়াই ঐ রূপ অতি সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিয়াছেন। দুই এক দিবস গত হইলেই, যখন তিনি সময় পাইবেন তখন তিনি আমাকে নিশ্চয়ই পত্র লিখিবেন। তিনি যেরূপ ভাবে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, আমিও ঠিক সেই রূপ ভাবে তাহার উত্তর প্রদান করিব, দেখি ইহাতেই বা তিনি কি ভাবেন? এই বলিয়া তিনি নিম্ন লিখিত রূপ একখানি পত্র তাঁহাকে লিখিলেন, ।

স্বামিন!

আপনার দুই ছত্রের এক পত্র পাইয়াছি। এখানে নতুন আর কোন সংবাদ নাই, আমার শ্বশুর শাশুড়ি ভাল আছেন।

চিরানুগৃহীতা দাসী

চারুবালা

এইরূপ পত্র লিখিবার পর রাজীবলোচন তাঁহাকে কিরূপ পত্রাদি লিখেন তাহা দেখিবার নিমিত্ত চারুবালা আশা পথে চাহিয়া, ক্রমে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, সপ্তাহের পর সপ্তাহও চলিয়া গেল, কিন্তু চারুবালা রাজীবলোচনের কোন পত্রাদি পাইলেন না। ক্রমে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিলেন, ভাবিলেন হয়তো আমার পত্র পাইয়া তিনি রাগ করিয়াছেন, তাই আমাকে আর কোন পত্র লিখিলেন না। আবার ভাবিলেন কলিকাতায় গিয়া হয়তো তিনি অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তাই পত্র লিখিতে পারেন নাই, নতুবা আজ কুড়ি দিবস হইল একখানি পত্র লিখিতে যে তিনি সময় পান নাই, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। চারুবালা এতদিবস মনের কষ্ট মনে রাখিয়া কোন রূপে দিন যাপন করিতেছিলেন, কিন্তু আর তিনি মনকে কোন রূপেই স্থির রাখিতে পারিলেন না। এক দিবস সময় মত তিনি তাঁহার শাশুড়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন কলিকাতা হইতে কোন পত্রাদি আসিয়াছে কি? উত্তরে রাজীবলোচনের মাতা কহিলেন চিঠি আসিয়াছে

বটকি রাজীব এখান হইতে যাওয়ার পর তোমার শশুরকে দুই তিন খানি পত্র লিখিয়াছেন কালও একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে, তিনি ভাল আছেন, কেন মা, তোমাকে কি রাজীব কোন পত্রাদি লিখে নাই ?"

উত্তরে চারুবালা কহিলেন এই স্থান হইতে কলিকাতায় গমন করিবার পরই এক খানি পত্র পাইয়াছিলাম, তাহার পর আমি আর কোন পত্র পাই নাই।

রাজীবলোচনের মাতার কথা শুনিয়া চারুবালা আর কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। একটী কার্য্যের অছিলা করিয়া তিনি সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ও নিজের শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কের উপর স্থির ভাবে শয়ন করিলেন।

সেই সময় চারুবালার হৃদয়ের মধ্যে যে কিরূপ ভয়ানক তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার বর্ণণ করা লেখকের সাধ্য নহে, কোন পাঠক সেই প্রবল তরঙ্গের বিষয় কিছুমাত্র সহজে অনুমান করিতে পারিবেন না, কিন্তু পাঠিকা গণের মধ্যে যদি কাহার অদৃষ্টে কখন সেই রূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহার কিয়ৎপরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

চারুবালা শুইয়া শুইয়া কত কি ভাবিলেন, ও পরিশেষে মনে করিলেন উকীল গণের মধ্যে অনেকে অনেক অর্থ যেমন উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, কলিকাতায় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সেই অর্থ নানা রূপে অপব্যায়ও করিয়া থাকেন। এ কথা আমি অনেক সময় শুনিয়াছি। অনেকে কেবল অর্থ নষ্ট করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না, নিজের স্বাস্থ্যকেও সেই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। অনেকে কুহকিনীগণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, আপন পিতা মাতা ও স্ত্রীকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া, তাহাদিগকে লইয়াই উন্মত্ত হইয়া পড়েন ও উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ তাহাদিগকে প্রদান করিয়া নিজের পরিণামের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন।

চারুবালা মনে করিলেন বাড়ী হইতে গমন করিবার পর এবার কি তিনি সেই রূপ প্রকৃতির কোন উকীলের সহিত মিলিত হইয়া কোন নিন্দনীয় স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও কোন কুহকীনীর প্রণয়ে পতিত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া নিজের ইহ-কাল ও পরকাল নষ্ট করিতে বসিয়াছেন ? নতুবা এরূপ ভাবে একেবারে তাঁহাকে বিস্মিত হইবারতো কথা নহে।

চারুবালার হৃদয়ে এইরূপ যত কথা উদয় হইতে লাগিল ততই তাঁহার চক্ষু দিয়া জল ধারা প্রতিত হইয়া, তাঁহার উপাধান পর্য্যন্ত ভিজিয়া যাইতে লাগিল। আবার পরক্ষণেই তিনি আপনাকেই বলিতে লাগিলেন "আমি কি মহাপাতকী, আপন দেবোপম স্বামীর প্রতি আমি অবিশ্বাষ করিতেছি। অনেক ভাগ্যে [illegible] স্বামী প্রাপ্ত হওয়া যায়,

বিধা তপস্যায় আমি সেইরূপ স্বামীর ভালবাসা পাইয়াছি কিন্তু এখন আমি তাঁহার দেব দুর্লভ চরিত্রের উপর নানা রূপ সন্দেহ করিয়া যে মহাপাপের সঞ্চয় করিতেছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত এ জগতে কিছুতেই হইতে পারে না।

চারুবালা যখন এইরূপ নানা চিন্তায় নিমগ্নাছিলেন সেই সময় একটী পরিচারিকা একখানি পত্র হস্তে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল।

পরিচারিকার হস্তে একখানি পত্র দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহা কাহার চিঠি।

উত্তরে পরিচারিকা কহিল ইহা আপনার পত্র, একজন ডাকওয়ালা ইহা এখনই দিয়া গেল।

চারুবালা পত্রখানি আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন ও দেখিলেন উহা রাজীবলোচনের হস্ত লিখিত, তাঁহারই পত্র। বিশেষ আগ্রহের সহিত তিনি উহা খুলিলেন, ও পাঠ করিলেন ইহাও একখানি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত পত্র. দুই চারি ছত্র ভিন্ন ইহাতে অধিক কিছু লেখা নাই। পত্রখানি পাঠ করিয়া চারুবালা আরও মর্ম্মাহত হইলেন, উহাতে কেবল এই মাত্র লেখা আছে।

প্রিয় চারুবালা!

বিশেষ কাজের ঝঞ্ঝাটে আমি তোমাকে অনেক দিবস পত্র লিখিতে পারি নাই, ও সময় মত তোমার পত্রেরও কোন উত্তর দিতে পারি নাই অপরাধ মাপ করিও। একটু সাবকাস পাইলেই তোমাকে বিস্তারিত পত্রে সমস্ত লিখিব এখানে আমি ভাল আছি।

তোমার

শ্রী রাজীবলোচন

চারুবালা রাজীবলোচনের চরিত্রের উপর যেরূপ সন্দেহ করিতেছিলেন, অথচ যে সন্দেহকে তাঁহার মনে স্থান দিতে পারিতেছিলেন না, সেই সন্দেহ পুনরায় তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সন্দেহকে তিনি হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিবার অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না। সেই সময় একবার তাঁহার মনে হইল, এবার তিনি আমার মুক্তার হার ছড়াটী লইয়া যাইবার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইলেন কেন ? তিনি আমাকে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন কিন্তু ঐ হার সম্বন্ধেতো কোন কথা লিখেন নাই। উহা তো তিনি কাহাকেও প্রদান করেন নাই ? কাহাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত ঐ হার তিনি আমার নিকট হইতে মেরামতের ভান করিয়া লইয়া যান নাইতো ? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। আমার হৃদয় পাপে ভরা, তাই আমি তাঁহার উপর এরূপ সন্দেহ করিতেছি। যে স্বামীর চরিত্রের উপর সন্দেহ করে, বা অবিশ্বাস করে সে স্ত্রীর ইহকালও নাই পরকাল ও নাই।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারা বাই সোনাগাজির একজন প্রসিদ্ধ নর্ত্তকী ও গায়ীকা। আজ তাহার ঘরে গাম বাজনার মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে। মহাধূম ধামের সহিত নৃত্যগীত হইলেও, কোন নূতন ধনবান লোকের সেই স্থানে সমাগম হয় নাই। কোন বড় লোকের ছেলে হঠাৎ কাপ্তেন হইয়া এই সকল স্থানে যেরূপে অর্থাদি নষ্ট করিয়া থাকে সেইরূপ কাহাকেও আজ ঐ স্থানে দৃষ্ট গোচর হইতেছে না। থাকিবার মধ্যে কেবল বলাইচন্দ্র তার বাইর সম্মুখে একটী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া তাহার নৃত্য দর্শন ও তাহার গীত এক মনে শ্রবন করিতেছে।

যে সময় বলাইচন্দ্র সেই স্থানে বসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছিল. সেই সময় রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছিল। ও স্থানের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হয়. সন্ধ্যার পর হইতে ঐ স্থানে ঐ রূপ আমোদ প্রমোদ চলিতেছিল : যাহাদিগের জন্য এই আমোদ প্রমোদের অবতারনা তাঁহারা রাত্রি বারটার পরই সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন বলাইচন্দ্র আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় নাই, এখন বলাইচন্দ্র একাই সেই স্থানে বসিয়া সেই নৃত্যগীতে যোগ দিয়াছে।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ নৃত্যগীতে বলাইচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া, তারাবাই নৃত্যগীত বন্ধ করিয়া, বলাইচন্দ্রের সহিত হাসি ঠাট্টা ও বাক্যালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেম।

বলাইচন্দ্র যে কে, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই স্থানে পাঠকগণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

বলাইচন্দ্র রাজীবলোচনের এক জন প্রিয় খানসামা : কাপড় কোঁচাইতে. তেল মখাইতে. গা হাত পা টিপিতে বলাইচন্দ্র এক রূপ সিদ্ধ হস্ত. তাহার উপর রাজীবলোচন তাহাকে যখন যে কার্য্য বলিয়া থাকেন তখনই সে তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকে। কেবল এই কার্য্য করিয়াই বলাইচন্দ্র দিন অতিবাহিত করেনা : তাঁহার যে সকল মক্কেল বাড়ীতে আসে. বলাইচন্দ্র তাহাদিগকেও বিশেষরূপে যত্ন করিয়া থাকে. তৎব্যতীত বলাইচন্দ্র রাজীবলোচনের সহিত হাইকোর্টেও গমন করে. সেই স্থানে তাঁহার উপস্থিত মত কার্য্য করিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসে। যে পর্য্যন্ত রাজীবলোচন শয়ন না করেন সে পর্য্যন্ত বলাইচন্দ্র তাঁহার সম্মুখ ছাড়া হয় না।

বলাইকে রাজীবলোচন ভাল বাসেন বলিয়া সে দশ টপয়সা রোজগার করে। নিয়মিত বেতন ও বকশিস প্রভৃতি ব্যতীত রাজীবলোচনের মক্কেলগণের নিকট হইতেও সে দশ টাকা পাইয়া থাকে. এইরূপে বলাই যে সকল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তাহার সমস্তই সে ব্যয় করে তারাবাইর গৃহে।

রাজীবলোচন শয়ন করিবার পর তাঁহারই কাপড় প্রভৃতি পরিয়া বলাইচন্দ্র বাহির হইয়া যায়, সমস্ত রাত্রি আমোদ আহ্লাদ করিয়া, রাজীবলোচন শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই সে ফিরিয়া আসে।

বলাইচন্দ্র যতই কেন উপার্জ্জন করুক না সোনাগাজির একটী বাইজির খরচ চালান তাহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। যে সকল স্থানে ধনবান লোক তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব খরচ করিয়াও দীর্ঘকাল স্থান পায় না, যে স্থানে রাজা মহারাজাগণও সময়ে তাড়িত হইয়া থাকেন, সেই স্থানে বলাই তাহার সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ প্রদান করিয়া কয় দিবস তাহাদিগের মন রক্ষা করিতে পারে? বলাই যখন দেখিল যে তাহার উপার্জ্জিত অর্থে আর তারাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না তখন কাজেই তাহাকে অপর উপায় দেখিতে হইল। সুযোগ মতে মনিবের অর্থ চুরি করিতে আরম্ভ করিল। যে সকল দ্রব্য চুরি করিলে রাজীবলোচন সহজে জানিতে না পারেন, প্রথম প্রথম তাহারই উপর বলায়ের হাত পড়িল। পরিশেষে যতই টাকার আবশ্যক হইতে লাগিল, বলায়ের চুরি করিবার মতি গতি ততই বাড়িতে লাগিল।

যে ব্যাগ হইতে মুক্তাহার অপহৃত হইয়াছিল, সেই ব্যাগটী রাজীবলোচন সর্ব্বদাই হাইকোর্টে লইয়া যাইতেন, সেই স্থানের উপার্জ্জিত অর্থাদি উহার ভিতর রাখিতেন ও বাসায় আসিয়া উহা হইতে সেই সমস্ত অর্থ বাহির করিয়া লইতেন। ঐ ব্যাগ হইতে দুই চারি টাকা বাহির করিয়া লইলে রাজীবলোচন তাহা জানিতে পারিতেন না। বলাই ঐ ব্যাগের একটী চাবি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। সময় সময় সুযোগমতে ঐ ব্যাগ খুলিয়া সে অর্থাদি বাহির করিয়া লইত।

রাজীবলোচনের বাড়ী হইতে আসিবার পর যে রাত্রিতে ঐ ব্যাগ তাঁহার আফিস ঘরে রাখা ছিল সেই রাত্রিতে বলাই ঐ ব্যাগ খুলিয়া সেই মুক্তাহার বাহির করিয়া লয়, ও পুনরায় ব্যাগটীতে পূর্ব্বের ন্যায় চাবি বন্ধ করিয়া রাখে, সুতরাং পরদিবস রাজীবলোচন যখন ঐ হারের অনুসন্ধান করেন সেই সময় উহা আর পাওয়া যায় না।

যে রাত্রিতে তারা বাইর গৃহে আমোদ প্রমোদে বলাই উন্মত্ত ছিল সেই রাত্রিতে বলাই ঐ হার ছড়াটী লইয়া তারাবাইর গৃহে গমন করে। যখন সে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন অপরাপর ব্যক্তিগণ, যাহারা সেই স্থানে আমোদ আহ্লাদ করিতে গমন করিয়াছিল তাহারা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিল, তারা বাইও তাহার মজলিস ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। বলাই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার আনীত সেই মুক্তাহার তারাকে অর্পণ করিল দেখিয়া তারা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন ও সেই

হার নিজের গলায় পরিয়া পুনরায় নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়া বলায়ের মনস্তুষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নৃত্যগীত বন্ধ হইল, অন্য রাত্রে যেরূপ ভাবে বলাই সেই স্থানে অতিবাহিত করিত আজ সে তাহা অপেক্ষা অধিক মনের সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিল। তারা সমস্ত রাত্রি বিশেষ যত্নের সহিত তাহার মনস্তুষ্টি করিল।

তারার নিকট সেই দিন হইতে বলায়ের খাতির বাড়িল। তারা বুঝিতে পারিল বলায়ের দ্বারা তাহার অনেক কার্য্য সাধিত হইবে। সুতরাং পূর্ব্বের অপেক্ষা সে বিশেষ রূপে বলাইকে যত্ন করিতে লাগিল। এই রূপ ক্রমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

—:*:—

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যে গ্রামে রাজীবলোচনের বাসস্থান, তাহার নিকটবর্ত্তী এক খানি গ্রামে চারুবালার মাতুল আশ্রম, তাঁহার মাতামহের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল না কিন্তু তাঁহার মাতুলগণ কলিকাতায় কারবার করিয়া তাহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ভাল রূপ বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিয়াছেন ও ক্রীয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে খরচপত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

চারুবালার বড়মামার জেষ্ঠপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তাঁহাদিগের বাড়ীতে খুব ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে, নৃত্য গীত গাহনা বাজনার বিশেষ রূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে বলিয়া চারুবালার বড়মামা নিজে চারুবালাকে তাঁহাদিগের বাড়ীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন।

রাজীবলোচন বাড়ীতে না থাকায় রাম গোবিন্দের মত লইয়া চারুবালার মাতুল তিন দিবসের নিমিত্ত চারুবালাকে তাঁহাদিগের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। চারুবালার মনে বিশেষরূপ কষ্টথাকিলেও নিজের মনের ভাব গোপন করিয়া লোক-লজ্জার ভয়ে সাজিয়া গুজিয়া একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মাতুলের সহিত মাতুলালয়ে গমন করিলেন।

যে দিবস তিনি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন সেই দিবস নাচ গাওনা প্রভৃতি কিছুই হইল না কেবল লোকজন খাওয়ান ও আত্মীয় কুটুম্ব গণকে সমবেত করিতেই সে দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিবস হইতে নৃত্যগীত আরম্ভ হইবার উৎযোগ হইতে লাগিল। কলিকাতা হইতে তিন দল ভাল নর্ত্তকী আসিবে, তাহারা তিন দিবস ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া নৃত্য গীত করিবে। কোথায় তাহাদিগের বাসস্থান দেওয়া হইবে. কি রূপে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা

করা হইবে, তাহা লইয়া পাড়ার যুবকগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

পরদিবস এক এক করিয়া তিন জন নর্ত্তকী দলবলের সহিত ক্রমে কালিকাতা হইতে ঐ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাদিগের তিন জনের মধ্যে পাঠকগণের পূর্ব্ব পরিচিতা তারা বাইও একজন।

সন্ধ্যার পর হইতেই নর্ত্তকীগণ আসরে নামিলেন। পর্য্যানুক্রমে একে একে তিন জনেই নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ প্রথমেই একজন উঠিয়া তাঁহার সাধ্যানুসারে শ্রোতীবর্গকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এই রূপে কিছুক্ষন নৃত্যগীত করিয়া যখন তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন তখন সেই স্থানে উপবেসন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অপর আর একজন নর্ত্তকী গাত্রোত্থান করিয়া দর্শক বৃন্দের মনস্তুষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে তিনি যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন তখন তৃতীয় নর্ত্তকী গাত্রোত্থান করিলেন। তাহার পর পুনরায় প্রথম নর্ত্তকী উঠিলেন, এইরূপে ক্রমে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

যে স্থানে নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছিলেন তাহার সন্নিকটে এক স্থানে চিক দিয়া ঘিরিয়া স্ত্রীলোক গণের বসিবার স্থান প্রস্তুত হইয়াছিল। বাড়ীর ও যত নিমন্ত্রিত গৃহস্থ স্ত্রীলোকগণ সেই স্থানে বসিয়া নৃত্যগীত দর্শণ ও শ্রবণ করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য যে চারুবালাও সেই স্থানের একটু স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

পাঠকগণ বিশেষ রূপে অবগত আছেন যে কলিকাতায় নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ, নিজের কার্য্যে যতদূর পটু হউন বা না হউন, সাজ সজ্জার দিকে তাঁহারা বিশষরূপে দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। ভাল ভাল কাপড়, ভাল ভাল পোযাক নহিলে কোন রূপেই চলে না, তাহার উপর অলঙ্কারে সর্ব্ব শরীর ভূষিত করা চাই। যাহার স্বর্ণ অলঙ্কার নাই, গিল্টির গহনায় তাঁহরা তাঁহাদিগের শরীর ভূষিতা করিয়া থাকেন। সুতরাং যে সকল নর্ত্তকীগণ সেই স্থানে নৃত্যগীত করিতে গমন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে উত্তম রূপে সুসজ্জিত হইয়া গিয়াছিলেন। তারা বাইর কয়েক খানি সোনার অলঙ্কার ছিল, অবশিষ্ট গিল্টি করা অলঙ্কার দ্বারা সে তাহার শরীর ভূষিতা করিয়াছিল। বলাইচন্দ্র তাঁহাকে যে মুক্তার মালাছড়াটী প্রদান করিয়াছিল তাহাও পরিধান করিয়া তিনি সেই আসরে আসিয়া অবতীর্ণা হইয়া ছিলেন। ওরূপ মুক্তার মালা অপর নর্ত্তকী দ্বয়ের ছিল না সুতরাং সেই দিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। যে সকল স্ত্রীলোক সেই স্থানে নর্ত্তকীদিগের নিকটবর্ত্তী চিকের

অন্তরালে বসিয়া নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন তাঁহাদিগের দৃষ্টি ও ক্রমে তারা বাইর সেই মুক্ত-মালার উপর পতিত হইল।

চারুবালার দৃষ্টি উহার উপর পতিত হইলে তিনি দেখিলেন ঐ মুক্তার হার তাঁহারই মুক্তা-হারের ন্যায়, তাঁহার যে হার রাজীবলোচন মেরামত করিয়া দিবার নিমিত্ত লইয়া গিয়াছিলেন, সেই হার ও তারা বাইর গলায় যে হার দুলিতেছিল, তাহা ঠিক এক প্রকারের; ইহা দেখিয়া চারুবালা ঐ মুক্তাহার বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যতই তিনি উহা দেখিতে লাগিলেন ততই তাঁহার মনে কেমন এক সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার নৃত্যগীতের দিকে আর লক্ষ্য রহিল না, তাঁহার কেবল লক্ষ্য রহিল সেই হারের দিকে। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে দেখিতে তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার হারের খামির যে যে স্থান হইতে প্রস্তর সকল খুলিয়া গিয়াছিল এ হারের খামিরও সেই সেই স্থানের প্রস্তর নাই।

এবার কলিকাতায় যাইবার পর রাজীবলোচন চারুবালার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে সময় সময় তাঁহার মনে রাজীবলোচনের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা উদয় হইয়াছিল। কিন্তু সহজে তিনি সেই সকল কথা তাঁহার মনে স্থান দিতে পারিতেছিলেন না। আজ তারা বাইর গলায় ঐ মুক্তা-হার দেখিয়া তাঁহার মনে স্পষ্টই প্রতিতী জন্মিল ঐ মুক্তাহার তাঁহার, সুতরাং সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। আরও তাঁহার মনে হইল, তিনি সময় সময় যে রূপ অনুমান করিতেছিলেন তাহার কিছুমাত্র মিথ্যা নহে। রাজীবলোচনের পরকাল এই তারার ঘরে নষ্ট হইয়াছে। ইহারই জন্য রাজীবলোচন মেরামতের ভান করিয়া তাঁহার হার লইয়া গিয়াছেন, ও ইহাকে প্রদান করিয়াছেন; এই জন্যই হার সম্বন্ধে তিনি কোন কথা লিখেন নাই।

চারুবালা আরও মনে করিলেন, তাঁহার স্বামী কুপথাবলম্বী হইয়াছেন—হউন, অপরকে ভাল বাসিয়াছেন—বাসুন, সৎপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তি ধারণ করিয়াছেন—করুন, কিন্তু যে হার চারুবালার গলায় এক দিবসের জন্যও ঝুলিয়াছে, তাহা একজন সামান্য বারবনিতার গলায় পরাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য হয় নাই। তাঁহার অর্থের অভাব নাই। যদি এইরূপ এক ছড়া মুক্তা-হার তাঁহার নব প্রণয়িনীর গলায় দেখিয়া সুখানুভব করেন, তাহা হইলে তাহাকে আর এক ছড়া ঐ রূপ মুক্তাহার প্রস্তুত করিয়া দিলেই পারিতেন। যে হার একবার পতিপ্রাণা কুলবধুর গলায় উঠিয়াছে, সেই হার কোন বিবেচনায় তিনি একজন গলায়পরা

লেন ? সেই হারের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া কেন তাহাকে পাপ পঙ্কে নিমগ্ন করিলেন।

চারুবালার নৃত্যগীত আর ভাল লাগিল না। তিনি সেই নর্ত্তকীগণের দিকে,—বিশেষ তারা বাইর দিকে আর চাহিতে পারিলেন না। উহাদিগের উপর তাঁহার কেমন এক রূপ রাগের সঞ্চার হইল। ভাবিলেন দেশের যত অনিষ্ট হইয়া থাকে, ভাল লোকের যত সর্ব্বনাস হইয়া থাকে, ইহারা তাহারই মূল। ইহারাই পতিপ্রাণা স্ত্রীর স্বামী বর্ত্তমানেও তাঁহাকে বিধবা করিয়া তোলে। ইহারাই বৃদ্ধ পিতা মাতার স্নেহ, যুবকগণের মন হইতে অন্তহৃত করিয়া দেয়। ইহারাই ধনবানের সন্তান দিগকে পথের ভিখারি করিয়া তোলে। ধনবানের ধন ক্ষয় করিতে, জমীদারের জমীদারী নষ্ট করিতে, বিদ্যানের বুদ্ধি বিপর্জ্জয় ঘটাইতে ইহারা যে রূপ পারদর্শী এক আদালত ছাড়া সে রূপ আর কেহ আছে কি না সন্দেহ ?

সেই সময় চারুবালার মনের ভাব যে রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল তাহাতে নৃত্যগীত আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটী প্রকোষ্ঠে গিয়া শয়ন করিলেন। ও রূপ সময়ে তাঁহার শয়নের কারন কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকে তিনি কহিলেন, হঠাৎ তাঁহার শরীর অসুস্থ বোধ হওয়ায় তিনি শয়ন করিয়াছেন, একটু সুস্থ হইলেই পুনরায় তিনি নৃত্যগীতের স্থানে গমন করিবেন।

এইরূপ নির্জ্জন গৃহে তিনি কিয়ংক্ষণ অতিবাহিত করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহা কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইল না, তিনি পুনরায় সেই নৃত্যগীতের স্থানে গমন করিলেন, পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া, তিনি কোন রূপে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

—:o:—

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রায় ২০।২৫ দিন হইল মুক্তাহার অপহৃত হইয়াছে, পুলিস অনুসন্ধান করিয়া এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, এরূপ অবস্থায় রাজীবলোচন চারুবালাকে আর কতদিবস তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারেন। তিনি মনে করিলেন যখন সেই হার আর পাওয়া গেল না তখন সেই রূপের আর এক ছড়া হার প্রস্তুত করিয়া চারুবালাকে দেওয়াই কর্ত্তব্য। মনে মনে এই রূপ ভাবিয়া তিনি পূর্ব্ব কথিত সেই কারিকরকে পুনরায় ডাকাইলেন। তিনি আসিলে তাহাকে

তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন, ও তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই রূপ মুক্তা প্রস্তরাদি খরিদ করিবার নিমিত্ত বড়বাজারে গমন করিলেন। সেই স্থানে যে সকল ব্যক্তি মুক্তা বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহাদিগের প্রত্যেকের নিকট গমন করিয়া বাছিয়া বাছিয়া নানা স্থান হইতে তাঁহার আবশ্যক মত সেই প্রকারের মুক্তা ও প্রস্তর সংগ্রহ করিলেন। এই কার্য্য করিতে তাঁহাকে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতে হইল।

কারিকর তিন দিবসের মধ্যে সেই রূপ খামি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ও ঐ সকল মুক্তাদ্বারা হার গাঁথিয়া প্রস্তুত করিল। চতুর্থ দিবসে ঐ মুক্তাহার আনিয়া রাজীবলোচনের হস্তে প্রদান করিল।

নূতন হার ছড়াটী হস্তগত হইলে রাজীবলোচন চারুবালাকে এক পত্র লিখিলেন। ইহা দুই ছত্রের পত্র নহে, তিনি পূর্ব্বে চারুবালাকে যে রূপ ভাবে পত্র লিখিতেন ইহা সেই প্রকারের পত্র। ঐ পত্রে অনেক কথা লেখার পর পরিশেষে লিখিলেন, ৮।১০ দিবসের মধ্যে আমর বাড়ী যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা আছে; সেই সময় তোমার হার আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।

চারুবালা যখন এই পত্র প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার মাতুলালয়ের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, নর্ত্তকীগণ আপনাপন স্থানে চলিয়া গিয়াছে। চারুবালাও তাঁহার শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত চারুবালা নিতান্ত মনের কষ্টে কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। রাজীবলোচনের এই পত্র খানি পাইয়া তিনি কিয়ৎপরিমানে সুস্থা হইলেন, কিন্তু তাঁহার হারের কথা তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না: একবার ভাবিলেন, যে হার রাজীবলোচন একবার তারাকে অর্পণ করিয়াছেন, সেই হার আবার তাঁহার নিকট আসিল কি প্রকারে? তবে কি সেই হার তিনি তাহাকে একেবারে প্রদান করেন নাই? কেবল ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, ও তাহার নিকট হইতে উহা পুনরায় ফিরাইয়া লইয়াছেন? ইহা কখন সম্ভবপর নহে, বেশ্যারা যে অলঙ্কার একবার প্রাপ্ত হয় সেই অলঙ্কার তাহারা কখনই প্রত্যার্পন করে না। তবে যে হার তিনি তারার গলায় দেখিয়াছিলেন সেই হার কি তাঁহার নহে? সেই প্রকারের আর এক ছড়া হার পরিয়া কি তারা তাঁহার মাতুলালয়ে আগমন করিয়াছিল? না, ইহা কখনই হইতে পারে না। ঐ হার যে চারুবালার সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোকগণ তাহাদিগের নিজের গহনা যেমন চিনিতে পারে তেমন আর কেহই পারে না।

রাজীবলোচনের পত্র পাইবার পর

চারুবালার মনের ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইল, পরিশেষে মনে করিলেন, "আমি না বুঝিয়া আমার স্বামীর উপর নানারূপে সন্দেহ করিয়া কি মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছি; এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা কখনই হইতে পারে না, যাঁহার চরিত্রের সহিত অপর লোকের চরিত্রের তুলনা হয়না, তাঁহার চরিত্র এত অল্প সময়ের মধ্যে কখনই পরিবর্ত্তিত হইতে পারেনা। এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, যাহাকে তিনি আমার মুক্তাহার মেরামত করিতে দিয়াছিলেন তারা বাইর সহিত তাহারই বোধ হয় কোনরূপ সংস্রব আছে, তাহারই নিকট হইতে তারা বাই ঐ হার কোনরূপে গ্রহণ করিয়া আপনার গলদেশ সুসজ্জিত পূর্ব্বক এখানে আসিয়াছিল। সেই সময় ঐ হারের কিছুমাত্র মেরামত হয় নাই, এখান হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর বোধ হইতেছে সেই হার মেরামত হইয়াছে, বা হইতেছে, ঐ হার প্রাপ্ত হইলেই তিনি উহা লইয়া বাড়ীতে আসিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি আমার এই শেষ অনুমানই সত্য হয় তাহা হইলে যে হার একবার বারবনিতার কণ্ঠে উঠিয়াছে, সেই হার আমি নিজ কণ্ঠে কখনই ধারণ করিতে পারিনা। সে যাহা হউক তিনি প্রত্যাগমন না করিলে, বা তাঁহার নিকট হইতে ইহার সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে না পারিলে আমি ইহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তিনি শীঘ্রই বাড়ী আসিবেন লিখিয়াছেন, তিনি আসিলেই তাঁহার সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিবার কারণ অবগত হইতে পারিব; তখন আমার পাপ মনের সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। স্বামীর চরিত্রের উপর মিথ্যা সন্দেহ করিলে যে মহাপাপ হয় তাহার কোন রূপ প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না এখন তাহাই দেখা যাউক।

চারুবালার মনে পরিশেষে এইরূপ চিন্তা আসিয়া উদয় হইল তাঁহার মনের যে যন্ত্রনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার কিয়ৎ পরিমানে উপসম হইল, তিনি রাজীবলোচনের প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় আশা পথ চাহিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

—*—

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজীবলোচনের বাড়ী হইতে তাঁহার এক ছড়া মূল্যবান মুক্তাহার অপহৃত হইয়াছে, এ কথা জনৈক ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী জানিতে পারিয়াছিলেন। স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারী এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া যখন ইহার কোন রূপে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন না, সেই সময় এই হার চুরির গুপ্ত অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত জনৈক ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি উহার

সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন জনৈক ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী যে ভিতর ভিতর ঐ হার চুরি মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করিতেছিলেন তাহা রাজীবলোচন ও অবগত ছিলেন না।

ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী কি রূপে এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করেন, বা কি রূপ উপায় অবলম্বনে তিনি ঐ হারের সংবাদ প্রাপ্ত হন, তাহা বর্ণন করিতে হইলে পাঠক গণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তিনি অপহৃত হার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কেবল তাহাই এই স্থানে বিবৃত হইল।

কয়েক দিবস অনুসন্ধানের পর ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী সংবাদ পাইয়াছিলেন যে রাজীব-লোচনের গৃহ হইতে যে রূপ মুক্তাহার অপহৃত হইয়াছে, সেই রূপ একছড়া মুক্তাহার তারা বাই আজ কয়েক দিবস হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া কর্ম্মচারী তারা বাইর সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাহার বাড়ীতে গমন করেন, ও সেই স্থানে জানিতে পারেন যে তারা বাই বাড়ীতে নাই, নৃত্যগীত করিবার নিমিত্ত তিনি কোন পল্লিগ্রামে গমন করিয়াছেন কিন্তু কোন জিলায় বা কোন গ্রামে গিয়াছেন তাহা বাড়ীর কেহ অবগত নহে বা বাড়ীর কোন লোক ইচ্ছা করিয়া তাহা বলিতেছে না, সুতরাং কর্ম্মচারী সেই সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন না। কোন দিবস বা কোন সময় তিনি প্রত্যা-গমন করিবেন তাহারই উপর তিনি বিশেষ রূপে লক্ষ্য রাখিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সময় মত তারা বাই তাহার দলবলের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া তাহার বাড়ীতে আসিয়া যেমন উপস্থিত হইলেন কর্ম্মচারী ও অমনি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও তারাকে কহিলেন আমি বিশেষ কোন কার্য্যের নিমিত্ত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

তারা। আমি আজ কয়েক দিবস হইতে বাহিরে ছিলাম, সবে এই মাত্র ফিরিয়া আসিতেছি, আপনি অন্য সময় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিবেন।

কর্ম্ম। আমি যে কার্য্যের নিমিত্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি অপর সময় আসিলে আমার সেই কার্য্য সিদ্ধ হইতে অনেক বিঘ্ন ঘটিতে পারে, যাহা আমি জানিতে আসিয়াছি তাহা এখনই আমার জানিবার প্রয়োজন।

এই বলিয়া কর্ম্মচারী তারার নিকট আপন পরিচয় প্রদান করিলেন।

কর্ম্মচারীর পরিচয় পাইয়া তারা যেন একটু ভীত হইলেন, কিন্তু মনেরভাব গোপন করিয়া কহিলেন "আপনি যে ডিটেক্‌টিভ পুলিস কর্ম্মচারী তাহা আমি

আপনার কথায় কি রূপে বিশ্বাস ককিতে পারি ?"

কর্ম্ম। আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া আপনি অনায়াসেই বিশ্বাস করিতে পারেন। আর যদি নিতান্তই বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে যাহাতে আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হয় আমি তাহার উপায় করিতেছি।

এই বলিয়া কর্ম্মচারী আপন পকেট হইতে একটী হুইসিল্ বা ছোট বাঁশি বাহির করিয়া এক রূপ শব্দ করিলেন। দেখিতে দেখিতে একজন প্রহরী সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। যে সময় ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী তারার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করেন সেই সময় হইতেই আদেশের প্রত্যাশায় সেই পুলিস প্রহরী তারার বাড়ীর বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, বংশীধ্বনী শুনিয়া সে সেই কর্ম্মচারীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই প্রহরী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে কর্ম্মচারী তারাকে কহিলেন "আমার পরিচয় সমন্ধে যদি তোমার সন্দেহ না মিঠিয়া থাকে তাহা হইলে তুমি ইহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার আমি কে ?"

তারা। আপনি কে তাহা জানিতে পারিয়াও যদি আমি এখন আপানার কথার উত্তর দিতে ইচ্ছা না করি ও অপর সময় আপনাকে আসিতে বলি তাহা হইলে কি হইতে পারে ?

কর্ম্ম। কি হইতে পারে তাহা আমি জানি না, যদি সে রূপ অবস্থা হয় তখন যে রূপ হইতে পারে তাহা দেখা যাইবে। আমি দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি মাত্র আমাকে তাহার উত্তর প্রদান করিলেই আমি এই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে পারি, তুমিও আনায়াসে বিশ্রাম করিতে পার।

তারা। আমাকে আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন ?

কর্ম্ম। আপনার নিকট এক ছড়া মুক্তার হার আছে ?

তারা। কাহার মুক্তার হার ?

কর্ম্ম। যাহারই হউক আপনার নিকট কোন মুক্তার হার আছে কি না ?

তারা। না।

কর্ম্ম। আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমার কথার উত্তর প্রদান করিবেন। আপনি মনে রাখিবেন আমি কেবল আপনার কথার উপর নির্ভর করিয়া এই স্থান হইতে প্রস্থান করিব না। যদি আমি আপনার কথায় বিশ্বাস না করি বা যদি আমার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় তাহা হইলে জানিবেন যে এখনই আমি আপনার ঘর খানাতল্লাসি করিয়া দেখিব যে আপনার ঘরে কোন মুক্তার হার আছে কি না ? আমি আপনাকে পুনরায় সতর্ক করিয়া দিতেছি

যে আপনি আমার কথার প্রকৃত উত্তর প্রদান করুন।

তারা। আমার নিকট কোন মুক্তার হার নাই।

কর্ম্ম। আমি প্রথমেই আপনার গহনার বাক্স দেখিব, যদি তাহার ভিতর কোন মুক্তার হার দেখিতে পাই তাহা হইলে আমি আপনাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইব আপনি বিশেষ রূপ বিপদ গ্রস্থ হইবেন, ইহা যেন আপনার মনে থাকে ?

তারা। আমার বাক্সে মুক্তার হার নাই তবে একছড়া মুক্তার মালা আছে ?

কর্ম্ম। মুক্তার হারই হউক বা মুক্তার মালাই হউক, যাহা আপনার নিকট আছে তাহা আনিয়া আমাকে দেখান। মুক্তার হার ও মুক্তার মালায় যে কি প্রভেদ তাহাতো আমি অবগত নহি।

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া তারা তাহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল ও ক্ষুদ্র মতির এক ছড়া একনর মালা বাহির করিয়া আনিয়া কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করিল। কর্ম্মচারী দেখিলেন তিনি যে হারের অনুসন্ধান করিতেছেন ও যে হারের সংবাদ ইতিপূর্ব্বে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা সে হার নহে, অপর আর একছড়া মালা। কর্ম্মচারী মালা ছড়াটী হাতে লইয়া তারার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন তারাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ঘরের ভিতর গমন করিল। কর্ম্মচারী ......

জিজ্ঞাসা করিলেন এই মালাছড়াটী কোন বাক্সে ছিল।

তারা একটী বাক্স দেখাইয়া দিয়া কহিল "মালা এই বাক্সের মধ্যে আমি রাখিয়া দিয়াছিলাম এখন ইহা হইতে বাহির করিয়া আপনাকে দিয়াছি।"

কর্ম্মচারী ঐ বাক্সটী খুলিলেন ও দেখিলেন ঐ বাক্সের ভিতর অপর কোন দ্রব্যই নাই। ইহা দেখিয়া তিনি তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার অপর গহনা গুলি কোথায় ?

তারা। কোন গহনা ?

কর্ম্ম। তোমার নিজের গহনা।

তারা। আমার বিশেষ গহনা পত্র নাই ?

কর্ম্ম। যাহা আছে তাহা কোথায় ? যে সকল গহনা লইয়া তুমি বাহিরে গিয়াছিলে তাহা কোথায় ?

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া তারা কোন উত্তর করিল না চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল ?

পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যাদি লইয়া তারা বাহিরে গিয়াছিল সেই সকল দ্রব্য ঐ ঘরের এক প্রান্তে রাখাছিল উহাদিগের যথাযথঃ স্থানে ঐ সকল দ্রব্য রাখিবার সুযোগ সে পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল না। কর্ম্মচারী সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন একটি ছোট ষ্টিলের বাক্স রহিয়াছে। উহা তাহাকে দেখাইয়া দিয়া কর্ম্মচারী কহিলেন "ইহার ভিতর কি আছে ?"

তারা। যে সকল গহনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আমি বাহিরে গিয়াছিলাম সেই সকল অলঙ্কার ইহার মধ্যে আছে।

কর্ম্মচারী ঐ বাক্সটী খুলিবার নিমিত্ত তারাকে কহিলেন, তারা তাহার বিশেষ রূপ অনিচ্ছা সত্ত্বে ঐ বাক্স খুলিলে কর্ম্মচারী যে মুক্তামালার অনুসন্ধান করিতেছিলেন তাহা তাহার মধ্যে দেখিতে পাইলেন।

ঐ মালাছড়াটী হাতে লইয়া কর্ম্মচারী তাহাকে কহিলেন "তুমি যে বলিতেছিলে তোমার মুক্তাহার নাই। এই মুক্তাহার তোমার বাক্সের ভিতর কোথা হইতে আসিল ?"

কর্ম্মচারীর কথায় তারা কোন রূপ উত্তর প্রদান না করিয়া সেই স্থানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কর্ম্মচারী দেখিলেন উহাকে এখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক।

মনে মনে এই রূপ ভাবিয়া তিনি তারাকে ধৃত করিয়া সেই মুক্তাহার সহিত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ও যে থানা হইতে ঐ মুক্তাহার চুরির অনুসন্ধান হইতেছিল সেই থানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

থানার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ঐ মুক্তাহার দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, ঐ হার রাজীব-লোচনের ; তথাপি সন্দেহ দূর করিবার মানসে তিনি ঐ হার লইয়া রাজীবলোচনের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় রাজীব-লোচন হাইকোর্টে গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে ছিলেন। তিনি ঐ মুক্তাহার দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন ও কহিলেন এই হারই তাঁহার ব্যাগ হইতে অপহৃত হইয়াছিল।

তারা থানায় আসিয়াই সমস্ত কথা স্বীকার করিয়াছিল ও কহিয়াছিল বলাইচন্দ্র তাহাকে ঐ হার প্রদান করিয়াছে।

যে সময় রাজীবলোচন তাঁহার হার দেখিতে ছিলেন সেই সময় বলাইও সেই স্থানে উপস্থিত ছিল. ঐ হার দেখিয়াই বলাই সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উৎযোগ করিতে ছিল। দারোগা বাবু প্রথম অনুসন্ধা-নের সময় হইতে তাহাকে চিনিতেন এবং থানায় তারার নিকট বলাইর নামও শুনিয়া ছিলেন, সুতরাং আর বলাইকে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইল না, দারোগাবাবু কর্ত্তৃক সে সেই স্থানেই ধৃত হইল। রাজীব-লোচন তাঁহার সেই প্রিয় ভৃত্যের কথা শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। তখন জানিতে পারিলেন যাহাকে তিনি যথা সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতেন, যাহাকে তিনি অতিশয় ভাল বাসিতেন, যাহাতে সে তাঁহার মক্কেল দিগের নিকট হইতে দুই টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন, সেই বলাইর দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে শুনিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন ও ভাবিলেন আজ কাল সময়ের গতিক কি

হইয়া দাঁড়াইল? যাহাকে বিশ্বাস করা যায় সেই অবিশ্বাসের কার্য্য করে!

রাজীবলোচন বলাইর ব্যবহারে যেমন দুঃখিত হইলেন তাহার উপর সেইরূপ কুপিতও হইলেন ও দারোগা বাবুকে কহিলেন ইহাকে কোন রূপেই অব্যাহতি দিবেন না যাহাতে এ দীর্ঘকাল কারাগারে বাস করে তাহার উত্তম রূপ ব্যবস্থা করিবেন।

এই মকর্দ্দামায় বলাইচন্দ্র বা তারা-বাই প্রভৃতি কেহই নিষ্কৃতি পাইল না। বলাই চুরি করা অপরাধে এবং তারা চোরা মাল জানিয়া ঐ হার গ্রহণ করা অপরাধে অভিযুক্ত হইল। রাজীবলোচন প্রথমতঃ বলা-ইর উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু মকর্দ্দামার সময় যাহাতে সে অব্যাহতি পায় তাহার নিমিত্ত বিশেষ রূপ চেষ্টা করিলেন। তারার বন্ধু বান্ধব অনেক গুলি ছিল, এবং তাহার কিছু অর্থও ছিল সুতরাং তারাকেও বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু উভয়ের কেহই একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না; তবে যে পারিমাণে উহা দিগের দণ্ড হওয়া উচিৎ ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক কম দণ্ডে উহারা দণ্ডিত হইল। বলাই চন্দ্র ছয় মাসের জন্য এবং তারা বাই তিন মাসের জন্য কারাগারে গমন করিল। রাজীবলোচন আপনার হার প্রাপ্ত হইলেন ও দুই দিবসের মধ্যে সেই হার মেরামত করিয়া লইলেন। যে সকল প্রস্তর উহার খামির যে যে স্থান হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল, সেই কারিকর সেই সকল প্রস্তর সেই সেই স্থানে বাসাইয়া দিল ও আবশ্যক অনুযায়ী আরও যে সকল কার্য্য করিতে হইল তাহাও করিয়া ঐ হার এক রূপ নূতন করিয়া দিল। পূর্ব্বে যে হার রাজীবলোচন প্রস্তুত করাইয়া-ছিলেন তাহাও তাঁহার নিকট রহিল।

—ঃ০ঃ—

## নবম পরিচ্ছেদ

মুক্তাহার মেরামত হইয়া আসিবার দুই দিবস পরে রাজীবলোচন তাঁহার দেশে গমন করিলেন। পূর্ব্বে তিনি মনে করিয়াছিলেন বাড়ী যাইবার সময় দুই ছড়া হারই তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন ও দুইছড়া হারই তিনি চারুবালাকে প্রদান করিবেন। কার্য্যে কিন্তু তাহা সেই সময় ঘটিয়া উঠিল না, কলিকাতা হইতে গমন করিবার কালীন নূতন প্রস্তুত হার ছড়াটী সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে রাজীব-লোচন ভুলিয়া গেলেন। প্রস্তুত হইবার পর তিনি উহা যে বাক্সের ভিতর রাখিয়া দিয়া-ছিলেন, তাহার ভিতরই উহা রহিয়া গিয়াছিল।

রাজীবলোচন যে সময় বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন সেই সময় রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। তিনি বাড়ীতে আসিবেন এই সংবাদ রামগোবিন্দ পূর্ব্বেই প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আহারীয় সমস্তই প্রস্তুত ছিল। তিনি গৃহে উপনীত হইয়া নিয়মিত রূপ পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, চারুবালাকেও একটু দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু সে সময় তাঁহার পিতামাতা সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে চারুবালার সহিত কোন কথা হইল না। আহারাদি সমাপন করিয়া তিনি আপন শয়ন ঘরে গমন করিলেন।

যে সময় রাজীবলোচন শয়ন করিতে গমন করিলেন সেই সময় চারুবালা সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন না। রাজীবলোচনের আহার করিবার পর তিনি আহার করিতে বসিয়াছিলেন, সুতরাং আহার করিয়া তাঁহার গমন করিতে একটু বিলম্ব হইল।

রাজীবলোচন যে ব্যাগটী লইয়া বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার শয়ন ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, ঐ ব্যাগের ভিতর চারুবালার সেই মেরামত করা মুক্তাহার রক্ষিত ছিল। সেই ঘরে গমন করিয়া রাজীবলোচন সেই মুক্তাহার ছড়াটী বাহির করিয়া আপনার বিছানার উপর রাখিয়া, চারুবালার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে চারুবালা সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারুবালা তাঁহার বিছানার নিকট গমন করিবা মাত্র রাজীবলোচন ঐ মুক্তাহার ছড়াটী চারুবালার গলায় পরাইয়া দিলেন। যে সময় রাজীবলোচন ঐ মুক্তাহার তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন সেই সময় চারুবালা একটু অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া রাজীবলোচন ঐ হার তাঁহার গলায় পরাইতে সমর্থ হইলেন।

গলদেশে সেই মুক্তাহার লম্বিত হইবা মাত্রই চারুবালার চমক ভাঙ্গিল। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে ঐ হার আপন গলা হইতে খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময় একটী মার্জ্জার সেই ঘরের ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছিল, ঐ প্রক্ষিপ্ত হার গিয়া সেই মার্জ্জারের মস্তকের উপর পড়িল, মার্জ্জারও দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। হার ছড়াটী কিছুক্ষণ সেই মার্জ্জারের মস্তকে ঝুলিয়া সেই ঘরের ভিতর দরজার নিকট পড়িয়া গেল। মার্জ্জারও ঘরের বাহির হইয়া গেল।

চারুবালার এইরূপ ব্যবহারে রাজীবলোচন অতিশয় বিস্মিত হইলেন, কারণ তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে তিনি ইতিপূর্ব্বে চারুবালাকে আর কখন দেখেন নাই। মনে ভাবিলেন, হার মেরামত করিয়া আনিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া চারুবালার রাগ হইয়াছে ; তাই তিনি রাগ ভরে ঐ হার দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া রাজীবলোচন চারুবালাকে কহিলেন "তোমার হার মেরামত করিয়া আনিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া, তুমি রাগ করিয়াছ না কি ?"

চারু। রাগতো হইয়াছেই, তুমি কোন্ বিবেচনায় ঐ হার আমার গলায় পরাইয়া দিলে?

রাজী। কেন! তোমার হার, তোমার গলায় পরাইয়া দিয়াছি, তাহাতে আমার বিবেচনার কি ত্রূটী হইল?

চারু। ঐ হার যখন আমার ছিল তখন ছিল, এখন উহা আমার নহে।

রাজী। তবে কাহার?

চারু। কাহার তাহা তুমি বেশ জান, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?

রাজী। আমি তোমার কথা কিছুমাত্র বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

চারু। বেশ বুঝিতে পারিতেছ, আমার এই সামান্য কথা যদি তুমি বুঝিতে না পার তাহা হইলে আইনের কূট তর্ক কিরূপে বুঝিতে সমর্থ হও?

রাজী। সে যাহা হউক ঐ হার ছড়াটী একবার পরিধান কর, দেখি মেরামত হইয়া উহা এখন তোমার গলার কি রূপ শোভা বর্দ্ধন করে?

চারু। তুমি কি আমাকে এতই নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোক মনে কর যে ঐ হার আমি পুনরায় আমার গলায় পরিব! কোন সাহসে ঐ হার আমার গলায় পরিতে তুমি আমাকে অনুরোধ করিতেছ? আমি গৃহস্থের কন্যা ও ধার্ম্মিকের কুলবধূ নহিকি? আমি কি নির্ম্মল হৃদয়ে স্বামীসেবা করিতে কখন কি ত্রুটী করিয়াছি যে তুমি আমাকে ঐ হার পরিধান করিতে বল? তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমরা যাহা কর তাহাই শোভা পায়। বিশেষ তুমি ধনবান, বুদ্ধিমান, ও পর-প্রতিপালক, তুমি একটী অন্যায় কার্য্য করিলেও তোমার মনে তাহা উদয় হয় না, সেই সময় তুমি বুঝিতে পার না যে, তুমি কি অন্যায় কার্য্য করিতেছ? কোন্ বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া তুমি ঐ হার আমার গলায় পরাইয়া দিলে?

রাজী। কেন, ও হারের কি হইয়াছে তোমারই হার তোমারই গলায় পরাইয়া দিয়াছি ইহাতে আমার কি অপরাধ হইল?

চারু। যখন এ হার আমার ছিল তখন কেবল আমারই গলায় উঠিত।

রাজী। এখন এ হার কাহার?

চারু। যাহার গলায় উঠিয়াছিল।

রাজী। কাহার গলায় উঠিয়াছিল?

চারু। বারবনিতার গলায় উঠিয়াছিল—বাইজীর গলায় উঠিয়াছিল—তারাবাইর গলায় উঠিয়াছিল।

রাজী। এ কথা তোমাকে কে বলিল!

চারু। কে আর বলিবে, আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি। তোমার শ্বশুর বাড়ীতে সে নাচিতে গাহিতে আসিয়াছিল, সেই স্থানে আমি উহা তাহার গলায় দেখিয়াছি। যাহা একবার বারবনিতার গলায় উঠিয়াছে, তাহা পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রীলোকের গলায় কিছুতেই

স্থান পাইতে পারে না, যাহা একবার অপবিত্র হইয়াছে তাহা স্পর্শ করিলেও মহাপাপ। সে যাহা হউক তারা বাইর উপর তুমি কত দিবস হইতে সদয় হইয়াছ ? যদি তাহার উপর তোমার এতই অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ঐ রূপ আর একছড়া মুক্তাহার প্রস্তুত করিয়া দিলেই পারিতে।

চারুবালার কথা শুনিয়া রাজীবলোচন বুঝিতে পারিলেন যে, চারুবালা তাঁহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিয়াছেন, চারুবালা ভাবিয়াছেন যে তিনি তারাবাইর গৃহে যাতায়াত করিয়া থাকেন, ও তাঁহারই মুক্তা-হার তিনি তারাবাইকে পরিধান করিতে দিয়াছিলেন।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া তিনি চারু-বালাকে কহিলেন "তুমি আমার চরিত্রের উপর যে সন্দেহ করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। কিন্তু এই হার যে তারাবাই পরিয়াছে সে বিষয়ে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া ঐ হার যেরূপে তাঁহার ব্যাগ হইতে চুরি হইয়াছিল, যেরূপে ঐ হার তারাবাইর নিকট পাওয়া যায়। যেরূপে তাঁহার ভৃত্য বলাই ঐ হার অপহরণ করিয়া তারাকে দিয়াছিল তাহার সমস্ত একে একে তিনি চারুবালাকে কহিলেন, ও আরও কহিলেন, "তোমার নিকট হইতে ঐ হার মেরামত করিতে লইয়া যাইবার পর উহা চুরি হইয়া গেল তখন সেই সংবাদ তোমাকে প্রদান করিতে আমার ইচ্ছা হইল না, ভাবিলাম যদি ঐ হার আর পাওয়া না যায় তাহা হইলে ঐ রূপ আর একছড়া হার প্রস্তুত করিয়া অগ্রে তাহা তোমাকে প্রদান করিব ও পরিশেষে তোমার হার চুরির অবস্থা তোমাকে বলিব। এই নিমিত্ত তোমাকে ভাল করিয়া আমি পত্র পর্য্যন্ত লিখি নাই, কারণ বিস্তারিত পত্র লিখিতে হইলে, তাহাতে যদি তোমার হারের কোন কথা উল্লেখ না করি, তাহা হইলে তোমার মনে নানা কথা উদিত হইতে পারে। এই ভাবিয়া তোমাকে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে পত্র লিখিতাম। যখন দেখিলাম তোমার হার আর কোন রূপেই পাওয়া গেল না, তখন আমি ঐ রূপ মুক্তা ও প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া ঐ রূপ আর একছড়া হার প্রস্তুত করাইলাম। ঐ নূতন হার প্রস্তুত হইলে তোমাকে পত্র লিখি-লাম, 'তোমার হার লইয়া আমি শীঘ্রই বাড়ী যাইতেছি।' তাহার পর তোমার হার পাওয়া গেল, বলাই ও তারা ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইল। আমি মনে করিয়াছিলাম বাড়ীতে আসিবার কালীন তোমার সেই নূতন হারও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিব কিন্তু তাড়াতাড়ি আসিবার কালীন উহা ভুলিয়া আসিয়াছি বলিয়া তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না।"

রাজীবলোচনের নিকট সমস্ত অবস্থা শুনিয়া চারুবালার মনের সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল। তিনি যে না বুঝিতে পারিয়া

তাঁহার স্বামীর চরিত্রের উপর নানা রূপ মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহার জন্য বিশেষ রূপে অনুশোচনা করিলেন ও কি রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে তিনি সেই মহাপাপ হইতে উদ্ধার হইতে পারেন ও কি রূপ উপায়ে বেশ্যা-ব্যবহৃত অলঙ্কার-স্পর্শনের পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন তাহার ব্যবস্থা দেখিতে লাগিলেন। এসম্বন্ধে ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিত দিগের মত সংগৃহীত হইল; কেহ কেহ কহিলেন একটী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পারিশেষে একটী হোম করা হউক, ঐ হোমের অগ্নিতে মুক্তাগুলি পোড়াইয়া পরিশেষে মন্ত্রপূত গঙ্গাজলে শোধিত করিয়া লইলেই উহা পুনরায় ব্যবহৃত হইতে পারে। কেহ কহিলেন অগ্নিতে মুক্তা নিক্ষিপ্ত হইলে উহা পুড়িয়া যাইতে পারে বা উহাতে পোড়া দাগ হইয়া ঐ মুক্তা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে আমার বিবেচনায় একটি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গব্যগব্যে এই মুক্তাহার শত বার ধৌত করিয়া লইলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

কেহ কহিলেন ঐ মুক্তা হার গঙ্গাদেবীকে প্রদান করা হউক। কেহ কহিলেন এবৎসর যে রাত্রিতে সাবিত্রীর ব্রত করা হইয়াছিল সেই রাত্রিতে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় তাহার পরদিবস ব্রাহ্মণাদি ভোজন করান হয়, আগামী বৎসর ব্রতের রাত্রিতেই ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহাদিগের দক্ষিণা স্বরূপ ঐ মুক্তা সকল ভাগ করিয়া দান করিলেই সমস্ত পাপ বিমোচিত হইবে। কেহ কহিলেন এসকল কার্য্যে অতবিলম্ব হওয়া কর্ত্তব্য নহে, শুভকার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হয় ততই মঙ্গল। এখন শাস্ত্র অনুযায়ী একটী প্রায়শ্চিত্ত করা হউক এবং যে সকল ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইবেন তাঁহাদিগের দক্ষিণা স্বরূপ ঐ সকল মুক্তা প্রদান করা হউক।

এই শেষোক্ত ব্যবস্থাই ব্রাহ্মণ মণ্ডলী এক বাক্যে অনুমোদন করিলেন কিন্তু রাজীব-লোচন কহিলেন বেশ্যা অঙ্গে স্থান পাইয়াছে বলিয়া যখন চারুবালা উহা স্পর্শ করিতে অসম্মতা তখন ঐ মুক্তা যাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণীগণ উহা কি রূপে স্পর্শ করিবেন?

উত্তরে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কহিলেন, গঙ্গাজলে বিধৌত ও মন্ত্রপূত হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইবার পর আর উহাতে কোন দোষ থাকিবে না তখন উহা অনায়াসেই স্পর্শিত হইতে পারিবে; সুতরাং তখন কেহ উহা স্পর্শ করিলে তাহার কোন রূপ পাপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

রাজীবলোচন এই কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন আজ কাল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অর্থ লোভে বা যে স্থানে কিছু অর্থ পাইবার সম্ভাবনা আছে সেই স্থানে তাঁহারা তাঁহাদিগের ইচ্ছামত ব্যবস্থা দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। যাহা হউক যখন সকলেরই পরিশেষে এক মত হইল ও যখন

চারুবালা ঐ মুক্তাহার স্পর্শ করিতে অসম্মতা তখন ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকেই উহা দান করা কর্ত্তব্য, ভাবিয়া তিনি আর কোন কথা কহিলেন না।

পরিশেষে এই ব্যবস্থাই সাব্যস্ত হইল, যাগযোগ্য করিয়া মহাধূমে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। দশ সহস্র মূল্যের মুক্তাহার ছিন্ন করিয়া উহাতে যত গুলি মুক্তা ছিল তত গুলি ব্রাহ্মণকে উহা ভোজন-দাক্ষিণা রূপে প্রদত্ত হইল। ন্যূনকল্পে কেহই কুড়ি টাকার কম প্রাপ্ত হইলেন না। সকলে পরিতোষের সহিত আহার করিয়া ও মুক্তা দক্ষিণা লইয়া, রাজীবলোচনও চারুবালাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় অনেকই কহিলেন "চারুবালা তুমি মানবী-না-দেবী তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।" প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্ব্বেই রাজীবলোচন তাঁহার নূতন প্রস্তুত হার আনাইয়া চারুবালার গলায় পারাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ হার পরিধান করিয়াই চারুবালা প্রায়শ্চিত্ত করিল।

সমাপ্ত

করিবে। তুমি নাম মাত্র পাইবে। তাহাতে তোমার যাবজ্জীবন সুখে থাকা দূরে থাক চিরকাল কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।

রাধারাণীর কথা শুনিয়া গৌরীশঙ্করের মনে ঘৃণার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন মা আর মাসীমা একই পদার্থ। তিনি এতদিন তাঁহাকে পুত্রের মত দেখিতেন, পুত্র সম্বোধন করিতেন, আজ তিনি কোন্ সাহসে এ সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। ছিঃ ছিঃ এ সংসারে কামিনী আর কাঞ্চন এই দুইটীই সকল অনিষ্টের মূল।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া গৌরীশঙ্কর বলিলেন অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে শত চেষ্টাতেও তাহার বিপর্য্যয় করিতে পারিব না। আর সুখ দুঃখ? ধনশালী হইলেই সুখী হওয়া যায় না; শাকান্ন ভোজী, পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র ভিক্ষুকও অসীম সুখের অধিকারী হইতে পারে।

রাধারাণী অট্টহাস্য করিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন এ বয়সে তোমার মুখে ও সকল কথা শোভা পায় না। অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধেরাই দৈবকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করে। তোমার মত যুবকেরা দৈবকে পদতলে দলিত করিয়া পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করে।

গৌরীশঙ্কর রাধারাণীর কথা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমায় তবে কি করিতে বলেন? কি করিলে পুরুষকার লাভ করা যায়?

রাধারাণী মুচকি হাসিয়া গৌরীশঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি পুরুষ আমি রমণী। আমি তোমায় কি উপায় বলিব? তোমার ঘটে যে এ বুদ্ধি টুকুও নাই তাহা আমি জানিতাম না। এই জন্যই বুঝি পাঁচ জনে তোমার সুখ্যাতি করে।

গৌরিশঙ্কর লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। পরে অতি ধীরে ধীরে বলিলেন "কই আমিত কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। যদি তোমার জানা থাকে বলিয়া দাও।"

রাধা। বলিতে পারি—যদি সেই মত কাজ কর।

গৌরী। না জানিলে কেমন করিয়া স্বীকার করিব।

রাধারাণী আর একবার গৌরীশঙ্করের আপদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমিই এখন এ বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ইহা স্বীকার কর কি?"

গৌরী। খুব স্বীকার করি।

রাধা। আমার হাতেই জমীদার বাবুর যাবতীয় সম্পত্তি তাহাও জান বোধ হয়।

গৌরী। জানি।

রাধা। ইচ্ছা করিলে আমি তাহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করিতে পারি?

গৌরী। পার।

রাধা। তবে আমার সাহায্য লও না কেন ?

গৌরীশঙ্কর তখনও রাধারাণীর মনের কথা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ? কেমন করিয়া তুমি আমায় সাহার্য্য করিবে বুঝিতে পারিলাম না।"

রাধারাণী বিরক্ত হইলেন। কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে লজ্জার মাথা খাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আমি তোমায় অধিকাংশ সম্পত্তির মালিক করিতে পারি। আমি যদি জমীদার বাবুর সমুদায় নগদ সম্পত্তি লইয়া তোমার সহিত কোন দূরদেশে চলিয়া যাই তাহা হইলে ভবিষ্যতে সেই সমস্তই তোমার হইবে। কেমন সম্মত আছ ? আমাকে লইয়া যাইতে সাহস হয় ?"

রাধারাণীর মনের কথা বুঝিতে পারিয়া গৌরীশঙ্করের মন ঘৃণা ও লজ্জায় পরিপূর্ণ হইল। রাধারাণী যে তাঁহার সমক্ষে মুখ ফুটিয়া ঐ সকল কথা বলিবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি বিষম বিপদে পড়িলেন। রাধারাণী যে অতি ভয়ানক রমণী তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি যে এতদূর করিতে সাহস করিবেন তাহা তাঁহার ধারণা ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর তিনি ব্রীড়াবনতমুখে বলিলেন "মাসীমা ! আজ যাহা আমার সমক্ষে বলিলে, তাহা ভুলিয়া যাও। আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার-সন্তান আমার উপর এ অত্যাচার কেন ? আমি তোমার স্নেহের প্রার্থী-প্রণয়ের আকাঙ্খা করি না। আর ও কথা মনেও আনিও না।"

এই বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গৌরীশঙ্কর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাধারাণী ব্যর্থ প্রণয়ের বিষময় ফল ভোগ করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ঠিক সেই সময় সতীশচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রাধারাণী রোদন করিতেছেন, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় গৌরীশঙ্করকে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতে দেখিয়াছিলেন। গৃহ মধ্যে আসিয়া রাধারাণীকে রোদন করিতে দেখিলেন। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে রাধা ? এখানে বসিয়া রোদন করিতেছ কেন ?"

রাধারাণী কোন উত্তর করিলেন না। প্রিয়তমের সোহাগ পাইয়া তিনি আরও রোদন করিতে লাগিলেন। সতীসচন্দ্র একবার চারিদিক লক্ষ্য করিয়া তখনই তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজ বস্ত্রাঞ্চলে তাঁহার অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া পুনঃরায় তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাধারাণী শান্ত হইলেন। তিনি অতি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন আমার আর এ বাটীতে বাস করা হইলনা দেখিতেছি।"

বাধা দিয়া সতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন সে কি? কি হইয়াছে? অমন কথা মুখে আনিতেছ কেন?

রাধা। যে সে লোক যে আমায় উপহাস করিবে, যাহা তাহাদের মুখে আসিবে তাহাই বলিবে, ইহা আমি গৃহস্থের বধূ ও গৃহস্থের কন্যা হইয়া সহ্য করিতে পারিব না।

সতীশচন্দ্র রাগান্বিত হইলেন। তিনি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন "কি হইয়াছে বল আমি এখনই তাহার উপায় করিতেছি।"

সুযোগ পাইয়া রাধারাণী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে বলিলেন "গৌরী-শঙ্কর আজ আমায় এই নির্জ্জন গৃহে একা পাইয়া যৎপরোনাস্তি অপমানিতা করিয়াছে। তিনি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ভবিষ্যতে এই জমীদারীর মালিক কিন্তু তাহার জন্য আমি তাঁহার অপমান সহ্য করিব কেন? আর আমি এখানে থাকিব না।

সতীশচন্দ্র কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "কাল যদি গৌরীকে এবাটীতে আর দেখিতে পাও, তাহা হইলে তোমার যাহা ইচ্ছা করিও। আমিও এই মাত্র তাহাকে এই গৃহ হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু তখন তাহার কারণ জানিতে পারি নাই। এখন সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাকে আমি বেশ জানি। সে এ বাড়িতে থাকিবার উপযুক্ত পাত্র নহে।"

রাধারাণীর মনোভিলাষ পূর্ণ হইল। তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। সতীশচন্দ্র সে বিদ্যুৎ হাসি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

—০০—

# দশম পরিচ্ছেদ

সেই দিন রাত্রে আহারাদি সমাপন করিয়া সতীশচন্দ্র গৌরীশঙ্করকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে রাধারাণীকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইবে। এখন সতীশচন্দ্র তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন এবং বিলম্ব না করিয়া ম্লান বদনে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন।

রাধারাণীর কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র ভয়ানক রাগান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি অতি কর্কশ ভাবে বলিলেন "গৌরী! এ বাড়ী কাহার?"

গৌরীশঙ্কর এ পর্য্যন্ত কখনও তাঁহার জেঠামহাশয়ের কথায় উত্তর করেন নাই। তিনি তিরস্কার বা কটূকাটব্য বলিলেও কথা

কহিতেন না—নীরবে সমস্তই সহ্য করিতেন। কিন্তু সেদিন আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না এত অবিচার এত পক্ষপাতিত্ব তাঁহার প্রাণে লাগিল। তিনি অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন "আজ্ঞে—সমস্তই অপনার।"

সতীশচন্দ্র তখন আরও রাগান্বিত হইলেন। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "যদি তাহাই বুঝিয়া থাক তবে এ বাড়ীতে তোমার ইচ্ছামত কার্য্য করিতেছ কেন?"

গৌরী। কি কাজ করিতেছি? আপনার অনুমতি ব্যতীত আমি কোন কাজই করি না।

সতী। এ বাড়ীতে আমার এক আত্মীয় আছেন। তিনি না থাকিলে, তাঁহার সাহায্য না পাইলে স্ত্রী বিয়োগের পর আমি কোন ক্রমেই সংসার চালাইতে পারিতাম না। আমি সেই জন্য তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়া থাকি। আমার এমন ইচ্ছা নয় যে এ বাড়ীর কোন লোক তাঁহাকে অপমানিতা করে। শুনিলাম আজ নাকি তুমি তাঁহাকে অনেক কুকথা বলিয়াছ?

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গৌরীশঙ্কর বলিয়া উঠিলেন "আমি—কুকথা বলিয়াছি আমি? আপনি শুনিয়াছেন?"

সতী। আমি স্বয়ং তোমায় বলিতে শুনি নাই কিন্তু যখন তুমি রাধারাণীকে অপমান করিয়া পলায়ন করিতেছিলে ঠিক সেই সময়ে আমি তথায় উপস্থিত হই। তাহার পর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি রাধারাণী রোদন করিতেছেন। আমি তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রথমে তিনি তোমার নাম করিতে ইচ্ছা করেন নাই। অবশেষে আমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সকল কথা বলিলেন এখনও কি তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করিতে চাও?

গৌরী। আজ্ঞে না—আপনার কথায় আমার অবিশ্বাস নাই।

সতী। তবে—কেন এমন কাজ করিলে?

গৌরীশঙ্কর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি নির্ণিমেষ নয়নে সতীশচন্দ্রের পায়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সতীশচন্দ্র তখন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তিনি বলিলেন এ বাড়ীতে তোমার আর স্থান হইবে না। কাল প্রত্যূষে যেন আর আমার তোমার মুখ দেখিতে না হয়।"

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র তখনই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গৌরীশঙ্কর কিছুক্ষণ তথায় নীরবে রোদন করিয়া ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সেই রাত্রেই গৌরীপুর ত্যাগ করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষেই সতীশচন্দ্র গৌরীশঙ্করকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভৃত্য বাড়ীর

চারিদিকে অন্বেষণ করিল কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা পাইল না। সে তখন জমীদার বাবুকে প্রকৃত ব্যাপার জ্ঞাপন করিল। সতীশচন্দ্র ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া গৌরীশঙ্করকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং গোপনে তাঁহার অণুসন্ধানের জন্ম চারি দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন।

চারুশীলা, হরশঙ্কর ও তাঁহার বন্ধু ভবানীপ্রসাদ যথা সময়ে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। গৌরীশঙ্কর নিজগুণে সকলেরই প্রিয় ছিলেন, তাঁহার অদর্শনে সকলেই ব্যথিত ও বিষণ্ণ হইলেন।

—:০:—

# একাদশ পরিচ্ছেদ

এক মাস অতীত হইয়া গেল, কিন্তু গৌরীশঙ্করের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সতীশচন্দ্র ক্রমেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন হয়ত গৌরীশঙ্কর আত্মঘাতী হইয়াছেন। নানা চিন্তায় তাঁহার শরীর ও মন দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল।

রাধারাণী কৌশলে নিজ দোষ গৌরীশঙ্করের উপর চাপাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখনই তাঁহার গৌরীশঙ্করকে মনে পড়িত, যখনই তাঁহার অমায়িক ভাব ও হাসি হাসি মুখখানি তাঁহার মানস পটে উদিত হইত তখনই তিনি আন্তরিক দুঃখিতা হইতেন, তাঁহার আর কোন কার্য্য ভাল লাগিত না।

সতীশচন্দ্র রাধারাণীর এইরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। তিনি অনুমান করিলেন গৌরীশঙ্কর একা দোষী নহে—নিশ্চয়ই রাধারাণীরও দোষ আছে। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় সতীশচন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং গৌরীশঙ্করের অন্বেষণের জন্ম যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আন্তরিক চেষ্টায় সুফল ফলিল—গৌরীশঙ্কর যখন শুনিলেন যে তাঁহার জেঠামহাশয় তাঁহার জন্ম আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছেন এবং তাঁহার অনুসন্ধানের জন্ম চারিদিকে লোক প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তিনিও আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না সতীশচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন।

পত্র পাঠ করিয়া সতীশচন্দ্র আনন্দিত এবং গৌরীশঙ্করকে পুনরায় বাড়ীতে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। গৌরীশঙ্কর সম্মত হইলেন কিন্তু বিশেষ কার্য্য থাকায় তখনই প্রত্যাগমন করিতে পারিলেন না। সতীশচন্দ্রক পত্র দ্বারা জানাইলেন দুই দিন পরে তাঁহার চরণ দর্শন করিবেন।

হরশঙ্কর চির কালই আমোদ আহ্লাদ লইয়া ব্যস্ত। সমস্ত দিন তিনি বন্ধুর সহিত পরামর্শ করেন আর সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া দুই বন্ধুতে বাহির হন। কোন দিন

বাড়ীতে ফিরেন, কোন দিন বা ফিরিতে পারেন না। সতীশচন্দ্র এ সকল কথা জানিতেন না। তিনি হরশঙ্করকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন তাঁহার দোষ তিনি দেখিতে পাইতেন না। রাধারাণী দুই একদিন এ কথা সতীশচন্দ্রের কাণে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তিনি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সহসা কোন কার্য্য করেন নাই। তিনি রাধারাণীকে মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিলেন।

ভবাণীপ্রসাদের সহিত রাধারাণীর মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। চারিচক্ষু মিলন হইলে ভবানীপ্রসাদ ইঙ্গিত করিয়া সেই হাজার টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু বিশেষ সন্তোষ জনক উত্তর পাইতেন না।

রাধারাণী কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সুযোগ পাইলেই তিনি সতীশচন্দ্রের নিকট হইতে আদায়ের চেষ্টা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে সফল ও হইতেন। কিন্তু হাজার টাকা সহজ কথা নয়, এত টাকা সংগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে কষ্টকর। তথাপি কোন উপায়ে ঐ টাকা গুলি যোগাড় করিবেন তাহাই প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হরশঙ্কর দিন দিন অস্থির হইয়া পড়িলেন। যতদিন গৌরীশঙ্কর নিকটে ছিলেন, ততদিন তিনি বিশেষ কোন উৎপাত করিতে পারেন নাই। সতীশচন্দ্রকে তিনি যত ভয় না করেন গৌরীশঙ্করকে তদপেক্ষা অনেক অধিক ভয় করিতেন। যে কয়দিন গৌরীশঙ্কর গৌরীপুরে ছিলেন না, সেই কয় দিনের মধ্যেই হরশঙ্কর অনেক টাকার হাণ্ডনোট কাটিলেন। দেনার দায়ে তাঁহার মুখ দেখান ভার হইল।

ভবাণীপ্রসাদ যখন দেখিলেন যে হরশঙ্করের যথেষ্ট দেনা হইয়াছে, অর্থের অভাবে আর পূর্ব্বের মত আমোদ আহ্লাদ হইতেছে না, তখন তিনি নিজের পথ দেখিতে লাগিলেন কিন্তু রাধারাণী তখন ও হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই বলিয়া তিনি আরও দিন কয়েক সেখানে থাকিতে বাধ্য হইলেন।

—:০:—

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

একদিন প্রাতঃ কালে ভবানীপ্রসাদ উদ্যান ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে জমীদার বাড়ীর এক দাসী আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। তিনি সশব্যস্ত হইয়া পত্রখানি খুলিয়া ফেলিলেন এবং পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। প্রথমে ভাবিলেন পত্রখানি জাল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সে ধারণা দূর হইল। তিনি পত্রের কথা মত কার্য্য করিতে মনস্থ করিলেন।

উদ্যান ভ্রমণ শেষ করিয়া যখন ভবাণীপ্রসাদ আপন প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন, তখন বেলা প্রায় আটটা, তিনি গৃহ মধ্যে একখানি কৌচের উপর উপবেশন করিলেন এবং গম্ভীর

চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পত্রখানি আবার বাহির করিলেন এবং অনুচ্চস্বরে পুনরায় পাঠ করিলেন।

"দামোদর।

যদি আমার উপর কিছু মাত্র ভালবাসা থাকে, যদি আমাকে দেখিবার বসনা থাকে, তাহা হইলে আজ রাত্রি নয়টার সময় ভৈরবনদের জমীদার ঘাটে বড় বটবৃক্ষের তলে আসিও। অনেক কথা আছে।

তোমারই—রাজু"

পত্র পাঠ করিয়া ভবানীপ্রসাদ ওরফে দামোদর কি ভাবিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরে আপনা অপনি বলিতে লাগিলেন যদি প্রভাকে পাই তাহা হইলে রাজুকে কোন প্রয়োজন নাই। প্রভার সহিত অপর কোন রমণীরই তুলনা হয় না। কিন্তু একবার যাহাকে আদর করিয়াছি তাহাকে নিতান্ত অবজ্ঞা করাও ভাল দেখায় না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি রাত্রি নয়টার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পত্র লেখিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন।

যে দাসী পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিয়াছিল সে বড় চতুরা। পত্রখানি প্রদান করিয়া সে অন্তরালে লুকাইয়া রহিল ও যখন ভবানীপ্রসাদ অনুচ্চস্বরে আপনা আপনি ঐ কথা বলিতেছিলেন, তখন সে গোপনে দাঁড়াইয়া তাঁহার সকল কথা শুনিতে পাইয়াছিল। তাহার কেমন সন্দেহ হইল। পূর্ব্ব হইতেই সে ভবানীপ্রসাদের উপর বিরক্ত হইয়াছিল এখন তাঁহার মুখে সেই সকল কথা শুনিয়া সে ভবানীপ্রসাদের কার্য্য লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর আহারাদি সমাপন করিয়া ভবানীপ্রসাদ যখন নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিলেন, তখন সেই দাসীও গোপনে তাঁহার গৃহের নিকট লুকাইয়া রহিল এবং ভবানীপ্রসাদ যখন সকলের অগোচরে জমীদার বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, দাসীও তাঁহার অনুসরণ করিল।

কিছুদূর গমন করিয়া ভবানীপ্রসাদ নদীতীরে আগমন করিলেন এবং জমীদার ঘাটের নিকট যে বটবৃক্ষ ছিল তাহার তলে উপস্থিত হইলেন। দাসীও দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল এবং নিকটস্থ অপর একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরেই দাসী একজন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। সে আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া ব্যগ্রভাবে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিল।

ভবানীপ্রসাদ বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইবা মাত্র সেই পত্র লেখিকা রাজবালা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেও দামু!"

অতি কর্কশ স্বরে ভবানীপ্রসাদ উত্তর করিলেন, না—আমার নাম এখন ভবানী। তুমি এখানে কি জন্য? এখনও কি আমার আশাত্যাগ করিতে পার নাই?"

অতি বিনীত ভাবে রাজবালা উত্তর করিল "এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িতে পারিব না। কিন্তু এই তোমার ভালবাসা? এতকাল আশা দিয়া শেষে কি এই রূপেই আমাকে হতাশ করিতে চাও? না—না—দাদু তুমি আমার নিশ্চয়ই উপহাস করিতেছ। আমি যে তোমার জন্ত সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া, কত লোকের নিকট অপমানিতা হইয়া কত লোকের তিরস্কার খাইয়া এতদূরে আসিলাম, তাহার কি এই প্রতিফল? না দাদু—আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। জান কি তুমি, আমি কত কষ্টে তোমার সন্ধান পাইয়াছি?"

ভবা। সে কথা জানিয়া আমার ফল কি? কেন তুমি এত কষ্ট করিয়াছ?

রাজ। তোমায় পাইব বলিয়া। যখন সোহাগ ভরে আমায় আদর করিয়া বলিয়াছিলে এ জন্মে আমায় পরিত্যাগ করিবেনা তখন কি এ সকল কথা ভাব নাই? জানিতে না কি রমণীর প্রতিহিংসা কি ভয়ানক। জান-নাকি আমি এখনও তোমার সর্ব্বনাস করিতে পারি?

ভবানীপ্রসাদ কিছুক্ষণ কোন উত্তর করিলেন না। পরে অতি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন আর তুমি আমার কি অপকার করিবে?"

রাজ। কি করিব? যদি একবার [illegible]কার থানার লোকে জানিতে পারে [illegible] জেল হইতে পলায়ন করিয়াছ, তাহা হইলে কি হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

ভবা। তাহাতে তোমার লাভ? আর তুমি ও সাধু নহ, তুমি ও এক জন জেলের আসামী।

রাজ। আমি জেল হইতে পলায়ন করি নাই। তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্ত সাহায্য করিয়াছি মাত্র। যদি তাহাতেই আমায় শাস্তি পাইতে হয়, তাহা হইলে তোমায় কি হইবে ভাব দেখি।

ভবানীপ্রসাদ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গোপনে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বাহির করিয়া সহসা রাজবালাকে আক্রমণ করিলেন এবং একটী আঘাতে তাহাকে নদী গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদ বিক্ষেপে জমীদার বাড়ীর দিকে পলায়ণ করিলেন।

দাসী যখন দেখিল ভবানীপ্রসাদ দৌড়িয়া পলায়ণ করিতেছেন তখন সেও দ্রুতগতি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল এবং ভবানীপ্রসাদকে জমীদার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পুনরায় নদীতীরে গমন করিয়া নিমেষ মধ্যে রাজবালাকে উত্তোলন করিল। দেখিল রমণী মুর্চ্ছিতা।

দাসী ভাবিয়া ছিল ভবানীপ্রসাদের ছোরার আঘাতে রমণী মারা পড়িয়াছে। [illegible] কিন্তু [illegible] দেখিল সে সামান্ত আঘাত [illegible] সত্বর তাহাকে ক্রোড়ে

# দস্যুর প্রতিহিংসা।

( ডিটেক্‌টিভ-গল্প )

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

৯ নং সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printed by J. N. De, at the Bani Press.
63, Nimtola Ghat Street, Calcutta.
1910.

# দস্যুর প্রতিহিংসা।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

আষাঢ় মাস, অমাবস্যার রাত্রি ; আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, মেদিনীমণ্ডল একেবারে ঘোর অন্ধকারে আবৃত। তাহার উপর থাকিয়া থাকিয়া, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, দূরের দ্রব্য দূরে থাক, কোলের মানুষ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এই ভয়াবহ অমানিশার গভীর অংশে কোন স্থানে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই, সময় সময় বহুদূর হইতে শৃগাল বা কুকুরের কণ্ঠস্বর অস্ফুটভাবে কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে।

এইরূপ সময়ে একটী পুরাতন ও নিন্দনীয় পল্লির মধ্যস্থিত একখানি খোলার ঘরে মিট্ মিট করিয়া একটী কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছে। এই পল্লিটী সর্ব্বজনপরিচিত। এই স্থানের অধিবাসীগণের মধ্যে একটীও ভদ্র-লোককে কেহ কখন দেখিতে পান নাই। ইহার অধিবাসী মাত্রেই নীচ বংশসম্ভূত ও নীচকর্ম্মে কর্ম্মান্বিত। চোর বল, জুয়াচোর বল, জালিয়াৎ বল, এই পল্লির মধ্যে অভাব নাই। জুয়ারি বল, চণ্ডুলি বল, আফিংচি বল, এই পল্লিতে যত অনুসন্ধান করিবে, ততই পাইবে। লাঠিয়াল বল, গুণ্ডা বল, বদমায়েস বল, এই পল্লির গৃহে গৃহে বাস করিয়া থাকে। পাপের প্রশ্রয় দিতে হইলে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সমস্তই এই পল্লির মধ্যে পাওয়া যায়। এক কথায়, এইরূপ পল্লি এই কলিকাতা সহরের মধ্যে চারি পাঁচটী ভিন্ন আর অধিক নাই, ইহাই মঙ্গল, নতুবা কোন ভদ্রলোক এই স্থানে এক দিবসের নিমিত্তও বাস করিতে পারিতেন বলিয়া আমার বোধ হয় না। এই সমস্ত পল্লির মধ্যে পুলিস-কর্ম্মচারীগণও সময় সময় বিনা সাহায্যে প্রবেশ করিতে ভয় পাইয়া থাকেন। এরূপও সময় সময় হইয়াছে যে, স্থানীয় পুলিস-প্রহরী পাহারা দিবার কালীন একাকী ঐ পল্লির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু আর প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। পরদিবস তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ ভয়ানক পল্লির মধ্যে রাত্রি আন্দাজ দুইটার সময় পূর্ব্বকথিত একখানি খোলার ঘরে সামান্য একটী কেরোসিনের আলো কেন দেখা যাইতেছে? উহার মধ্যে নিশ্চয়ই কি একটা মহা পাপের আয়োজন হইতেছে ;

পাঠক মহাশয় যদি আপনার সাহসে কুলায়, তাহা হইলে একবার আমার সঙ্গে ঐ স্থানে চলুন। ঐ স্থানে গমন করিলেই ঐ গৃহের অবস্থা অনায়াসে জানিতে পারিবেন।

গৃহটী খোলার ও ক্ষুদ্র। গৃহের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, উহাতে দুইটী লোক বাস করিয়া থাকে। কিন্তু এখন উহার ভিতর বসিয়া ৭।৮ জন লোক কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত আছে। উহারা যে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তাহা নিতান্ত সামান্য বিষয় নহে, একটী ভয়ানক কার্য্যের সূচনা করাই ঐ কথাবার্ত্তার মূল। পাঠকগণ উহাদিগের কথাবার্ত্তার কিয়দংশ শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, উহারা কিরূপ ভয়ানক কার্য্যের সূচনা করিতেছে।

১ম ব্যক্তি। প্রসন্নকুমারকে কোনরূপে এই স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিতে না পারিলে আমরা কোন প্রকারেই এই স্থানে আমাদিগের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিতে পারিব না।

২য় ব্যক্তি। কোন্ প্রসন্নকুমারের কথা তুমি বলিতেছ?

১ম। ডিটেক্‌টিভ প্রসন্ন। যে প্রসন্ন আমাদিগের দলের কত লোককে একে একে ধরিয়া জেলে পাঠাইয়াছে।

২য়। হাঁ, সে আমাদিগের কার্য্যে বড়ই ব্যাঘাত দিয়া থাকে। তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা করা আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

৩য়। ঐ সে দিবস মঙ্গল প্রভৃতি পাঁচ জনকে এক মোকর্দ্দমায় জেলে দিয়াছে।

৪র্থ। ভগেলু প্রভৃতি যে চারিজন ধরা পড়িয়া জেলে গিয়াছে, তাহাদিগকে ধরিয়া দিবার মূলই ঐ ব্যক্তি।

৫ম। জেলে যাওয়াতো আমাদিগের কাজ, জেলতো আমাদিগের ঘর বাড়ী আছেই, কিন্তু আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদিগের দলের কয়েক জনকে একে একে ধরিয়া যে ক্রমে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিয়াছে, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়। তাহা-দিগের স্ত্রীপুত্রগণের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, উহার স্ত্রীপুত্রগণেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিলে আমাদিগের মনে কিছু শান্তি হইতে পারে। আমার বিবেচনায়, উহাকে যত শীঘ্র পারা যায় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

১ম। তাহা হইলে আমি দেখিতেছি, আমি যে প্রস্তাব করিলাম, তাহাতে তোমাদিগের সকলেরই মত আছে।

৬ষ্ঠ। নিশ্চয়ই, এরূপ কার্য্যে আর অমত করিবে কে?

১ম। এখন কিরূপ উপায়ে আমা-দিগের মনস্কামনা পূর্ণ করা যাইতে পারে?

২য়। উপায় আর কি? সুযোগমতে পশ্চাৎ হইতে উহার মস্তকে এক ডাণ্ডা

সাইতে পারিলেই দেখিতে দেখিতে সব
ার্য্য শেষ হইয়া যাইবে।

১ম। ইহা নিতান্ত সহজ নহে, কারণ
বড় হুঁসিয়ার লোক, বিশেষ সতর্কতার
হত সে সহরের ভিতর চলা-ফেরা করে।
ার্য্যন্ত আমি কখন তাহাকে হাঁটিয়া যাইতে
খি নাই। গাড়ী ভিন্ন প্রায়ই সে বাহির
না। এরূপ অবস্থায় তাহাকে লাঠি
রিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সফল-কাম
বে না, লাভের মধ্যে হয়তো এই হইবে
, যাহারা ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, তাহারা
রিশেষে ধৃত ও কারারুদ্ধ হইবে। এরূপ
বে কার্য্য করিতে আমি পরামর্শ দিতে
রি না।

৩। আমি এক কথা বলি। তোমরা
বেচনা করিয়া দেখ, ঐ কার্য্য সম্ভবপর কি
। আমাদিগের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি
গান একটী অপরাধ করিয়া ধৃত হই।
ামরা ইতিপূর্ব্বে জেল খাটিয়াছি ও
লিসের অনেকেই আমাদিগকে চিনে,
তরাং ধৃত হইবা মাত্র পুলিস হস্তে লৌহ-
তকড়ি পরাইয়া দিবে। ঐরূপ হাত-
ড়িতে আবদ্ধ হইয়া যখন থাকিব, সেই
ময় সে নিকটে আসিলে ঐ মহা অস্ত্র হাত-
ড়ির সাহায্যে তাহাকে এরূপভাবে আক্রমণ
রিব যে, তাহাকে আর তাহার কার্য্যে
ক্ষেপ করিতে হইবে না, চিরদিবসের
মিত্ত সে এই কার্য্য পরিত্যাগ করিবে।

১ম। তাহাতো হইল কিন্তু যখন তুমি
ধৃত হইবে, তখন কেবলই যে তোমার হস্তে
হাতকড়ি দিয়াই যে পুলিস তোমাকে ছাড়িয়া
দিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহা নহে। হয়
তোমার কোমরে রজ্জু বেষ্টন করিয়া, না হয়
তোমার হস্তে কাপড় বাঁধিয়া উহা হয় এক-
জন, না হয় দুইজন প্রহরী ধরিয়া রাখিবে।
তাহারা তোমাকে হঠাৎ প্রহার করিতে
দিবে কেন? আর যদি কোন গতিকে
সুযোগই পাও, তাহা হইলে প্রহার করিবার
নিমিত্ত তুমি তোমার হাত উত্তোলন করিবা
মাত্রই তুমি প্রহরী কর্ত্তৃক ধৃত হইবে।
বিশেষ, সে যদি তোমার কাছে না আইসে,
তুমি ধৃত হইলেই যে সে তোমার নিকট
আগমন করিবে, তাহারই বা কারণ কি?
এরূপ অবস্থায় তোমার উদ্দেশ্য সাধন হইবার
কোনরূপ সম্ভাবনা নাই, লাভের মধ্যে এই
হইবে যে, যে মকদ্দমায় তুমি ধৃত হইবে,
সেই মকর্দ্দমায় তোমার জেল হইয়া যাইবে।
এরূপ প্রস্তাবের আমি কোনরূপে অনুমোদন
করিতে পারি না।

৪র্থ। আর এক কাজ করিলে হয় না?

১ম। কি?

৪র্থ। যে ঘরে ও শুইয়া থাকে, সেই
ঘরে রাত্রিতে আগুন লাগাইয়া দিলে কি
হয়?

১ম। মন্দ হয় না, কিন্তু উহা করিবে
কি প্রকারে? সে কোন খোলার বাড়ীতে

থাকে না, পাকা বাড়ীতে উপরের কোন ঘরে থাকে, সেই ঘরে আগুন কিরূপে লাগ.ইবে? আমাদিগের চক্ষে ইহাও একেবারে অসম্ভব!

৫ম। যখন সে কোন মকর্দ্দমার অনুসন্ধানে বাহির হয়, সেই সময় কোন সুযোগে যদি তাহার অনুসরণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সুবিধা মত কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাকে শেষ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমাকে এই কার্য্যের ভার দাও, দেখ, এক মাসের মধ্যে আমি এই কার্য্য শেষ করিয়া উঠিতে পারি কি না?

১ম। পার আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে তাহা অপরে যেন কোনরূপ অবগত হইতে না পারে। কার্য্য শেষ করিবার সময় যদি ধরাই পড়িতে হইল, তাহা হইলে ওরূপ কার্য্য করিয়া লাভ কি? তুমি যেরূপ প্রস্তাব করিতেছ, তাহাতে নিশ্চয়ই তোমাকে সরকারি রাস্তার উপর বা কোনরূপ প্রকাশ্ত স্থলেই তাহাকে আক্রমণ করিতে হইবে, সুতরাং কোন না কোন লোক যে তোমাকে দেখিতে পাইবে, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি কার্য্য শেষ করিবার সময় কেহ তাহা দেখিতেই পাইল, যাহার দ্বারা কার্য্য শেষ হইতেছে, তাহাকে যদি কেহ চিনিতেই পারিল, তাহা হইলে সে কার্য্য করিয়া লাভ কি? তোমার অবস্থাও পরিশেষে যদি তাহার অবস্থায় পরিণত হইল, তবে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমি কখনই তোমাকে পরামর্শ দিতে পারি না।

৬ষ্ঠ। আমাদিগের দলস্থিত সকল ব্যক্তিকেই যে ও চিনে, তাহা আমার বোধ হয় না; যাহাকে না চিনে, এমন কোন হিন্দু যদি কোনগতিকে উহার নিকট কোনরূপ চাকরি গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে এই কার্য্য সম্পন্ন করা অতি সহজ হইয়া পড়ে। সুযোগমতে উহাকে কোনরূপ বিষ প্রয়োগ করিতে পারিলে, আমাদিগের অভিলষিত কার্য্য সহজেই সম্পন্ন হইয়া যায়।

১ম। এ উপায় মন্দ নহে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি? যাহাকে সে চিনে না, এরূপ ব্যক্তি কে আছে? আমিতো এরূপ কোন লোক আমাদিগের ভিতর দেখিতে পাইতেছি না। কারণ আমার বিশ্বাস যে, সে আমাদিগের সকলকেই চিনে।

৭ম। এত ভাবিয়া চিন্তিয়া আবশ্যক কি? চল, সকলে গিয়া একদিন রাত্রে উহার ঘরে চুরি করি। আবশ্যক হয়, ডাকাইতিই করা যাইবে। দ্রব্যাদি যত আনিতে পারি আর না পারি, উহাকে

সাবাড় করিয়া আমরা চলিয়া আসিব। রাত্রিকালে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া গমন করিলে আমাদিগকে কে চিনিতে পারিবে? চলিয়া আসিবার সময় যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা পাই, বলপ্রয়োগ করিতে পরাঙ্মুখ হইব না।

১ম। ইহা একেবারেই সম্ভবপর নহে, কারণ তুমি জান, আজ-কাল সে কোথায় বাস করিয়া থাকে?

৭ম। না।

১ম। আজকাল সে থানার ভিতর তিন তালায় বাস করে। সেই স্থানে গিয়া চুরি বা ডাকাইতি করা একেবারে অসম্ভব।

৮ম ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত কোন কথাই কহে নাই, সে চুপ করিয়া বসিয়া এক ছিলিম তামাকু একাই শেষ করিতেছিল। সে কহিল, যাহার বুদ্ধিতে যেরূপ আসিল, সে তাহাই বলিল; আমিও এ সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে চাই। দেখুন দেখি, আমার প্রস্তাব কতদূর সম্ভবপর হইতে পারে? এই বলিয়া সে ১ম ব্যক্তির কানে কানে কি বলিল। তাহার কথা শুনিয়া প্রথম ব্যক্তি কহিল, তুমি যেরূপ কহিলে, তাহা যদি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মন্দ হয় না। আমার বিবেচনায় এইরূপ ভাবে চেষ্টা করা মন্দ নহে।

এই বলিয়া ৮ম ব্যক্তি যাহা বলিয়াছিল, তাহা সে সকলকে চুপি চুপি বলিল। উহাতে সকলেই সম্মত হইল। পরদিবস হইতে তাহারা ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া সকলেই গাত্রোত্থান করিল। দেখিতে দেখিতে সকলেই সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই গভীর রজনীর অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল। তাহারা যে কে কোথায় গেল তাহা আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে আটজন লোক পূর্ব্বকথিত স্থানে সংমিলিত হইয়া ডিটেক্‌টিভ প্রসন্নকুমারের সর্ব্বনাশ সাধনের মন্ত্রণায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা পাঠকগণের সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত হইলেও তাহারা যে কি চরিত্রের ও কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহার অনেকটা আভাষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইলেই অনেকটা বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি প্রথম প্রসন্নকুমারের সর্ব্বনাশ সাধনের প্রস্তাব করে, তাহার নাম গঙ্গারাম। গঙ্গারাম জাতিতে কাহার। সে সমস্ত পুলিসের নিকট গঙ্গা কাহার নামে পরিচিত। গঙ্গারাম যখন তাহার দেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রথম কলিকাতায় আসে, তখন তাহার বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র। এই

অল্প বয়সেই সে বদমায়েসের দলভুক্ত হয় ও সেই সময় হইতেই সে চুরি করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় হইতেই ক্রমে সে পুলিসের নিকট পরিচিত হইয়া পড়ে ও সেই সময় হইতেই তাহার মধ্যে মধ্যে কারাবাস দণ্ড হয়।

গঙ্গারাম তাহার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষুদ্র চোর হইতে ক্রমে বড় চোরে পরিগণিত হয়। যে সকল চুরি অপর চোরে সহজে করিতে পারে না, যে সকল চুরি করিতে বিশেষরূপে বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা, সে ক্রমে সেই সকল চুরিতে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। পাকা দেওয়ালে সিঁদ কাটিয়া, তিন তালা—চারি তালা বাড়ীর ছাদে উঠিয়া লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া, বড় বড় বাড়ীতে বা দোকানে চুরি হইলেই পুলিস বুঝিতে পারিত, এ কার্য্য গঙ্গারামের। বাস্তবিকই গঙ্গারাম প্রায় ঐরূপ কার্য্য করিয়াই লোকের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করে। হঠাৎ ধরা পড়িলে অনেক সময় গঙ্গারাম বল প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। ধৃত-কারীকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়া সে অনেক সময় তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

এইরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়া গঙ্গারাম যে কখন ধৃত হয় নাই, তাহা নহে, সে অনেক বার ধৃত হইয়াছে, অনেক বার জেলে গিয়াছে ও দুই একবার জেল হইতে পলায়নও করিয়াছে। কিন্তু সে কিছুতেই তাহার কার্য্য পরিত্যাগ করে নাই বরং উত্তরোত্তর সে ঐ কার্য্যেই তাহার মন নিযুক্ত করিয়াছে ও ক্রমে ক্রমে দল সংগ্রহ করিয়া এখন নিজে দলপতি হইয়া বসিয়াছে। তাহার দলস্থিত সকলেই চোর ও ডাকাইত, সকলেই অনেকবার জেলে বাস করিয়াছে। দলের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিই আছে। উহাদিগের জাতি বা ধর্ম্ম পৃথক হইলেও, কর্ম্মক্ষেত্র কিন্তু এক। যখন উহারা সকলে একত্রিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তখন উহাদিগের মনে জাত্যাভিমান থাকে না, হিন্দু-মুসলমান জ্ঞান থাকে না, পরস্পর পরস্পরকে আপন ভ্রাতা জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া থাকে।

গঙ্গারাম দলপতি বটে কিন্তু তাহার বাস করিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই; যখন যে স্থানে সুবিধা পায়, তখন সেই স্থানেই বাস করিয়া থাকে। আহারের বন্দোবস্তও সেইরূপ। তাহার দলস্থিত ব্যক্তিগণের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ; তবে কাহারও কাহারও থাকিবার স্থান সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়, কখন বা তাহাও পাওয়া যায় না।

চুরি ডাকাইতি করিয়া সময় সময় যাহারা অনেক অর্থ আপনাপন অধিকার-ভুক্ত করিয়া থাকে, তাহারা সামান্য ভাড়া দিয়া কেন স্থিরভাবে এক স্থানে বাস করে না, কেনই বা এক স্থানে আহারাদির

বন্দোবস্ত করে না, তাহার কারণ পাঠকগণ কিছুমাত্র অবগত আছেন কি? পুলিস উহাদিগকে সর্ব্বদা নজরের উপর রাখিতে চান, রাত্রি-দিন উহারা কি করিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বিধিমত চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু উহারা তাহা চাহে না। উহাদিগের গতিবিধি পুলিস যাহাতে জানিতে না পারে, তাহার নিমিত্ত সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকে; এই নিমিত্তই উহারা এক-স্থানে স্থিরভাবে বাস করিতে পারে না। উহাদিগের নিয়ম এই যে, উহারা সকলে পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থিতি করিবে, কার্য্য-কালে একত্র হইবে। থাকিবার নিমিত্ত উহারা প্রায় সর্ব্বদাই নূতন স্থানের অনু-সন্ধান করিয়া থাকে। কোন অপরিচিত বস্তির মধ্যে কেহ একটী ঘর ভাড়া করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলে, যে পর্য্যন্ত না সেই বস্তির লোক জানিতে পারে যে, সে চোর বা যে পর্য্যন্ত না পুলিস জানিতে পারে যে, সে সেই স্থানে বাস করিতেছে, সেই পর্য্যন্ত সে সেই স্থানে বাস করিয়া থাকে, কিন্তু যে দিবস তাহার সেই স্থানে বাস করিবার বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সেই দিবস সেও সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া অপর কোন নূতন স্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে প্রায়ই তাহারা তাহাদিগের ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের আহারের ও থাকিবার স্থানের কিছুমাত্র ঠিকানা নাই। কিন্তু যে যেখানেই থাকুক না কেন, উহাদিগের দলস্থিত ব্যক্তিগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত যখন ইচ্ছা তখনই দেখা করিতে পারে, কারণ উহাদিগের পরস্পর পরস্পরকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইতে সামান্য বাকী আছে, সূর্য্য-কিরণ মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগ আশ্রয় করিয়াছে। এরূপ সময়ে গঙ্গারাম সহরতলীর একটী রাস্তার পার্শ্বস্থিত একটী সাঁকোর উপর একাকী বসিয়া কি চিন্তা করিতেছে, কোথা হইতে আর একজন আসিয়া তাহার নিকট উপবেশন করিল। গঙ্গারাম তাহাকে দেখিয়া কহিল, "কি হে, সংবাদ কি?"

আগন্তুক। সংবাদ ভাল। আমার কার্য্য আমি ঠিক করিয়া আসিয়াছি।

গঙ্গা। বাড়ীটী কেমন?

আগ। আমাদিগের কার্য্যোপযোগী। কাঁকুড়গাছির যে সকল জঙ্গলময় বাগান আছে, তাহার একটী খালি বাগানের মধ্যে মাঝারি গোছের একটী দোতালা বাড়ী আছে, উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন লোক-জনের বসবাস নাই। উহার ভিতর আমরা

যাহাই করি না কেন, কেহই তাহার কিছুই জানিতে পারিবে না ঐ বাড়িটী আমি ঠিক করিয়া আসিয়াছি।

গঙ্গা। কত দিবসের নিমিত্ত?

আগ। এক মাসের জন্ত।

গঙ্গা। ভাড়া কি দিতে হইবে?

আগ। বিশেষ কিছুই দিতে হইবে না, যাহার বাগান, তিনি কখন বাগানে আসেন না, কোন সংবাদও লন না, কোন মালিও রাখেন না। নিকটবর্ত্তী এক বাগানের মালীর নিকট ঐ বাড়ীর চাবি থাকে, ঐ মালীকে গোটা পঁচিশ টাকা দিলেই আমাদিগের কার্য্য উদ্ধার হইবে।

গঙ্গা। তুমি মালীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে?

আগ। করিয়াছিলাম, সে রাজি আছে, কিন্তু তাহাকে টাকা অগ্রে দিতে হইবে।

গঙ্গা। অগ্রে টাকা না পাইলে সে আমাদিগকে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিবে কেন?

উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এরূপ সময়ে আর এক ব্যক্তি সেই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল, উহাকে লক্ষ্য করিয়া গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে কার্য্যের ভার লইয়াছিলে, তাহার কতদূর হইয়াছে?

২য় আগন্তুক। কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই কিন্তু অনেকটা ঠিক হইয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যেই কার্য্য শেষ করিতে পারিব, এরূপ আশা আছে।

গঙ্গা। ছেলে না মেয়ে?

২য় আগ। ছেলেও আছে, মেয়েও আছে, যেটীকে সুবিধামত পাওয়া যায়।

গঙ্গা। উভয়েই কি এক বাড়ীর?

২য় আগ। না, এক বাড়ীর বা এক পাড়ার নহে। ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীর ও ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার।

গঙ্গা। উভয়েই কি বড় লোকের সন্তান?

২য় আগ। উভয়ের পিতাই সহরের মধ্যে গণ্য মান্য লোক, বড় জমিদার।

গঙ্গা। তাহা হইলে উহাদিগকে আনিতে পারিবে?

২য় আগ। সে বিষয় আপনাকে ভাবিতে হইবে না, যে কোন উপায়ে হউক, এক-জনকে না একজনকে আনিয়া আপনার নিকট উপস্থিত করিব। কিন্তু কোথায় যে লইয়া যাইব, তাহাই আমাকে বলিয়া দিন, কেবল তাহাই জানিবার নিমিত্ত আমি আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

গঙ্গা। বাড়ীও একরূপ স্থির হইয়াছে, কলাই পাকা হইয়া যাইবে, ইনি সে সম্বন্ধে বেশ ভালরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন। যেমন তুমি উহাদিগের একজনকে আনিতে সমর্থ হইবে, অমনি তাহাকে ঐ বাড়ীতে লইয়া যাইও।

২য় আগ। সে বাড়িটী কোথায়?

১ম আগ কাঁকুড়গাছির মধ্যে একটী বাগানে।

২য় আগ। কাঁকুড়গাছি বেশ নির্জ্জন, স্থান, বাড়িটী আমরা দেখিব কি প্রকারে?

১ম আগ। দেখিবার আর ভাবনা কি? আমার সহিত চল আমি এখনই উহা তোমাকে দেখাইয়া আনিতেছি।

গঙ্গা। ভাল কথা, এখান হইতে কাঁকুড়গাছি অধিক দূরে নহে। চল, আমরা সকলে গিয়া একবার বাড়িটী দেখিয়া আসি, যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে সেই মালীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বাড়ী ঠিক করিয়া ফেলিব।

২য় আগন্তুক ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, মেদিনী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেই অন্ধকারে আপনাপন দেহ লুক্কাইত করিয়া তিন জনেই সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিল, ক্রমে তাহারা কাকুঁড়গাছির সেই বাগানে গিয়া উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় আগন্তুক মালীর নিকট হইতে সেই বাড়ীর চাবি ও একটী প্রজ্জ্বলিত কেরোসিন ডিবা আনিয়া উপস্থিত করিল। ঘর খুলিয়া উহারা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরের অবস্থা উত্তমরূপে দেখিল। বুঝিল, বাড়িটী তাহাদের মনের মত।

সেই রাত্রেই ঐ মালীকে অর্থ প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া এক মাসের নিমিত্ত ঐ বাড়ীর চাবি উহারা গ্রহণ করিল। মালী প্রথমত ভাড়াস্বরূপ এক মাসের জন্য পঁচাত্তর টাকা চাহিয়াছিল, উহারা পঁচিশ টাকা দিতে চাহে, কিন্তু মালী অত অল্প টাকায় ঐ বাড়ী দিতে সম্মত না হওয়ায়, পরিশেষে পঞ্চাশ টাকা সাব্যস্ত করিয়া তখনই ঐ অর্থ প্রদান পূর্ব্বক ঐ বাড়ী গ্রহণ করে। যে অর্থে ঐ বাড়ী পাইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহার দ্বিগুণ অর্থ লাগিলেও উহারা মনে করিল, নিতান্ত সস্তায় উহারা ঐ বাড়ী গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এইরূপে ঐ বাড়ী সংগ্রহ হইবার পর দিবস হইতেই দলের দুইজন ঐ বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করিল। ঐ দুইজনই পাঠকগণের পরিচিত সেই প্রথম ও দ্বিতীয় আগন্তুক। উহাদিগের নাম রামচরণ ও কালীচরণ। রামচরণই এই বাড়ী সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিল।

এই বাড়ী ভাড়া করিবার দুই দিবস পরেই কালীচরণ একটী সপ্তম বর্ষীয়া বালিকাকে আনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত করিল। বালিকাটী গৌরাঙ্গী, দেখিতে বেশ সুশ্রী। উহার দুই হস্তে কয়েক গাছি সোনার চুড়ি ভিন্ন অঙ্গে আর কোন অলঙ্কার ছিল না।

ঐ গৃহের একটী ঘরে বালিকার থাকিবার স্থান হইল। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া

পরিশেষে চুপ করিল ও ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল। উহার আহারের নিমিত্ত একটু দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। ঐ দুগ্ধ ঐ বালিকাকে পান করিতে দেওয়ায় সে তাহা পান না করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।

রামচরণ কালিচরণকে জিজ্ঞাসা করিল, কি উপায়ে ও কেমন করিয়া তুমি এই বালিকাটীকে আনিতে সমর্থ হইলে?

উত্তরে কালিচরণ কহিল, কয়েকটী বালকবালিকা তাহাদিগের বাড়ীর সম্মুখে খেলা করিতেছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আমি কতকগুলি ফুলের খেলনা লইয়া সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হই, ও একটী খেলনা একটী বালিকাকে দিয়া একটু অগ্রসর হইয়া অবশিষ্ট সকলে খেলনা চাহিতে চাহিতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে থাকে। আমিও বালকবালিকাগণকে এক একটী খেলনা প্রদান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকি। যাহারা খেলনা আদৌ পায় নাই, তাহারা আমার সঙ্গ ছাড়িল না। নিকটেই একখানি গাড়ী আমি পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহার মধ্যেও কিছু ফুলের খেলনা ছিল, আমি ক্রমে সেই গাড়ীর নিকটে আসিয়া উহার মধ্যে উঠি। এবং ফুলের খেলনা সকল বাছিয়া বাছিয়া বালকবালিকাগণের মধ্যে বিতরণ করি, কেবল এই বালিকাকে দিই নাই। সে আমার নিকট খেলনা চাহিলে আমি তাহাকে গাড়ীর ভিতর উঠিয়া আসিতে কহি। আমার কথা শুনিয়া সে যেমন খেলনা লইবার প্রত্যাশায় গাড়ীর ভিতর উঠিয়া বসে, অমনি পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুযায়ী কোচমান গাড়ী হাঁকাইয়া দেয়। পাছে সে কাঁদিয়া রাস্তায় লোক জড় করে, এই ভয়ে আমি উহার মুখ বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া রাখি। অপর বালক বালিকাগণ তাহাদিগের সাধ্যমত আমাদিগের গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে গাড়ী তাহাদিগের চক্ষুর অন্তরাল হইয়া পড়ে। আমরাও ক্রমে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই।

রাম। বালিকাকে লইয়া এইরূপে পলাইবার সময় রাস্তার কোন ব্যক্তি কিছুই কি জানিতে পারে নাই, বা কাহারও মনে কি কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় নাই?

কালি। কেহ যে কোনরূপ কিছু জানিতে পারিয়াছে, তাহা আমার বোধ হয় না। তবে গাড়ীর নম্বর যদি কেহ দেখিয়া লিখিয়া লইয়া থাকে, তাহা আমি বলিতে পারি না।

রাম। গাড়ীর নম্বর খুলিয়া রাখিলেই ত হইত?

কালি। আমরা ইচ্ছা করিয়াই যাহাতে গাড়ীর নম্বর সকলে দেখিতে পায় তাহার উপায় করিয়া রাখিয়াছিলাম।

এই স্থানে বোধ হয় পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না যে, ঐ কোচমানও উহাদিগের দলভুক্ত এক ব্যক্তি।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রায় বাহাদুর কিশোরীলাল বর্ম্মণ কলিকাতার বাসিন্দা নহেন, তিনি পল্লিগ্রামের একজন বড় জমিদার। দশজনের মধ্যে তিনি বিশেষ গণ্য মান্য লোক। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে বিশেষরূপ খাতির করেন বলিয়াই তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি চিরকাল পল্লিগ্রামে বাস করিয়া আপনাপন জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া কখন বাসস্থান স্থাপন করেন নাই। তাঁহারা দেশে থাকিয়া, দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া, দেশের প্রতিবেশীদিগকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া, প্রজাদিগের সুখ দুঃখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, দিন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজকাল আর তাহা হয় না; সকলেরই ইচ্ছা, এখন কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন। যাঁহারা চাকরি বা ব্যবসা উপলক্ষে কলিকাতায় আছেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই, যাঁহারা চিরকাল মফঃস্বলে বড় বড় চাকরি করিয়া এখন পেন্‌সন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতায় বাস করিয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিতেছেন। যাঁহারা কোনরূপ কর্ম্ম কার্য্য করেন না, অথচ পিতা পিতামহের পরিত্যক্ত কিছু সম্পত্তি আছে, তাঁহারাও কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী ভাড়া করিয়া বসিয়াছেন। মফঃস্বলের জমিদারদিগের তো কথাই নাই, তাঁহারা সকলেই প্রায় আজ কাল কলিকাতার একরূপ অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ বা বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন, কেহ বা নুতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন।

কেন তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন, একথা জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলিয়া থাকেন, দেশে ডাক্তার কবিরাজ নাই, কোন দ্রব্যাদি পাইবার উপায় নাই, কি সুখে তবে দেশে থাকা যায়? কেহ বলেন, ম্যালেরিয়ার জন্য দেশে বাস করিবার কি যো আছে? সুতরাং কলিকাতায় না থাকিয়া আর কোথায় যাওয়া যায়? এইরূপ নানা কারণে তাঁহারা দেশে ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর কিশোরী লাল বর্ম্মণও ঐরূপ কোন কারণ বশতঃ কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নিজে একখানি বাড়ী খরিদ করিয়াছেন, ঐ

বাড়ীতেই তিনি তাঁহার পুত্র কলত্রাদির সহিত বাস করিয়া থাকেন। বাড়ীতে তাঁহার পৌত্র, পৌত্রী দৌহিত্রী প্রভৃতি ছোট ছোট বালক বালিকা অনেকগুলি। উহারা প্রায়ই একত্রিত হইয়া কখন বাড়ীর ভিতর, কখন বাড়ীর বাহিরে রাস্তার উপর খেলা করিয়া থাকে। এক দিবস সন্ধ্যার সময় সকলগুলি বাড়ীর সম্মুখে—রাস্তার উপর খেলা করিতেছিল, সন্ধ্যার পর সকলেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, কেবল মালতী নাম্নী একটী সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা তাহাদিগের সহিত ফিরিল না। মালতী কিশোরী লালের পৌত্রী। দেখিতে বেশ সুশ্রী, গৌরাঙ্গী, তাহার পরিধানে একখানি অৰ্দ্ধ ময়লা কালা পেড়ে সাড়ী, দুই হাতে বার গাছি সোণার চুড়ি।

ক্রমে মালতীর খোঁজ পড়িল, বাড়ীর নানা স্থানে, বাড়ীর বাহিরে, প্রতিবেশীগণের গৃহে গৃহে তাহার অনুসন্ধান হইল, কিন্তু কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। অপর বালক বালিকাগণ যাহারা তাহার সহিত একত্রে খেলা করিতেছিল, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা একটু বড়, তাহারা কহিল, সে ফুলের খেলনা লইবার নিমিত্ত একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে গাড়ী করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা ফুলের খেলনা পাইয়াছে। উহাদিগের এই কথা কেহই সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, কেবল এইমাত্র বুঝিতে পারিল যে কোন ব্যক্তি ফুলের খেলনা বালকবালিকাগণকে প্রদান করিয়াছেন ও সেই ফুলের খেলনার লোভ দেখাইয়া মালতীকেও ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

মালতী রায় বাহাদুরের পৌত্রী, তিনি তাহাকে অতিশয় ভালবাসিয়া থাকেন। তিনি নিজেও তাহার লোকজনকে লইয়া সমস্ত রাত্রি মালতীর অনুসন্ধান করিলেন। স্থানীয় পুলিসে এই সংবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের সাহায্যেও মালতীর বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু তাহার কোনরূপ সন্ধান পাওয়া গেল না। সহর ও সহরতলীর সমস্ত থানায় সংবাদ লওয়া হইল, কোন থানাতেই মালতীকে পথভ্রান্ত অবস্থায় আনীত হয় নাই।

এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া যখন মালতীকে কোন স্থানেই পাওয়া গেল না, তখন রায় বাহাদুর ও মালতীর পিতা একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। মালতীর মাতা ও পিতামহী, অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া রায় বাহাদুরের অন্দরমহল ক্রন্দনে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। অপরাপর স্ত্রীলোকগণও নিতান্ত মৰ্ম্মাহত হইয়া কোনরূপে চক্ষুজল সংবরণ করিয়া, গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু কোনরূপেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিলেন না।

মালতী মালতীপুষ্পের ন্যায় অতি যত্নে প্রতিপালিতা হইয়া এত বড়টী হইয়াছে, পিতা মাতাকে ছাড়িয়া কখন কোন স্থানে সে রাত্রিবাস করে নাই, কষ্টের লেশ কাহাকে বলে, সে তাহা কখন জানিতে পারে নাই। এখনও পর্য্যন্ত সে হাতে করিয়া আহার করিতে শিখে নাই। সে এখন এত বড়টী হইয়াছে, তথাপি তাহার মাতা নিজ হস্তে তাহাকে আহার করাইয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় মালতী যে কত কষ্টভোগ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া তাহার পিতা মাতা ক্রমে আরও অস্থির হইয়া পড়িলেন।

মালতীকে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত যে সকল লোক চারিদিকে প্রেরিত হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল কিন্তু কেহই তাহার কোনরূপ সন্ধান আনিতে পারিল না। প্রত্যেক থানা হইতে সংবাদ পাওয়া গেল, মালতী সেখানে নাই। যখন কোন স্থানেই মালতীকে পাওয়া গেল না, তখন মালতীর শোকে রায় বাহাদুর একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন, অনন্যোপায় হইয়া তিনি পুলিসের সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর সহিত পূর্ব্ব হইতেই রায় বাহাদুরের পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মালতীর হঠাৎ নিরুদ্দেশের কথা তাঁহাকে কহিলেন। যেরূপে সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাহার সঙ্গী অপর বালকবালিকাগণ, তাঁহাকে সেই অপরিচিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ফুলের খেলনা বিতরণ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাহার সমস্তই কর্ম্মচারীকে কহিলেন। সে যে একখানি ঠিকা গাড়ীতে ফুলের খেলনা লইবার নিমিত্ত উঠিয়াছিল, তাহাও তিনি তাঁহাকে কহিলেন। যাহাতে উপযুক্ত কর্ম্মচারীর হস্তে মালতীর অনুসন্ধানের ভার অর্পিত হয় তাহার নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষ রূপ অনুরোধ করিলেন।

সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী রায় বাহাদুরের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। যাহাতে মালতীকে পাওয়া যায় তাহার নিমিত্ত তিনি বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন। উপযুক্ত কোন ডিটেকৃটিভ কর্ম্মচারীর হস্তে তিনি মালতীর অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিবেন, বলিয়া তিনি রায় বাহাদুরকে বিদায় দিলেন। যাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, তিনি যে কর্ম্মচারীকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, তিনি রায় বাহাদুরের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আরও বলিয়া দিলেন, তাঁহাকে যেন উপযুক্তরূপ সাহায্য প্রদান করা হয়।

প্রধান কর্ম্মচারীর এই কথা শুনিয়া রায় বাহাদুর তাঁহাকে বার বার ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলে

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রায় বাহাদুরকে বিদায় দিয়া সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী সাহেব, সুপ্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ কর্ম্মচারী প্রসন্নকুমারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র তিনি আসিয়া সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রায় বাহাদুর মালতীর হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া সম্বন্ধে তাঁহাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তিনি প্রসন্নকুমারকে কহিলেন ও যাহাতে মালতীকে পাওয়া যায় তাহার নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষরূপে চেষ্টা করিবার আদেশ করিলেন। রায় বাহাদুরের সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার আদেশ প্রদান করিলেন?

সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নকুমার, আর কালবিলম্ব না করিয়া, সেই স্থান হইতেই একেবারে রায় বাহাদুরের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই রায় বাহাদুরও তাঁহার নিজবাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ডিটেকটিভ প্রসন্নকুমারের আগমন সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। প্রসন্নকুমার রায় বাহাদুরের সমস্ত কথা স্থির ভাবে শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আপনি বালকবালিকাগণের নিকট হইতে যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাহার সমস্তই আমাকে বলিলেন সত্য, তথাপি আমি উহাদিগকে একবার নিজে দেখিয়া দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

প্রসন্নকুমারের কথা শুনিয়া, রায় বাহাদুর সেই সকল বালক-বালিকাগণকে সেই স্থানে আনিবার নিমিত্ত একটী পরিচারককে পাঠাইয়া দিলেন। সে কিছুক্ষণ পরে উহাদিগের সকলকে লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রসন্নকুমার উহাদিগের সকলকে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন ও তাহাদিগকে দুই চারিটী বাজে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া লইলেন, উহাদিগের মধ্যে কে অতুচর—কে চতুর, ও কে তাঁহার কথার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইবে।

উহাদিগের মধ্যে একটী পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা ছিল, তাহাকেই চতুরা বলিয়া বোধ হইল। প্রসন্নকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সকলে কোথায় খেলা করিতেছিলে।

বালিকা। আমাদিগের বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার উপর।

প্রসন্ন। কে তোমাদিগকে ফুলের খেলনা দিয়াছিল?

বা। একটী লোক।

প্র। সে খেলনা কোথায় পাইল?

বা। তাহার হাতে ছিল।

প্র। সে কাহাকে প্রথমে খেলনা দেয়?

বা। তাহা আমার ঠিক মনে নাই? কিন্তু একে একে আমাদিগের সকলকেই সে খেলনা দিয়াছিল?

প্র। তোমরা তাহার গাড়ীর নিকট গিয়াছিলে?

বা। গিয়াছিলাম।

প্র। কে কে গিয়াছিলে?

বা। আমরা সকলেই গিয়াছিলাম।

প্র। মালতী?

বা। সেও গিয়াছিল। তাহাকে সেই ব্যক্তি গাড়ীর ভিতর হইতে খেলনা লইতে বলে।

প্র। মালতী গাড়ীর ভিতর গিয়াছিল?

বা। সে গাড়ীর ভিতর খেলনা লইবার নিমিত্ত গমন করে, কিন্তু আর নামিতে পারে না, গাড়ী চলিয়া যায়।

প্র। সে ব্যক্তি তখন কোথায় ছিল?

বা। সে তখন গাড়ীর ভিতর বসিয়াছিল।

প্র। সে মালতীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেয় নাই?

বা। না।

প্র। যখন গাড়ী চলিয়া গেল, তখন তোমরা কোথায় ছিলে?

বা। আমরা সেই গাড়ীর নিকটেই ছিলাম।

প্র। গাড়ী চলিয়া যাইবার সময় যখন মালতী নামিতে পারিল না, তখন তোমরা কি করিলে?

বা। আমরা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছু দূর গিয়াছিলাম, কিন্তু গাড়ী থামিল না, চলিয়া গেল; আমরাও ফিরিয়া আসিলাম।

প্র। যে স্থানে গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল ও যে স্থানে মালতী গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, সেই স্থান তুমি আমাকে দেখাইয়া দিতে পারিবে?

বা। পারিব, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমি এখনই তাহা আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।

প্র। যে লোকটী তোমাদিগকে ফুলের খেলনা দিয়াছিল, তাহাকে দেখিলে তুমি চিনিতে পারিবে?

বা। পারিব।

প্র। সে লোকটী দেখিতে কেমন বলিতে পার?

বা। দরোয়ানের মতন।

প্র। তুমি এখন আমার সহিত আইস ও যে স্থানে সেই গাড়ীখানি দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও।

প্রসন্নকুমারের কথা শুনিয়া বালিকা তাঁহার সহিত গমন করিল ও যে স্থানে

মালতী গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, সেই স্থানটী তাঁহাকে দেখাইয়া দিল।

যে স্থানে গাড়ীখানিকে দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেই স্থানের রাস্তা খুব প্রশস্ত ছিল না, কোন গতিকে দুইখানি গাড়ী সেই স্থান দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। উহার নিকটে কোনরূপ দোকানও ছিল না, ঐ রাস্তার দুই পার্শ্বে কতকগুলি গৃহস্থের পাকা বাড়ী।

প্রসন্নকুমার ঐ স্থানের প্রত্যেক বাড়ীর কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসিলেন, ঐ স্থানে একখানি গাড়ী দাঁড়াইয়া থাকিতে কেহ দেখিয়াছেন কি না, বা একখানি গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকগুলি ছোট ছোট বালক-বালিকাকে কেহ দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছেন কি না? কিন্তু কাহারও নিকট প্রথমত তিনি কিছুই সদুত্তর পাইলেন না। এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তিনি আরও একটু দূরে গমন করিলেন, সেই স্থানে একটী যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার নিকট হইতে প্রসন্নকুমার জানিতে পারিলেন যে, সেই দিবস সন্ধ্যার সময় তাঁহার একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীর প্রয়োজন হয়, তিনি গাড়ী আনিবার নিমিত্ত সদর রাস্তায় গমন করিতে-ছিলেন, এমন সময় দেখিতে পান, ঐ গলির ভিতর একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। ঐ গাড়ী খালি আছে কি না, ও উহা ভাড়ায় যাইবে কি না, তাহাই জানিবার নিমিত্ত তিনি ঐ গাড়ীর নিকট গমন করেন ও দেখিতে পান, উহার ভিতর কতকগুলি ফুলের খেলনা আছে। ভাড়ায় যাইবে কি না, জিজ্ঞাসা করায়, কোচমান কহে, তাহার গাড়ীতে একটী বাবু আসিয়াছেন, তাঁহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি, অপর ভাড়া যাইবার উপায় নাই।

প্রসন্নকুমার তাহাকে আরও দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ঐ গাড়ীতে দুইটী লাল রঙ্গের ঘোড়া ছিল, তিনি ঠিক বলিতে না পারিলেও তাঁহার বোধ হয়, ঐ গাড়ীর নম্বর ৫০৪ বা ৪০৫ হইবে।

যুবকের নিকট হইতে প্রসন্নকুমার যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, বালক-বালিকাগণ যাহা বলিয়াছে, তাহা প্রকৃত। আরও মনে করিলেন, ঐ নম্বর লইয়া অনুসন্ধান করিলে হয়ত তিনি ঐ গাড়ীর চালককে পাইলেও পাইতে পারিবেন।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া যথা সময়ে তিনি মিউনিসিপ্যাল আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থান হইতে ৫০৪ ও ৪০৫ উভয় নম্বরের গাড়ীর অধি-কারী ও তাহাদিগের ঠিকানা জানিয়া লইয়া তাহাদিগের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একটু বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিবার পরই উভয় গাড়ীর অধিকারীকে

প্রাপ্ত হইলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিতে পারিলেন. ৫০৪ নম্বরের গাড়ী দুইটী লাল ঘোড়ার দ্বারা চালান হইয়া থাকে। সেই সময় ঐ গাড়ীর চালক সেই স্থানে উপস্থিত ছিল না. গাড়ী লইয়া ভাড়া খাটাইবার নিমিত্ত সে বাহিরে গিয়াছিল। কখন যে সে প্রত্যাগমন করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং প্রসন্নকুমার মনে মনে ভাবিলেন, এখন অপর গাড়ীখানির সন্ধান করা যা'ক, আবশ্যক হয় পুনরায় আসিয়া ঐ গাড়োয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া প্রসন্নকুমার যেমন সেই স্থান হইতে বাহির হইবেন, অমনি দেখিতে পাইলেন, ৫০৪ নম্বরের গাড়ী ফিরিয়া আসিতেছে। সুতরাং তখন অপর গাড়ীর অনুসন্ধানে তাঁহাকে আর যাইতে হইল না।

কোচমান আস্তাবলে গাড়ী আনিয়া গাড়ী হইতে ঘোড়া দুইটী খুলিয়া দিল। সহিস ঘোড়া লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাঠকগণ ইহার পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন যে, যে গাড়ী করিয়া মালতীকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেই গাড়ীর কোচমানও একজন বদমায়েস ও সেই ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে একজন।

প্রসন্নকুমার এই গাড়োয়ানকে চিনিতেন না, গাড়োয়ান কিন্তু প্রসন্নকুমারকে উত্তমরূপে চিনিত। চালক প্রসন্নকুমারকে দেখিয়া এরূপ কোন ভাব প্রকাশ করিল না, যাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, সে প্রসন্নকুমারকে চিনে।

প্রসন্নকুমার ঐ আস্তাবলের ভিতর এক খানি দড়ির খাটিয়ার উপর সেই সময় বসিয়া ছিলেন। আস্তাবলের অধিকারী অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার বসিবার নিমিত্ত ঐ খাটিয়াখানি আনিয়া দিয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার সেই কোচমানকে তাঁহার সন্নিকটে ডাকিলেন। কোচমান বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। প্রসন্নকুমার তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আমি তোমাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিবে কি?"

কোচমান।—কেন করিব না? আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি যতদুর অবগত আছি. তাহা আপনাকে বলিব।

প্রসন্ন। তোমার মনে হয় কি, আজ তিন চারি দিবস হইল, একটী লোক

তোমার গাড়ী ভাড়া করিয়া কতকগুলি ফুলের খেলনা লইয়া কোন একটী গলির ভিতর কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে? পরিশেষে একটী বালিকাকে সেই গাড়ীতে লইয়া সে কোথায় চলিয়া যায়।

কোচমান। হাঁ, মনে হয়।

প্র। সে তোমার পরিচিত?

কো। না।

প্র। সে কোথায় থাকে বলিতে পার?

কো। না, তাহা জানি না।

প্র। সে তোমার গাড়ী কোথা হইতে ভাড়া করিয়াছিল?

কো। আমি বড় রাস্তায় গাড়ীর আড্ডায় ভাড়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেই স্থান হইতে সে আমার গাড়ী ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করিয়া লয়।

প্র। তাহার সহিত আর কেহ ছিল?

কো। না।

প্র। সে ফুলের খেলনা কোথায় পাইল?

কো। গাড়ী ভাড়া করিবার পূর্ব্বে সে উহা কোথা হইতে লইয়া আসিয়াছিল।

প্রসন্নকুমারের এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে কোচমান যাহা যাহা কহিল, তাহা একটীও প্রকৃত কথা নহে, সমস্তই মিথ্যা। কারণ কোচমান তাঁহাকে উত্তমরূপ চিনিত।

প্র। তোমার গাড়ীতে করিয়া সে একটী বালিকাকে লইয়া গিয়াছিল?

কো। গিয়াছিল।

প্র। কোথায় লইয়া গিয়াছিল?

কো। একটী বাড়ীতে।

প্র। সে বাড়ীটা কোথায়?

কো। সেই স্থানের নাম আমি জানি না।

প্র। আমাকে সেই বাড়িটী দেখাইয়া দিতে পার?

কো। পারি।

প্র। সে পাকা বাড়ী না খোলার বাড়ী?

কো। পাকা বাড়ী।

প্র। কি প্রকার স্থানে ঐ বাড়িটী স্থাপিত?

কো। একটী বাগানের ভিতর।

প্র। ঐ বাগানের ভিতর গাড়ী যায়?

কো। যায়।

প্র। বালিকাটীকে কি তুমি ঐ বাড়ীতেই রাখিয়া আইস?

কো। হাঁ।

প্র। আর ঐ ব্যক্তি?

কো। সেও ঐ বাড়ীতে থাকে?

প্র। তোমার গাড়ীতে করিয়া কোন ব্যক্তি সেই স্থান হইতে আসে নাই?

কো। না, আমি খালি গাড়ী লইয়া সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসি।

প্র। তুমি সেই স্থানে গাড়ী হইতে নামিয়াছিলে?

কো। আজ্ঞে হাঁ।

প্র। তুমি গাড়ী ছাড়িয়া কেন নামিলে?

কো। গাড়ীতে যে ফুলের খেলনা ছিল, তাহাই দিবার নিমিত্ত গাড়ী হইতে নামিয়াছিলাম।

প্র। কোন্ স্থানে তুমি ঐ সকল খেলনা রাখিয়া আসিয়াছিলে?

কো। যে ঘরে ঐ ব্যক্তি ঐ বালিকাকে লইয়া গিয়াছিল, সেই ঘরে আমি ঐ খেলনা রাখিয়া আসিয়াছিলাম।

প্র। ঐ বাড়ী ও ঐ ঘরটী আমাকে দেখাইয়া দিতে পারিবে?

কো। কেন পারিব না, যাহা একবার দেখিয়াছি, তাহা কি আর কখন ভুলি?

এবার কোচমান যে কয়েকটী উত্তর প্রদান করিল, তাহার একটীও মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহার পর প্রসন্নকুমার তাহাকে আর যে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিল না।

প্র। ঐ বাড়ীতে আর কাহাকেও দেখিয়াছিলে?

কো। না—আর কাহাকেও আমি ঐ বাড়ীতে দেখি নাই।

প্র। বালিকাটীকে যখন গাড়ী করিয়া আনা হইয়াছিল, বা যখন তাহাকে ঐ ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হয়, তখন সে বোধ হয় খুব কাঁদিয়াছিল?

কো। না, তাহাকে কাঁদিতে ত দেখি নাই!

প্র। যে লোকটী তোমার গাড়ী ভাড়া করিয়া বালিকাটীকে লইয়া আসে, তাহাকে দেখিয়া কোন্ দেশীয় লোক বলিয়া বিবেচনা হয়?

কো। সে বাঙ্গালী বাবু, ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হয়।

প্র। সে বালিকা সম্বন্ধে তোমাকে কি কিছু বলিয়াছিল?

কো। সে কহে, ঐ বালিকাটী তাহার কন্যা।

কোচমানের সহিত এই সকল কথা-বার্ত্তার পর প্রসন্নকুমার তাহাকে সেই বাড়িটী দেখাইয়া দিতে কহিলেন।

কোচমান তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রসন্নকুমার একজন অতিশয় সাহসী পুরুষ, তিনি কখন কোনরূপ বিপদকে ভয় করিতেন না, যে স্থানে একাকী গমন করিলে তাঁহাকে বিপদে পতিত হইতে হইবে বুঝিতে পারিতেন, অথচ উপস্থিত মত সেই সময়ে কাহারও কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করিবার সুযোগ বা সময় পাইতেন না, সেইস্থানে যাইতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। এইরূপে অনেকবার তিনি অনেক স্থানে গমন করিয়া অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ও অনেকবার বিশেষ-

রূপ বিপদগ্রস্তও হইয়াছেন, আবার নিজের বুদ্ধিবলে ও সময় সময় অপরের সাহায্যে তিনি সেই বিপদ হইতে মুক্তিলাভও করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

তিনি যে সময় আস্তাবলে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার সহিত আর কেহই ছিল না, তিনি একাকীই সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। কোচমান যখন তাঁহাকে সেই বালিকা সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করিল, তখনও তিনি একাকী। সেই অবস্থায় সেই কোচমানের সঙ্গে, সে যেস্থানে বালিকাকে লইয়া গিয়াছিল, সেই স্থানে একাকী গমন করিতে সম্মত হইলেন।

কোচমান কি চরিত্রের লোক তাহা তিনি জানিতেন না, কোচমান কি অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত তখনই গমন করিতে সম্মত হইল, তাহাও তিনি একটু বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না। বালিকাকে যাহারা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের মনে যে নিশ্চয়ই কোনরূপ কু-অভিসন্ধি আছে,—সেই স্থানে, সেই সময়, সেই অবস্থায় একাকী গমন করা কর্ত্তব্য কি না, তাহাও একবার না ভাবিয়া তিনি সেই কোচমানকে সঙ্গে লইয়া তখনই সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। অনেক দূর গমন করিতে হইবে জানিয়াও, তিনি সেই আস্তাবল হইতে কোন গাড়ী ভাড়া করিয়া লইবার চেষ্টা, করিলেন না, কোচমানকে সঙ্গে লইয়া সেই আস্তাবল হইতে বহির্গত হইলেন। কিছু দূর গমন করিবার পর রাস্তা হইতে একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন। ঐ গাড়োয়ান প্রসন্নকুমারকে চিনিত। উভয়েই ঐ গাড়ীতে আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

প্রসন্নকুমার আস্তাবল হইতে গাড়ী ভাড়া না করিয়া, রাস্তা হইতে যে কেন গাড়ী ভাড়া করিলেন, তাহার কারণ প্রসন্নকুমারই জানেন। আমরা কেবল এইমাত্র অনুমান করিতে পারি যে, হয়ত সেই আস্তাবলের কোচমানগণকে তিনি কোনরূপে বিশ্বাস করিতে সাহস করেন নাই, নতুবা তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচিত কোন গাড়োয়ানের গাড়ী ব্যতীত অপর কোন গাড়ীতে তিনি আরোহণ করিয়া ঐ কার্য্যে গমন করিবেন না।

অনেক কোচমান প্রসন্নকুমারের পরিচিত ছিল, প্রসন্নকুমার তাহাদিগের কাহাকেও ডাকিলে, অপর লাভজনক ভাড়া পরিত্যাগ করিয়া, প্রসন্নকুমারের নিকট ছুটিয়া আসিত।

কলিকাতা সহরের কোচমান মাত্রই ভাল লোক নহে, উহারা সুযোগ পাইলে চূড়ান্ত বদমাইসি করিতে ত্রুটা করে না, ইহা পাঠকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অব-

গত আছেন। প্রসন্নকুমারও উঁহাদিগকে উত্তমরূপে চিনেন। তবে তাঁহার পরিচিত কোচমানগণ তাঁহার ওরূপ বশীভূত কেন? প্রসন্নকুমার যখন যে গাড়ীতে যে অনুসন্ধানে গমন করেন, তাহার কার্য্য সম্পন্ন হইলে, ঐ কোচমান কর্তৃক বিশেষরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইলে তিনি দুই টাকা ভাড়ার স্থলে পাঁচ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। সময় সময় আরও অধিক পরিমাণে বকসিস্ দিয়া থাকেন বলিয়াই কোচমানগণ তাঁহার ভাড়া পাইলে অপর কাহারও নিকট গমন করে না।

গাড়ী ক্রমে কাঁকুড়গাছিতে গিয়া উপস্থিত হইল। যে বাগানের উদ্দেশে তিনি গমন করিতেছিলেন, গাড়ী গিয়া সেই বাগানের সম্মুখে উপস্থিত হইল। যে কোচমান তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে লইয়া গিয়াছিল, সে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া প্রসন্নকুমারকে সঙ্গে লইয়া সেই জঙ্গলময় বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। যে গাড়ীতে তাঁহারা সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, সেই গাড়ীর কোচমান তাহার গাড়ী লইয়া সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

যে গাড়ী করিয়া মালতীকে অপহরণ করিয়া আনা হইয়াছিল, সেই গাড়ীর কোচমান প্রসন্নকুমারকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলময় ও অপরিষ্কার বাগানের মধ্য দিয়া কিছুক্ষণ গমন করিয়া সেই গৃহের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। প্রসন্নকুমার ঐ গৃহের চারিদিক একবার উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল না। কোচমান প্রসন্নকুমারকে সঙ্গে লইয়া দুই তিনটী প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া একটী প্রকোষ্ঠের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল ও ঐ প্রকোষ্ঠটী দেখাইয়া দিয়া কহিল, ইহার মধ্যে বালিকাটীকে রাখা হইয়াছিল।

কোচমানের কথা শুনিয়া প্রসন্নকুমার ঐ ঘরটীর অবস্থা একবার বাহির হইতে উত্তমরূপে দেখিলেন, সম্মুখ হইতে ঐ ঘরে প্রবেশ করিবার কেবল একটী মাত্র দরজা ভিন্ন অপর জানালা দরজা প্রভৃতি আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ঐ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার যে দরজাটী দেখিতে পাইলেন, তাহার কপাট খুব দৃঢ় ও মোটা কাষ্ঠে নির্ম্মিত, এরূপ কপাট প্রায় সচরাচর কোন গৃহে বা বাগানবাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। চোর ডাকাইতের হস্ত হইতে ধন বা বহুমূল্য দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার মানসে পূর্ব্বে কেহ কেহ আপন বাসস্থানে এইরূপ দুই একটী প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। দস্যুগণ মনে করিলে ঐ দরজা ভাঙ্গিয়া উহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারিত না। ঐ দরজার বাহিরে আর একটী লৌহনির্ম্মিত দরজা ছিল। ঐ ঘর

বন্ধ করিতে হইলে প্রথমত কাষ্ঠ নির্ম্মিত দরজা বন্ধ করিতে হইত, তাহার পর ঐ লৌহনির্ম্মিত দরজা বন্ধ করা হইত। প্রসন্নকুমার যখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, সেই সময় ঐ ঘরের লৌহ নির্ম্মিত দরজা খোলা ছিল, কাষ্ঠ নির্ম্মিত দরজাতেও কোন রূপ তালা আবদ্ধ ছিল না, কেবল ভেজান ছিল মাত্র।

কোচমান প্রসন্নকুমারকে ঐ প্রকোষ্ঠটী দেখাইয়া দিলে তিনি সজোরে ঐ কাষ্ঠের দরজাটী ঠেলিলেন, দরজা খুলিয়া গেল। সেই সঙ্গে অল্পবয়স্ক বালিকার করুণ অথচ ভগ্ন কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। প্রসন্নকুমার আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বা তাঁহার সঙ্গী কোচমানকেও কোন কথা না বলিয়া একেবারে সেই প্রকোষ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাষ্ঠ নির্ম্মিত দরজা বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গেল।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রসন্নকুমার যখন বাহিরে ছিলেন, সেই সময় তাঁহার সঙ্গী কোচমানকে ভিন্ন আর অপর কোন ব্যক্তিকে তিনি সেই স্থানে দেখিতে পান নাই। কিন্তু দরজা বন্ধ করিবার সময় দুই তিনজনকে দেখিতে পাইলেন। তিনি বিশেষরূপ বিপদ-গ্রস্ত বুঝিতে পারিয়া, যাহাতে ঐ দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিতে না পারে, এই আশায়, তিনি ভিতর হইতে জোর করিয়া টানিয়া ধরিলেন, কিন্তু যাহারা বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিতেছিল, তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিলেন না, বা কোন গতিকে বাহিরে আসিতেও পারিলেন না। দরজা বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গেল, তিনি সেই প্রকোষ্ঠের মধ্যে বন্দী হইলেন। কে যে তাঁহাকে বন্দী করিল, ও কেনই বা তিনি সেই স্থানে বন্দী হইলেন তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। যে কোচমান তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে আনিয়াছিল, সেও এই কার্য্যে মিলিত আছে কি না, তাহাও ভাবিয়া তিনি কিছুমাত্র স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বালিকার সকরুণ ভগ্ন কণ্ঠস্বর তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

ঐ ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেলে, উহার ভিতর এরূপ অন্ধকার হইল যে, তিনি নিজে নিজেকে পর্য্যন্ত আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার পকেটে দেশালাই ছিল, তিনি তাহার দুই চারিটী কাটি জ্বালাইয়া ঐ ঘরের অবস্থা একবার দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, ঐ ঘরটী দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১০ ফিট করিয়া হইবে। যে দরজা দিয়া তিনি ঐ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন, উহা ব্যতীত ঐ ঘরের

অপর কোন জানালা বা দরজা নাই, গুদাম ঘরের স্থায় একেবারে গাঁথিয়া তোলা ও ভিতরকার দেওয়ালে অনেক দিবসের চুণ বালি ধরাইয়া পলস্তারা করা হইলেও, এখনও পর্য্যন্ত উহার কোন স্থান কোনরূপ নষ্ট হয় নাই। মেজে হইতে প্রায় ১২ ফুট উপরে দুইটী দেওয়ালে দুইটী করিয়া গোল ফোকোর আছে, উহার পরিধি ৮ ইঞ্চির অধিক নহে। উহার মধ্য দিয়া একখানি হস্তও উত্তমরূপে প্রবিষ্ট করান যায় না। ঐ ঘরের মধ্যে দ্রব্যাদি কিছুই নাই, মেজের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, উহা ঝাঁট দিয়া সম্প্রতি পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের অবস্থা দেখিয়া প্রসন্নকুমার অতিশয় চিন্তিত হইলেন। যিনি কোনরূপ বিপদ-গ্রস্ত হইয়া কখন ভীত হন নাই, আজ তাঁহার নিজের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে বিশেষ-রূপ ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, যদি অপর কেহ এই ঘর হইতে তাঁহাকে বাহির না করে, তাহা হইলে তিনি নিজে কোনরূপেই এই ঘর হইতে বাহির হইতে পারিবেন না, এই ঘরের মধ্যেই তাঁহার ইহজীবনের কার্য্য শেষ হইবে। তাঁহার কোন বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র বা যে কর্ম্মচারী-গণের আজ্ঞা তিনি সর্ব্বদা প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কাহারও সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না, ও কেহই জানিতে পারিবে না, যে তিনি কি অবস্থায় ও কোথায় তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কয়েক দিবস শেষ করিলেন। তাঁহার মনে এইরূপ ও অন্যান্য চিন্তা উদয় হওয়ায়, তাঁহার চক্ষু দিয়া জল আসিল, তিনি সেই অন্ধকার গৃহের মধ্যে নিজ উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষুজল মোচন করিতে লাগিলেন।

বালিকার ভগ্নকণ্ঠ নিঃসৃত কোমল স্বর তখন পর্য্যন্ত প্রসন্নকুমারের কর্ণগোচর হইতে ছিল। তিনি বুঝিলেন, যাহার নিমিত্ত তিনি, এই মহাবিপদে পতিত হইয়াছেন, তাঁহার ন্যায় সেই বালিকাও বিপদগ্রস্ত হইয়া তাঁহার ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী কোন ঘরে আবদ্ধ আছে ও তাহার রোদনধ্বনি তাহার ঘরের সেই ক্ষুদ্র গহ্বর দিয়া, আগমন করিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। এ বালিকা যে তাঁহার পার্শ্বের ঘরে আবদ্ধ আছে, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কে তাহাকে সেই স্থানে আনিয়া আবদ্ধ করিল ও ঐ বালিকার উপর এরূপ অত্যাচার করিবার কারণই বা কি, তাহার কিছুমাত্র তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। যাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়া তিনি এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাকে উদ্ধার করা দূরে থাকুক, কিরূপে নিজে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবেন, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া মনের দুঃখে সেই অন্ধ-

কারের ঘরের মেজের উপর তিনি বসিয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে সেই ঘরের মেজের উপর বসিয়া তিনি মনে মনে কেবল ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি যেরূপ বিপদ গ্রস্ত, তাহাতে ঈশ্বর যদি তাঁহাকে উদ্ধার করেন, তবেই তিনি উদ্ধার হইতে পারিবেন, নতুবা এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার তাঁহার আর কোনরূপ আশা নাই। এইরূপ কতক্ষণ তিনি সেই স্থানে বসিয়া অতিবাহিত করিলেন, পরিশেষে একবার তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, দেশলাই জ্বালিয়া ঐ ঘরটী আর একবার দেখিলেন। পুনরায় দরজার নিকট আসিয়া উহা ভিতর হইতে জোরে টানিয়া দেখিলেন, কিন্তু উহা নড়াইতেও পারিলেন না। ঘরের দেওয়ালে কোন স্থান যদি কোনরূপে ভাঙ্গিবার উপায় করিতে পারেন, তাহারও চেষ্টা দেখিলেন; কিন্তু কোন স্থানে তাহারও কোনরূপ সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় সেই ঘরের মেজের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি পরিণাম ভাবিয়া ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িলেন ও জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, নিজের উত্তরীয় বস্ত্র সেই ঘরের মেঝের উপর বিছাইয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া শুইয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। নিজের চিন্তা, নিজের পুত্রের চিন্তা, বন্ধু-বান্ধবের চিন্তা, নিজের জীবনের চিন্তা প্রভৃতি কত চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। কতবার তাঁহার চক্ষু বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল, কতবার তিনি ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। এইরূপে যে কত সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না, বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি এইরূপে দিন যাপন করিতেছেন, কি রাত্রি অতিবাহিত করিতেছেন। বালিকাটীর কণ্ঠস্বর কখন বা তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল, কখন বা তাহার স্বর একেবারেই শুনিতে পাইলেন না। এইরূপে সময় অতিবাহিত হইতে হইতে সর্ব্বদুঃখ: ও সর্ব্বকষ্ট নিবারিনী নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। তিনি সেই ঘরের মেজের উপর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ যে তিনি ঐ ভাবে ঐ স্থানে নিদ্রিত ছিলেন, তাহা বলিতে পারেন না। যে দিন তিনি ঐ ঘরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এখনও সেই দিন চলিতেছে কি দুই চারি দিবস ও রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এখন তিনি অতিশয় ক্ষুধিত হইয়া পড়িয়াছেন, ক্ষুধা অপেক্ষা তৃষ্ণা আরও প্রবল, কিন্তু উহা নিবারণের কোনরূপ উপায় নাই। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া সেই স্থানেই তিনি পড়িয়া রহিলেন;

কখন চেতনা অবস্থায় কখন বা নিদ্রিত অবস্থায় সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

প্রসন্নকুমার যাহার গাড়ী ভাড়া করিয়া ঐ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, প্রসন্নকুমার গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া যাইবার পর সেই গাড়ীর কোচমান প্রায় তিন চারি ঘণ্টা তাহার গাড়ী সেই স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখে। পরে সে যখন দেখিল যে, প্রসন্নকুমার বা তাঁহার সঙ্গী লোকটী কেহই প্রত্যাগমন করিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া সেই কোচমান তাহার গাড়ী সেই স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই জঙ্গলময় বাগান অতিক্রম করিয়া ক্রমে সেই গৃহের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, সেই গৃহের কিছুদূর অন্তরে একটী পুষ্করিণীর ঘাটের উপর দুইটী লোক উপবেশন করিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কোচমান প্রসন্নকুমার বা তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিকে সেই স্থানে দেখিতে না পাইয়া, উহাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, ও উহাদিগকে প্রসন্নকুমার ও তাঁহার সঙ্গীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে উহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, প্রায় তিন চারি ঘণ্টা হইল, যখন তাহারা এই বাগানের অপর প্রান্ত দিয়া ইহার ভিতর প্রবেশ করিতেছিল, তখন তাহারা একটী বাবু ও অপর এক ব্যক্তিকে সেই দিক দিয়া এই বাগান হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে দেখিয়াছে। তাহারা যে কে ও কোথায় গিয়াছে, তাহা তাহারা বলিতে পারে না।

উহাদিগের কথা শুনিয়া কোচমান বুঝিতে পারিল, কার্য্যগতিকে তাঁহারা এই বাগান হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছেন, তাহাকে বলিয়া যাইবার সময় পান নাই। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সে আপন গাড়ীতে প্রত্যাগমন করিল, ও আরও দুই ঘণ্টা কাল সেই স্থানে অপেক্ষা করিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সে আপন গাড়ী লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

---

## নবম পরিচ্ছেদ।

যে সময় প্রসন্নকুমার সেই কোচমানের সহিত মালতীর অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সেই বাগানের ভিতর প্রবেশ করেন, সেই সময় সেই দস্যুসর্দ্দার গঙ্গারাম তাহার দুইজন প্রিয় অনুচর রামচরণ ও কালিচরণের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহারা এরূপ স্থানে ছিল যে, প্রসন্নকুমার তাহাদিগকে সেই সময় দেখিতে পান নাই। তাহাদিগের দলের অপর দস্যু সেই কোচমান যখন প্রসন্নকুমারকে লইয়া গিয়া ঐ ঘর দেখাইয়া দেয়, ও বালিকার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া যখন প্রসন্নকুমার সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করেন, সেই সময় উহারা দ্রুতগতি আসিয়া ঐ কোচ-

দানের সাহায্যে ঐ ঘরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দেয়. ও উহাতে একটী মজবুত তালা বন্ধ করিয়া, পরিশেষে লৌহ কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাতেও একটী তালা দেয়। এইরূপে প্রসন্নকুমারকে আবদ্ধ করিয়া সেই কোচমান বাগানের অপর প্রান্ত দিয়া বাহির হইয়া যায়। দস্যু সর্দ্দার গঙ্গারাম তাহার অনুচর রামচরণ ও কালিচরণের সহিত সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে থাকে।

ইতি পূর্ব্বে দস্যুগণ একস্থানে সম্মিলিত হইয়া প্রসন্নকুমারের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার নিমিত্ত যে মন্ত্রণা করিতেছিল, তাহা এখন সার্থক হইল। প্রসন্নকুমারকে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহারা যে জাল পাতিয়াছিল, প্রসন্নকুমার ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনা হইতেই সেই জালে আসিয়া আবদ্ধ হইল। এখন দস্যুগণের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তাহাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, যেরূপ অবস্থায় ও যে স্থানে তাহারা প্রসন্নকুমারকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই স্থান হইতে প্রসন্নকুমারকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা কাহারও পক্ষে নিতান্ত সহজ হইবে না। আর যদি অনুসন্ধান করিয়া কেহ বাহির করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও সে সময়সাপেক্ষ. ততদিবস অনশনে ঐ ঘরের ভিতরই প্রসন্নকুমারের জীবনলীলা শেষ হইবে।

দস্যুগণের মন্ত্রণার ফল পাঠকগণ স্বচক্ষে দর্শন করিলেন সত্য, কিন্তু উহারা যে কি মন্ত্রণা করিয়াছিল, তাহা কি আপনারা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিয়াছেন ? যদি না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার একটু আভাস এই স্থানে প্রদান করিতেছি।

দস্যুদিগের মন্ত্রণায় পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, কোন গতিকে প্রসন্নকুমারকে ইহজগৎ হইতে অন্তর্হিত করিতে না পারিলে কিছুতেই সুচারুরূপে তাহারা তাহাদিগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। আরও স্থিরীকৃত হয় যে, এরূপ কোন একটী অপরাধ করা আবশ্যক যে, সেই অপরাধের অনুসন্ধানের জন্য প্রসন্নকুমার নিয়োজিত হন এবং ঐ অনুসন্ধানের সময় যখন তিনি জানিতে পারিবেন, কোথায় গমন করিলে তিনি তাহার অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন. তখন সেই সময় তাঁহাকে সেই স্থানে গমন করিতেই হইবে। সেই স্থানে যদি তিনি একাকী গমন করেন, তাহা হইলে সেই স্থানেই দস্যুগণ তাহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া লইবে।

দস্যুদিগের মধ্যে এইরূপ মোটা মুটি মন্ত্রণা স্থির হইলে, দলপতি এইরূপ স্থির করে যে, কোন নিভৃত স্থানে একটী নিভৃত বাড়ী স্থির করিতে হইবে। তাহাদিগের অভিলষিত বাড়ী প্রাপ্ত হইলে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া এই কলিকাতা সহরের কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তির একটি বালক বা বালিকাকে কোনরূপে অপহরণ করিয়া সেই নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিবে। বড় লোকের বালক বা বালিকা চুরি হইলে নিশ্চয়ই হুলুস্থুল পড়িয়া যাইবে। চারি দিকে অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে। পরিশেষে কোন ডিটেকটিভ্ কর্ম্মচারী নিশ্চয়ই এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইবেন। যদি প্রসন্নকুমারের হস্তে এই অনুসন্ধানের ভার ন্যস্ত হয়, তবে তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি গোয়েন্দা হইয়া সেই অপহৃত বালক বা বালিকাকে দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত প্রসন্নকুমারকে সঙ্গে লইয়া সেই বাড়ীতে গমন করিবে। পরে সুবিধামত তাঁহাকে সেই স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার জীবন নষ্ট করিবে। আর যদি প্রসন্নকুমারের হস্তে ঐ অনুসন্ধানের ভার ন্যস্ত না হয়, তাহা হইলেও, ঐ বালক বা বালিকা কোন্ স্থানে আছে, এই সংবাদ তাঁহাকে প্রদান করিলে বা সেই স্থান তাঁহাকে দেখাইয়া দিলে তিনি নিশ্চয়ই সেই স্থানে আগমন করিবেন, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি তিনি একাকী আগমন করেন, তাহা হইলে ঐ বাড়ী ও বালক বালিকাকে দেখাইয়া দিবে ও সেই সাবকাশে তাহাদিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া লইবে। আর যদি একাকী না আসিয়া অপর লোক জনের সহিত আগমন করেন, তাহা হইলে কদাচ সেই বাড়ী দেখাইয়া দিবে না।

এই পরামর্শ অনুযায়ী একজন কাঁকুড়গাছির বাড়ী স্থির করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি মালতিকে অপহরণ করিয়া আনে, তৃতীয় যে কোচমানি করিত, সেই প্রসন্নকুমারকে সঙ্গে করিয়া ঐ বাড়ীতে লইয়া আসে, ও সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সেই বাড়ীর ভিতর আবদ্ধ করে।

পূর্ব্বেই একপ্রকার স্থির হইয়াছিল যে, প্রসন্নকুমারকে কোনরূপে আবদ্ধ করিতে পারিলেই, তাহারা তখনই তাহাকে হত্যা করিবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহারা যেরূপ বাড়ী প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নকুমারকে হত্যা করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিল। তাহারা দেখিল, যে প্রকোষ্ঠের ভিতর প্রসন্নকুমার আবদ্ধ হইল, তাহার ভিতর হইতে তিনি কোনরূপেই বহির্গত হইতে পারিবেন না। সুতরাং অনশনে তাঁহাকে সেই স্থানেই জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত করিতে হইবে।

যে গ্রামে ব্যাঘ্রের অতিশয় উৎপাত হয়, যে গ্রাম হইতে রাত্রিকালে গরু বাছুর, ছাগল, ভেড়া ও সুযোগমতে মনুষ্যগণকে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়, হত্যা করে, সেই সকল গ্রামে সময় সময় ব্যাঘ্র মারিবার বিশেষ রূপ চেষ্টা হইয়া থাকে—গ্রামের লোকে ব্যাঘ্র মারিবার খাঁচা প্রস্তুত করিয়া থাকে। মফঃস্বলের পাঠকগণের মধ্যে সেরূপ খাঁচা অনে-

কেহ দেখিয়াছেন। ঐ সকল খাঁচা প্রায় দশ ফিট, লম্বা চারি ফিট চওড়া ও পাঁচ ফিট উচ্চ হয়। উহার চারি পার্শ্বে খুব মজবুত রেলিং দেওয়া, উপর ও নিচে মজবুত তক্তা দ্বারা আবদ্ধ। ঐ খাঁচার মধ্যে এক দিকে একটী ভেড়া বা ছাগল থাকিতে পারে, এরূপ একটী বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যে অংশে ছাগল বা ভেড়া রক্ষিত হইবে, তাহার চতুর্দ্দিকের রেল সকল এরূপ ঘন ভাবে বসান, যাহাতে সেই স্থানে ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ রেলের ভিতর দিয়া তাহার হস্ত প্রবেশ করাইয়া ঐ ছাগল বা ভেড়াকে কোনরূপে হত্যা করিতে না পারে। উহার উপর যে তক্তার ছাদ থাকে, তাহাতে এরূপ একটী দরজা রাখা হয় যে, তাহার ভিতর দিয়া ঐ ছাগল বা ভেড়া উহার ভিতর অনায়াসে রাখা যাইতে পারে বা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঐ খাঁচার অপর প্রান্তে একটী দরজা এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, উহার ভিতর দিয়া ব্যাঘ্র অনায়াসে ঐ খাঁচার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। ঐ খাঁচার যে অংশ রেল দ্বারা বিভাগিত করিয়া ছাগল বা ভেড়ার থাকিবার স্থান করা হইয়াছে, ঐ রেলের গাত্রে যেদিকে বাঘ থাকিবার স্থান হইয়াছে, সেই দিকে ছেঁড়া জালের অংশ বা সেইরূপ কোন পদার্থ রাখা হয়। ব্যাঘ্র প্রবেশ করিবার দরজাটী উঠাইয়া, তাহাতে সংলগ্ন একগাছি দড়ি ঐ জালের সহিত এরূপ ভাবে আটকাইয়া রাখা হইয়া থাকে যে, ঐ জাল ধরিলে বা উহাতে সামান্য রূপ হাতের জোর পড়িলেই ঐ দড়ি ঐ জাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ও সেই সঙ্গে ব্যাঘ্র প্রবেশ করিবার দরজাও পতিত হয়।

শিকারীগণ পূর্ব্ববর্ণিত ছাগল বা ভেড়ার ঘরের ভিতর একটী কি দুইটী ছাগল বা ভেড়া রাখিয়া উহার দরজা উপর হইতে উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দেয়। ব্যাঘ্র প্রবেশের দরজা উঠাইয়া দিয়া, তাহার সংলগ্ন দড়ি ঐ জালের সহিত পূর্ব্বকথিত রূপে সংলগ্ন করিয়া ঐ খাঁচা ব্যাঘ্র আগমনের স্থানে পাতিয়া রাখে। রাত্রিকালে ব্যাঘ্র, ঐ মেষ বা ছাগলের গন্ধ পাইয়াই হউক, বা কোনরূপে দেখিতে পাইয়াই হউক, অথবা তাহাদিগের চীৎকার শুনিয়াই হউক, সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক ঐ খাঁচার ভিতর হস্ত ঢুকাইয়া উহাকে ধরিতে চেষ্টা করে। কোনরূপে উহার ভিতর হস্ত ঢুকাইতে না পারিলে, উহার ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা দেখে ও প্রবেশের পথ দেখিতে পাইলেই উহার ভিতর দিয়া যেমন প্রবেশ করিয়া থাকে ও যেমন ঐ ছাগল বা ভেড়ার দিকে গিয়া পুনরায় সেই ঘরের ভিতর হইতে ছাগল বা ভেড়াকে ধরিবার চেষ্টা করে, অমনি ঐ জালে তাহার হস্ত বা পদের আঘাত লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ খাঁচার

কপাট পড়িয়া যায়, ব্যাঘ্রও সেই খাঁচায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। শিকারীগণ দূর হইতে উহা দেখিতে পাইয়া, সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বকে যে মেষ বা ছাগলের লোভে ব্যাঘ্র সেই খাঁচার ভিতর আবদ্ধ হইয়াছে, তাহার নিকট আগমন করে, ও উপরের কপাট খুলিয়া সেই মেষ বা ছাগলকে সেই খাঁচা হইতে বাহির করিয়া লয়। পরিশেষে সেই আবদ্ধ ব্যাঘ্রকে তাহারা হত্যা করিয়া থাকে।

দস্যু সর্দ্দার গঙ্গারাম যে ব্যাঘ্রকে ধৃত করিবার মানসে খাঁচা প্রস্তুত করিয়াছিল, ও যে ব্যাঘ্রকে প্রলোভিত করিবার মানসে মালতীকে অপহরণ করিয়া অপর প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়াছিল আজ প্রসন্নকুমার সেই মালতীর উদ্দেশে সেই প্রকোষ্ঠরূপ খাঁচার ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই স্থানেই আবদ্ধ হইলেন। এখন গঙ্গারাম ও তাহার অনুচরদ্বয় ভাবিল, যখন তাহাদিগের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, তখন নিরপরাধিনী মালতীকে আর আবদ্ধ করিয়া রাখা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাহারা সেই সময় তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিল না। কারণ যে গাড়ীতে প্রসন্নকুমার সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, সেই গাড়ী তখন সেই স্থানেই উপস্থিত ছিল, পাছে সেই গাড়োয়ান দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় তাহারা সেই সময় মালতীকে বাহির করিতে সাহসী হইল না, অথচ উহাকে পরিত্যাগ করিয়াও সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল না। অনেকক্ষণ পরে সেই গাড়োয়ান চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইল, সন্ধ্যার পর উহাদিগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী, যে গাড়ীতে করিয়া ঐ বালিকাকে সেই স্থানে আনা হইয়াছিল, সেই গাড়ী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তখন গঙ্গারাম মালতীর চক্ষু উত্তমরূপে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া সেই ঘর হইতে তাহাকে বাহির করিল ও গাড়ীতে তাহাকে স্থাপিত করিয়া যে স্থান হইতে তাহাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিল, তাহার বিপরীত দিকে গমন করিয়া, একটী নির্জ্জন স্থানে ছাড়িয়া দিল। অনন্তর গাড়োয়ান আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

# দশম পরিচ্ছেদ

গয়ার মা একটী নিতান্ত দরিদ্র স্ত্রীলোক, জাতিতে কৈবর্ত্ত। তাহার বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসরের অধিক হইবে না, কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন, তাহার শরীর কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, তাহার বয়ঃক্রম ৪০ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গয়ার মা কৈবর্ত্তের মেয়ে, সময়ে তাহার অবস্থা ভালই ছিল। তাহার স্বামীর দুইখানি লাঙ্গল ছিল। সে নিজে চাষ করিত, তৎব্যতীত আরও

একটী চাকর ছিল। হালের গরু ব্যতীত তাহার আরও চারি পাঁচটী গাভী ছিল। উহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত আরও একটী বালককে সে প্রতিপালন করিত। তাহার ঘরে যে পরিমাণ দুগ্ধ হইত, তাহা আপনারা খাইয়া অবশিষ্ট বিক্রয় করিত। উহার ঘরে ধান চাল সর্ব্বদাই মজুত থাকিত। গঙ্গারাম নামক তাহার একটী পুত্র ছিল. তাহার বয়ঃক্রমও প্রায় ১৭।১৮ বৎসর হইয়াছিল। যে বাগানে আজ প্রসন্নকুমার আবদ্ধ, সেই বাগানের সন্নিকটে জমিদারের জায়গায়, গোলপাতার ঘর বাঁধিয়া সে বাস করিত। এইরূপে সুখ স্বচ্ছন্দে কিছু দিবস বাস করিবার পর, গয়ার মার অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এক বৎসরের মধ্যে তাহার স্বামী ও পুত্রটী মারা যায়। গরু বাছুরগুলিও ক্রমে তাহাদিগের অনুগমন করে। চাষ আবাদ বন্ধ হইয়া যায়। ঘরে ধান চাউল প্রভৃতি যাহা কিছু মজুত ছিল, তাহাও ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। ক্রমে গয়ার মার অতিশয় কষ্ট হয়, আহারাদির সংকুলান হওয়া দায় হইয়া পড়ে। জমিদারের খাজনাও ক্রমে বাকী পড়িতে আরম্ভ হয়। যে নিজের অন্ন সংস্থানে অসমর্থ, সে কোথা হইতে জমিদারের খাজনা দিবে? জমিদার তাহার উপর নালিস করিয়া ডিক্রী করেন, যথাসময়ে ঘর কয়খানি বিক্রয় হইয়া যায়। যে ব্যক্তি উহা খরিদ করে, সে উহা ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়। গয়ার মা কিন্তু সেই স্থান পরিত্যাগ করে না। সে নিকটবর্ত্তী বাগান হইতে তালপাতা, নারিকেলপাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া একটী বৃক্ষের অন্তরালে এক-খানি ক্ষুদ্র কুটীর প্রস্তুত করে, ও তাহাতেই কোনরূপ দিন অতিবাহিত করে। অনেকে তাহাকে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছিল, কিন্তু যে স্থানে তাহার স্বামী পুত্র বাস করিয়া গিয়াছে, সে সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহে না। অনেক দুশ্চরিত্র লোক তাহাকে স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ী কুপরামর্শ দিয়া তাহার ক্লেশ নিবারণের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু সেই সকল প্রস্তাবে সম্মত হওয়া দূরে থাকুক, তাহা-দিগকে গালি দিয়া সে তাহাদিগের সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ করে। সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল, যদি একান্তই অনশনে তাহাকে মরিতে হয়, সেই জঙ্গলের ভিতরই মরিবে, কিন্তু সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া সে লোকালয়ে গমন করিবে না, বা কোন দুষ্ট লোকের কোন পরামর্শ সে শুনিবে না। মনে মনে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া গয়ার মা সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিল।

যে জমিদার উহার ঘর বিক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন, তিনি পরিশেষে গয়ার মার অবস্থা শুনিয়া এক দিবস সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, স্বচক্ষে তাহাকে দেখিয়া

তাঁহার মন আর্দ্র হইল। কিয়ৎ-পরিমাণ জমি দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, ইহাতে গাছপালা লাগাইয়া কোন গতিকে তুমি তোমার জীবন অতিবাহিত কর। যত দিবস তুমি বাঁচিবে, তত দিবস সেই জমির খাজনা তোমাকে দিতে হইবে না।

গয়ার মা ঐ জমিতে শাক সব্‌জি নিজে পরিশ্রম করিয়া প্রস্তুত করিত ও তাহাই বিক্রয় করিয়া যে দুই চারি পয়সা পাইত, তাহার দ্বারাই কোন গতিকে নিজের আহারীয় ও পরিধেয় বস্ত্র সংস্থান করিত। জমিদার তাহার নিকট হইতে ঐ জমির খাজনা লইতেন না সত্য, কিন্তু সময় সময় গয়ার মা ঐ জমিতে উৎপন্ন তরিতরকারি জমিদারের বাড়ীতে গিয়া দিয়া আসিত। যে স্থানে গয়ার মা বাস করিত, সেই স্থানে পুষ্করিণী আদৌ ছিল না, সুতরাং গয়ার মার জল প্রাপ্তির বড়ই কষ্ট হইত; যে বাগানে প্রসন্নকুমার আবদ্ধ, সেই বাগানে একটী পুষ্করিণী ছিল, উহা হইতে জল সংগ্রহ করিয়া গয়ার মা তাহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত ও তাহার ক্ষুদ্র তরকারির বাগানেও উহার জল লইয়া সেচন করিত। পুষ্করিণীর অপর প্রান্তে অর্থাৎ যেদিকে গয়ার মা বাস করিত, সেই দিকে জঙ্গলের মধ্য দিয়া ঐ পুষ্করিণীতে নামিবার একটী ক্ষুদ্র রাস্তা ছিল, গয়ার মার যাতায়াতের নিমিত্তই বোধ হয় ঐ রাস্তা আপনা হইতেই হইয়া গিয়াছিল। গয়ার মা ঐ রাস্তা দিয়া পুষ্করিণী হইতে জল আনিত। সেই স্থানের জঙ্গল নিবন্ধন অপর কোন স্থান হইতে কেহই তাহাকে সহজে দেখিতে পাইত না।

এক দিবস বৈকালে জল আনিবার নিমিত্ত গয়ার মা যখন সেই পুষ্করিণীতে গিয়াছিল, সেই সময় ঐ বাগানের গৃহের সম্মুখে সে দুই তিনজন লোককে দেখিতে পায় ও একটী বালিকার অস্ফুট ক্রন্দন-ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করে। কিন্তু গয়ার মা সে সম্বন্ধে আর কোনরূপ লক্ষ্য করে নাই। সে মনে করে, উহারা আসিয়া হয় ত সেই বাগানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার পর তিন দিবস যায়। চতুর্থ দিবস দেখিতে পায়, দুই তিন ব্যক্তি পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। সেই সময় প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, বাগানের ভিতর অন্ধকার আসিয়া আচ্ছন্ন করিয়াছে। সেই সময় গয়ার মা শুনিতে পায়, একজন বলিতেছে, "চল, আজ রাত্রিকালেই আমরা এই স্থান হইতে প্রস্থান করি, উহাকে যেরূপে আবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুই দেখিতে হইবে না, আপনা আপনিই এই ঘরের ভিতর মরিয়া পড়িয়া থাকিবে।"

গয়ার মা এই কয়েকটী কথা শুনিল সত্য কিন্তু সে উহার মর্ম্ম ভালরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, সুতরাং সেদিকে আর

লক্ষ্যও করিল না। পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া সে ধীরে ধীরে আপন কুটিরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সে যাহা শুনিয়াছিল. সে সম্বন্ধে সে আর কোন কথা ভাবিল না, বা কোন কথা আর তাহার মনেও হইল না।

পরদিবস দিবা দ্বিপ্রহরের সময় যখন গয়ার মা ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গমন করে, সেই সময় সে ঐ বাগানের ভিতর কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। কিন্তু পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার সময় সে যাহা শুনিয়াছিল, তাহাও তাহার কিছুই মনে নাই। সেই দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুনরায় সে যখন জল লইতে আইসে, সেই সময়ও কোন ব্যক্তি তাহার নয়নগোচর হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে হয়. কয়েকদিবস পূর্ব্বে সে ঐ বাগানের ঘর হইতে বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিল, সুতরাং নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি পরিবার লইয়া সেই বাগানে আসিয়া বাস করিতেছে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, তাহার কলসী সেই পুষ্করিণীর ধারে রাখিয়া সে ধীরে ধীরে ঐ গৃহের সন্নিকটে আগমন করে, কিন্তু স্ত্রী কি পুরুষ কোন লোককে দেখিতে না পাইয়া সে সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে, দেখিতে পায়, সমস্ত ঘরই শূন্য অবস্থায় রহিয়াছে, কেবল একটী ঘরের কাষ্ঠ ও লৌহ নির্ম্মিত উভয় দরজা বাহির হইতে তালাবন্ধ।

এই ঘরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বে সে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা হঠাৎ তাহার মনে হইল। তখন সে ভাবিল, যাহারা এই বাগানে ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ বলিয়াছিল. উহাকে যেরূপে আবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাতে সে আপনিই এই ঘরের ভিতর মরিয়া থাকিবে। সে মনে মনে ভাবিল, তবে কি এই ঘরের ভিতর কাহাকেও আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কিরূপে সেই মনুষ্যকে উদ্ধার করা যাইতে পারে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিবার আর কোন উপায় আছে কি না, তাহা গয়ার মা দেখিল ও বুঝিল, ঐ দরজা ভিন্ন উহার ভিতর প্রবেশ করিবার আর কোনরূপ উপায় নাই। তখন সে ঐ তালা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই দুর্ব্বলা স্ত্রীলোকের সামর্থ্য উহা কুলাইল না। অগত্যা দুঃখিত মনে, কি ভাবিতে ভাবিতে আপন কুটির অভিমুখে প্রস্থান করিল।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠকগণ ইহার পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন যে, দস্যুগণ প্রসন্নকুমারকে আবদ্ধ করিয়া মালতীকে ঐ স্থান হইতে বাহির করতঃ

একটী অপরিচিত স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আপন আপন স্থানে প্রস্থান করে। মালতী সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া আপন চক্ষের বন্ধন কোনরূপে খুলিয়া ফেলে। তখন সে দেখিতে পায়, একটী অপরিচিত স্থানে অন্ধকারের ভিতর সে রহিয়াছে। এই কয়েক দিবস অনশনে বা অর্দ্ধাশনে ও দিনারাত্র কেবল রোদন করিয়া সে অতিশয় দুর্ব্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার চলৎশক্তি একেবারে রহিত, ক্রন্দনশক্তি নাই বলিলেও হয়। তথাপি সেই সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা নিতান্ত ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই-রূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ যদি তাহাকে সেই স্থানে থাকিতে হইত, তাহা হইলে তাহার অদৃষ্টে যে কি ঘটিত, তাহা বলা যায় না।

সেই সময় একটী যুবক সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল, ঐ বালিকার ক্রন্দন শব্দে তাহার দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, পথভ্রান্ত হইয়া সেই বালিকাটী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি উহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু মালতী কোন কথার উত্তর প্রদান করিতে পারিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল। মালতীকে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, সে কোন ভদ্র গৃহের কন্যা। তিনি উহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কহিলেন, আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে তোমার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিব।

যুবকের কথা শুনিয়া মালতী চুপ করিল ও তাঁহার সহিত যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার আর চলিবার ক্ষমতা ছিল না, দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই সে সেই স্থানে পড়িয়া গেল। যুবক বুঝি-লেন, উহার চলিবার ক্ষমতা নাই। তখন তিনি উহাকে আপন ক্রোড়ে লইয়া নিজ গৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহার গৃহ অধিক দূরে ছিল না।

ঐ যুবক ব্রাহ্মণ, কোন অফিসে কর্ম্ম করেন, অফিস হইতে বাড়ী যাইতে প্রায়ই তাঁহার রাত্রি হয়। বাড়ীতে তাঁহার মাতা ও স্ত্রী ভিন্ন আর কেহই নাই। মালতীকে লইয়া গিয়া, তিনি তাঁহাদিগের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। যেরূপ অবস্থায় ও যে স্থানে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাবৎ তাঁহাদিগকে কহিলেন। মালতী উহাদিগকে দেখিয়া আরও ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাঁহারা মালতীর অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন, যে, সে অতিশয় ক্ষুধিতা হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদিগের ঘরে দুগ্ধ ছিল, সেই দুগ্ধ গরম করিয়া তখনই উহাকে একটু খাওয়াইয়া দিলেন। সে যেন একটু সুস্থ হইল। তখন তাহার নিকট হইতে উহাঁরা ক্রমে ক্রমে যাহা অবগত হইতে পারিলেন. তাহাতে

এই বুঝিলেন যে, কোন ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, একটী ঘরের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। সে কাহার কন্যা ও কোথায় তাহার পিতা মাতা বাস করিয়া থাকেন, তাহা সে কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল এই মাত্র বলিল যে, তাহার ঠাকুর দাদার নাম কিশোরী বাবু। ইহা ব্যতীত সে তাহার বিশেষ পরিচয় আর কিছুই প্রদান করিতে পারিল না।

সেই রাত্রে উহার পিতা মাতার সন্ধান হওয়া নিতান্ত সুকঠিন, এই ভাবিয়া তাঁহারা মালতীকে অনেক বুঝাইয়া বিশেষ যত্নের সহিত আপনাদিগের বাড়ীতেই রাখিয়া দিলেন ও রাত্রে তাহাকে চারিটী অন্নও আহার করাইলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে সেই যুবক মালতীকে একখানি গাড়ীতে করিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী থানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, কি অবস্থায় ও কোথায় মালতীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার সমস্ত অবস্থা সেই থানার কর্ম্মচারীকে কহিলেন ও মালতীর নিকট হইতে যাহা কিছু অবগত হইতে পারা গিয়াছিল, তাহাও তাঁহাকে বলিলেন। কর্ম্মচারী মহাশয় সমস্ত অবস্থা শুনিয়া, একটু চিন্তা করিলেন, পরিশেষে কহিলেন, এই বালিকা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর একটী বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়া প্রত্যেক থানায় বিলি করা হইয়াছে ও প্রত্যেক থানাতেই ইহার অনুসন্ধান করা হইতেছে। এই বলিয়া তিনি আর একজন কর্ম্মচারীকে ঐ বিজ্ঞাপনের কাগজখানি আনিতে কহিলেন। তিনি উহা আনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত করিলেন। তখন উহা দেখিয়া সেই যুবক জানিতে পারিলেন, যে মালতী কাহার কন্যা ও কোথায় তাহার পিতা মাতা বাস করিয়া থাকেন, ও কিরূপ অবস্থায় কোন্ দিবস হইতে মালতী অপহৃত হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে এখন যাহা কিছু থানায় লেখা পড়া করিবার প্রয়োজন, তাহা লিখিয়া লইয়া কর্ম্মচারী ঐ যুবকের সহিত একজন প্রহরীকে পাঠাইয়া দিলেন। যুবক ঐ প্রহরী ও মালতীকে লইয়া তাঁহার সেই গাড়ীতে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও রায় বাহাদুর কিশোরীলাল বর্ম্মণের বাসস্থান উদ্দেশে গাড়ী হাঁকাইতে কহিলেন

যে স্থানে মালতীকে পাওয়া গিয়াছিল, সেই স্থান হইতে কিশোরীলালের বাড়ী অনেক দূর ব্যবধান ছিল। তাঁহারা ক্রমে রায় বাহাদুরের বাড়ীতে উপনীত হইলেন গাড়ী দরজায় উপস্থিত হইবা মাত্র, দারবান মালতীকে দেখিতে পাইয়া বাড়ীতে সংবাদ প্রদান করিল। মালতীর আগমন সংবাদ শুনিয়া বাড়ীর ভিতর হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সদর বাড়ীতে সেই সময় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই দৌড়িয়া আসিয়া দরজায়

উপস্থিত হইলেন, অন্দর হইতেও প্রবীণা স্ত্রীলোকগণ বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে সকল স্ত্রীলোকের বাহিরে আসিবার উপায় নাই, তাঁহারা গৃহের নানা স্থান হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিতে আরম্ভ করিলেন। রায় বাহাদুরের স্ত্রী প্রবীণা ছিলেন, তিনি সেই যুবক বা অপর আর কাহাকেও দেখিয়া কোনরূপ লজ্জা না করিয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন, ও মালতীকে গাড়ী হইতে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া, সকলকে কহিলেন, ইহার মা অগ্রে ইহাকে দেখুক, তাহার পর আর সকলে ইহাকে দেখিও, বলিয়া দ্রুতপদে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় মালতীর মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, কেবল তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

রায় বাহাদুর সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সে যুবককে ও সেই প্রহরীকে বিশেষ যত্নের সহিত নিজের বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া বসাইলেন, ও কিরূপে, কোথায় মালতীকে পাওয়া গেল, তাহা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রহরী কিছুই বলিতে পারিল না, যুবক যেরূপ উপায়ে মালতীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যেরূপে তাহাকে সেই স্থান হইতে আনয়ন করেন, তাঁহার বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ যেরূপে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট রাত্রে রাখিয়াছিলেন, ও পরদিবস তাহাকে থানায় আনিয়া যেরূপে তাহার পিতা-মহের সন্ধান পান, তাহা সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। রায় বাহাদুর তাঁহার কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি সেই যুবককে কিছু পারিতোষিক প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু যুবক তাহা গ্রহণে সম্মত হইলেন না, তখন তিনি সেই প্রহরীকে কিছু পারিতোষিক প্রদান করিয়া ও গাড়োয়ানকে সেই স্থানে আসি-বার ও সেই যুবককে সেই স্থান হইতে পুনরায় তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিবার ভাড়া ও পারিতোষিক স্বরূপে আরও কিছু প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। যুবক সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার সময় রায় বাহাদুর তাঁহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইলেন ও তাঁহাকে কহিলেন, দুই এক দিবসের মধ্যে তিনি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

রায় বাহাদুর যাহা বলিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই করিলেন। দুই তিন দিবস পরে রায় বাহাদুর সন্ধ্যার পর তাঁহার স্ত্রী মালতীকে সঙ্গে লইয়া সেই যুবকের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ঐ যুবক অফিস হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই, সুতরাং রায় বাহাদুর আর তাঁহার গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন না, তিনি বাহির হইতে সেই যুবককে ডাকায় কাহার

কোনরূপ উত্তর পাইলেন না কিন্তু দেখিতে পাইলেন, ঐ বাড়ীর দরজার অন্তরাল হইতে একটী স্ত্রীলোক তাঁহাদিগকে দেখিতেছেন, কিন্তু কোনরূপ উত্তর প্রদান করিতে পারিতেছেন না। ইহা দেখিয়া রায় বাহাদুর মালতীকে সঙ্গে লইয়া সেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন ও সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

তিনি ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র একটী স্ত্রীলোক আসিয়া মালতীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, ঐ বাড়ীতে কেবল দুইটী মাত্র স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কেহই নাই, উহাদিগকে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, উহাদিগের একজন সেই যুবকের মাতা ও অপর তাঁহার স্ত্রী মালতীকে তাঁহারা সেই রাত্রে যেরূপ যত্ন করিয়া আপন গৃহে স্থান প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার নিমিত্ত তিনি উহাদিগকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, পরিশেষে প্রণামী স্বরূপ তাঁহাদিগকে একশত টাকা প্রদান করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা কোনরূপেই টাকা গ্রহণ করিতে চাহিলেন না কিন্তু প্রণামীর টাকা গ্রহণ না করিলে রায় বাহাদুরকে বিশেষরূপে অপমানিত করা হইবে, এইরূপ বলিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া ঐ টাকা প্রদান করিয়া চলিয়া আসিলেন।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গয়ার মা একটু সামান্য ক্ষেতে গাছ পালা লাগাইয়া তাহারই উপসত্ব হইতে আপন জীবনধারণ করিত, ইহা পাঠকগণ অবগত আছেন। জমি খননাদি করিতে হইলে, যে দুই চারিখানি লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্রের প্রয়োজন, তাহাও গয়ার মার ছিল। ঐ বাগান বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গয়ার মা, আপন কুঁড়ের মধ্যে গমন করিল ও সেই স্থান হইতে একখানি দা ও একটী বৃহৎ সাবল লইয়া সে পুনরায় ঐ স্থানে আগমন করিল। উহাদিগের সাহায্যে সে লৌহ নির্ম্মিত দরজার তালাটী অনেক কষ্টে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, পরিশেষে কাষ্ঠ নির্ম্মিত দরজার তালাও ক্রমে ভাঙ্গিয়া সে উভয় দরজা খুলিয়া ফেলিল।

দরজা খোলা হইলে গয়ার মা দেখিল, উহার মধ্যে একটী লোক মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। মরিয়া গিয়াছে ভাবিয়া, প্রথমতঃ ঐ ঘরের ভিতর একাকী প্রবেশ করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না, সে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া উহাকে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে দেখিবার পর সে বুঝিতে পারিল যে, ঐ ব্যক্তি মরে নাই, তাহার হাত পা নড়িতেছে। তখন সে সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে উহার নিকট

গমন করিল। ঐ ব্যক্তি গয়ার মাকে দেখিয়া, তাহার দিকে সজলনয়নে চাহিতে লাগিল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, উহাঁর মুখের ভাব দেখিয়া গয়ার মা বুঝিতে পারিল, তিনি জলপান করিতে চাহিতেছেন। গয়ার মা দ্রুতপদে তাহার গৃহ হইতে একঘটি জল আনিয়া মুখে ও চক্ষে সেচন করিল ও কিয়ৎপরিমাণ উহাঁকে পান করাইল। জল পান করিয়া তিনি একটু সুস্থ হইলেন, ও তাঁহার মুখ দিয়া ধীরে ধীরে কথা বাহির হইল। তিনি অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন, মা, তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমাকে এই স্থান হইতে বাহিরে লইয়া চল। আমার জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

তাঁহার কথা শুনিয়া গয়ার মা কহিল, তোমার কোন ভয় নাই, আমি এখনই তোমাকে আমার কুঁড়ে ঘরে লইয়া যাই-তেছি। তুমি কোনরূপে আমার অঙ্গে ভর দিয়া আমার সহিত আগমন কর। এই বলিয়া গয়ার মা তাঁহাকে ধরিল, ধরিয়া উঠাইয়া বসাইল, ক্রমে জোর করিয়া তাঁহাকে তুলিয়া দাঁড় করাইল, ও নিজের বাহু বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার মস্তক তাহার বাম স্কন্ধের উপর স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে কোনরূপে সেই ঘর হইতে বাহির হইল।

প্রসন্নকুমারের অঙ্গে কিছুমাত্র সামর্থ্য ছিল না, তথাপি তাঁহার যতদূর সাধ্য তাঁহার পায়ে ভর দিয়া ও শরীরের ভার গয়ার মার শরীরের উপর রাখিয়া কোনরূপে গয়ার মার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে গয়ার মা তাঁহাকে আপন কুটীরে লইয়া গেল। সে স্থান হইতে তাহার কুটিরে গমন করিতে হইলে দুই মিনিটের অধিক লাগে না, কিন্তু প্রসন্নকুমারকে লইয়া যাইতে তাহার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় অতি-বাহিত হইয়া গেল।

গয়ার মার যে একটু সামান্য বিছানা ছিল, সে তাঁহাকে লইয়া গিয়া তাহার উপর শয়ন করাইল, ও আর একটু জল তাঁহাকে পান করাইয়া সে তাহার কুঁড়ে হইতে বাহির হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে কিছু দুগ্ধ আনিয়া উহা গরম করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। প্রসন্নকুমার দুগ্ধ পান করিয়া বেশ সুস্থ হইলেন, তাঁহার শরীরে একটু বলের সঞ্চার হইল। তিনি তখন গয়ার মার নিকট আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার পিরানের পকেটে কিছু অর্থ ছিল, তাহা লইয়া গয়ার মাকে দিলেন, কহিলেন, এই অর্থ দ্বারা কিছু খাদ্য কিনিয়া আন, এবং আমার বাড়ীতে কোন-রূপে সংবাদ প্রদান কর। গয়ার মা ঐ অর্থ দ্বারা কিছু আহারীয় সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইল।

গয়ার মা তাঁহার জমিদারের বাড়ীতে

প্রায় সদাসর্ব্বদা যাইত। সুতরাং মনে করিল, তাহার জমিদারের নিকট গমন করিয়া এই সমস্ত কথা বলিয়া তাঁহার দ্বারাই যেরূপে হয় একটা বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, সে প্রসন্নকুমারকে তাহার মনের ভাব বলিয়া সে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় প্রসন্নকুমার তাঁহাকে গাড়ী করিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন ও কহিলেন, যত শীঘ্র হয় এই কার্য্য সম্পন্ন কর।

প্রসন্নকুমারের কথা শুনিয়া গয়ার মা তৎক্ষণাৎ আপন জমিদারের বাড়ীতে গমন করিল, যাইতে যাইতে যে স্থানে গাড়ী পাইল, সেই স্থান হইতে উহা ভাড়া করিয়া লইল। জমিদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রসন্নকুমারের সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে কহিল। তিনি প্রসন্নকুমারকে জানিতেন, কিন্তু তাঁহার বাড়ী চিনিতেন না। গয়ার মার কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি তাঁহার বাড়ীর সন্ধান করিয়া তাঁহার বাড়ীতে এই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত নিজেই প্রস্তুত হইলেন। যে গাড়ীতে গয়ার মা আসিয়াছিল, সেই গাড়ীতে গয়ার মার সহিত আরোহণ করিয়া তিনি সেই স্থানের থানায় গমন করিলেন। সেই স্থান হইতে প্রসন্নকুমারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রসন্নকুমারের বাড়ীতে কেবলমাত্র তাঁহার স্ত্রী ও একটী পুত্র ছিল। প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইল, প্রসন্নকুমার বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছেন, তাহার পর তাঁহারা প্রসন্নকুমারের আর কোন সংবাদ পান নাই। না বলিয়া কহিয়া প্রসন্নকুমার এত দিবস কোন স্থানে থাকিতেন না। সুতরাং প্রসন্নকুমারের কোনরূপ সংবাদ না পাইয়া তাঁহার স্ত্রী পুত্র নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পিতার সংবাদ জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, ও তাঁহার নিকট হইতে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন যে, তিনিও প্রসন্নকুমারের কোনরূপ সংবাদ বা তাঁহার কোন পত্রাদি পান নাই। সুতরাং প্রসন্নকুমারের সংবাদের জন্য তাঁহারা নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, প্রসন্নকুমারের অনেক শত্রু। কোনরূপে প্রসন্নকুমারের সংবাদ না পাইয়া তাঁহারা নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন, এরূপ সময় সেই জমিদার গয়ার মার সহিত সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উহাঁদিগের নিকট হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া একখানি গাড়ী আনিয়া উহাঁদিগের সহিত প্রসন্নকুমারের উদ্দেশে চলিলেন। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থায় প্রসন্নকুমারের স্ত্রী তাঁহাদিগের সহিত গমন করিতে লজ্জিত হইলেন না। জমিদার মহাশয়ও সঙ্গে চলিলেন।

তাঁহারা গয়ার মার সেই ক্ষুদ্র কুটীরে গমন করিয়া প্রসন্নকুমারকে যেরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, তাহাতে কোনরূপে আর চক্ষু-জল সংবরণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহাকে লইয়া আপন গৃহে আনয়ন করিলেন। গয়ার মাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। জমিদার মহাশয় তাঁহাদিগকে বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিয়া আপন বাটীতে প্রস্থান করিলেন।

বাড়ীতে আসিয়াই প্রসন্নকুমারের পুত্র একজন ডাক্তারকে আনাইলেন, তিনি প্রসন্নকুমারের নিকট সমস্ত অবস্থা শুনিয়া কহিলেন, আহারীয়, পানীয় ও নির্ম্মল বায়ু সেবনের অভাবে প্রসন্নকুমারের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় আর দুই চারি দিবস অতিবাহিত হইলে, প্রসন্নকুমারকে আর জীবিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইত না।

প্রসন্নকুমার কয় দিবস যে ঐ ঘরের ভিতর আবদ্ধ ছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন না। হিসাব করিয়া পরিশেষে জানিতে পারা গেল যে, প্রায় ৭ দিবস তিনি ঐরূপ অবস্থায় বিনা আহারে ও বিনা জল পানে অতিবাহিত করিয়াছেন।

ঔষধ ও আহারীয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ডাক্তার মহাশয় প্রস্থান করিলেন। ক্রমে প্রসন্নকুমার সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

প্রসন্নকুমারের এই সংবাদ ক্রমে চারিদিকে রাষ্ট হইয়া পড়িল। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী ইহা জানিতে পারিয়া নিজে আসিয়া প্রসন্নকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া কয়েকজন উপযুক্ত পুলিস কর্ম্মচারীকে ইহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। যে কয়জন পুলিস কর্ম্মচারী এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন, যাহাদিগের দ্বারা প্রসন্নকুমারের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল যাহারা প্রসন্নকুমারকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া প্রায় তাঁহার জীবন একরূপ শেষ করিয়া আনিয়াছিল, অনুসন্ধান করিয়া যদি তাহাদিগকে ধৃত করিতে ও উপযুক্তরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অবস্থাও যে ক্রমে ঐরূপ না হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। প্রসন্নকুমারের নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া, সর্ব্বপ্রথম যে গাড়ীতে করিয়া মালতীকে লইয়া গিয়াছিল, সেই গাড়ীর কোচমানকে অর্থাৎ যে কোচমান প্রসন্নকুমারকে সঙ্গে করিয়া যেখানে তিনি আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেইখানে লইয়া গিয়াছিল, সেই কোচমানকে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে ধৃত করিলেন। ঐ কোচমান একেবারে সমস্ত কথা অস্বীকার করিল। সকলেই বুঝিল, কোচমানও ঐ দস্যুদলভুক্ত।

যে গাড়ী ভাড়া করিয়া প্রসন্নকুমার ঐ বাগানে গমন করিয়াছিলেন, সেই গাড়ীর কোচমানকেও পাওয়া গেল। সে ও প্রসন্নকুমার উভয়েই প্রথমোক্ত গাড়ীর কোচমানকে দেখিয়া অগ্রেই চিনিতে পারিলেন, তথাপিও সে এখন কোন কথা স্বীকার করিল না।

মালতীকে লইয়া গিয়া ঐ বাগান দেখান হইল। সে ঐ বাগান দেখিয়া অগ্রেই চিনিতে পারিল ও যে ঘরে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা সে দেখাইয়া দিল।

পূর্ব্বকথিত কোচমান সমস্ত কথা অস্বীকার করিলেও অনুসন্ধানকারী পুলিস কর্ম্মচারিগণ সমস্ত কথা ক্রমে জানিতে পারিলেন। গঙ্গারাম রামচরণ ও কালীচরণ ক্রমে ধৃত হইল।

যে মালীর নিকট হইতে উহারা ঐ বাগান ভাড়া লইয়াছিল, সেই মালি উহাদিগকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিল ও যেরূপ অবস্থায় উহারা ঐ বাগান ভাড়া লইয়াছিল, তাহার সমস্তই সে বলিল।

মালতী কালিচরণকে দেখিবা মাত্রই কহিল, এই ব্যক্তি সকলকে ফুল বিতরণ করিয়াছিল, ও আমাকে তাহার গাড়ীতে করিয়া লইয়া যায়। গঙ্গারামকে দেখিয়া কহিল, এই ব্যক্তিই তাঁহাকে ঘরের ভিতর আবদ্ধ করে। রামচরণকে দেখিয়া কহিল, আমাকে সময় সময় সেই ঘরের মধ্যে আহারীয় দিয়া আসিত।

গয়ার মা উহাদিগের চারিজনকই দেখিয়া চিনিতে পারিল, ও কহিল, উপর্য্যুপরি ৩.৪ দিবস সে উহাদিগকে ঐ বাগানের ভিতর দেখিয়াছে।

অনুসন্ধানে উহাদিগের উপর ক্রমে আরও অনেক সাক্ষ্য পাওয়া গেল। মেছুয়াবাজারে যে প্রথম এই ঘটনার ষড়যন্ত্র হয়, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গেল। ফুল বিতরণের ও সেই স্থানে গাড়ী রাখার আরও প্রমাণ সংগৃহীত হইল।

পুলিসের অনুসন্ধান শেষ হইলে উহারা বিচারার্থ প্রেরিত হইল। উচ্চ আদালতে উহাদিগের বিচার হইল। জজ সাহেব ও জুরিগণ এই মকর্দ্দমা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন। আসামীগণের সকলেই দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, জজ সাহেব তাহাদিগের সকলকেই দীর্ঘকালের জন্য নির্ব্বাসিত করিলেন।

পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী, প্রসন্নকুমারের জীবন রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া গয়ারমাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিলেন ও সেই দিবস হইতে প্রসন্নকুমার গয়ারমাকে আপন গৃহে স্থান প্রদান করিয়া তাঁহাকে মাতৃবৎ সেবা করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

লোক-দেখান দোকান, পুলিসের চক্ষে ধুলি দিবার নিমিত্তই ঐ দোকানের আবশ্যক হইয়াছিল। দোকানের ভার যাহার উপর ন্যস্ত ছিল, সে পাঠকের পরিচিত। সিঁদ চুরি মকর্দ্দমায় যে গোলামহোসেন ধৃত হইয়াছে, এ সেই ব্যক্তি।

উহারা দিবাভাগে দোকানে বসিয়া লোক দেখান দোকানের কার্য্য সম্পন্ন করিত। কিন্তু রাত্রিকালে সুযোগ মতে চুরি করাই উহাদিগের প্রধান কার্য্য ছিল। উহারা যত দিন লক্ষ্ণৌ সহরে বাস করিয়াছিল, তত দিন চুরি ভিন্ন উহাদিগের অপর কোন উপার্জ্জনের উপায় ছিল না। এইরূপে দুই তিন বৎসর লক্ষ্ণৌ সহরে থাকিয়া উহারা অনেক চুরি করে, কিন্তু তাহার একটীতেও উহারা ধৃত হয় নাই। এইরূপ অসৎ উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ অসৎ কার্য্যেই ব্যয় হইয়া থাকে। ঐ অর্থ হইতে মধ্যে মধ্যে হোসেনআলি কিছু কিছু আপন দেশে পাঠাইয়া দিত। কিন্তু পাপকার্য্য চির দিবস সমান ভাবে চলে না, একটী চুরি মকর্দ্দমায় তাহারা উভয়েই ধৃত হয়। ঐ মোকর্দ্দমায় হোসেন আলি দুই বৎসর ও গোলাম হোসেন ৬ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারারুদ্ধ হয়। চুরি বিদ্যা শিক্ষা করিতে হোসেন আলির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, এই দুই বৎসর সে তাহা পূর্ণ করিয়া লয়। দুই বৎসরকাল অনবরত বড় বড় চোর ও ডাকাইতদের সহবাসে সে ঐ কার্য্যে শ্রেষ্ঠ পদ গ্রহণ করে।

গোলাম হোসেন জেল হইতে খালাস পাইবার পর, মধ্যে মধ্যে জেলে গিয়া হোসেন আলির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিত ও আবশ্যক অনুযায়ী দ্রব্যাদি ও টাকা কড়ি দিয়া আসিত।

জেলের ভিতর দুই বৎসরকাল অতিবাহিত করিবার সময় হোসেন আলি, রহমৎ ও তাহার অপর তিনজন অনুচরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে। সেই সময় হইতে উহারা কয়েকজনেই হোসেন আলির প্রধান সহায়রূপে পরিগণিত হয়। হোসেন আলির জেল হইতে খালাস হইবার কিছু দিবস পূর্ব্বে উহারা জেল হইতে মুক্তি লাভ করে। হোসেন আলি বাহিরে আসিয়াই তাহার পাঁচজন বন্ধুর সহিত মিলিত হয়, কিন্তু লক্ষ্ণৌ সহরে বাস করিয়া তাহাদিগের ব্যবসা চালান আর যুক্তিসঙ্গত মনে করে না। আর একটী নূতন স্থানে গিয়া তাহারা তাহাদিগের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করে ও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে তাহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র দিল্লীনগরে স্থাপিত করে।

হোসেন আলি সেই স্থানে গমন করিয়া ব্যবসায়ের কেন্দ্রীভূত স্থানে একটী ঘর ভাড়া লয় ও সেই ঘরে একখানি কাপড়ের দোকান খুলে। পূর্ব্বের সঞ্চিত অর্থ কিছু তাহার নিকট ছিল, তদ্দ্বারাই ঐ দোকান স্থাপিত হয়। তাহার অনুসঙ্গিগণও ক্রমে

ক্রমে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়। উহারা ছয়জনই দিবাভাগে দোকানদারির ভাণে ঐ দোকানে কার্য্য করে। তাহাদের আহার ও বিশ্রামের স্থানও ঐ দোকানে। দিবা-রাত্রি ঐ স্থানে থাকিয়া অপরাপর দোকানের অবস্থা তাহারা উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিবে বলিয়া, রাত্রি দিন সেই স্থানে অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সুযোগ মতে ঐ দোকান হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী দোকান সমূহের মধ্যে যে দোকানে সুবিধা পাইত, সেই দোকানে সিঁদ কাটিয়া বা তালা ভাঙ্গিয়া চুরি করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। তাহারা নিত্য যে ঐরূপে চুরি করিত তাহা নহে, সুবিধামতে কোন মাসে একবার, কখন বা দুই তিন মাস অন্তর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিত।

বাজারের বড় বড় দোকানে ক্রমে এই-রূপে চুরি হওয়ায়, বাজারের ভিতর ভয়ানক গোলযোগ হইল। পুলিস কর্ম্মচারিগণও ক্রমে সতর্ক হইতে লাগিলেন। চোরাদ্রব্যের আসকারা ও চোর ধৃত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলেন না।

এইরূপে ক্রমে দুই এক বৎসর অতি-বাহিত হইয়া যাইবার পর হোসেন আলি ও তাহার দোকানের কর্ম্মচারিগণের উপর অপরাপর দোকানদারগণের সন্দেহ হইল, কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহারা কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ক্রমে ইহা পুলিসকর্ম্মচারি-গণেরও কর্ণগোচর হইল, পুলিসকর্ম্মচারিগণ প্রকাশ্যরূপে কোন কথা না বলিয়া, হোসেন আলি ও তাহার কর্ম্মচারিগণের উপর গোপন ভাবে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিলেন। রাত্রিকালে তাহাদিগের গতিবিধি উত্তমরূপে গোপনে পর্য্যবেক্ষিত হইতে লাগিল। হোসেন আলিও বুঝিতে পারিল যে, এত দিবস পরে তাহাদিগের উপর পুলিসের সন্দেহ হইয়াছে, সুতরাং সেই স্থানে তাহা-দিগের কার্য্যে আর হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। সুবিধামত আপনার দোকানে লোক দেখান যে সকল দ্রব্যাদি ছিল তাহার সমস্তই বিক্রয় করিয়া, সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া পুনরায় আপনাদিগের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিল।

সেই স্থান হইতে দোকান উঠাইয়া দিয়া হোসেন আলি ও তাহার অনুচরগণ যে কোথায় গমন করিল, তাহা সেই স্থানের পুলিস বা অপর কেহই জানিতে পারিলেন না। কিন্তু যে দিবস হইতে তাহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিল, তাহার পর দিবস হইতে দিল্লীর বাজারের কোন দোকান-দারের ঘরে সেইরূপ চুরির কথা আর কেহ শুনিতে পাইলেন না।

# দশম পরিচ্ছেদ

এবার হোসেন আলি ঐ প্রদেশ একেবারে পরিত্যাগ করিল। এবার তাহার কার্য্যক্ষেত্র হইল নিজ বোম্বাই সহরে। কলিকাতায় যেরূপভাবে বাড়ী লইয়া সে কারবার খুলিয়াছিল, বোম্বাই সহরে গিয়াও সে সেইরূপ ভাবে কারবারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতে একটী কারবার খুলিয়া দিল। নিজের গদি খুলিয়া তাহার পূর্ব্ব কথিত পাঁচজন অনুচরের সাহায্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। দিল্লীতে চুরি করিয়া তাহারা যে সকল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার এক চতুর্থ অংশ তাহারা তাহাদিগের নিজ খরচে ব্যয় করিত, অবশিষ্টের অর্দ্ধেক অংশ তাহারা তাহাদিগের মধ্যে বিভাগিত করিয়া লইত, বক্রী এক চতুর্থ অংশ হোসেন আলির নিকট মজুত থাকিত। সে একটী ব্যাঙ্কে ঐ টাকা জমা করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ টাকাও নিতান্ত সামান্য ছিল না, উহার পরিমাণ প্রায় পাঁচ সহস্র মুদ্রা। ঐ টাকার জোরেই হোসেন আলি বোম্বাই সহরে এক গদি খুলিয়া বসিল, গাড়ী ঘোড়া খরিদ করিল, হুণ্ডিতে কারবার চালাইতে সুরু করিল। যে দরে মহাজনের নিকট হইতে দ্রব্যাদি খরিদ করিত, তাহার দুই এক পয়সা কমে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া, ঠিক নিয়ম মত মহজানের দেনা পরিশোধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ব্যবসা বাজারে তাহার নাম বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, হোসেন আলি বোম্বাই সহরে হোসেন আলি নামে অভিহিত হয় নাই, সেইস্থানে সে নূতন নামে অভিহিত হইয়া নূতন কারবার আরম্ভ করিয়াছিল। মহাজনপটিতে যখন সে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া পড়িল, তখন তাহার কারবার উত্তমরূপে চলিতে লাগিল, কিন্তু এ কারবারে তাহার কোনরূপ লাভ হইত না, লোকসান হইত; কারণ তাহার স্বভাব ছিল খরিদ মূল্য হইতে সামান্য কম দরে দ্রব্যাদি বিক্রয় করা।

তাহারা লাভের প্রত্যাশায় কারবার আরম্ভ করে নাই, ইহা তাহাদিগের লোক দেখান কারবার। তাহাদিগের আসল কারবার যাহা তাহাই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত এই লোক দেখান কারবার আরম্ভ করিল।

উহারা ঐ স্থানে আসিয়া কারবার আরম্ভ করিবার পর হইতেই ঐ বাজারে ক্রমে বড় বড় চুরি হইতে আরম্ভ হইল। ইহার পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে চুরির নাম প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যাইত না, কিন্তু এখন হঠাৎ চুরি হইতে আরম্ভ হওয়ায়, কেহই সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, যে হঠাৎ এইরূপ চুরি আরম্ভ হইবার কারণ কি? কিন্তু সকল

দোকানদার ও ব্যবসায়িদিগের মনে বিশেষ রূপ ভয়ের সঞ্চার হইল, সকলে আপনাপন ধন সমূহ কিরূপে রক্ষা করিবেন তাহারই বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও এক রূপ মনের অশান্তিতে সকলেই দিন অতি-বাহিত করিতে লাগিলেন। যাহাতে ঐ রূপ চুরি আর না হয়, তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত পুলিসও বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ প্রকারের চুরি কিছুতেই বন্ধ হইল না। বৎসরের মধ্যে ঐরূপ বড় বড় চুরি পাঁচটী ছয়টী প্রায়ই হইতে লাগিল, কিন্তু স্থানীয় পুলিসের বিশেষ চেষ্টার ফলে কোনটীরই কিনারা হইল না ও কাহাদিগের দ্বারা যে এই কার্য্য হইতেছে তাহারও কোনরূপ নিরাকরণ হইল না। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর ক্রমে অতি-বাহিত হইতে লাগিল কিন্তু সেই প্রকারের চুরি কোনরূপেই বন্ধ হইল না।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইবার পর ক্রমে পুলিসের সন্দেহ উহাদিগের উপর পতিত হইল। উহাদিগের গতি-বিধি উত্তম রূপে লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত এক এক জনের পশ্চাতে তিন তিনজন লোক নিযুক্ত হইল। তাহারা রাত্রি দিন উহাদিগকে এক রূপ গোপনে নজরবন্দিতে রাখিয়া দিল। উহারাও ক্রমে বুঝিতে পারিল যে, ঐ স্থানে তাহাদিগের কার্য্য আর চলিতে পারে না। উহারা নিজের লোকদেখান যে কারবার ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়া, যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিল তাহা সঙ্গে লইয়া একে একে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যে তাহারা কোথায় গেল, অনেক চেষ্টা করিয়াও পুলিস কিন্তু তাহা স্থির করিতে পারিল না। উহারা প্রথমত আপন দেশে গমন করিয়া কিছু দিবস সেই স্থানে অবস্থিতি করিল, পরিশেষে কালকাতায় আসিয়া তাহারা তাহাদিগের যেরূপ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত আছেন।

উহাদিগের সমস্ত অবস্থা সম্যক অব-গত হইয়া ডিটেকটিভ-কর্ম্মচারী এখন উহা-দিগের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ তিনি তাহাদিগের প্রত্যেকের দেশে গমন করিয়া স্থানীয় পুলিসের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের অনুসন্ধান করি-লেন, কিন্তু তাহাদিগের কাহাকেও তাহা-দিগের বাসস্থানে প্রাপ্ত হইলেন না। তাহা-দিগের প্রত্যেকের ঘরে খানাতল্লাসী করিয়াও কোনরূপ অপহৃত বা সন্দেহসূচক দ্রব্যও প্রাপ্ত হইলেন না।

হোসেন আলি তাহার দেশে গিয়া প্রায় শতাবধি বিঘা জমি খরিদ করিয়া নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু সে প্রায়ই দেশে থাকিত না, কার্য্য উপলক্ষে সে প্রায়ই বাহিরে বাহিরে দিন কাটাইত। দুই চারি মাস অন্তর সময় সময় বাড়ী আসি

দশ পাঁচ দিবস অতিবাহিত করিয়া যাইত। বাড়ীতে তাহার স্ত্রী, দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিল। তাহারা জানিত যে, হোসেন আলি ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে, ও যখন বাড়ীতে আইসে, সেই সময় দুই চারি মাস তাহাদিগের খরচ-পত্র নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্তরূপ অর্থ প্রদান করিয়া যায়। তাহারা অনেকবার হোসেন আলির সহিত তাহার বাণিজ্য স্থান গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু হোসেন আলি কোনরূপেই তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। হোসেন আলির কারবারের স্থল যে কোথায়, তাহাও তাহারা অবগত ছিল না। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, তাহার কারবার করিবার স্থানের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, ভারতবর্ষের সকল স্থানে সে ঘুরিয়া বেড়ায়, ও যে স্থানে যখন যে দ্রব্য সুবিধা পায়, তাহাই খরিদ বিক্রয় করিয়া দশ টাকার সংস্থান করিয় লয়।

ডিটেকটিভ কর্ম্মচারী নানাস্থানে উহাদিগের অনুসন্ধান করিলেন, যে যে স্থানে উহারা এক একবার আপনাদিগের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছিল, সেই সকল স্থানে তিনি উহাদিগের বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই উহাদিগের কোন রূপ অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না। সুতরাং সেই কর্ম্মচারী নিতান্ত হতাশ হইয়া, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়াও যে তিনি একেবারে স্থির হইয়া রহিলেন, তাহা নহে; এখানেও তিনি তাঁহার সাধ্যমত, তাহাদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি হোসেন আলির শ্বশুর করিম বক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ও হোসেন আলি সম্বন্ধে যাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তিনি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন করিম বক্স, হোসেন আলির সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। অপরিচিত লোকের সহিত তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া, বিবিয়ার যে তিনি কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি যে কতদুর মর্ম্মাহত হইলেন, তাহা বলা যায় না। এই সকল কথা তিনি কিছু দিবস কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু মন্দ কথা প্রকাশ হইতে কখনই দেরী হয় না। ক্রমে হোসেন আলির চরিত্রের কথা সকলেই অবগত হইলেন। করিম বক্সের বন্ধু বান্ধবগণ ইহা অবগত হইয়া, তাঁহাকে বিশেষরূপ অনুযোগ করিতে লাগিলেন। করিম বক্স বিনা বাক্য ব্যয়ে সকলই সহ্য করিলেন। বিবিয়া চক্ষুজলে আপন বক্ষ ভাসাইয়া অন্তঃপুরের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইবার

পর, হোসেন আলি তাহার অনুচরগণের সহিত কোন একটী নিন্দনীয় স্থানে ধৃত হইলেন।

হোসেন আলির নামে যে সকল মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, করিম বক্স সেই সকল মকর্দ্দমার ফরিয়াদীকে যতদূর সম্ভব অর্থ প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। মকর্দ্দমার সময় তাহারা আর বিশেষরূপ পীড়াপীড়ি করিল না। বিচারকালীনও যতদূর সম্ভব উকীল কৌন্সলির যোগাড় করিয়া করিম বক্স তাহার মকর্দ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি মকর্দ্দমা হইতে হোসেন আলি নিষ্কৃতি পাইল। কিন্তু একেবারে অব্যাহতি পাইল না। কেবলমাত্র দুই বৎসরের নিমিত্ত সে কারারুদ্ধ হইল। সিঁদ চুরির কোন মোকর্দ্দমার অপহৃত দ্রব্য তাহার নিকট পাওয়া গেল না, সুতরাং ঐ সকল মকর্দ্দমায় সে নিষ্কৃতি লাভ করিল। হোসেন আলির অপরাপর সঙ্গিগণের মধ্যে সকলেই উপযুক্ত রূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইল।

হোসেন আলি কারারুদ্ধ হইবার পর করিম বক্স, হোসেন আলির অপর স্ত্রী ও পুত্রগণকে দেশ হইতে আনাইয়া, নিজের বাড়ীতেই স্থান প্রদান করিলেন, ও যাহাতে বিবিয়ার সহিত তাহাদিগের মনের মিল থাকে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর অতীত হইলে হোসেন আলি জেল হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর তাহাকেও নিজের বাড়ীতে তাহার দুই স্ত্রীর সহিত একত্রে থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, উহাদিগের সমস্ত খরচের ভার নিজে গ্রহণ করিয়া, যাহাতে হোসেন আলি তাহার অনুচরগণের সহিত আর কখন মিশিতে না পারে, ও যাহাতে তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ও অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইলেন।

সমাপ্ত।

---

# মাণিক চোর।

( ডিটেক্‌টিভ-গল্প )

---

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

---

৯ নং সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printed by J. N. De, at the Bani Press
63, Nimtola Ghat Street, Calcutta.
1911.

# মাণিক চোর।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। মেঘ-মুক্ত সুনীল অম্বরে থাকিয়া সহস্রাংশু প্রচণ্ড কিরণে চারিদিক যেন দগ্ধ করিতেছে। উত্তপ্ত পবন শন্ শন শব্দে প্রবাহিত হইয়া অগ্নিকণাসম ধূলিরাশি বিক্ষিপ্ত করিতেছে। বিহগকুল প্রাণভয়ে ভীত হইয়া স্ব স্ব কুলায়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বসন্তের নবোদ্গত শাখা-প্রশাখাদিসহ বিটপীশ্রেণী যেন ম্রিয়মান হইয়া রহিয়াছে, পথি মধ্যস্থ ধূলিকণা চারিদিকে উত্থিত হইতেছে।

এমন সময়ে বিষমপুর গ্রামের পথ দিয়া এক অশ্বারোহী মন্থরগমনে অগ্রসর হইতে-ছিলেন। হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত বিষম-পুর একখানি গণ্ডগ্রাম। গ্রামখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র না হইলেও এখানে অল্প লোকেরই নিবাস। তারাপদ বোস গ্রামের জমীদার।

অশ্বারোহী যুবক—বয়স ত্রিশবৎসরের অধিক নহে। দেখিতে সুপুরুষ ও সুসজ্জিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত। দেখিলেই বোধ হয়, তিনি অনেক দূর হইতে অশ্বারোহণে আগমন করিতেছেন।

যুবকের ন্যায় তাঁহার অশ্বটীও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, তাহার ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দেখিলে যুবক অপেক্ষা তাহাকে অধিকতর ক্লান্ত বলিয়া বোধ হয়।

কিছুদূর মন্থরগমনে অগ্রসর হইলে পর যুবক দূরে এক প্রাসাদসম অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বিমর্ষ ম্লান বদন প্রফুল্ল হইল। তিনি বামপদ দ্বারা অশ্বকে সঙ্কেত করিলেন। পরিশ্রান্ত হইলেও সে প্রভুর আজ্ঞা পালনে বিরত হইল না। ইঙ্গিতমাত্রে সে যুবককে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই অট্টালিকাভিমুখে অগ্রসর হইল।

নিকটবর্ত্তী হইলে যুবক দেখিলেন, অট্টালিকার তিন দিকে উদ্যান, সম্মুখে বিস্তীর্ণ মাঠ। উত্তরে নানাবিধ প্রকাণ্ড আয়কর বৃক্ষ, পূর্ব্বে আম জাম নারিকেলাদি বিবিধ ফলের গাছ, পশ্চিমে বিভিন্ন প্রকার শাক সব্জী, দক্ষিণে বিস্তীর্ণ মাঠে গোলাপ বেল মল্লিকাদি মনোরম সৌগন্ধপূর্ণ পুষ্প-কুঞ্জ। যুবক অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অশ্ব-রজ্জু ধারণ করতঃ অট্টালিকার দ্বার সমীপে গমন করিলেন। দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ।

অশ্বারোহী বিস্মিত হইলেন। নিকটে কোন লোক দেখিতে না পাইয়া তিনি চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, অদূরে এক বৃদ্ধ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে বসিয়া উদ্যান-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। নিকটস্থ একটী বৃক্ষে অশ্বরজ্জু বন্ধন করিয়া যুবক সেই বৃদ্ধের নিকটে গমন করিলেন এবং মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিসাধন বাবু কি বাড়ীতে আছেন?"

বৃদ্ধ চমকিত হইয়া তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। পরে অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।—তিনি বাড়ীতেই আছেন। কর্ত্তা বাবুর মৃত্যুর পর হইতে তিনি সর্ব্বদাই এখানে থাকেন।"

যুবক পূর্ব্বেই সে কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "একবার তাঁহাকে সংবাদ দিতে পার? বলিও, ত্রৈলোক্য বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া বৃদ্ধ তখনই সেই প্রাসাদসম অট্টালিকার দ্বার সমীপে আগমন করিল এবং দ্বার উন্মোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

যুবক দেখিলেন, সংস্কারাভাবে সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও তৎসংলগ্ন উদ্যানের অবস্থা অতি শোচনীয়। তিনি শুনিয়াছিলেন, হরিসাধনের পিতা অতি ধনবান। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই এখন সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কেন যে তিনি বাটী সংস্কার করেন নাই, কি জন্য যে তিনি উদ্যানকে শ্রীহীন অবস্থায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

কিছুক্ষণ পরেই বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিল এবং অতি নম্রভাবে বলিল, "আপনি ভিতরে আসুন।"

যুবক দ্বার অতিক্রম করিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। অট্টালিকার বহির্দ্দেশ অপেক্ষা ভিতরের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। নীচের অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ থাকিলেও প্রায় সকলগুলিই অব্যবহার্য্য। যে সিঁড়ি দিয়া তিনি দ্বিতলে উঠিলেন, তাহার স্থানে স্থানে ভগ্ন। দেওয়ালের অধিকাংশই শ্রীহীন।

বৃদ্ধ যুবককে দ্বিতলের একটী প্রকোষ্ঠের দ্বার সমীপে লইয়া গেল। পরে বিনীত কণ্ঠে বলিল, "আপনি ভিতরে যান, বাবু এই ঘরে আছেন।"

যুবক ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, হরিসাধন একখানি সুকোমল কৌচের উপর বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন। যুবক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনি তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। সহসা তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি পুস্তকখানি কৌচের উপর রাখিয়া, সহাস্যবদনে তখনই তাঁহার দিকে অগ্রসর

হইলেন। পরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তিলক এসেছিস? আমাকে তবে তোর মনে পড়েছে? কেমন করে আমার সন্ধান পেলি?"

অশ্বারোহীকে দেখিয়া হরিসাধন অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সাদরে সেই কৌচের নিকট আনয়ন করিলেন এবং তাহার উপর বসাইয়া স্বয়ং পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ বন্ধুর আনন্দ দেখিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আমি শীকারে আসিয়া ছিলাম। ফিরিবার সময় এই দিক দিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। পশ্চিমে যখন তোর সঙ্গে দেখা হয়, তখন বলেছিলি শীঘ্রই ফিরিবি। তাই আমি একেবারে তোদের কাছারি বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সেখান থেকেই তোর সন্ধান পেয়েছি।"

আগ্রহ সহকারে হরিসাধন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আমার সকল দুর্দ্দশার কথাই শুনেছিস?"

ত্রৈ। হাঁ ভাই! তোর পিতার গঙ্গা-লাভের কথায় আন্তরিক দুঃখিত হয়েছি।

হ। কেবল এই সংবাদটী পেয়েছিস?

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভাই? মানবের পিতৃহীন হওয়া অপেক্ষা আর দুর্দ্দশা কি অধিক হ'তে পারে?"

হতাশের হাসি হাসিয়া হরিসাধন বলিলেন, "হ'তে পারে কি না, শুনিলেই বুঝ্‌তে পারিবি।"

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শুনি?"

হরিসাধন বলিলেন, "সে সব পরে হবে। এখন আজ এখানে থাকা হবে ত?"

হাসিয়া ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন, "সেই জন্যই ত এখানে এসেছি। তোর চাকর কৈ? আমার ঘোড়াটা বাহিরে আছে।"

হরিসাধন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে বিষণ্ণবদনে বলিলেন, "চাকরের মধ্যে দুটী লোক আছে। ঐ বুড়ো মালী—আর সেই পুরাতন মাধা। আর সকলকে জবাব দিয়েছি। সকল কথাই শুন্‌তে পাবি।"

ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন, "মাধা আছে ত? এমন কাজ নাই যে, সে পারে না। বামুনের ছেলে বটে কিন্তু গায়ে অসুরের বল। কোথা সে?"

হরিসাধন হাসিতে হাসিতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং গৃহ হইতে বাহির হইয়া "মাধাকে ডাকিলেন। মাধা নিকটেই ছিল, প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে তখনই তাঁহার নিকটে গমন করিল। হরিসাধন তাহার উপর বন্ধুর অশ্বরক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন; এবং তাহাকে ত্রৈলোক্যের আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে আদেশ করিলেন।

মাধা ত্রৈলোক্যনাথকে চিনিত। যখন হরিসাধন পশ্চিমে গিয়াছিলেন, তখন মাধা তাঁহার সহিত ছিল। ত্রৈলোক্যনাথও সেখানে হরিসাধনের নিকটেই অপর এক বাটীতে বাস করিতেন। মাধা তাঁহাকে বিলক্ষণ ভক্তি করিত। মাধার মত তিনিও ভয়ানক বলিষ্ঠ বলিয়াই মাধা তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনিত।

তিলক আসিয়াছেন শুনিয়া মাধা সহসা ভ্রুকুটী করিল। পরে তখনই আত্ম সংবরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে ত্রৈলোক্যনাথের নিকট গমন করিল এবং সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিল।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ত্রৈলোক্যনাথ ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও শূদ্র বন্ধুর গৃহে আহার করিতে অসম্মত নহেন। পশ্চিমে হরিসাধনের বাটীতে তিনি অনেকবার আহার করিয়াছেন। বাল্যাবধি উভয়ে উভয়ের পরিচিত, উভয়েই সমবয়স্ক ও সমান অবস্থাপন্ন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ্য ছিল।

আহারাদি সমাপন করিয়া ত্রৈলোক্য নাথ যখন হরিসাধনের সহিত পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠে সেই কৌচের উপর উপবেশন করিলেন, তখন হরিসাধন অগ্রে অন্যান্য কথার অবতারণা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত বলিলেন, "তিলক! আর এক মাস পরে এখানে আসিলে আমার সহিত দেখা হইত না। আমার সমস্ত সম্পত্তিই বন্ধক। এক মাসের মধ্যে দেনা পরিশোধ করিতে না পারিলে সকলই বিক্রীত হইবে। আমায় ভিক্ষুকের মত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে।"

বাধা দিয়া ত্রৈলোক্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন এমন হইল ভাই! তোদের অগাধ সম্পত্তি কিসে নষ্ট হইল? তোর পিতা ত তেমন লোক ছিলেন না। তবে তিনি নগদ অর্থ ব্যয় করিয়া নানাবিধ রত্ন সংগ্রহ করিতেন, এই তাঁর রোগ ছিল। এক একখানি রত্নের দামে অনেক ভূসম্পত্তি কেনা যায়। সে রত্নগুলি কোথায়? সেগুলি ত পেয়েছিস?"

হরিসাধন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সেগুলিই ত কাল! তাদের জন্যই বাবা আমার প্রাণে মরিলেন। রত্ন-গুলি চুরি গিয়াছে ভাই! একখানিও পাই নাই।"

ব্যস্ত হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুলিসেও কি কোন কিনারা করিতে পারিল না?"

হ। কই?

ত্রৈ। একেবারে হাল ছেড়েছে?

হ। এক রকম বটে।

ত্রৈ। তোর পিতার মৃত্যু হয় কিসে?

হ। সেই রত্নগুলির শোক তিনি সংবরণ করিতে পারেন নাই। উহার শোকেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঠিক এই সময়ে মাধা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং উভয়ের সম্মুখে কতকগুলি তাম্বুল ও সুবাসিত তামাকুপূর্ণ একটী সোনা বাঁধান হুকা রক্ষা করিল। হরিসাধন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাধা! তিলক শোবে কোথা? তেমন ঘরই বা কোথায়?

মাধা প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর করিতে পারিল না। তখন হরিসাধন বলিলেন, "তবে থাক্—এই ঘরেই দুজনে শোব। আর একটা ভাল বিছানার বন্দোবস্ত কর।"

বাধা দিয়া ত্রৈলোক্যনাথ মাধাকে বলিলেন, "না না, এঘরে না। এত বড় বাড়ীতে একটী ভিন্ন শোবার ঘর নাই, এ বড় আশ্চর্য্য!

লজ্জার হাসি হাসিয়া হরিসাধন বলিলেন, "নিজেই ত বাড়ীর অবস্থা দেখ্‌ছিস্। আর একখানি ভাল ঘর আছে। কিন্তু সে ঘরে তুই থাকিস্ আমার ইচ্ছা নয়।

সাগ্রহে ত্রৈলোক্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? সে ঘরে কি?"

হ। সেই ঘরেই বাবা আমার মারা পড়েন।

ত্রৈ। তবে সেটীই তাঁর শোবার ঘর?

হ। হাঁ!

ত্রৈলোক্যনাথ দৃঢ়তা ব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, "তবে আমি সেই ঘরেই থাকিব।"

হরিসাধন যেন ব্যথিত হইলেন। তিনি বলিলেন, এখানকার সকলেই বলে, ও ঘরে ভূত আছে।

ত্রৈলোক্যনাথ হাসিয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন, "ভাল, এত দিনের পর ভূতই দেখা যাবে।"

হ। সে ঘর অনেক দিন বন্ধ আছে।

ত্রৈ। শোবারও এখন অনেক বিলম্ব আছে।

হরিসাধন অনেক বুঝাইলেন, বারম্বার নিষেধ করিলেন, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ কিছুতেই ছাড়িলেন না। তখন হরিসাধন মাধার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঘরটী শীঘ্র পরিষ্কার করিয়া রাখ। বাবার বিছানা যেমন ছিল তেমনই আছে। তিলক স্বচ্ছন্দে সেই বিছানায় শুইতে পারিবে।"

মাধা কোন উত্তর করিল না। হরিসাধনের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার ভঙ্গী দেখিয়া ত্রৈলোক্য হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মাধা যে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। উপহাস করিয়া বলিলেন, "মাধাও আমার কাছে থাকবে। কেমন মাধা?"

সচকিত নেত্রে সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জোড়হস্তে মাধা বলিল, "আমায় মাপ করুন,

লাখ টাকা দিলেও আমি রাত্রে ও ঘরে থাকি না।” আন্তরিক বিরক্ত হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন, “তবে এখনই ঘরটাকে পরিষ্কার করে রাখ। কি জানি রাত্রি হয়ে গেলে আর পরিষ্কারও হবে না।”

বন্ধুর কথায় হরিসাধন ঈষৎ হাসিয়া মাধাকে সত্বর সে আদেশ প্রতিপালন করিতে বলিলেন। মাধাও আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস না করিয়া বিরক্তির সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিল; এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় তথায় আসিয়া বলিল, ঘরটী পরিষ্কার হইয়াছে।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। কিন্তু এখনও অন্ধকার সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করিতে পারে নাই। অত্যুচ্চ বৃক্ষোপরি তখনও অস্তগত দিনমণির আভা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল। কৃষকগণ ধেনু লইয়া হল স্কন্ধে আপনাপন কুটীরাভিমুখে গমন করিতেছিল। বিহগকুল নিজ নিজ কুলায়ে প্রত্যাগত হইয়া জগৎপিতার স্তুতি গান আরম্ভ করিয়াছিল। হরিসাধন ত্রৈলোক্যনাথকে লইয়া পিতার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ দেখিলেন, ঘরটী বেশ বড় ও সুসজ্জিত। এক পার্শ্বে দুইখানি মখমলাচ্ছাদিত সুকোমল কৌচ, চারিখানি চেয়ার. একটী প্রকাণ্ড দেরাজ, দুইটী আলমারি, অপর পার্শ্বে এক অতি সুন্দর খাটের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যা। শয্যার উপর সাটিনের মশারি।

গৃহ মধ্যে ছয়টি প্রকাণ্ড জানালা ও একটি দরজা। হরিসাধন বন্ধুর হাত ধরিয়া একটি জানালার নিকট গমন করিলেন। পরে বলিলেন, “এই যে লোহার শিক দেখিতেছিস্, উহাই সকল অনিষ্টের মূল।”

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি হরিসাধনের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসে?”

হ। ঐ শিকের সাহায্যেই চোর এঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।

ত্রৈ। কে বলিল? কেমন করিয়া তুই তাহা জানিতে পারিলি?

হ। যে রাত্রে বাবার মৃত্যু হয়, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে মাধা আমার ঐ শিকের উপর যে দাগ দেখাইয়াছিল তাহাতেই আমি জানিতে পারিয়াছি।

ত্রৈ। শিকটা লোহার, উহাতে কিসের দাগ দেখিয়াছিলি?

হ। কেন—ধূলার। দাগগুলি দেখিয় স্পষ্টই বোঝা গেল যে, চোর সেই শিব ধরিয়াই উপরে উঠিয়াছিল।

ত্রৈ। ভাল, উপরেই না হয় উঠি কিন্তু কেমন করিয়া এ ঘরে আসিল? ঘ

আসিবার কি আর কোন পথ আছে ?

হরিসাধন বলিলেন, "কৈ, না।"

ত্রৈ। এ জানালার কি গরাদে ভাঙ্গা ছিল ?

হ। না—আমি ভালরূপ পরীক্ষা করেছিলাম।

ত্রৈ। চোর তবে কি করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল ? পুলিসের লোকে কি বলিলেন ?

হ। তাঁরা বলেন, ছাদে যে আলোক আসিবার পথ আছে, সেই পথ দিয়াই চোর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

ত্রৈ। সেখানে কোন চিহ্ন ছিল ?

হ। ছিল—ধূলার দাগ।

ত্রৈলোক্যনাথ আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। তিনি হরিসাধনের সহিত ছাদে গমন করিয়া কাচাবৃত আলোকপথ দুইটী পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, সেখান দিয়া সহজে কোন লোক গৃহের ভিতর আসিতে পারে না। কিন্তু বন্ধুকে মনের কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিছুক্ষণ সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমসৌরভে স্নাত মৃদুমন্দ মলয় পবন সেবন করিয়া পুনরায় হরিসাধনের শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর ত্রৈলোক্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরি! এখনও কি তোর ভাঙ খাওয়া অভ্যাসটা আছে ?

ঈষৎ হাসিয়া হরিসাধন বলিলেন, "এ দেহের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাসটা যাবে। প্রায় সতের বৎসরের অভ্যাস সহজে কি ছাড়া যায় ?"

এই সময় মাধা উভয়ের জলখাবার লইয়া আসিল। হরিসাধন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিলকের ভাঙ কোথায় ?

পরে ত্রৈলোক্যনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ তুইও একটু খাবি ত ?"

অল্প হাসিয়া ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন, "খেতে পারি কিন্তু জানিস্ ত খেলে আমায় কেমন জড় সড় করে ফেলে।"

হরিসাধন মাধাকে ইঙ্গিত করিলেন। প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সে তখনই তথা হইতে চলিয়া গেল এবং ত্রৈলোক্যনাথের জন্য অপর একটী পাত্রে খানিক ভাঙ্ আনিয়া দিল। তিনিও স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া পান করিলেন।

জলযোগ সমাপ্ত হইলে হস্ত প্রক্ষালন করিবার পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যনাথ নিজ অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিলেন, হরিসাধন এতক্ষণ সে দিকে লক্ষ্য করেন নাই। অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল পান্না বসান আংটী দেখিয়া পরীক্ষার জন্য তিনি উহা বন্ধুর হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন এবং স্বয়ং কিছুক্ষণ অতি মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া মাধার হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পান্নাখানি বড় সুন্দর—না মাধা ?"

মাধা এতক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে সেই অঙ্গুরীয়কের দিকে চাহিয়াছিল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া প্রভুর নিকট হইতে আংটী টী গ্রহণ করিয়া সতৃষ্ণনয়নে অবলোকন করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ অতি মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া মাধা বলিল, "আসল পান্না, অনেক দাম।"

ত্রৈলোক্যনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পান্নাখানির দাম বাস্তবকিই অনেক। মাধা দামী পাথর পরীক্ষা করিতে পারে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া এ বিদ্যা লাভ করিলে মাধা?"

মাধা ঈষৎ হাসিল। পরে বলিল, "আমি যাঁর চাকর ছিলাম, তিনি একজন জহুরী। তিনিই আমায় এ বিদ্যা দিয়েছিলেন।"

ত্রৈ। তুমি কি কখনও তাঁহার রত্নগুলি দেখিয়াছিলে?

মা। কতবার, আমি তাহার প্রত্যেক-খানি চিনি।

ত্রৈ। দেখিলে বলিতে পার?

মা। নিশ্চয়ই পরি কিন্তু আর যে সে-গুলিকে দেখিব এমন আশা নাই।

ত্রৈ। কেন?

মাধা ঈষৎ হাসিল, সস্মিতমুখে বলিল, "আপনি কি মনে করেন, সামান্য চোরে সেই রত্ন চুরি করিয়াছে? কখনও না।

ত্রৈ। না—কেন?

মা। কেন না, তাহাদিগেক কেহই বিক্রয় করিতে সাহস করিবে না। সাধারণ লোকে যে সকল পাথর কিনিতে পারিবে না।

ত্রৈলোক্যনাথ মাধার কথায় সায় দিলেন, ভাবিলেন, তাহার অনুমান সত্য। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কে চুরি করিল?"

মা। আমার বোধ হয় যাহারা ঐ কার্য্য করে, তাহাদের দ্বারাই সেগুলি চুরি হই-য়াছে। আমার প্রভুর নিকট যে সকল মূল্যবান রত্ন ছিল, অনেক রাজার নিকটও তেমন জিনিষ নাই। কে কাহার মনের কথা বলিতে পারে? বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভের জন্য তাহারা চুরি করে নাই। কেবল সঞ্চয়ের জন্যই করিয়াছে।

ত্রৈ। এমন লোক আছে, যাহারা চোরাই দ্রব্য বিনা বাক্যব্যয়ে ক্রয় করিতে পারে। যেরূপ লোকের কথা তুমি বলিলে, আমি তাহাদের কয়েক জনকে চিনি। তাহাদের ভিতর অন্ততঃ একজন এরূপ প্রকৃ-তির লোক আছে।

মাধা কোন উত্তর করিল না। সে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি একপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। হরিসাধনের প্রকাণ্ড অট্টালিকা রজত শুভ্র চন্দ্র-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে। তারকাবিহীন সুনীল অম্বর-পথে শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালা পবন-হিল্লোলে সঞ্চালিত হইতেছে। পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্রামার্থ নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন।

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ ভিতর দিক হইতে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। সিদ্ধির ঝোঁকে তাঁহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতেছিল। তখনই শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

গৃহের এক পার্শ্বে একটী সুন্দর আলোকাধারে অতি ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছিল। ঘরের সকল জানালা রুদ্ধ ছিল। ত্রৈলোক্যনাথ শয়ন করিলেন বটে কিন্তু সহসা নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। বায়ু সঞ্চালনের পথ না থাকায় গৃহটী শীঘ্রই গরম হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইল, তিনি একলম্ফে শয্যা হইতে অবতরণ করিয়া একটী জানালার নিকট গমন করিলেন।

জানালা খুলিয়া ত্রৈলোক্যনাথ দেখিলেন, আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে। সেই প্রাসাদ সদৃশ অট্টালিকা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বদেশ কোমল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক এক-খণ্ড মেঘ আসিয়া চন্দ্রকে আবৃত করিতেছে। আলো ও ছায়ায় যেন লুকোচুরি খেলা করিতেছে।

উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া গৃহ মধ্যে জোছনা প্রবেশ করিল। প্রকোষ্ঠাভ্যন্তর অপেক্ষাকৃত শীতল হইল। ত্রৈলোক্যনাথ পুনরায় শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

দুগ্ধফেননিভ মখমলাচ্ছাদিত অতি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও ত্রৈলোক্যনাথ নিদ্রিত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইল। তখন ভাবিলেন, হরিসাধন কেমন করিয়া ভাড়াটে বাটীতে বাস করিবেন। চিরকাল সুখে প্রতিপালিত হইয়া কেমন করিয়া তিনি কষ্টের মুখ দেখিবেন। তাঁহার ভূসম্পত্তি সামান্য নহে। অনেক ধনকুবের তাহার জন্য লালায়িত। এমন সম্পত্তি তাঁহার হস্তচ্যুত হইবে! আবার ভাবিলেন, কে তাঁহার পিতার সেই বহুমূল্য রত্নগুলি চুরি করিল? পুলিস এত মূল্যবান দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে জানিয়াও নিশ্চিন্ত কেন? কে এ রহস্য ভেদ করিবে? কখন ভাবিলেন, বাহির হইতে কেমন করিয়া চোর আসিতে পারে? যাহা শুনিয়াছিলেন, চোর তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল না। আবার যদি বাহিরের চোর না আসিল, তবে কে সেই রত্নরাজি চুরি করিল? বাড়ীর মধ্যে একমাত্র চাকর মাধা। কিন্তু তাহার মত বিশ্বাসী লোক

অতি অল্পই দেখা যায়। হরিসাধনের পিতা মাধাকে সর্ব্বস্ব দিয়া রাখিয়াছিলেন, হরিসাধনও এখন মাধাকে বাড়ীর কর্ত্তার মত করিয়া রাখিয়াছিল। সে যে এমন কার্য্য করিবে তাহা বোধ হয় না। বিশেষতঃ মৃত প্রভুর জন্য সে এখনও সামান্য কথায় রোদন করে। মাধা কখনও প্রভুকে হত্যা করে নাই।

এইরূপ চিন্তার পর ত্রৈলোক্যনাথ পুনরায় শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং গৃহের আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া পুনরায় শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার তন্দ্রা অসিল।

কতক্ষণ যে তাঁহার তন্দ্রাভাব ছিল তাহা ত্রৈলোক্যনাথ স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বোধ হইল, ঘরের ভিতর কি যেন নড়িতেছে। তিনি কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। কিন্তু আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, গৃহে হয়ত ইন্দুরের বাসা আছে। তাহারাই ঐরূপ শব্দ করিতেছে। এই ভাবিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ত্রৈলোক্যনাথ পুনরায় চমকিত হইলেন। এবার তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল, যেন গৃহে তিনি একা নহেন। তিনি জানালার দিকে চাহিলেন দেখিলেন, রুদ্ধ। অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কিছু পূর্ব্বে তিনি জানালা খুলিয়া দিয়াছিলেন, এখন কিরূপে বন্ধ হইল?

তিনি আবার শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং জানালা খুলিয়া দিলেন, জ্যোৎস্নালোকে তাঁহার সাহস হইল, তিনি ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ঘরটী প্রকাণ্ড, জানালার নিকট হইতে প্রায় বার হস্ত দূরে শয্যা। বাতায়ন পথ দিয়া যে জ্যোৎস্না গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতে ঘরের অতি অল্প অংশই আলোকিত হইয়াছিল।

বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ যেমন পুনরায় শয্যায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইবেন, সেই সময় একখণ্ড মেঘ আসিয়া চন্দ্রকে আবৃত করিল। গৃহ মধ্যস্থ চন্দ্রালোকও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। সেই অবসরে ত্রৈলোক্যনাথ গৃহ মধ্যে কোন মনুষ্যের সমাগম অনুভব করিলেন। তাঁহার বেশ বোধ হইল, গৃহের ভিতর কোন লোক প্রবেশ করিয়াছে। তিনি বিস্মিত হইলেন, স্বয়ং তিনি গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। সেই দ্বার ভিন্ন গৃহ প্রবেশের দ্বিতীয় পথ নাই, তাহাও শুনিয়াছিলেন। কেমন করিয়া তবে সেই মানবমূর্ত্তি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল?

এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার শয্যা শয়ন করিলেন। কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

কিছুক্ষণ পরে উন্মুক্ত বতায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ গৃহাভ্যন্তরস্থ জ্যোৎস্নালোকে মানবের ছায়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি একদৃষ্টে সেই ছায়ার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে ছায়া যেন মিলাইয়া গেল। ত্রৈলোক্যনাথের নির্ভিক হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল।

জানালার নিকটস্থ একখানি কৌচের উপর ত্রৈলোক্যনাথ নিজ বস্ত্র রাখিয়া বন্ধুর একখানি কাপড় পরিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। বস্ত্রাদির নিকট তাঁহার অঙ্গুরীয়কটীও রাখিয়া দিয়াছিলেন।

সভয়নেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ সেই জানালার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই ছায়া তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি ভয়চকিতনেত্রে সেই ছায়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন, ছায়া সরিয়া গেল। এক অস্পষ্ট মানবাকৃতি তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি দেখিলেন, সে ধীরে ধীরে সেই কৌচের নিকট গমন করিল। তাঁহার বোধ হইল, সে যেন তাঁহার অঙ্গুরীয়কের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। ত্রৈলোক্যনাথ তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। সে তাহার মস্তক অবনত করিয়া অতি মনোযোগের সহিত আংটীটী লক্ষ্য করিতেছিল। তিনি দেখিলেন, তাহার মাথায় একটা জরীর টুপী। হরিসাধনের মুখে শুনিয়াছিলেন তাহার পিতা সেইরূপ জরির টুপী মাথায় দিতে বড় ভালবাসিতেন এবং প্রায় সদাই পশ্চিম দেশবাসিগণের মত পোষাক পরিতেন।

ত্রৈলোক্যনাথ ভীত হইলেন। এতকাল ভূত দেখেন নাই, মনে বড়ই সাহস ছিল কিন্তু এখন সম্মুখে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার সকল সাহস দূর হইল। পূর্ব্বে ভূত দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেও এখন তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার স্পষ্টই অনুমান হইল যে, হরিসাধনের পিতার প্রেতমূর্ত্তি সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি মূল্যবান প্রস্তর বড় ভালবাসিতেন; তাই তিনি তাঁহার পান্নাবসান আংটীর দিকে নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন।

সহসা ত্রৈলোক্যনাথের সাহস হইল। তিনি শয্যা হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন এবং অতি সন্তর্পণে সেই মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না। নিমেষ মধ্যে কে যেন তাঁহার গলা ধরিয়া সবলে পশ্চাতে ধাক্কা দিল।

বলিষ্ঠ হইলেও ত্রৈলোক্যনাথ হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং তখনই হতচেতন হইলেন।

যখন তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইল, যখন

তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন, তখন বেলা হইয়া গিয়াছে। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে নবোদিত সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিয়া গৃহ আলোকিত করিয়াছে।

ত্রৈলোক্যনাথ লম্ফ দিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার বোধ হইল কে যেন তাঁহার গৃহদ্বারে করাঘাত করিতেছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন। বেলা হইয়াছে দেখিয়া হরিসাধনই তাঁহার সংবাদলইতে আসিয়াছেন বুঝিয়া তিনি তখনই দ্বার উন্মোচন করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার অনুমান সত্য। তিনি লজ্জিত হইলেন ; সহসা কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

হরিসাধন তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাই! কাল বেশ ঘুম হইয়াছিল ত? কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই?"

ত্রৈলোক্যনাথের মস্তক তখন ঘুরিতে ছিল, গতরাত্রে সিদ্ধি খাইয়া তাঁহার যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তিনি একে একে সেই সকল কথা বন্ধুর নিকট সবিশেষ ব্যক্ত করিলেন। তিনি যে সত্য সত্যই প্রেতাত্মার দর্শন পাইয়াছিলেন এবং সেই প্রেতমূর্ত্তি তাঁহার যে গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল, তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি ভাবিলেন, সিদ্ধির ঝোঁকে ঐ সকল খেয়াল তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল। লজ্জায় তিনি তখন সে সকল কথা চাপিয়া গেলেন।

হরিসাধন তাঁহার মলিন মুখ ও রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার নিদ্রার কোনরূপ ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না?

বন্ধুর নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে ত্রৈলোক্যনাথ গৃহ মধ্যে মানব-সমাগমের কথা বলিলেন। হরিসাধন হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "উহাও যে তোমার মিথ্যা কল্পনা মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা কেমন করিয়া আবদ্ধ গৃহে অপর লোকে প্রবেশ করিবে?"

ত্রৈলোক্যনাথও হাসিয়া বলিলেন, "যে রাত্রে তোমার পিতার সেই রত্নরাজি অপহৃত হইয়াছিল, সে রাত্রেই বা অপরে কেমন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল?"

হ। ভাল, যদি গতরাত্রে চোরই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে সে জরির টুপী মাথায় দিয়া আসিবে কেন?

ত্রৈ। তোরই মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তোর পিতা জরির টুপী পরিতে ভাল বাসিতেন। যদি চোর না হয় তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই তোর পিতার প্রেতাত্মা।

হ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সে তোকে আক্রমণ করিবে কেন? তোর সহিত তাঁহার শক্রতা ছিল না। বরং তিনি তোকে আমার মত ভাল বাসিতেন। কেন তাঁর প্রেতাত্মা তোর গলা টিপিয়া ধরিবে?

ত্রৈলোক্যনাথ তাহার কোন কারণ

নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে লজ্জিত দেখিয়া হরিসাধন সে কথা চাপা দিয়া বলিলেন, "অনেক দিন পরে সিদ্ধি খাইয়া তোর মাথা গরম হইয়াছে। বেশ করিয়া তৈল মাখিয়া আগে স্নান করিয়া আয়। মাথাটা শীতল হইলেই তোর দুশ্চিন্তা দূর হইবে।"

ত্রৈলোক্যনাথ বিরুক্তি করিলেন না। ইত্যবসরে মাধা তৈলাদি আনয়ন করিল। হরিসাধন ঈষৎ হাসিয়া মাধার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গতরাত্রে ইনি বাবার প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়াছেন।"

মাধা চমকিত হইল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বলিল "আশ্চর্য্য নহে, আমিত সেই জন্যই উঁহাকে ঐ ঘরে শয়ন করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলাম।"

এই বলিয়া মাধা চলিয়া গেল। তখন হরিসাধন বলিলেন, "দুজনে একসঙ্গে স্নান করিব, তুই একটু অপেক্ষা কর, আমি তৈল মাখিয়া আসি।"

হরিসাধন প্রস্থান করিলেন। ত্রৈলোক্য-নাথ তৈলের বাটী লইয়া পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, তাঁহার আংটীটা যথাস্থানেই রহিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, যদি চোর আসিত, তাহা হইলে সে আংটীটা রাখিয়া যাইত না। তিনি নিজের গলায় হাত দিলেন। দেখিলেন সেখানে বেশ বেদনা হইয়াছে। গৃহ মধ্যে একখানা প্রকাণ্ড আয়না ছিল। তিনি তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, তাহার গলায় লাল চিহ্ন রহিয়াছে। যদি প্রেতাত্মা আসিয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাঁহাকে আক্রমণ করিবে কেন? আর তাঁহার গলায় সেরূপ চিহ্নই বা হইবে কেন? তিনি ভাবিলেন তাঁহার বন্ধুকে সেই দাগ দেখাইবেন কিন্তু পরক্ষণেই মনে করিলেন, তিনি হয়ত বলিবেন, সিদ্ধির নেশায় তিনি নিজেই ঐরূপ দাগ করিয়া থাকিবেন। তিনি জানালার নিকট গমন করিলেন এবং সকল স্থান উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু সন্দেহজনক কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি কি ভাবিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন এবং সেই অবস্থায় চারিদিক লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরীক্ষার পর তিনি যেমন গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইবেন অমনই সেই শয্যার পার্শ্বে মসারি চাপা কি একটা পদার্থ নয়নগোচর হইল। ত্রৈলোক্যনাথ লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং নিমেষ মধ্যে শয্যা পার্শ্বে গিয়া উহা তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, একটা জরির টুপী।

ত্রৈলোক্যনাথ অতি মনোযোগের সহিত টুপীটা পরীক্ষা করিতেছেন এমন সময়ে গৃহ দ্বার হইতে তাঁহার বন্ধু ডাক দিলেন। তখন তাঁহাকে সে কথা না বলিয়া তিনি টুপীটা যেখানে ছিল তথায় রক্ষা করিলেন

এবং সত্বর গৃহ হইতে নিগ্রান্ত হইয়া হরিসাধনের নিকটে আগমন করিলেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার বন্ধু সে গৃহে আসিলে স্বয়ং উহা দেখিতে পাইবেন।

উভয় বন্ধুতে মিলিয়া স্নান করিলেন। বাগানের মধ্যে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ছিল। উহার জল এত পরিষ্কার যে, নিকটস্থ লোকেরা তাহা পান করিয়া থাকে। স্নানের পর পুনরায় উভয়ে অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্নান করিয়া ত্রৈলোক্যনাথের মস্তিষ্ক শীতল হইল। হরিসাধন নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন, ত্রৈলোক্যনাথও বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য পূর্ব্ব গৃহে আগমন করিলেন। সিক্ত বসন ত্যাগ করিয়া নিজ বস্ত্র পরিধান করিবামাত্র তিনি শয্যার নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন, টুপীটা সেখানে নাই।

ত্রৈলোক্যনাথ বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, সত্য সত্যই তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। যদি তিনি যথার্থই টুপীটা দেখিতেন, তাহা হইলে সেটা গেল কোথায়? কে উহা গ্রহণ করিল? তিনি আর একবার ভাল করিয়া গৃহের চারিদিকে নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, স্নান করিতে যাইবার পূর্ব্বে তিনি আংটীটা যেখানে দেখিয়াছিলেন এখন আর সেখানে নাই, আর এক টা টেবিলের উপর রাহিয়াছে। তবে কি তাঁহার সমস্তই ভ্রম? না সত্যই কোন লোক ইত্যবসরে সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল?

অনেক চিন্তা করিয়াও ত্রৈলোক্যনাথ সেই অদ্ভুত রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল তিনি সত্যই সেই জরির টুপীটা দেখিয়াছেন। ভাবিলেন, বন্ধুকে সে কথা বলিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার অন্যরূপ সন্দেহ হইল।

বাড়ীতে এক মাধা ভিন্ন দ্বিতীয় লোক নাই। হয়ত সেই তাঁহার অনুপস্থিতি কালে সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আরও কিছুক্ষণ চিন্তার পর তাঁহার সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল। তাঁহার বিশ্বাস হইল, যখন তিনি স্নান করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে মাধাই সে গৃহে প্রবেশ করিয়া টুপীটা লইয়া গিয়াছে এবং আংটীটা স্থানান্তরিত করিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে গতরাত্রে মাধাই তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার প্রভু যেমন মূল্যবান প্রস্তর ভালবাসিতেন এবং যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া সেই সকল সঞ্চয় করিতেন, সেও তেমনিই বহুমূল্য হীরকাদি মণি মুক্তা ভালবাসে। ত্রৈলোক্যনাথের পান্না বসান আংটীটা সে যেরূপ আগ্রহের সহিত পরীক্ষা

করিয়াছিল তাহাতে তিনি তাঁহার উপরে সে সন্দেহ করিলেন। কিন্তু সে কথা তাঁহার বন্ধুর সমক্ষে বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি জানিতেন, হরিসাধন মাধার হস্তে সর্ব্বস্ব দিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যে তাঁহার পুরাতন চাকরের প্রতি অবিশ্বাস করিবেন, তাহা কখনও সম্ভব নহে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ পুনরায় ভাবিলেন, যদি মাধাকেই গতরাত্রে তাঁহার শয়নগৃহে দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে কেমন করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল? শয়ন করিবার পূর্ব্বে তিনি গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াও ত্রৈলোক্যনাথ সেই প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিলেন না, কেমন করিয়া যে সে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা তিনি তখন অনুমান করিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, মাধাই হরিসাধনের পিতার সেই বহুমূল্য রত্ন সমূহ অপহরণ করিয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া যে তিনি তাহা প্রমাণ করিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না।

ত্রৈলোক্যনাথ যখন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন হরিসাধন তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধুর হাত ধরিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ত্রৈলোক্যনাথ একবার ভাবিলেন, তাঁহার সন্দেহের কথা বন্ধুর নিকট খুলিয়া বলেন কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি ভাবিলেন, যখন তাঁহার বন্ধু মাধাকে সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তখন তিনি যে তাহাকে অবিশ্বাস করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। হয়ত মাধাকে তাঁহার কথা বলিয়া দিবেন। মাধা চতুর লোক সে তাঁহার ইঙ্গিত পাইলেই সাবধান হইবে। সুতরাং রত্নগুলি পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশা থাকিবে না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি হরিসাধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাধা তোদের এখানে কত দিন আছে বলিতে পারিস? আমি ত বহুদিন হইতে উহাকে তোদের বাড়ীতে দেখিতেছি।"

বন্ধুর কথায় কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া হরিসাধন ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ঠিক কতদিন আছে আমি জানি না, তবে যখন মাধা এখানে চাকরি করিতে আইসে, তখন তাহার বয়স আট বৎসর মাত্র। সেই অবধিই সে আমাদের বাড়ীতে চাকরি করিতেছে।

ত্রৈ। এখন উহার কত বয়স?

হ। আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসর।

ত্রৈ। এত! উহাকে দেখিলে ত তত বলিয়া বোধ হয় না। এখনও দেহে যথেষ্ট বল আছে।

হ। নিশ্চয়ই, একা এই বাড়ীর সকল কাজ করা বড় সহজ কথা নয়।

ত্রৈ। তোর পিতাও কি শেষ অবস্থায় অপর সকল চাকরকে কাজ হইতে জবাব দিয়াছিলেন ?

হ। না দিয়া করেন কি ? পাওনাদারগণ এত উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল যে, তিনি বাধ্য হইয়া সকল খরচই কমাইয়া দিয়াছিলেন।

ত্রৈ। তবু ত বিষয়টা রাখিতে পারিলেন না ?

হ। কেমন করিয়া পারিবেন ? যদি একখানি পাথর বিক্রয় করিতেন, তাহা হইলেই সকল দেনা শোধ হইত। আমি অনেক বুঝাইয়া ছিলাম।

ত্রৈ। তিনি কিছু বলিয়াছিলেন ?

হ। তিনি বলিয়াছিলেন, যতদিন জীবিত থাকিবেন, পাথরগুলি বিক্রয় করিবেন না। তাঁহার অবর্ত্তমানে আমি বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ করিব।

এই বলিয়া হরিসাধন বিমর্ষ হইলেন। ত্রৈলোক্যনাথ তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি আর কোন কথা তুলিলেন না।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে উত্তপ্ত হইয়াই যেন পবন চারিদিকে ছুটাছুটী আরম্ভ করিয়াছে। বিহগকুল তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাখালগণ স্ব স্ব ধেনুপাল ছাড়িয়া বৃক্ষের ছায়ায় শ্যামল দূর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়াছে। কেহ বা বংশী লইয়া আনন্দিত মনে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

হরিসাধন বন্ধুর আহারের জন্য বিবিধ সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন, মাধাকে অতি যত্ন সহকারে সেগুলি পাক করিতে হইয়াছিল, উভয়ের আহার করিতে অনেক বিলম্ব হইল।

আহারাদি শেষ হইলে হরিসাধন জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ এখানে থাকা হবে ত তিলক ?

আন্তরিক দুঃখিত হইয়া ত্রৈলোকানাথ বলিলেন, আমার বড় ইচ্ছা, কিছুদিন তোর এই জমিদারীতে বাস করি। কাজের জন্য আমাকে অনেক দূরদেশে যাইতে হইয়াছে। আমি অনেক গ্রাম ও নগর দেখিয়াছি, কিন্তু তোর জমিদারী আমার বড় ভাল লাগে। এমন সুদৃশ্য গ্রাম আমি আর কোথাও দেখি নাই। এমন সম্পত্তি জন্মের মত তোর হাত হইতে যাইতেছে শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইল।

বাধা দিয়া হরিসাধন বলিলেন, "ও বিষয়ে অনেক ভাবিয়াছি কিন্তু কোন উপায় দেখি না। অত টাকা আমি কোথায় পাইব ? টাকা সংগ্রহ না হইলে কি করিয়া বিষয় রক্ষা করিব ? ও কথা আর তুলিস না। এখন তোর কথা বল ?

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন, ইচ্ছা ত থাকি কিন্তু পারি কই?

হ। পারিবি নাই বা কেন?

ত্রৈ। আমার কাজ কি জানিস ত?

হরি। খুব জানি, তিলক গোয়েন্দার নামে অনেক চোর ডাকাত সশঙ্কিত।

ঈষৎ হাসিয়া ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন, "আমিও ঐ রকম একটা কাজে এসেছি। আজ রাত্রে আমায় বিদায় দিতেই হবে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হরিসাধন বলিছেন, "এখনও পাঁচ ছয় ঘণ্টা আছিস্ ত? এরই মধ্যে বিদায়ের কথা কেন?

মাধা নিকটেই ছিল। সে এতক্ষণ নীরবে সকল কথাই শুনিতেছিল। ত্রৈলোকনাথের বিদায়ের কথায় সে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কি আজই রওনা হইবেন?

ত্রৈলোক্যনাথ হাসিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। পরে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'তুমি আমার ঘোড়াটাকে সাজ দিও। বড় জরুরি কাজ, আমায় যেতেই হবে। কিন্তু যাবার আগে এই বাড়ী ও বাগানের সকল স্থান ভালরূপ দেখে যাবার ইচ্ছা আছে।

হরিসাধন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বাড়ীর বাহিরে যেমন, ভিতরেও ঠিক তেমন। দেখে দুঃখ হবে। আর বাগান? চক্ষেই ত দেখ্‌ছিস্!"

ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন, "ভাল হউক আর মন্দ হউক, দেখিতে দোষ কি? মন্দ জিনিষ কি লোকে দেখে না? তুই আমার সঙ্গে না যাস্ মাধা যাবে। আমার বিশ্বাস, তোর চেয়ে ও বেশী জানে।"

বন্ধুর প্রস্তাবে অতিশয় আনন্দিত হইয়া হরিসাধন মাধার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সে যেন বিরক্ত, তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে বাড়ী ও বাগানের সমস্ত স্থান দেখাইবার জন্য মাধাকে বলিয়া দিলেন। আন্তরিক বিরক্ত হইলেও সে সম্মত হইল।

মাধা নিজের কার্য্যে গমন করিলে ত্রৈলোক্যনাথ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরি! তুই স্বচক্ষে কখনও সেই রত্নগুলি দেখেছিলি?"

বিস্মিত হইয়া হরিসাধন বলিলেন, "কত বার দেখেছি, কেন তিলক?"

ত্রৈ। সর্ব্বশুদ্ধ কতগুলি ছিল?

হ। একশত আটখানি। অতি উৎকৃষ্ট গুলিই তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

ত্রৈ। তিনি কত টাকা ব্যয় করিয়া রত্নগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন?

হ। প্রায় কোটী মুদ্রা। তবুও সকলগুলি কেনা নয়।

ত্রৈ। কেন?

হ। কতকগুলি পৈতৃক।

ঈষৎ হাসিয়া ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন, "রোগটাও তাহ'লে পৈতৃক! বোধ হয় রত্নগুলি পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে।

হরিসাধন বলিলেন, তোর অনুমান সত্য। আমিও পিতা ঠাকুরের নিকট ঐরূপ শুনিয়াছি। আমার কিন্তু ওরূপ সংস্কারে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। জগদীশ্বর তাই বুঝি আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ দুঃখিত হইলেন। বন্ধুকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। মাধার সহিত যাইবার জন্য তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মাধা যখন সেই প্রাসাদ সদৃশ অট্টালিকার প্রত্যেক কক্ষ, দালান, পথ, সিঁড়ি ইত্যাদি সকল স্থান প্রদর্শন করিয়া ত্রৈলোক্যনাথের সহিত বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। অস্তোন্মুখ রবি কিরণ ব্যোমচারিণী নীরদা জালে প্রতিফলিত হইয়া অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রখর তেজা সহস্র রশ্মীকে হীনবল দেখিয়াই বুঝি উত্তপ্ত সমীরণ ভয়ে শীতল হইয়াছে। গোধন লইয়া রাখালগণ মেঘাকারে ধূলি উড়াইয়া মাঠ হইতে গৃহে ফিরিতেছে।

ত্রৈলোক্যনাথ একে একে সকল স্থানই নিরীক্ষণ করিলেন। তাহাদের শ্রীহীনতা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। উদ্যানে আসিয়া মাধাকে বলিলেন, কত কাল এ সকলের সংস্কার হয় নাই তাহা কি তুমি বলিতে পার?

মা। বড় বাবুর আমলে হয় নাই।

ত্রৈ। তিনি কেবল মণিমাণিক্য লইয়াই থাকিতেন, ঐ সকলের দিকে লক্ষ্য করিতেন না। কেমন, না?

মাধা। মুখে কোন উত্তর করিল না, ঘাড় নাড়িয়া, সম্মতিসূচক উত্তর জ্ঞাপন করিল। তখন ত্রৈলোক্যনাথ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল মাধা, বাড়ীর সকল ঘরই ত তুমি দেখালে, কই, তোমার ঘর খানি ত দেখি নাই?"

মাধা তখন লজ্জিত হইল। সে বলিল, ঘরখানি অতি ছোট, ভিতরে দেখিবার মত কোন জিনিষই নাই।

এই বলিয়া অগ্রসর হইল। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

মাধার ঘরে গিয়া ত্রৈলোক্যনাথ দেখিলেন, ঘরখানি বাস্তবিকই অতি ক্ষুদ্র, দৈর্ঘ্যে ছয় হাতের অধিক নহে। ঘরের ভিতর একখানি খাটিয়ার উপর একটি শয্যা। পার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র জানালা, ভূমি হইতে এক হস্ত উপরে স্থিত। মেজের উপর কতকগুলি তৈজস পত্র। একটা সিন্দুক একটী বাক্স, একটী ক্ষুদ্র আলমারির উপর নিতান্ত আবশ্যকীয় কতকগুলি দ্রব্য।

ত্রৈলোক্যনাথ শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। পরে জানালার দিকে দৃষ্টিপাত

করিয়া বলিলেন, পুরাতন জিনিষগুলির কেমন গঠন দেখিয়াছ? এখন পয়সা দিলেও এমন জিনিষ পাওয়া যায় না।

বাধা দিয়া মাধা বলিল, "আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। এমন জিনিষ মিলে না।"

ত্রৈলোক্যনাথ শয্যা হইতে উঠিলেন। ধীরে ধীরে জানালার নিকট গমন করিলেন, দেখিলেন, যে লৌহদণ্ডের সাহায্যে হত্যাকারী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সেই জানালার পার্শ্বে। তিনি চমকিত হইলেন। পরে মাধার দিকে চাহিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোহার দণ্ডটার সাহায্যেই চোর উপরে উঠিয়াছিল,' কেমন মাধা?"

মাধা বলিল, আজ্ঞা হাঁ। এটাই সকল অনিষ্টের মূল।"

ত্রৈলোক্যনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত নিকটে ছিলে অথচ কোন শব্দ তোমার কাণে গেল না?"

মাধা যেন কিছু বুঝিতে পারিল না। সে ত্রৈলোক্যনাথের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন, "যে দিন তোমাদের বাড়ীতে চুরি হইয়াছিল, আমি সেই দিনের কথা বলিতেছি। চোর ত এই লোহার শিক ধরিয়াই উপরে উঠিয়াছিল?"

মাধা তখনই সে কথায় সায় দিল। সে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ—ঐ শিক ধরিয়াই সে উপরে গিয়াছিল। তাহার হাত ও পায়ের দাগ শিকের গায়ে স্পষ্টই দেখা গিয়াছিল।"

ত্রৈ। সেইজন্যই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। এত কাছে তুমি ছিলে অথচ কোন শব্দ পাইলে না?

মা। কই না।

ত্রৈ। এই যে বলিতেছিলে, তোমার ঘুম বড় সজাগ। সামান্য শব্দেই তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

মাধা কোন উত্তর করিল না। ত্রৈলোক্যনাথ যখন প্রথম তাঁহার গৃহে প্রবেশ করেন, তখনই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, যতক্ষণ তিনি ঘরে ছিলেন, ততক্ষণই সে যেন অন্যমনস্ক। এক কথায় প্রায়ই অপর উত্তর দিতেছিল। ত্রৈলোক্যনাথ প্রথমতঃ তাহার এই চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন সে তাঁহার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, তখনই যেন সমস্ত সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি শেষ চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

মাধাকে নিরুত্তর দেখিয়া ত্রৈলোক্যনাথ ঈষৎ হাসিলেন। পরে অতি গম্ভীরভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন, "এখন রত্নগুলি কোথা রাখিয়াছ বল দেখি? তোমার সকল বিদ্যাই ধরা পড়িয়াছে। ভাল চাও ত দামী পাথরগুলি বাহির করিয়া দাও।"

মাধা তবুও কোন কথা কহিল না। কিন্তু সে তীব্র দৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথের দিকে

কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। তাহার সুগোল চক্ষুদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। ত্রৈলোক্যনাথ কিছুমাত্র ভীত বা শঙ্কিত হইলেন না। তিনি দৃঢ়তাব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, "তুমিই গত রাত্রে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলে, তুমিই সবলে আমার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলে, তোমারই একটা জরির টুপি সেই বিছানার পার্শ্বে পড়িয়া ছিল। আজ প্রাতে তুমিই আবার টুপিটা লইয়া আসিয়াছ। তোমার অঙ্গুলির দাগ এখনও আমার গলায় রহিয়াছে।"

মাধা কোন উত্তর করিল না। ক্রোধে তাহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সে সেই জানালার দিকে সরিয়া গেল।

ত্রৈলোক্যনাথ তখন ঘরের অপর পার্শ্বে ছিলেন। মাধাকে জানালার দিকে যাইতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, সে বুঝি ভয় পাই-য়াছে। তিনি তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। জানালার নিকট গিয়া তাহার ভিতর হইতে মাধা নিমেষ মধ্যে একটা লৌহদণ্ড গ্রহণ করিল এবং তখনই উত্তোলন করিয়া ত্রৈলোক্যনাথকে আক্রমণ করিল।

ত্রৈলোক্যনাথ স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, মাধা তাঁহাকে সহসা এরূপে আক্রমণ করিবে। তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু বহুদিন গোয়েন্দাগিরি করিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-শক্তি জন্মিয়াছিল। তিনি তাহারই বলে মাধার হস্ত হইতে প্রথমবার নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

একবার বিফল হইয়া মাধা ক্ষান্ত হইল না। সে নিমেষ মধ্যে পুনরায় সেই দণ্ড উত্তোলন করিল এবং অতি ধীরে ধীরে সতর্কভাবে ত্রৈলোক্যনাথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ত্রৈলোক্যনাথ সে আঘাত সহ্য করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি দক্ষিণ হস্তে আপনার মস্তক রক্ষা ও বাম হস্তে দৃঢ়মুষ্টি ধরিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে মাধা ত্রৈলোক্যনাথের মস্তক লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিল। নির্ভীক হৃদয় ত্রৈলোক্যনাথ দক্ষিণ হস্তে মস্তক রক্ষা করিলেন বটে কিন্তু সে আঘাতে তাঁহার হস্ত ভগ্ন হইল। নিমেষে তাঁহার বজ্রমুষ্টি মাধার ভ্রূদ্বয়ের ঠিক মধ্যস্থলে পতিত হইল। অস্পষ্ট শব্দ করিয়া মাধা তখনই অচেতন হইয়া পতিত হইল।

ঠিক এই সময়ে হরিসাধন তথায় উপস্থিত হইলেন। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহাকে বলিলেন, "মাধা! আমার হাতটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।"

কারণ জানিবার পূর্ব্বেই হরিসাধন এক জন ডাক্তার আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ একে একে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন,

মাধাই তোদের রত্নগুলি চুরি করিয়াছে, কিন্তু বিক্রয় করে নাই। তোর স্বর্গীয় পিতা ঠাকুরের মত মাধারও রত্ন সঞ্চয়ের অভিলাষ ছিল। তিনি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী। তাঁহার সকলই সম্ভবে। মাধা সামান্য আট টাকার চাকর, সে কেমন করিয়া কোটীপতির সখ্ মিটাইতে পারিবে?

সে প্রায়ই তোর পিতার নিকট থাকিত, রত্নগুলি প্রায়ই দেখিতে পাইত এবং অতি কষ্টে লোভ সম্বরণ করিত। অনেক দিন এইরূপ করিয়া অবশেষে চুরি করিল, রত্নগুলির শোকেই যে, তিনি মারা পড়িয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাধা যে তাঁহাকে হত্যা করিবে একথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।"

এত বিশ্বাসী মাধা যে রত্নগুলি চুরি করিয়াছে এ কথা হরিসাধনের বিশ্বাস হইল না। কিন্তু তাঁহার বন্ধু একজন পাকা গোয়েন্দা, তিনি যখন এতটা কাণ্ড করিয়াছেন, তখন তাঁহার কথাতেও তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "যদি মাধা লইয়া থাকে, তাহা হইলে সেগুলি এখনও এ বাড়ীতে আছে। কেন না, এক দিনের জন্য মাধা অনুপস্থিত নহে?"

ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন, "তাহা হইলে এই বাড়ীরই কোন স্থানে সেগুলি লুকান আছে।

হতাশের হাসি হাসিয়া হরিসাধন বলিলেন, কেন ভাই লোভ দেখাস?"

ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন, "আমি মিথ্যা বলি নাই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, গত রাত্রে মাধাই আমার শয়ন প্রকোষ্ঠে গমন করিয়াছিল,—মাধাই আমার গলা টিপিয়া ধাক্কা দিয়াছিল।

হরিসাধন বলিলেন, মাধা এখন অজ্ঞান। জ্ঞান হইলে যদি কখনও রত্নগুলির সন্ধান বলে, তবেই সেগুলি পাওয়া যাইতে পারে।

ত্রৈলোক্যনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, রীতিমত অন্বেষণ করিলে নিশ্চয়ই বাহির করিতে পারা যায়।

এমন সময়ে ডাক্তার আসিয়া ত্রৈলোক্যনাথের হস্ত পরীক্ষা করিলেন এবং উপযুক্তরূপে বন্ধন করিয়া মাধাকে পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার অবস্থা বড় ভাল নয়। তিনি তাঁহাকে তখনই সরকারি হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিতে পরামর্শ দিলেন।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ত্রৈলোক্যনাথ যেরূপ আহত হইয়াছিলেন, তাহাতে হরিসাধন তাঁহাকে সেই রাত্রে ছাড়িতে পারিলেন না। অন্ততঃ এক সপ্তাহ কাল সেখানে থাকিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে বিদায় দিবেন মনস্থ করিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ বন্ধুর অনুরোধ এড়াইতে

পারিলেন না। বিশেষতঃ রত্নগুলিকে বাহির করিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ ছিল। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস যে, মাধা সেই বাড়ীরই কোন নিভৃত স্থানে সেগুলি রাখিয়াছিল। কিন্তু যতক্ষণ তাহার জ্ঞান সঞ্চার না হইতেছে, ততক্ষণ তিনি সে সংবাদ পাইতেছেন না।

রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ হইলে ত্রৈলোক্য নাথ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে গমন করিলেন। হরিমোহন সে রাত্রি তাঁহার নিকটে থাকিয়া শুশ্রূষা করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রৈলোক্য হাসিয়া সে কথা চাপা দিলেন।

শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার নিদ্রা হইল না। ভগ্ন হস্তের দারুণ যন্ত্রণায় তিনি ছট ফট করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ নীরবে সেই ভয়ানক যাতনা সহ্য করিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। সেদিন তিনি গৃহের আলোক নির্ব্বাপিত করেন নাই। কিন্তু তাহার ক্ষীণালোকে ঘরের চতুর্থাংশও আলোকিত হয় নাই। যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য তিনি অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিলেন। ভাবিলেন, মাধা রত্নগুলি লইয়া কি করিল? নিশ্চয়ই সে উহার একখানিও বিক্রয় করিতে সাহস করে নাই। বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করাও তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। দুদণ্ড নিভৃতে সেই উজ্জ্বল মূল্যবান প্রস্তরগুলিকে দেখিয়া চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্যই সে সেগুলি অপহরণ করিয়াছিল। মাধা যদি এই বাড়ীতে সে সকল না রাখিল, তবে আর কোথায় রক্ষা করিল?

এইরূপ চিন্তা করিয়া ত্রৈলোক্য মনে ভাবিলেন, মাধা যদি এ বাড়ীতে রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে এই ঘর ভিন্ন আর কোথাও রাখে নাই। এই ঘরটী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলে নিশ্চয়ই বাহির করা যাইতে পারে।

এইরূপ স্থির করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ শয্যা ত্যাগ করিলেন, পরে গৃহের এক পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহ মধ্যস্থ সমুদায় আসবাব একে একে পরীক্ষা করিলেন। আলমারি দেরাজ বাক্স প্রভৃতিতে চাবি দেওয়া ছিল, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ তাহাদের পরীক্ষায় বিফলমনোরথ হইলেন না। তিনি একজন বিচক্ষণ গোয়েন্দা, গোয়েন্দার নিত্য ব্যবহার্য্য কতকগুলি দ্রব্য তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই থাকিত। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে পকেট হইতে একখণ্ড লৌহ বাহির করিলেন এবং তাহার সাহায্যে সকলগুলিই খুলিয়া ফেলিলেন।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চারিদিক পরীক্ষা করিলেও ত্রৈলোক্যনাথ রত্নগুলির কোন নিদর্শনই পাইলেন না। ভাবিলেন, এ ঘরে না পাইলেও এ বাড়ীতে নিশ্চয়ই আছে।

এই প্রকারে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া

আসিল। সহসা গত রাত্রের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, গত রাত্রে কি জন্য মাধা ঘরে আসিয়াছিল? যদি পান্না-বসান আংটীর জন্য যাইত তাহা হইলে সেটী রাখিয়া আসিত না—নিশ্চয়ই লইতে পারিত যদি তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে আসিত, তাহা হইলে তাহা শেষ না করিয়া ফিরিল কেন?

কিছুক্ষণ ভাবিয়া ত্রৈলোক্যনাথ স্থির করিলেন, মাধা ওরূপ কোন কার্য্যের জন্য আইসে নাই। সে সেখান হইতে রত্নগুলি সরাইবার জন্যই রাত্রে হরিসাধনের পিতার প্রেতমূর্ত্তির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল। সে যে তাঁহার যাইবার পূর্ব্বে গৃহ মধ্যে কোথাও লুক্কায়িত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কারণ সে মনে জানিত, যদি হরিসাধন কিছু দিবস ঐ স্থানে বাস করেন, তাহা হইলে নানা কারণে তিনি ঐ সকল রত্ন-অপহরণকারী বলিয়া মাধাকেই স্থির করিবেন ও পরিশেষে মাধাকেই বিপদে ফেলিবেন। ভূতের ভয় পাইলে আর তিনি এখানে অধিকক্ষণ থাকিবেন না, এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবেন। এই ভাবিয়াই মাধা ভূত সাজিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রত্নগুলি মাধা হরিসাধনের পিতৃ-গৃহে কোন না কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। যে সময় হরিসাধন তাহাকে ঐ ঘরটী পরিষ্কার করিয়া, ত্রৈলোক্যনাথের শয়ন করিবার নিমিত্ত বিছানাদি ঠিক করিতে বলিয়াছিল, সেই সময় সে রত্নগুলি ঐ স্থানে হইতে স্থানান্তরিত করে। পরে সে যখন বুঝিতে পারে যে, ত্রৈলোক্যনাথ অদ্যই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিবে, তখন তাহাদিগের অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ স্নান করিবার সময় সে পুনরায় ঐ রত্নগুলি ঐ স্থানে রাখিয়া আসিতে পারে, কারণ সে যে সেই সময় ঐ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার আংটিটী স্থানান্তরিত করা ও জরির টুপিটী ঐ ঘর হইতে লইয়া যাওয়াই তাহার প্রমাণ। ঐ ঘর ভিন্ন রত্নগুলি রাখিবার উপযুক্ত স্থান এই বাড়ীর ভিতর আর নাই। কারণ পুঁতিয়া রাখিলে সেই রত্নগুলি সর্ব্বদা দেখিবার সুযোগ তাহার ঘটিবে না। বিশেষ ভূতের ভয়ে ঐ ঘরের ভিতর কি রাত্রিকালে, কি দিবাভাগে কেহই প্রবেশ করে না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি আর বিফল পরিশ্রম করিলেন না। মাধা যে সেগুলি সেই গৃহ হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিল ও পুনরায় ঐ ঘরেই রাখিবার সম্ভাবনা তাহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু আবার মনে করিলেন, যদি সে উহা অপর স্থানে রাখিয়া থাকে, তবে মাধা সেগুলি কোথায় রাখিল? তিনি স্বচক্ষে তাহার গৃহের

প্রত্যেক সামগ্রী দেখিয়াছেন। সেখানে সেই মূল্যবান পাথরগুলির চিহ্নও দেখিতে পান নাই।

ত্রৈলোক্যনাথ কিছুক্ষণ এ প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিতে পারিলেন না। পরে স্থির করিলেন, যখন মাধা জানিতে পারিয়াছিল, যে তিনি রাত্রেই সেস্থান ত্যাগ করিবেন, তখনই সে সেই রত্নগুলিকে পুনরায় এই গৃহমধ্যে রাখিয়া দিয়াছে। রত্নগুলি নিশ্চয়ই এই ঘরে আছে।

আবার ভাবিলেন, এই ঘরে বলা যায় না। পূর্ব্বতন জমীদার রত্নগুলি রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই কোন গোপনীয় স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মাধা নিশ্চয়ই সে স্থান জানে, গোলযোগ মিটিলে পর সে সেই স্থানেই উহাদিগকে রাখিয়াছিল এবং এখনও রাখিয়াছে।

এইরূপ চিন্তায় রাত্রি শেষ হইল। উষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে হরিসাধন তাঁহার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বন্ধুর মুখ দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন। মনে করিলেন, হস্তের যন্ত্রণায় তাঁহার ঘুম হয় নাই। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিলক! হাতের যাতনায় রাত্রে কি তোর ঘুম হয় নাই?

ঈষৎ হাসিয়া ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন, না ভাই, সেজন্য নয়, তোর সেই রত্নগুলিই আমার জাগরণের কারণ

হরিসাধন বলিলেন, যদি তোর দৃঢ়-বিশ্বাস থাকে, তবে কোন লোক দ্বারা বাড়ীটা খোঁজ করা হউক।

ত্রৈলোক্যনাথ ব্যাথত হইলেন। ভাবিলেন, অপর লোক যদি বাহির করিতে পারে, তিনিই বা না পারিবেন কেন? কিন্তু মনোভাব কোনরূপ প্রকাশ না করিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর পিতার এত যত্নের সেই পাথরগুলি তিনি কোথায় রাখিতেন জানিস?

ঈষৎ হাসিয়া হরিসাধন বলিলেন, কেন, সেই হাতির দাঁতের ছোট বাক্সটার ভিতর।

ত্রৈলোক্যনাথ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি! আবার ফেরত পাইলে কেমন করিয়া?

বাগানের একটা আম গাছের তলায়। এ রকম দুটী বাক্স ছিল, একটী কিছুদিন পূর্ব্বে হারাইয়া যায় তাহারই দিন কয়েক পরে রত্নগুলি চুরি যায়। পুলিসের লোকে চারিদিক অন্বেষণ করিয়াছিল। তাহারাই বাক্সটা পাইয়াছিল।

ত্রৈ। রত্ন সমেত বাক্সটী তিনি কোথায় রাখিতেন? নিশ্চয়ই কোন গোপনীয় স্থান ছিল।

হ। ছিল বই কি! ঐ বিছানার ভিতরই বাক্সটী রাখিতেন।

অতীব বিস্মিত হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ

জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বিছানার ভিতর! তুই ঠিক জানিস? আমি যে রাত্রে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছি। কই, কিছুই ত দেখিতে পাইলাম না? স্থানটা কি তোর জানা আছে?

হরিসাধন হাসিয়া উত্তর করিলেন, আছে বই কি!

ত্রৈলোক্যনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তখনই তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া শশব্যস্তে বলিলেন, শীঘ্র দেখাইয়া দে।

হরিসাধন বন্ধুর এইরূপ চাঞ্চল্যের কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তখনই শয্যার উপর উঠিলেন এবং উপরের চাদর ও লেপ তুলিয়া গদি বাহির করিলেন। পরে একটী চাবি টিপিবামাত্র উহার কিয়দংশ বাক্সের ডালার মত খুলিয়া গেল। উহার ভিতরে যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে হরিসাধন স্তম্ভিত হইলেন। ত্রৈলোক্যনাথ নিকটেই ছিলেন, তিনি সেই গোপনীয় স্থান হইতে নিমেষ মধ্যে একটী হাতির দাঁতের ক্ষুদ্র বাক্স তুলিয়া লইলেন। সৌভাগ্যক্রমে বাক্সটীর চাবি বন্ধ ছিল না, শশব্যস্ত হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ উহা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, সেই অপহৃত রত্নরাজি।

ত্রৈলোক্যনাথ একে একে প্রত্যেকখানি পরীক্ষা করিয়া, গণনা করিলেন। দেখিলেন, একখানিও নষ্ট হয় নাই। সকলগুলিই অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

হরিসাধন হতবুদ্ধি হইলেন। কি উপায়ে কোন কৌশলে যে ত্রৈলোক্যনাথ রত্নগুলি বাহির করিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আপনার দুই হস্তে বন্ধুর দুটী হাত ধরিয়া অতি বিনীত স্বরে বলিলেন, ভাই তিলক! তুই প্রথম হইতেই মাধার উপর সন্দেহ করিয়াছিলি। কিন্তু বলিতে কি, আমি তাহাতে তোর উপর বিরক্ত হইতাম। এখন আমার বেশ জ্ঞান হইয়াছে। এত দিন আমি যে দুধ [illegible] দিয়া কালসর্প গৃহে রাখিয়াছি [illegible] তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

বাধা দিয়া ত্রৈলোক্যনাথ [illegible] হাসিতে বলিলেন, তোকে যে [illegible] ছাড়িয়া যাইতে হইল না, এ[illegible] জমীদারী তোর যে হস্তচ্যুত হইল না, ইহাই আমার সৌভাগ্য। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তোর অদৃষ্টে এমন দুর্দশা হইবে। যাহা হউক, এখন ঈশ্বরের কৃপায় তুই যেমন ছিলি তেমনই হইলি। আমার [illegible] তিন চারিখানি পাথর বিক্রয় [illegible] সকল দেনা পরিশোধ হইবে—তোর জমীদারী খালাস হইবে।

হরিসাধন আন্তরিক আনন্দিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মাধা সম্বন্ধে কি করা যায়?

ত্রৈ। সে যে আর হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিবে, এমন বোধ হয় না। আমার আঘাতেই যে ঐ প্রকার হইয়াছে তাহা নহে। সে বেশ বুঝিয়াছিল যে, আমি তাহার উপর সন্দেহ করিয়াছি এবং রত্নগুলি ভিতরে ভিতরে অন্বেষণ করিতেছি। সেই জন্যই সে পূর্ব্ব রাত্রে এই ঘরে আসিয়া বাক্সটী লইয়া গিয়াছিল। পরে যখন শুনিল, আমি পরদিনই প্রস্থান করিব, তখন সে আবার উহাকে যথাস্থানে রাখিয়া গিয়াছিল।

হ। তোর জন্যই আমি আবার পূর্ব্ব সম্পত্তি ফেরত পাইলাম। তোর ঋণ আমি এ জন্মে শোধ করিতে পারিব না।

ঈষৎ হাসিয়া ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন, এ জন্মে না পারিস, পরজন্মে শোধ করিস। এখন এক কাজ কর।

সাহগ্রে হরিসাধন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কাজ?

ত্রৈ। বিবাহ করিয়া সংসার কর।

হ। আমার অমত নাই। এত দিন কেবল দারিদ্র্যের জন্য বিবাহ করি নাই। তুই আরোগ্য হইলে পাত্রী স্থির করা যাইবে। যতদিন সম্পূর্ণ ভাল না হইবি, ততদিন ত তোকে কোথাও যেতে দিব না।

ত্রৈলোক্যনাথ হসিলেন। তিনি বলিলেন, আমিও সেই মর্ম্মে বাড়ীতে ও আমার উপরিতন কর্ম্মচারীকে পত্র লিখিব মনে করিয়াছি। তোকে সংসারী না করিয়া আমারও কোথাও যাইতে ইচ্ছা নাই।

সমাপ্ত।

# গণ্ডগোল।

( ডিটেক্‌টিভ-গল্প )

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

৯ নং সেণ্টজেমস্‌ স্কোয়ার হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printed by J. N. De, at the Bani Press.
63, Nimtola Ghat Street, Calcutta.
1911.

# গণ্ডগোল

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল কিন্তু সূর্য্যদেব তখনও দুর্ভেদ্য কুজ্ঝটিকাজাল ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। ফাল্গুন মাস, শীতের প্রকোপ অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। মৃদুমন্দ মলয় পবন প্রবাসীর দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বেল যুঁই মল্লিকাদি কুসুম-সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতেছে। বসন্তাগমে বৃক্ষাদি নব পল্লবে আচ্ছাদিত হইয়া প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। শিশিরবিন্দুচয় পত্র হইতে পত্রান্তরে পতিত হইয়া শ্রুতিমধুর অস্পষ্ট ধ্বনিতে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

এ হেন সময়ে তিনজন সম্ভ্রান্ত মহিলা কাশিমগঞ্জের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভৈরবীর মন্দিরে উপনীত হইলেন। মন্দিরটী ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত—কাশিমগঞ্জের বিখ্যাত জমীদার শশাঙ্কশেখর সেই দেবী স্থাপনা করেন এবং তাঁহার পূজা ও অর্চ্চনার জন্য বার্ষিক দুই সহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

মহিলাত্রয়ের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া—বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যৌবনে তিনি পরম সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার নাম সুহাসিনী—গৌরীপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ জমীদার সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী। দ্বিতীয়া বালিকা—বয়স বার বৎসরের অধিক নহে, দেখিতে অতি সুন্দরী, নাম চারুশীলা, সতীশচন্দ্রের একমাত্র সন্তান। অপরা যুবতী, বয়স প্রায় আঠার বৎসর। যৌবনের পূর্ণ জোয়ার তাহার দেহ-নদীর কূলে কূলে প্লাবিতা—নাম রাধারাণী, সুহাসিনীর দূর-সম্পর্কীয়া ভগিনী।

প্রায় এক বৎসর অতীত হইল চারুশীলা সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হয়। সতীশচন্দ্র জমীদার—অগাধ সম্পত্তির অধিকারী, এক-মাত্র কন্যার চিকিৎসার জন্য তিনি যথা-সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, কোন ঔষধেই তাহার উপকার হইল না, কিছুতেই কন্যার রোগ সারিল না। অবশেষে দেবী ভৈরবীর স্বপ্নপ্রাপ্ত ঔষধ ধারণ করিয়া চারুশীলা রোগ-মুক্ত হইল। এই কারণে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা দিবার জন্য কন্যা ও ভগিনীকে

সঙ্গে লইয়া জমীদার-পত্নী সুহাসিনী সেদিন অতি প্রত্যুষেই দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গৌরীপুর গ্রাম কাশিমগঞ্জ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূর অবস্থিত। বেলা এক প্রহরের মধ্যেই দেবীর পূজা সমাপ্ত হয় শুনিয়া তাঁহারা পূর্ব্বদিনেই গৌরীপুর ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কাশিমগঞ্জে এক পরিচিত লোকের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যুষেই দেবী মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্ত্রী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া দেবীর মন্দিরে আসিতে সতীশচন্দ্রের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার এমন কাজ পড়িল যে, তিনি কোন মতেই সেদিন বাটীর বাহির হইতে পারিলেন না। অগত্যা দুইজন বলিষ্ঠ দ্বারবানের সঙ্গেই তাঁহাদিগকে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন।

পূজা সমাপ্ত হইলে জমীদার পত্নী সকলকে লইয়া পূজারি ব্রাহ্মণের বাসাবাটীতে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ সেদিন যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন! সুহাসিনী ও সঙ্গিনীগণের অভ্যর্থনার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। যাহাতে তাঁহাদের কোনরূপ কষ্ট না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিলেন।

যে দুইজন দ্বারবান তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা রাজপুত ব্রাহ্মণ, অপর লোকের হস্তে আহার করে না বলিয়া সুহাসিনী তাহাদিগকে রন্ধন করিতে আদেশ করিলেন এবং তদুপযোগী সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিলেন। দ্বারবানদ্বয় হৃষ্টচিত্তে আপন আপন খাদ্য সামগ্রী পাক করিতে লাগিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সুহাসিনী, কন্যা ও ভগিনীর সহিত আহার করিলেন এবং গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু দ্বারবানদ্বয়ের পাক-শাক তখনও শেষ হয় নাই। বিলম্ব দেখিয়া রমণীত্রয় মাঠের শোভা সন্দর্শনার্থ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

পূজারি ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে ভ্রমণার্থ বাহিরে যাইতে দেখিয়া অধিক দূরে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং সত্বর প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলেন। সুহাসিনীও ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন এবং অতি অল্প কালের মধ্যেই নিকটস্থ এক বিস্তীর্ণ মাঠে প্রবেশ করিলেন।

কিছুদূর গমন করিয়া তাঁহারা পথ ভুলিয়া গেলেন। যে পথ দিয়া তাঁহারা মাঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে পথ তাঁহারা সকলেই বিস্মৃত হইলেন এবং যতই সে স্থান হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের দিগ্‌ভ্রম হইতে লাগিল। অবশেষে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া

এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে উপবেশন করিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সুহাসিনী অতি বিমর্ষভাবে বলিলেন, "ব্রাহ্মণের উপদেশ যেমন অবহেলা করিয়াছিলাম, তেমনই তাহার উপযুক্ত ফল পাইয়াছি। বেলা প্রায় দুইটা বাজিতে চলিল, আমরা যে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি তাহাও জানিবার উপায় নাই। আমাদের দুজনের জন্য বিশেষ ভাবি না কিন্তু চারুশীলার কি হইবে? মা আমার শৈশবাবধি কষ্টের নাম মাত্র জানে না, সে আজ কেমন করিয়া এই নির্জ্জন মাঠে রাত্রি যাপন করিবে।

রাধারাণী এতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই। কিন্তু সুহাসিনীর শেষ কথাগুলি শুনিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "কেন দিদি, এত ভাবিতেছ? সেই দরোয়ান দুই-জনই ত নষ্টের মূল। এতক্ষণ নিশ্চয়ই তাহাদের আহার শেষ হইয়াছে, হয় ত এখনই আমাদের খোঁজ পড়িবে। যখন পূজারি ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমাদের সহায়, তখন এত চিন্তা কেন? তিনি নিশ্চয়ই আমাদের অন্বেষণে লোক জন পাঠাইয়া দিবেন।"

চারুশীলা মায়ের কথা শুনিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়াছিল, মাসীমার কথায় তাঁহার সাহস হইল, মুখে হাসি ফুটিল। সে বলিল, সত্যই ত, আমাদের সঙ্গে যে দুইজন দরোয়ান আসিয়াছে, তাহারা কি আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে আসিবে না? তাহারা কি আমা-দিগকে না লইয়া বাড়ীতে ফিরিতে পারিবে?

কন্যা ও ভগিনীর কথায় সুহাসিনীরও সাহস হইল। তিনি বলিলেন, তবে আর এখানে বসিয়া থাকিলে কি হইবে—চল, আমরা আরও একটু অগ্রসর হই। দেখি, পথ বাহির করিতে পারি কি না।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"সর্দ্দার! একটা বড় কাৎলা দেখা দিয়াছে, কিন্তু—

"কিন্তু কি রে সদা! কথাটা ভেঙ্গেই বল।"

সদানন্দ ঈষৎ হাসিল। একবার চারি-দিক ফিরিয়া দেখিল। পরে বলিল, কাৎলা বটে কিন্তু মেয়েমানুষ।"

সর্দ্দার অট্টহাস্য করিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, অনেক দিন শীকার পাওয়া যায় নাই। রোজ রোজ খালি হাতে বাড়ী ফিরিলে তোদের সর্দ্দারনি আমায় দূর করে দেবে। মেয়েই হউক আর পুরুষই হউক, তুই খবর নিয়ে আয়, ভগবান যখন আজ শীকার পাঠিয়েছেন, তখন কিছুতেই ছাড়া হবে না।

সর্দ্দারের হুকুম পাইলেও সদানন্দ

দাঁড়াইয়া রহিল। অবনত মস্তকে সে যেন কি ভাবিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে উত্তর করিল, "এত দিন তোমার চেলাগিরি করিতেছি, কই একটী দিনও ত এমন হুকুম দাও নাই সর্দ্দার! বরং আমরা ওকথা তুলিলে তুমি আমাদের উপর রাগ করিতে। আজ কেন তোমার এ ভাব?"

সদানন্দের প্রশ্ন শুনিয়া এবং তাহার কার্য্যে অবহেলা দেখিয়া সর্দ্দার ভয়ানক রাগান্বিত হইল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল; সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কিছুক্ষণ সে কোন কথা কহিল না। পরে বজ্রনির্ঘোষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, সদা! আমার হুকুম তামিল করবি কি না?

বিনা মেঘে অশনিপাত হইলে পথিক যেমন মুগ্ধ হয়, সর্দ্দারের কথা শুনিয়া সদানন্দ ততোধিক স্তম্ভিত হইল। সে মুখে কোন কথা না বলিয়া সর্দ্দারের সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সর্দ্দার তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পুনরায় বলিল, "যদি ভাল চাস্, যা' বলেছি এখনই কর।"

সদানন্দ আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিল না। সে সর্দ্দারের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, পরে সহসা তাহার পদতলে পতিত হইয়া দুই হস্তে পদধূলি গ্রহণ করতঃ আপনার মস্তকে প্রদান করিল। তাহার পর নিমেষমধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। এত শীঘ্র সে এই সকলকার্য্য সম্পন্ন করিল যে, সর্দ্দারের আন্তরিক ইচ্ছা হইলেও সে তাহার কার্য্যে বাধা দিতে পারিল না।

সদানন্দ প্রস্থান করিলে পর সর্দ্দার সম্মুখস্থ একটী প্রকাণ্ড আম্র-বৃক্ষতলে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সদানন্দ ফিরিয়া আসিলে সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি সদা?"

যতক্ষণ তাহার সে কার্য্যে মন ছিল না, ততক্ষণ সদানন্দ তাহা সম্পন্ন করিবার কোন প্রকার উপায়েরই চেষ্টা করে নাই। কিন্তু এখন তাহার মতি ফিরিয়াছে; তাই সে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "যা' বলেছি ঠিক তাই। তিন জন স্ত্রীলোক, সঙ্গে পুরুষ নাই। ভাবভঙ্গী দেখে স্পষ্টই বুঝা যায়, পথ ভুলেছে। এই দিকে আস্‌ছিল সহসা কি মনে ক'রে ফিরে গেল। এখন বোধ হয় তারা এখান থেকে আধ ক্রোশ দূরে আছে।"

স। বেশ কথা—কিন্তু আসল কথা কি? কিছু আছে?

সদা। আর কিছু না থাক্, গায়ে গহনায় হাজার কতক টাকা হ'তে পারে মেয়েটা ত সোনায় মোড়া।

সর্দ্দার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া হাসিয়া বলিল, "বলিস্ কি? তবে আরদেরি কেন? শেষে কি আপশোষ করবো?"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সদানন্দ বলিল, "আর একজন লোক চাই।" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি! তিনটে মেয়ে মানুষকে সাবাড় কর্‌তে আরও লোকের দরকার?

বাধা দিয়া সদানন্দ বলিল, কাজটা যাতে নিঃশব্দে হাসিল হয়, তাই আমার চেষ্টা। একেবারে তিনজনে তিনজনকে আক্রমণ কর্‌লে কেউ আর চেঁচাতে পার্‌বে না।

সর্দ্দার কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল। পরে বলিল, "বেশ কথা—রত্নাকে ডেকে নিয়ে আয়। সেটা কাজের লোক—সহজে এ কাজটা হাসিল কর্‌তে পার্‌বে।"

সদানন্দ দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ যুবকের সহিত ফিরিয়া আসিল। নবাগতকে দেখিয়া সর্দ্দার অল্প কথায় সকল ব্যাপার বুঝাইয়া দিল। পরে তিন জনে পৃথক ভাবে তিন দিকে গমন করিয়া অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইরূপে গমন করিলে রমণী-তাহাদের নয়নগোচর হইল। সর্দ্দার তখন তাহার দুইজন শিষ্যকে সঙ্কেত করিয়া নিকটে ডাকিল এবং প্রত্যেককে এক এক-জন রমণীর ভার দিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট স্ত্রী-লোকের ভার গ্রহণ করিল।

স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলে পর সর্দ্দার রমণীগণকে আক্রমণ করিবার জন্য সঙ্কেত করিল। নিমেষ মধ্যে তিন জনে তিনজন রমণীকে আক্রমণ করিল।

একে দুর্ব্বল রমণী অসহায়া, তাহার উপর সহসা আক্রান্ত হওয়ায় সকলেই হতচেতন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। দস্যুগণ তাহাদিগের গাত্র হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে অদূরে অশ্বের পদশব্দ তাহাদের কর্ণগোচর হইল। সর্দ্দার ও তাহার শিষ্যগণ সে শব্দে চমকিত হইল। যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহা করিতে আর সাহস হইল না। কিন্তু এত পরিশ্রমের ফল ত্যাগ করিয়া যাইতেও তাহাদের মন সরিল না।

শব্দের গতি বুঝিয়া তাহারা দেখিল, একজন অশ্বারোহী অতি দ্রুত বেগে তাহাদেরই দিকে আগমন করিতেছে। সর্দ্দার সদানন্দের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। শিষ্যদ্বয় সে হাসির মর্ম্ম বুঝিতে পারিল এবং তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

নিমেষ মধ্যে অশ্বারোহী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দস্যুসর্দ্দার ও তাহার শিষ্যদ্বয় আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই ভূমিতলে লম্ফ প্রদান করিয়া সর্দ্দারের ললাটে ভ্রূদ্বয়ের ঠিক মধ্যস্থলে সবলে এমন এক আঘাত করিলেন যে, সে তদ্দণ্ডে শব্দ মাত্র না করিয়া হতচেতন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

সর্দ্দারের এই অবস্থা দেখিয়া তাহার

চেলা দুইজন কি করিবে স্থির করিতে না করিতে অশ্বারোহী সদানন্দের ললাটেও সেইরূপ আর একটী মুষ্ট্যাঘাত করিলেন; সেও অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তৃতীয় দস্যু রতনা পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল অশ্বারোহী বুঝিতে পারিলেন এবং তাহাকেও তাহার সঙ্গীদ্বয়ের দশায় আনয়ন করিলেন।

তিনজনকে হতচেতন দেখিয়া অশ্বারোহী সত্বর কিয়দংশ অশ্বরজ্জু কাটিয়া লইলেন এবং তদ্দ্বারা তিন জনকে এমন দৃঢ়রূপে একটা গাছের সহিত বন্ধন করিলেন যে, তাহারা জ্ঞান লাভ করিয়া সবলে চেষ্টা করিলেও কোনক্রমেই পলায়ন করিতে পারিবে না।

এইরূপে দস্যু তিনজনকে বন্ধন করিয়া তিনি রমণীত্রয়কে পরীক্ষা করিলেন এবং তাহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। অনেক কষ্টে বালিকার মোহ অপনীত হইল। কিন্তু সুহাসিনী বা তাঁহার ভগ্নী সাংঘাতিকরূপে আহত হওয়ায় সহজে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না।

চারুশীলা জ্ঞান লাভ করিলে পর অশ্বারোহী একবার তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। যাহা দেখিলেন, তেমন রূপ তিনি আর কখনও নয়নগোচর করেন নাই। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল।

ইত্যবসরে সুহাসিনী চক্ষু উন্মীলন করিলেন। অশ্বারোহী তখনই আত্মসংবরণ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে গমন করিলেন এবং বাহ্যিক পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত। চারুশীলা এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই, তাহার অবস্থা দেখিয়া অশ্বারোহী পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সে অতি সামান্য মাত্র আঘাত পাইয়াছিল। সুহাসিনীকে সচেতন দেখিয়া বালিকা ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল এবং মায়ের নিকট গিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু বলিয়া বুঝিতে পারিল ও চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

অশ্বারোহী বিষম ফাঁপরে পড়িলেন। তিন জন আহতা রমণী তাঁহার সম্মুখে, তিন জন দুর্দ্দান্ত দস্যু বদ্ধাবস্থায় এক বৃক্ষের তলে, এ সকল ত্যাগ করিয়া তিনি কেমন করিয়া নিকটস্থ থানায় সংবাদ দিবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

এমন সময়ে সুহাসিনী তাঁহার দিকে চাহিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "চারু! আমার কন্যা কোথায়? হরি! হরি! কেন আমরা বেড়াইতে আসিয়াছিলাম?"

চারুশীলা নিকটেই ছিল। সে মায়ের ক্ষীণকণ্ঠ স্বর শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এই যে আমি—মা! তুমি কি

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমায় চিনিতে পারিতেছ না? আমি যে তোমারই নিকটে আছি মা! কেন মা তুমি এমন করিতেছ?"

কন্যার কণ্ঠস্বর সুহাসিনীর কর্ণগোচর হইল। তিনি চারুশীলাকে জীবিতা জানিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বোধ হইল তিনি তাহার কোন কথাই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধা গেল কোথায়? সে কেমন আছে?"

রাধারাণীর মোহ তখনও অপনীত হয় নাই। চারুশীলাই মায়ের কথায় উত্তর দিল। বলিল, "মাসীমার এখনও জ্ঞান হয় নাই। তিনি মড়ার মত পড়িয়া আছেন।

চারুশীলার শেষ কথাগুলি বোধ হয় সুহাসিনীর কর্ণগোচর হইল না। তিনি পুনরায় হতচেতন হইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহার পুনরায় জ্ঞান-সঞ্চার হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া সম্মুখেই অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইলেন এবং তখনই সঙ্কেত করিয়া তাঁহাকে নিকটে বসিতে বলিলেন। অশ্বারোহী সুহাসিনীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, শশব্যস্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সুহাসিনী একবার অশ্বারোহীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অতি মৃদুস্বরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিলেন, "আপনি কে? চারুর কি হবে?"

যেরূপ কষ্টের সহিত সুহাসিনী ঐ কথা-গুলি উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে অশ্বারোহী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত। তিনি ম্লানভাবে উত্তর করিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই—আমাকে আপনার বলিয়াই বিবেচনা করিবেন। আমি একজন উকিল—বিশেষ কোন কার্য্য বশতঃ অশ্বারোহণে এই মাঠ দিয়া যাইতে ছিলাম। দূর হইতে তিনজন দস্যুকে আপনাদিগকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া দ্রুতগতি এখানে আসিয়াছি। ঈশ্বরের কৃপায় দস্যু তিনজনকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছি। ঐ দেখুন, তাহাদিগের হস্ত পদ আবদ্ধ করিয়া ঐ বৃক্ষের তলে রাখিয়াছি। এখন তাহারাও অচেতন, সুতরাং পলায়নের কোন সম্ভাবনা নাই।"

সুহাসিনী একবার নির্দ্দিষ্ট দিকে লক্ষ্য করিলেন। বোধ হয় দস্যুগণ তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল। তাঁহার মুখে অল্প হাসি দেখা দিল। কিন্তু সে কেবল ক্ষণেকের জন্য। পরে অতি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি উকিল বলিলেন?"

অশ্বারোহী বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ. আমার নাম কালীচরণ মুখোপাধ্যায়। যদি আপনারা আর কিছুক্ষণ এখানে এ অবস্থায় থাকেন, তাহা হইলে আমি সত্বর একজন ডাক্তার আনিতে পারি।"

সুহাসিনী যেন কি চিন্তা করিলেন।

পরে বলিলেন, "না—ততক্ষণ বাঁচিব না। আর হয়ত দেখা হবে না।"

অশ্বারোহী আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। তিনি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে আমি কি করব বলিয়া দিন। যদি কোনরূপ সাহায্যের প্রয়োজন হয় বলুন, আমি এখনই প্রস্তুত আছি।"

অশ্বারোহীর কথায় সুহাসিনীর মুখে হাসি আসিল। ক্ষণেকের তরে যেন তাঁহার যন্ত্রণার লাঘব হইল। তিনি যেন কিছু বল পাইলেন। স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, আমার একমাত্র কন্যার জন্য আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছি। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার জন্য যদি কোন প্রকার বন্দোবস্ত না করি, তাহা হইলে চারুশীলা কিছুই পাইবে না। তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, তাহার নামে উইল করিয়া যাই। সৌভাগ্যক্রমে এ বিপদের সময় আপনি উপস্থিত আছেন। অল্প কথায় একখানি উইল করিয়া দিন, এই আমার একান্ত অনুরোধ।

অশ্বারোহী সম্মত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে নিকটেই সমস্ত সরঞ্জাম ছিল, পকেট হইতে কাগজ কলম বাহির করিয়া তিনি তখনই একখানি উইল লিখিয়া ফলিলেন।

উইল লেখা শেষ হইলে অশ্বারোহী সুহাসিনীকে উহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। মুমূর্ষু হইলেও তিনি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিল।

উকিল বাবু কলমটী সুহাসিনীকে স্পর্শ করাইয়া স্বয়ং তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিলেন। পরে কাগজখানি চারুশীলার হস্তে প্রদান করিয়া যেমন সুহাসিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন তাঁহার দৃষ্টি স্থির। তিনি বুঝিতে পারিলেন। তখনই তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। চারুশীলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রাধারাণী তখনও অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন। চারুশীলা তাঁহাকেও মৃতা বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল। দস্যু তিনজন তখনও হতচেতন। সম্মুখে সুহাসিনীর মৃতদেহ। অশ্বারোহী বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন, তখনই নিকটস্থ থানায় সংবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু কেমন করিয়াই বা চারুশীলাকে সে অবস্থায় রাখিয়া গমন করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

অনেক কষ্টে চারুশীলাকে শান্ত করিয়া অশ্বারোহী তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

অশ্রুপূর্ণ চক্ষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চারুশীলা অশ্বারোহীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "গৌরীপুরের জমীদার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পিতা। আমরা এখানে ভৈরবীর পূজা দিতে আসিয়াছিলাম।"

উকিল বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিলেন, জমীদার পত্নী লোকজন না লইয়া

এত দূরে আসিলেন কেন? কিন্তু সে কথা চারুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।

তাঁহাকে নীরব ও চিন্তিত দেখিয়া চারুশীলা বোধ হয় তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল। সে বলিল, "আমাদের সঙ্গে যে লোক আসিয়াছিল, তাহাদের আহার হয় নাই বলিয়া আমরা তিনজনে মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে পথ ভুলিয়া যাই। চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে এই দশা হয়।

অশ্বারোহী চমকিত হইয়া বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ! মন্দির হইতে তোমরা যে প্রায় দেড় ক্রোশ পথ চলিয়া আসিয়াছ। এখান হইতে নিকটবর্ত্তী থানাও প্রায় এক-ক্রোশ। সুতরাং মন্দিরে ফিরিয়া যাওয়া অপেক্ষা থানার দিকে যাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু একা তোমায় এতগুলি অচেতন ও মৃত লোকের মধ্যে রাখিয়া যাইতে সাহস হইতেছে না। কি জানি, ইতিমধ্যে যদি আবার কোন বিপদ ঘটে।

রাখিয়া যাইবার কথা শুনিয়া চারুশীলা শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "না—না—আমায় এখানে রাখিয়া যাইবেন না। আমি একা থাকিতে পারিব না।"

যেরূপ নম্রতার সহিত চারুশীলা ঐ কথাগুলি বলিল, তাহাতে কালীচরণ বিচলিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। কিন্তু আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। থানায় সংবাদ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু কেমন করিয়াই বা বালিকা চারুশীলাকে সেখানে রাখিয়া যান। তিনি বিষম ফাঁপরে পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অবশেষে চারুশীলাকে সঙ্গে করিয়াই থানায় যাইতে মনস্থ করিলেন এবং তদনুসারে বলিলেন, "যদি এখানে একান্ত না থাকিতে চাও, তাহা হইলে তোমায় আমার সহিত যাইতে হইবে। আমার পার্শ্বে ঘোড়ার উপরে বসিতে হইবে—পারিবে ত?"

চারুশীলা অতি বিনীত ও সলজ্জ ভাবে উত্তর করিল, "আমি পূর্ব্বে অনেকবার ঘোড়ায় উঠিয়াছি—বিশেষ ভয় করে না। জমীদারের একমাত্র কন্যা, যাহা আবদার করিয়াছি তাহাতেই পিতা মাতা সম্মত হইয়াছেন।"

উকিল বাবু আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি প্রথমে চারুশীলাকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং তাহার পশ্চাতে উপবেশন করিলেন এবং এক হস্তে অশ্বরজ্জু অপর হস্তে বালিকাকে ধারণ করিয় নিমেষ মধ্যে মাঠ পার হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ অতি দ্রুতবেগে গমন করিলে পর বালিকা হতচেতন হইয়া পড়িল। তিনি

তাহার অচেতন দেহ বক্ষে দৃঢ় ধারণ করিয়া থানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উকিল বাবু চারুশীলাকে লইয়া প্রস্থান করিলে পর দস্যু তিনজনের মধ্যে একজনের জ্ঞান সঞ্চার হইল। সে চক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার চারিদিক অবলোকন করিল। দেখিল, সম্মুখে দুইটী অচেতন দেহ, আর দেখিল তাহার ও তাহার বন্ধুদ্বয়ের হস্ত-পদাদি এরূপ দৃঢ় ভাবে সেই বৃক্ষের সহিত আবদ্ধ যে, সে অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনক্রমে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিল না।

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যখন সে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিল না, তখন সে অপর দুই বন্ধুর মোহ অপনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া নিতান্ত হতাশভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

সহসা তাহার মনে কি নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইল। সে অতি উচ্চস্বরে তিন-বার শিশ দিল। কিছুক্ষণ পরে অদূরে তাহার অনুরূপ আর তিনবার শিষ কর্ণ-গোচর হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এক যুবতী হাঁপাইতে হাঁপাইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

দূর হইতে বৃক্ষতলে দস্যুত্রিনজনকে সেই প্রকার আবদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া রমণী কাপড়ের ভিতর হইতে একখানি ছোরা বাহির করিল। তাহার শাণিত চাকচিক্যময় ফলকে সূর্য্যরশ্মি প্রতিভাত হইতে লাগিল। রমণী সেই ছোরা তুলিয়াই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কোন কথা না বলিয়া তখনই তাহাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিল।

ইত্যবসরে অপর দস্যুদ্বয়ও সংজ্ঞালাভ করিল। তখন তিনজনেই দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু সকলের পলায়ন করিবার সামর্থ্য ছিল না। সর্দ্দার এরূপ আহত হইয়া-ছিল যে, তাহার নড়িবার ক্ষমতা ছিল না।

রমণী যখন সর্দ্দারের অক্ষমতা বুঝিতে পারিল অথচ দেখিল যে, তাহার শিষ্য দুইজন তাহাকে লইয়া পলায়ন করিবার কোন চেষ্টা করিতেছে না, তখন সে অতি কর্কশ ভাবে বলিয়া উঠিল, "ধিক্ তোদের জন্মে। সর্দ্দারের এমন অবস্থা দেখেও তোরা নিশ্চিন্ত আছিস? ছি—ছি, যদি ভাল চাস, এখনই উহাকে দুইজনে কাঁধে ল'য়ে এখান হ'তে পলায়ন কর।"

রমণীর কথা শেষ হইতে না হইতে সদানন্দ ও রতনা সর্দ্দারকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল এবং নিমেষ মধ্যে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। রমণী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

রমণীর বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর। তাহাকে দেখিতে শ্যামবর্ণা ও হৃষ্টপুষ্টা। অঙ্গ-সৌষ্ঠব অতি সুন্দর। মুখশ্রী নিতান্ত মন্দ নহে। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল, অচেতন রমণীদ্বয়ের অলঙ্কার স্পর্শ না করাই ভাল। সে একবার অচেতন রমণীদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

সদানন্দ ও তাহার সঙ্গী বিশেষ আহত হয় নাই, তাহারা অতি শীঘ্রই সর্দ্দারকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে তাহারা তাহার আহত-স্থানগুলির পরিচর্য্যা করিতেছে, এমন সময়ে সর্দ্দার অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, "রাজু বড় সহজ মেয়ে নয়। সে যে খালি হাতে ফিরবে এমন ত বোধ হয় না।"

বাধা দিয়া সদানন্দ বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়ই না—সে নিশ্চয়ই খানকয়েক দামী গহনা যোগাড় ক'রে এনেছে। এখন শীকার আমাদের, কষ্ট আমাদের, আর লাভের বেলা রাজু! এ কথা বড় ভাল নয়।"

রত্নাও এ কথায় সায় দিল। তখন সর্দ্দার বলিল, "এক কাজ করা যা'ক, ভায়াকে ডেকে এ বিষয়ে সন্ধান করতে বলে দেওয়া যা'ক্‌. রাজু যদি সত্য সত্যই কিছু যোগাড় ক'রে থাকে, সকলেই অবশ্য তার অংশ পাবে।"

সর্দ্দারের কথা শুনিয়া তাহারা উভয়েই সম্মত হইল। সদানন্দ সেইখানে বসিয়া সর্দ্দারের সেবা করিতে লাগিল। রত্না দ্রুতগতি তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে আর একজন বলিষ্ঠ লোককে লইয়া পুনরায় সর্দ্দারের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

নবাগত ব্যক্তিকে দেখিয়া সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, দামু. এতক্ষণ কোথায় ছিলি ভাই! একটা বড় শীকার হাতে পড়ে পালিয়ে গেল, তুই কাছে থাক্‌লে আজ অনেক টাকা লাভ হ'তো।

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দামোদর ওরফে দামু উত্তর করিল, "কোথাও যাই নাই—আজ সকাল থেকে রাজুকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তাই তার সন্ধান করছিলাম।"

সর্দ্দার চমকিত হইল। সে শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "সে কি! রাজু ছিল বলে আজ আমরা বেঁচে এসেছি। সে না থাক্‌লে আমাদের যে কি দশা হতো বলা যায় না।"

এই বলিয়া সর্দ্দার অতি মৃদুস্বরে সকল কথা ব্যক্ত করিল। দামু শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং রাজুর সাহসের বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিল।

রাজু ওরফে রাজবালা দামোদরের প্রণয়িনী। দামোদর তাঁহার ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করে। সে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় রাজবালার কুটীরে গমন করে এবং

পরদিন অতি প্রত্যুষেই আপনার বাটীতে প্রত্যাগমন করে। রাজবালার উপর অনেকেরই লোভ ছিল, কিন্তু সর্দ্দারের প্রতি—দামোদরের ভয়ে আর কেহ তাহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করে না।

কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর সর্দ্দার বলিয়া উঠিল, "দামু! একটা কাজ তোকে এখনই কর্‌তে হবে।"

দা। কি কাজ দাদা? হুকুম কর—এখনই হাসিল কর্‌বো।

স। একবার রাজুর কাছে যা।

দামোদর মুচকি হাসিয়া বলিল, "না দাদা, তামাসা নয়। তোমার হুকুম আমি কখনও অমান্য করি নাই।"

দামোদরের কথা শুনিয়া সর্দ্দার হাসিয়া উঠিল। সে বলিল, "না ভাই! আমি ত সে কথা বলি নাই। সত্য সত্যই তোকে এখনই একবার রাজুর বাড়ীতে যেতে হ'বে।"

দামোদরও হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন না যাই দাদা! গিয়ে কি কর্‌বো?"

স। রাজু নিশ্চয়ই সেই মাগীদের কাছ থেকে খানকতক গহনা এনেছে। সেই গহনাগুলি চাই।

দা। সে যদি না দেয়?

স। জোর ক'রে কেড়ে আন্‌বি।

দা। সে কি দাদা—রাজুর উপর এত কড়া হুকুম দিলে চলবে কেন?

স। গহনাগুলি সে এনেছে বটে কিন্তু আমরাই ত আগে সেই মাগীদের খাল করি। আর আমরাই শেষে ফাঁকিতে পড়্‌বো! তুই কি বলিস্?

দামোদর কিছুক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিল, "না দাদা, সেটা ভাল হয় না। আমি এখনই রাজুর কাছে যাচ্ছি, যদি কিছু এনে থাকে, এখনই এখানে আন্‌ছি।"

এই বলিয়া দামোদর তথা হইতে প্রস্থান করিল। সদানন্দ ও রতনা পুনরায় সর্দ্দারের সেবায় নিযুক্ত হইল।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দামোদর যখন রাজুর কুটীরে উপস্থিত হইল, তখন বেলা চারিটা। আপন কুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজু তখন রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে দামোদর তাহার দৃষ্টিগোচর হইল।

রাজবালা বালবিধবা। বিবাহের তিন দিন পরে তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। শৈশব-কালেই তাঁহার পিতামাতা কালগ্রাসে পতিত হয়। এক দূরসম্পর্কীয় পিতৃস্বসাই তাহাকে মানুষ করিয়াছিল। কিন্তু রাজুর দুর্ভাগ্য-বশতঃ সেও মারা পড়ে। রাজুর বয়স তখন এগার বৎসর মাত্র। এক প্রতি-বেশী তাহাকে নিজ বাটীতে আনয়ন করে এবং কিছুদিনের মধ্যে তাহার বিবাহ দেয়।

বিধবা হইবার চারি বৎসর পরে রাজু শ্বশুরবাড়ী হইতে পলায়ন করে। সেই সময় হইতেই সে দামোদরের সুনজরে পতিত হয়। সেইদিন হইতেই দামোদর তাহার ভরণ-পোষণ ভার গ্রহণ করে এবং তাহার বাসের জন্য নিজ ব্যয়ে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেয়।

দামোদর প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই কুটীরে যাইত এবং প্রত্যূষেই তথা হইতে প্রস্থান করিত। সেদিন বেলা চারিটার সময় তাহাকে কুটীরে দেখিয়া রাজবালা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ অসময়ে যে দাসীকে মনে পড়েছে? কি ভাগ্যি!"

দামোদর কোন উত্তর না করিয়া রাজবালার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া রাজবালার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল। তাহার প্রাণে কেমন একটা আতঙ্ক হইল। সে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞসা করিল, "কি হয়েছে গা—বল না? মুখ ভার কর্‌লে কেন?"

রাজবালাকে দামোদর আন্তরিক ভালবাসিত। যেরূপ মিনতি করিয়া সে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিল, তাহাতে দামোদরের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আজ সকাল থেকে ছিলি কোথায়?

দামোদরকে হাসিতে দেখিয়া রাজবালার ভয় গেল, সেও হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন, বাড়ীতেই ছিলুম।"

দামোদর উপহাস বুঝিতে পারিল না। সে পুনরায় রাগান্বিত হইয়া বলিল, "কখনও না, যদি তাই হয়, তবে তুই এখন রাঁধছিস্ কেন?"

রাজবালা হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "বিনির ছেলে হয়েছে—দেখ্‌তে গিয়েছিলুম।"

কিছুক্ষণ ভাবিয়া দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "বিনি কে? সদানন্দের স্ত্রীর নাম কি বিনি? তবে কি আমাদের সদার ছেলে হয়েছে?"

রাজবালা হাসিয়া সম্মতিসূচক উত্তর দিল। তখন দামোদর বলিল, কই—সদা ত সে কথা কিছু বল্‌লে না? কথাটা চেপে গেল—না?"

রা। সে কথা আর বল্‌তে। কিন্তু আমি না থাক্‌লে ছেলের বাপকে যে চৌদ্দ বচ্ছর জেলে যেতে হতো। তোমার দাদাও যে তার মধ্যে ছিল। সেই বেশী চোট খেয়েছে।

দা। সে সব কথা শুনেছি। এখন গহনাগুলো দে। ভাল কথা মনে করেছিস্।

রাজবালা স্তম্ভিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "গহনাগুলো কি? কার গহনা?"

দামোদর কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল, "ন্যাকা আর কি! দাদারা চলে আস্‌বার

পর তুই সেই মাগীদের কাছ থেকে যে গহনাগুলো এনেছিস্, সেইগুলো দে, এখন বুঝতে পেরেছিস্?"

রা। আমি একখানিও গহনা আনি নাই।

দামোদর অট্টহাস্য করিল। সে বলিল, "ও সকল কথা এখন রেখে দে। আমার দাদাকে চিনিস্ ত? তার হুকুমের জোর জানিস ত?"

রাজবালা তখন অতি বিনীতভাবে বলিল, "তোমার দিব্যি করে বল্‌ছি, আমি তাদের গহনা ছুঁই নাই। আমি অমন কাঁচা কাজ করি না। সে সকল দামী জিনিষ বিক্রী কর্‌তে গেলেই ধরা পড়্‌তে হবে। সেই ভয়ে আমি আনি নাই। তোমার বিশ্বাস না হয় আমার ঘর খুঁজে দেখ।"

দামোদর রাজবালার এই কথা অবিশ্বাস করিতে পারিল না। সে অত্যন্ত বিরক্ত হইল, তখনই সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

দস্যু সর্দ্দার যখন এই সকল কথা শুনিতে পাইল, তখন সে দামোদরের উপর ভয়ানক রাগান্বিত হইল। দুই ভ্রাতায় বিষম বচসা আরম্ভ হইল। কথায় কথায় বিবাদের সূত্রপাত হইল। অবশেষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল, তখন উপস্থিত লোকেরা দুই ভ্রাতাকে দুই স্থানে পৃথক করিয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিল। দামোদর সেইদিন হইতে ভাইয়ের অধীনতা ত্যাগ করিল এবং আপনার যথা সর্ব্বস্ব বুঝিয়া লইয়া পৃথকভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কালীচরণ যখন চারুশীলাকে লইয়া অশ্বারোহণে কাশিমগঞ্জের থানায় উপস্থিত হইলেন, তখন চারুশীলা সম্পূর্ণ অচেতন। থানার লোকেরা তাহাকে মৃতা মনে করিয়াছিল, কিন্তু কালীচরণ তাহাদিগকে অল্প কথায় সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। তখনই চারিজন চৌকদার তাঁহার নিকট আসিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে চারুশীলার অচেতন দেহ নামাইয়া লইল।

অপর এক জনের হস্তে অশ্বরজ্জু প্রদান করিয়া কালীচরণ এক লম্ফে ভূমিতলে পতিত হইলেন এবং তখনই দারোগা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিলেন

দারোগা বাবু তাঁহার নিকট হইতে সেই ভয়ানক সংবাদ পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন। অপর কোন লোকের মুখে শুনিলে তিনি কোনক্রমেই বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু কালীচরণের পরিচয় পাইয়া বিশেষতঃ তাঁহাকে একজন উকিল জানিতে পারিয়া তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিলেন

না। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কয়জন দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন?"

কালীচরণ উত্তর করিলেন, "তিনজন।"

দা। কোথায় তাহারা?

কা। সেই মাঠেই একটী গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

দা। আপনি একা তিনজন বলিষ্ঠ দস্যুকে কেমন করিয়া গ্রেপ্তার করিলেন?

কালীচরণ আন্তরিক বিরক্ত হইলেন। তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন, "সে সকল কথা পরে জানিতে পারিবেন। আপাততঃ একজন ডাক্তার লইয়া শীঘ্র আমার সঙ্গে চলুন। একজন ইতিপূর্ব্বেই মারা পড়িয়াছেন, অপর অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন।"

দারোগা বাবু আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। তিনি সত্বর একজন ডাক্তারকে লইয়া কালীচরণের সহিত যথাস্থানে গমন করিলেন।

দস্যুগণকে যেরূপে সেই বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া ছিলেন, তাহাতে কালীচরণের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, তখনও তাহারা সেই অবস্থায় পড়িয়া আছে। কিন্তু দূর হইতে যখন তিনি সেই বৃক্ষতলে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তিনি দ্রুতপদে নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দস্যুগণের কোন চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। যে রজ্জু দ্বারা দস্যুগণ আবদ্ধ ছিল, সেই রজ্জু খণ্ড খণ্ড হইয়া তথায় পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন।

দুইটী অচেতন রমণী দেহ যথাস্থানেই পতিত ছিল। দারোগা বাবু দস্যুগণকে না দেখিতে পাইলেও কালীচরণের কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। দস্যুগণ যে অপর কোন লোকের সাহায্যে বন্ধন মুক্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখনই ডাক্তার বাবুকে অচেতন দেহ দুইটী বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বাবু তদনুসারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, একজন প্রায় দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বেই মারা পড়িয়াছেন। অপরা তখনও জীবিতা বটে কিন্তু যদি এক ঘণ্টার ভিতর চৈতন্য না হয় তাহা হইলে তাহার জীবনও সঙ্কটাপন্ন।

দারোগা বাবু তখন সত্বর দুইটী দেহ দুই স্থানে পাঠাইয়া দিয়া কালীচরণের সহিত পুনরায় থানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। থানায় গিয়া দেখিলেন, চারুশীলার জ্ঞান হইয়াছে, সে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে কালীচরণ বাবু তাহাদের বাড়ী চিনিতেন। তিনিই চারুশীলাকে লইয়া সন্ধ্যার পর গৌরীপুরের জমীদার

সতীশচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সতীশচন্দ্র এতক্ষণ স্ত্রী-কন্যার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন, কন্যাকে একজন অপরিচিত যুবকের সহিত গৃহে ফিরিতে দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন, এবং কালীচরণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কালীচরণ অল্প কথায় সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিলেন। স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ ও শ্যালিকার সাংঘাতিক আহত হওয়ার কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হ লেন এবং কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

সতীশচন্দ্রকে সান্ত্বনা করিয়া কালীচরণ তথা হইতে বিদায় লইলেন। কিন্তু বিদায় লইবার পূর্ব্বে তিনি চারুশীলার মায়ের শেষ উইলখানি সতীশচন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। সতীশচন্দ্র উইল দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, সেইদিন হইতে তিনি কালীচরণকেই আপনার পারিবারিক উকিল বলিয়া স্থির করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাধারাণী হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সতীশ চন্দ্র স্ত্রীর শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, রাধারাণীকে দেখিয়া অনেকটা সুস্থ হইলেন।

দস্যু তিনজনকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সতীশচন্দ্র যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। তিন চারিজন ভাল ভাল গোয়েন্দা সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দস্যুগণকে কেহই গ্রেপ্তার করিতে পারিল না। অবশেষে আরও কিছুদিন পুলিসের লোকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার পর সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল। যে সকল দস্যু এই প্রকারে নারী হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা আর ধৃত হইল না।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর এক বৎসর অতীত হইয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে সতীশচন্দ্রের পরিবারের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার শ্যালিকা রাধারাণী এখন সে বাড়ীর গৃহিণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাড়ীর কোন কার্য্যই রাধারাণীর পরামর্শ ব্যতীত সম্পন্ন হয় না।

চারুশীলা এতকাল মায়ের আদরে ও পিতার যত্নে প্রতিপালিতা হইয়াছিল; কিন্তু এখন তাহাকেও রাধারাণীর অনুমতি লইয়া কার্য্য করিতে হয়। সতীশচন্দ্রের দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্রও রাধারাণীর বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না।

সতীশচন্দ্রের পুত্র ছিল না। তাঁহার একমাত্র কন্যা চারুশীলাই তাঁহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু জমীদারী

তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি, চারুশীলা সে সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না।

সতীশচন্দ্রের দুই জন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম গৌরীশঙ্কর, কনিষ্ঠের নাম হরশঙ্কর। সতীশচন্দ্র হরশঙ্করকেই অধিক ভাল বাসিতেন। হরশঙ্করও তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন, এই সকল কারণে তিনি হরশঙ্করকেই বিষয়ের অধিকাংশ প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন।

গৌরীশঙ্কর স্বয়ং এ সকল ব্যাপার জানিতেন এবং তজ্জন্য তাঁহার কনিষ্ঠের উপর কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই। উভয়ের মধ্যে তিনিই সচ্চরিত্র, উদার ও অমায়িক। তিনি সকলের সহিত হাসিয়া কথা কহেন। কাহারও সহিত তাঁহার বিবাদ নাই। কি বড় কি ছোট, কি ধনী কি নির্ধন, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে। এত গুণ সত্ত্বেও তিনি সতীশচন্দ্রের নিকট সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই।

সুহাসিনীর মৃত্যুর পর হইতে সতীশচন্দ্রও রাধারাণীর সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়িলেন। সুহাসিনীর জীবদ্দশায় ইচ্ছা থাকিলেও সতীশচন্দ্র রাধারাণীর সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। সুহাসিনী যে স্বামীকে কোনরূপ অবিশ্বাস করিতেন, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাকে এরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন যে, সতীশচন্দ্র কোন দিন রাধারাণীর সহিত বাক্যালাপ করিতে সুবিধা পান নাই।

সুহাসিনী সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু রাধারাণীর বয়স অল্প বলিয়া উভয়ের মধ্যে তাঁহাকে অধিক সুন্দরী বলিয়া বোধ হইত। এবং এই কারণেই সুহাসিনী রাধারাণীকে সর্ব্বদাই নজরে রাখিতেন।

রাধারাণীর সহিত সুহাসিনীর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। এমন কি, কিছুদিন পূর্ব্বে সুহাসিনী তাঁহাকে চিনিতেন না। এক দিন সুহাসিনী প্রত্যুষে স্নান করিয়া নদী হইতে বাড়ীতে ফিরিতেছেন, এমন সময়ে রাধারাণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বাড়ীর একজন বৃদ্ধা দাসী সুহাসিনীর সঙ্গে গিয়াছিল। রাধারাণীকে দেখিয়া সেও দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাধারাণীকে দেখিতে অতি সুন্দরী—বিশেষতঃ যৌবনে তাহার সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুন্দরী যুবতীকে পথে ঘুরিতে দেখিয়া এবং তাহার মুখে তাহার ভয়ানক দারিদ্র্যের কথা শুনিয়া সুহাসিনীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি রাধারাণীকে আপন ভগ্নী সম্বোধন করিলেন এবং তখনই নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিতে মনস্থ করিলেন। যে দাসী সুহাসিনীর সহিত গিয়াছিল, সেই কেবল রাধারাণীর প্রকৃত পরিচয় জানিত। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সেও

অল্প দিনের মধ্যেই মারা পড়িল। সুতরাং বাড়ীর আর কোন লোকই জানিত না যে, রাধারাণী সুহাসিনীর প্রকৃত ভগ্নী নহে।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। কিন্তু যতই দিন কাটিতে লাগিল, রাধারাণীর ক্ষমতাও ততই বাড়িতে লাগিল। বাড়ীর সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইলেন, দাস দাসীগণ আর তাঁহার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে পারিল না। একে একে দুই তিনজন দাসী সতীশচন্দ্রের বাড়ী হইতে দূরীভূত হইল। সতীশচন্দ্রও রাধারাণীর সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে একদিন হরশঙ্কর আহারাদির পর সতীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "জেঠা মহাশয়! আমার এক বন্ধু এদেশে বেড়াইতে আসিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, আমাদের এই বাড়ীতেই কিছুদিন বাস করেন। যদি আপনার অনুমতি পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিতে পারি।"

হরশঙ্কর যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন রাধারাণীও তথায় উপস্থিত ছিলেন। সতীশচন্দ্র কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই তিনি উপযাচক হইয়া বলিলেন, "বেশ ত! এ ত গৌরবের কথা! তোমার বন্ধু এদেশে আসিয়া যদি অপর বাড়ীতে থাকেন, তাহা হইলে তোমারই লজ্জার কথা। তুমি এখনই তাঁহাকে [illegible] আসিতে বল। আমাদের ঘরের অভাব নাই; একটী কেন, চারিজন বন্ধু আসিলেও সকলের স্থান দিতে পারি।"

রাধারাণীর কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষা করিতেছিলে কেন? তুমি ত অনায়াসেই তাঁহাকে এখানে আনিতে পারিতে। আমার অবর্ত্তমানে এ সমস্ত বিষয়ই যখন তোমাদের, তখন আর আমি ও সকল বিষয়ে আপত্তি করিব কেন?"

হরশঙ্কর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি সেইদিনেই তাঁহার বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার বন্ধুও এই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, হরশঙ্করের কথা শুনিয়া তিনিও সেই সতীশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সতীশচন্দ্রের বাড়ীটী প্রকাণ্ড, ত্রিতল ও ত্রিমহল। বাড়ীর স্ত্রীলোকের মধ্যে রাধারাণী ও চারুশীলা, অন্দর মহল ছাড়িয়া, তাঁহারা বহির্বাটীতে আসিতে পারেন না। [illegible] হরশঙ্করের বন্ধুটীর নাম ভবানীপ্রসাদ— [illegible] রাত্রিকালেই আসিয়া উপস্থিত

( ডিটেকটিভ্-গল্প )

---

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

---

৯ নং সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার হইতে

শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

---

*Printed by K. B. Pattanaika,*
*At the Utkal Press, 8, St. James Square, Calcutta.*

## প্রথম পরিচ্ছেদ

মাঘ মাসের প্রারম্ভ, প্রচণ্ড শীত এখনও পর্য্যন্ত মন্দীভূত হইয়া আইসে নাই, অতিশয় প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করা সাধারণের পক্ষে কষ্টসাধ্য। কিন্তু যাহারা তাহাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সমর্থ নহে, আহার নিদ্রা, শয়ন উপবেশন ও বিশ্রাম করিতে হইলেও যাহাদিগকে পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, পরের আদেশ প্রতিপালন করিয়া ঐ সকল বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র।

জনৈক ডিটেকটিভ্ কর্ম্মচারী কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার প্রত্যাগমন করিতে অধিক রাত্রি হইয়াছিল, সুতরাং তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে তিনি সেই রাত্রিতে সময় পান নাই। মনে করিয়াছিলেন, অতিশয় প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি সেই কার্য্য সমাধা করিবেন। কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না, প্রত্যুষে তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন সত্য, লেখাপড়ার কার্য্য শেষ করিবার নিমিত্ত অফিসেও আসিলেন সত্য, কিন্তু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই সংবাদ আসিল, বড়বাজারে একটী বড় চুরি হইয়াছে, তাহারই অনুসন্ধানে তাঁহাকেই এখনই গমন করিতে হইবে।

এই সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহাকে লেখাপড়ার কার্য্য সেই সময়ের জন্য বন্ধ করিতে হইল, কাগজপত্র বন্ধ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। বড় বাজারের কোন্ স্থান হইতে কি দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত তিনি প্রথমতঃ বড়বাজারের থানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই থানার ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে কেবল এই মাত্র জানিতে পারিলেন যে, বালাখানায় খোদাবক্সের বাড়ী হইতে একছড়া বহুমূল্যবান হার চুরি হইয়াছে। সেই হারের অনুসন্ধানের নিমিত্ত ডিটেকটিভ্ কর্ম্মচারীকে সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে।

খোদাবক্স সর্ব্বজন-পরিচিত। ডিটেকটিভ্ কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার বিশেষরূপ পরিচয় না থাকিলেও কর্ম্মচারী তাঁহাকে উত্তমরূপে

জানিতেন. সুতরাং খোদাবক্সকে বা তাঁহার গৃহ দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত স্থানীয় পুলিসের কাহাকেও আর তাঁহার সহিত গমন করিতে হইল না। কর্ম্মচারী একাকীই থানা হইতে বহির্গত হইয়া খোদাবক্সের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

খোদাবক্স যে কে, তাহার পরিচয় এই স্থানে পাঠকগণকে একটু দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা যে আখ্যায়িকা এই স্থানে লিখিত হইতেছে. তাহার সম্পূর্ণ অবস্থা পাঠকগণ কোনরূপেই উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

খোদাবক্সের পিতা ব্যবসা উপলক্ষে নিজ দেশ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন, ও ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়া এই কলিকাতা সহরেই বাড়ী প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহাতেই নিজের বাসস্থান স্থাপিত করেন।

খোদাবক্সের জন্মস্থান কলিকাতায়, তিনি তাঁহার পিতার একমাত্র সন্তান। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাঁহার ব্যবসায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া, ব্যবসা কার্য্যই শিখাইতে আরম্ভ করেন ও বড় হইলে, যখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার ব্যবসা এখন খোদাবক্স অনায়াসেই চালাইতে পারিবেন, তখন তিনি সমস্ত ভার খোদাবক্সের হস্তে অর্পণ করিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করেন, ও কিছু দিবস পরে তাঁহার অগাধ বিষয় সম্পত্তি ও বিস্তৃত কারবার খোদাবক্সের হস্তে অর্পণ করিয়া, এই সংসার হইতেও অবসর গ্রহণ করেন।

যে সময় খোদাবক্সের পিতা ইহ-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সময় খোদাবক্সের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পিতার মৃত্যুর ৩।৪ বৎসর পরে খোদাবক্সের পত্নীও ইহজগৎ পরিত্যাগ করেন। সেই সময় খোদাবক্সের সন্তান সন্ততি প্রভৃতি কিছুই হয় নাই। যে সময় খোদাবক্সের স্ত্রীবিয়োগ হয়, সেই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসরের অধিক ছিল না।

যত দিবস খোদাবক্সের স্ত্রী:বর্ত্তমান ছিলেন তত দিবস পর্যান্ত খোদাবক্সের চরিত্রসম্বন্ধে কেহ কখন কোন কথা শুনিতে পায় নাই।

খোদাবক্সের পিতার মৃত্যুর পর যখন তিনি তাঁহার সংসারের কর্ত্তা হইয়া বসিলেন, সেই সময় তাঁহার সমবয়স্ক দুই তিনজন পারিষদও জুটিয়া গেল। নিজের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া কখন তিনি তাহাদিগের সঙ্গে সন্ধ্যার পর বাহির হইতেন না। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইবার পর তিনি আর সে নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রায়ই পারিষদদিগের সহিত সন্ধ্যার পর বাহির হইয়া যাইতে লাগিলেন, ও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরেই কাটাইতে লাগিলেন। তিনি যে কোথায় যাইতেন বা কোথায় থাকিতেন তাহা লেখক অবগত নহে।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইবার পর খোদাবক্স পুনরায় বিবাহ করিলেন, মুসলমানদিগের যে বিবাহ নিকা নামে অভিহিত, এবার তিনি সেইরূপ বিবাহ করিলেন। এবার তিনি তাঁহার পারিষদগণের মধ্যস্থিত এক জনের ভগ্নী—ফিরোজাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন। ফিরোজা বিবির বয়ঃক্রম তখন প্রায় বিংশতি বৎসর। পূর্ব্বে তাহার আর একবার বিবাহ হইয়াছিল, ও তাহার গর্ভে একটী পুত্রও জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহার বয়ঃক্রম তখন প্রায় পাঁচ বৎসর। যখন ঐ পুত্রটীর বয়ঃক্রম দুই বৎসর, সেই সময় ফিরোজার স্বামী তাহার কবরে শয়ন করে। তাহার অবস্থা ভাল ছিল না; সুতরাং ফিরোজা স্বামিগৃহে থাকিয়া পুত্রটীকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন না বলিয়াই, তাহার ভ্রাতার নিকট আসিয়াই উপস্থিত হন; ও সেই স্থানে তাহার ভ্রাতার গলগ্রহ হইয়া এত দিবস বাস করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়, তাহার কোন গুণ ফিরোজার ছিল না। থাকিবার মধ্যে কেবল তাহার রূপটি ছিল, ঐ রূপেই মুগ্ধ হইয়া খোদাবক্স তাহাকে নিকা করিয়া একটী সন্তানের সহিত তাহাকে আপন বাড়ীতে আনিয়া ছিলেন।

ডিটেকটিভ্ কর্ম্মচারী থানা হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে খোদাবক্সের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খোদাবক্সের বাড়ীটী খুব বড় হইলেও নিচের সমস্ত স্থান ও গৃহ তাঁহার ব্যবসা উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন স্থান নানাবিধ দ্রব্যের নমুনা দ্বারা পূর্ণ। কোন স্থান খরিদ্দারবর্গের বসিবার ও বিশ্রামের স্থল। কোন স্থানে কর্ম্মচারিবর্গের অফিস, কোন স্থান বা তাঁহাদিগের থাকিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন স্থানে কারবারের চাকর দ্বারবানদিগের ও কোন স্থান বা তাহার নিজের ভৃত্যবর্গের দ্বারা অধিকৃত। ফল কথায়, এত বড় প্রকাণ্ড বাড়ীতে একটু মাত্র সামান্য স্থানও পড়িয়া নাই। তাঁহার নিজের অফিস ও বসিবার স্থান সেই স্থানে হয় না। দোতালার দুইটী বাহিরের ঘর তিনি তাঁহার অফিস ও বসিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ দুইটী ঘরের সহিত অন্দরের কোন সংশ্রব নাই।

ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী খোদাবক্সের বাড়ীতে উপনীত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। একজন দ্বরবান তাঁহাকে উপরে লইয়া গেল। তাঁহাকে অফিস ঘরে বসিতে বলিয়া সে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, ‘একটী বাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসিয়াছেন।,

উত্তরে খোদাবক্স কহিলেন,"বাবুকে একটু অপেক্ষা করিতে বল, আমি এখনই আসিতেছি।"

এই কথা শুনিয়া দ্বারবান পুনরায় তাঁহার নিকট আসিল ও কহিল, 'আপনি এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন, এখনই তিনি আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।' এই বলিয়া দ্বারবান নিচে গমন করিল, তিনি সেই স্থানে খোদাবক্সের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তিনি কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে অপেক্ষা করিবার পর খোদাবক্স সেই পাশ্ববর্ত্তী ঘর হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার আফিস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কর্ম্মচারী তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই চিনিতে পারিলেন কিন্তু তিনি কর্ম্মচারীকে চিনিতেন না, তিনি সেই স্থানে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'আপনি কি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।?'

কর্ম্মচারী। হাঁ মহাশয়, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, কেবল তাহাই নহে, আপনারই কোন কার্য্যের নিমিত্ত আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

খোদা। আমার কি কার্য্যের নিমিত্ত আপনি আগমন করিয়াছেন তাহা আপনি অনায়াসেই বলিতে পারেন।

কর্ম্ম। যে কার্য্যের নিমিত্ত আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা এই স্থানে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। আমার ইচ্ছা যে, কোন নিভৃত স্থানে আপনার সহিত সেই সম্বন্ধে কথা কহি।

খোদা। তাহাই হউক, আপনি আমার সহিত এই পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে আসুন, সেই স্থানে অপর কেহ আমার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিবে না, সেই স্থানে বসিয়াই আমি আপনার সমস্ত কথা শ্রবণ করিব।

—:*:—

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খোদাবক্সের কথায় সম্মত হইয়া কর্ম্মচারী তাঁহার সহিত পার্শ্ববর্ত্তী একটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেই স্থানে দুইখানি চেয়ারে উভয়ে উপবেশন করিলে খোদাবক্স কহিলেন, 'আপনি কি নিমিত্ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাহা এখন আপনি আমাকে বলিতে পারেন।'

কর্ম্ম। আপনি আমাকে চিনেন কি?

খোদা। না।

কর্ম্ম। আমি ডিটেকটিভ্ পুলিসের একজন কর্ম্মচারী, আপনার ঘর হইতে যে মূল্যবান হার অপহৃত হইয়াছে,তাহারই অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমি এখানে আগমন করিয়াছি।

খোদা। আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন যে, আমার ঘর হইতে একছড়া মূল্যবান হার অপহৃত হইয়াছে ?

কর্ম্ম। আমি আমার প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, ও তাঁহারই আদেশ অনুযায়ী ইহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি স্থানীয় পুলিসে সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, বোধ হয় সেই স্থান হইতে আমার প্রধান কর্ম্মচারী এই সংবাদ প্রাপ্ত হন ও আমাকে এই স্থানে প্রেরণ করেন।

খোদা। এখন আমাকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।

কর্ম্ম। কিরূপে হারছড়াটি চুরি হইয়াছে তাহার আনুপুর্ব্বিক অবস্থা প্রথমতঃ আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

খোদা। যে হারছড়াটি অপহৃত হইয়াছে, তাহা মূল্যবান প্রস্তর ও মুক্তায় গঠিত। ওরূপ সুদৃশ্য ও নির্দ্দোষ প্রস্তর, ওরূপ সুগোল বৃহৎ ও সুদৃশ্য মুক্তা আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা বহু পুরাতন জিনিষ, কোন ধনবান ব্যক্তি উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পরিশেষে কোন গতিকে উহা এই স্থানের জনৈক ধনবান ব্যবসায়ীর হস্তে পতিত হয়, তিনিও বহুদিবস উহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, প্রায় ২৫ বৎসর গত হইল, কোন অনিবার্য্য কারণে, হঠাৎ তাঁহার কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়, তিনিই উহা আমার নিকট বন্ধক রাখিয়া আমার নিকট হইতে প্রথমতঃ পঁচিশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করেন, ও দুই বৎসর পরে আরও পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা তাঁহাকে পুনরায় আমার নিকট হইতে লইতে হয়। কিন্তু ঐ অর্থ তিনি আর আমাকে প্রদান করিতে পারেন না, সুদ সমেত যখন আমার প্রায় লক্ষ মুদ্রা পাওনা হয়, সেই সময় তিনি উহা আমাকেই একেবারে প্রদান করিয়া, ঋণ হইতে মুক্ত হন। আমি দুই একজন জহুরিকে উহা পরিশেষে দেখাইয়া ছিলাম তাহারা সেই সময় উহার মূল্য দুইলক্ষ টাকা স্থির করিয়াছিল। আমার সেই মূল্যবান হার এখন অপহৃত হইয়াছে।

কর্ম্ম। হারছড়াটী কবে অপহৃত হইয়াছে ?

খোদা। কাল সন্ধ্যার পর উহা অপহৃত হইয়াছে। ঐ হার আমার নিকট থাকিত না। উহা আমি আমার স্ত্রীকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম। তাঁহারই নিকট হইতে উহা অপহৃত হইয়াছে।

কর্ম্ম। কিরূপে উহা অপহৃত হইল তাহা আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি ?

খোদা। করিয়াছিলাম।

কর্ম্ম। তিনি কি বলিয়াছিলেন ?

খোদা। তিনি এই কথা বলেন যে, গতকল্য দিবাভাগে সেই হার তিনি পরিধান

করেন। সমস্ত দিবসই ঐ হার তিনি তাহার গলায় দিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর নামাজ করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার নিজের থাকিবার ঘর হইতে অন্য ঘরে গমন করেন। যাইবার সময় গলা হইতে হাড়ছড়াটী উন্মোচন করিয়া, তাহার ঘরের মধ্যস্থিত একটী টেবিলের উপর উহা রাখিয়া দিয়া, হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিবার মানসে স্নান করিবার ঘরে গমন করেন, ও সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া যে ঘরে তিনি নামাজ করিতেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় আপন ঘরে আগমন করেন। সেই সময় ঐ হারের কথা তাঁহার একেবারেই মনে ছিল না, রাত্রি ১২ টার পর শয়ন করিবার নিমিত্ত আমি তাহার ঘরে গমন করি, সেই সময় তাহার হারের কথা মনে পড়ে, যে টেবিলের উপর তিনি হারছড়াটী রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমন করিয়া তিনি সেই হারের অনুসন্ধান করেন, কিন্তু সেই স্থানে উহা আর দেখিতে পান না। পরিশেষে ঐ ঘরের সমস্ত স্থান ও যে যে ঘরে তিনি গমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক স্থানে তিনি ঐ হারের অনুসন্ধান করেন, কিন্তু কোন স্থানেই ঐ হার আর দেখিতে পান নাই। তাঁহার বিশ্বাস, ঐ টেবিলের উপর হইতেই ঐ হার অপহৃত হইয়াছে।

কর্ম্ম। যে ঘরের ভিতর ঐ হার রক্ষিত হইয়াছিল, ও যে স্থান হইতে ঐ হার অপহৃত হইয়াছে, সেই স্থানে বাহিরের কোন লোকের যাতায়াত করিবার সুযোগ আছে কি ?

খোদা। না। ঐ স্থান অন্দরের ভিতর, সেই স্থানে বাহিরের কোন লোকের গমনাগমনের উপায় নাই।

কর্ম্ম। বাড়ীর ভৃত্যগণ তো সেই স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে ?

খোদা। কোন ভৃত্যের অন্দরে গমন করিবার অধিকার নাই। একটী পরিচারিকা, যে আমার স্ত্রীর নিকট সদা সর্ব্বদা থাকে, কেবল তাহারই ঐ ঘরে প্রবেশ করিবার অধিকার আছে; তদ্ভিন্ন অপর কেহ সেই ঘরে বা যে মহলে আমার স্ত্রী থাকে সেই মহলে প্রবেশ করে না।

কর্ম্ম। যে সময় আপনার স্ত্রী উপাসনা করিবার নিমিত্ত অন্যঘরে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় সেই পরিচারিকা কোথায় ছিল ?

খোদা। আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, সেই সময় তাহার পরিচারিকা বাড়ীতে ছিল না, তাহার কোন আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সে গমন করিয়াছিল, সুতরাং তাহা-দ্বারা এ কার্য্য কোনরূপেই হইবার সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্ম। সে যে এই কার্য্য করিয়াছে একথা বলিতেছি না, আমাদিগের কার্য্যের নিয়ম অনুযায়ী আমি সমস্ত বিষয়ই একে

একে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই পরিচারিকার বয়ঃক্রম এখন কত হইবে ?

খোদা। বোধ হয় তাহার বয়ঃক্রম ১৮, ২০ বৎসর হইতে পারে। তাহার বয়ঃক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি মহাশয় ?

কর্ম্ম। তাহার চরিত্র কেমন ?

খোদা। তাহার চরিত্র খুব ভাল, সে ভাল ঘরের স্ত্রীলোক, ঈশ্বর তাহার অবস্থা হীন করিয়াছেন বলিয়াই তাহাকে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

কর্ম্ম। তাহার স্বামী তাহাকে প্রতিপালন করিতে পারে না ?

খোদা। তাহার স্বামী নাই, সে বিধবা, তাই তাহাকে এ কার্য্য করিতে হইতেছে।

কর্ম্ম। আপনার সন্তান-সন্ততি কি ?

খোদা। আমার সন্তান-সন্ততি কিছুই হয় নাই, তবে একটী বালককে আমি প্রতিপালন করিয়া থাকি।

কর্ম্ম। সেটী কে ? তাহার নাম কি ? তাহার বয়ঃক্রমই বা কত ?

খোদা। তাহার নাম আবুল হোসেন, এখন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ২০।২২ বৎসর হইবে।

কর্ম্ম। আপনি কোথা হইতে তাহাকে পাইয়াছিলেন ?

কর্ম্মচারীর প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে খোদাবক্স যেমন উত্তর প্রদান করিতেছিলেন, এই প্রশ্নের কিন্তু তিনি সেরূপ ভাবে উত্তর প্রদান করিলেন না, কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, ও পরিশেষে কহিলেন, আবুল হোসেন তাঁহার কোন আত্মীয়ের পুত্র, তাহার পিতা তাহার শৈশবকালেই ইহ-জীবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সেই পর্য্যন্তই সে আমাদ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে।

—*—

# চতুর্থ পরিদেচ্ছ

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া খোদাবক্স কর্ম্মচারীর শেষ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন সত্য,কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া ও পরিবর্ত্তিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া কর্ম্মচারীর বিশেষরূপে প্রতীতি জন্মিল যে, খোদাবক্সের অন্তরে যেন একটী নব ভাবের উদয় হইয়াছে, তিনি যেন কোন কথা তাঁহার নিকট গোপন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কর্ম্মচারী আরও ভাবিলেন, খোদাবক্স যে কোন বিষয় তাঁহার নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করুন না কেন, তাহা তিনি কোনরূপেই গোপন করিয়া রাখিতে পারিবেন না, যে কোন উপায়েই হউক, বা যাহার নিকট হইতেই হউক, তিনি তাহা জানিয়া লইবেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবুল হোসেন এখন কোথায় ?"

খোদা। তিনি এখন বাড়ীতে নাই, কোথায় গমন করিয়াছেন?

কর্ম্ম। তিনি কোন কর্ম্ম কার্য্য করেন কি?

খোদা। বিশেষ কোনরূপ কর্ম্ম কার্য্য করেন না, সময়ে সময়ে আমারই ব্যবসা কার্য্য তিনি দেখিয়া থাকেন, তিনি দেখিতে পারেন এরূপ নিজের কার্য্য বিস্তর আছে, অপর কোন কর্ম্ম-কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হইবে কেন?

কর্ম্ম। তাহার বিবাহ হইয়াছে কি?

খোদা। বিবাহ এখনও হয় নাই, কিন্তু তাহার যোগাড় হইতেছে, পাত্রী দেখা যাই-তেছে, ইচ্ছা করিয়াছি শীঘ্রই তাহার পরি-ণয় কার্য্য সমাধা করিয়া দিব।

কর্ম্ম। যখন তিনি তাহার বিবাহের বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন তাহাকে আর অবিবাহিত রাখা কর্ত্তব্য নহে। শীঘ্রই তাহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। যে রাত্রিতে ঐ হার অপহৃত হয়, সেই রাত্রিতে বা সেই সময় তিনি কোথায় ছিলেন?

খোদা। আপনি যে নিমিত্ত আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন আবুল হোসেন সে চরিত্রের বালক নহে, তাহার চরিত্র অতি ভাল, সে সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত থাকিলেও এ কার্য্য কখনই তাহাদ্বারা হইত না, বিশেষ সে অবগত আছে যে, আমার সন্তান সন্ততি কিছুই নাই, এই যে বিষয়-বিভব সমস্তই তাহার, যখন সে ইচ্ছা করিলে, সমস্তই পাইতে পারে, তখন এরূপ নীচ কার্য্যে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? বিশেষ সেই রাত্রিতে সে বাড়ীতেই ছিল না।

কর্ম্ম। আমি একথা বলিতেছি না যে, এই কার্য্য আবুল হোসেনদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলি-য়াছি যে, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করা, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি মাত্র। সে যাহা হউক, যখন আপনি বলি-তেছেন যে বাড়ীর কোন লোক দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আপনার বিবেচনায় এ কার্য্য কাহা দ্বারা সম্পন্ন হইল?

খোদা। আমার বিবেচনায় এই কার্য্য প্রসিদ্ধ চোরদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। বাহির হইতে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বা অপর কোন উপায়ে চোর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, পরে কোনরূপ উপায়ে মুক্ত-বাতায়ন পথে সে আমার শয়ন ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক এই কার্য্য সমাপন করিয়া গিয়াছে। যে ঘর হইতে ঐ হার অপহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারি-বেন যে, সেই মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিতে কেহ সমর্থ হয় কি না? আমরা ব্যবসা-কার্য্য বুঝি, চোর ধরিবার বিদ্যা শিক্ষা করি নাই বা বুঝিও না। সে কার্য্য আপনাদিগের। আমার

সহজ-বুদ্ধিতে যাহা আসিল, তাহাই আমি বলিলাম, এখন আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ কার্য্য কাহাদ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে? আপনি অপহৃত দ্রব্য বাহির করিয়া দিন, ও কে চুরি করিয়াছে তাহা স্থির করিয়া দিন। সে যেই হউক যাহাতে সে দীর্ঘকালের নিমিত্ত জেলের ভিতর গমন করে, আমি তাহার চেষ্টা করিব। সে আমার পুত্রই হউক, বা আমার বিশেষ কোন আত্মীয়ই হউক,আমি বিনাদণ্ডে কোনরূপেই তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিব না।

সেই সময় ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী খোদা-বক্সকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন, যে ঘর হইতে ঐ বহুমূল্যবান হার অপহৃত হইয়াছে, চলুন একবার সেই স্থানটী দেখিয়া লই। সেই স্থানের অবস্থা দেখিলে আমি বেশ বুঝিতে পারিব, বাহিরের কোন চোর দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, কি বাড়ীর কোন লোক এই কার্য্য করিয়াছে।

কর্ম্মচারীর,কথা শুনিয়া খোদাবক্স গাত্রো-খান করিলেন, কর্ম্মচারীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান হইতে উঠিলেন। তিনি প্রথমতঃ অন্দরে প্রবেশ করিলেন ও পরিশেষে বাহিরে আসিয়া কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া, যে ঘর হইতে হার অপহৃত হইয়াছিল, সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কর্ম্মচারী ও খোদাবক্স ভিন্ন সেই সময় সেই স্থানে অপর কেহই উপস্থিত ছিল না, অন্দরে প্রবেশ করিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বুঝিতে পারিলেন খোদাবক্সের স্ত্রী বা অপর কেহ যাহারা সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, খোদাবক্স অগ্রে গমন করিয়া তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে স্থানা-ন্তরে সরাইয়া দিয়াছেন।

যে ঘর হইতে হার অপহৃত হইয়াছিল, খোদাবক্সের সঙ্গে গমন করিয়া কর্ম্মচারী সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ঐ ঘরটী বাড়ীর অন্দর মহলের মধ্যে হইলেও, সেই প্রকাণ্ড গৃহের একপার্শ্বে, উহার বাতায়ন-গুলি লৌহদণ্ডদ্বারা বা অপর কোনরূপে আবদ্ধ নাই, খড়খড়ি খোলা থাকিলে, বাহিরের কোন চোর সেই মুক্ত পথে যে একেবারে প্রবেশ করিতে পারে না তাহা নহে, কিন্তু ভূমি হইতে উহা অনেক উচ্চে। সিঁড়ি বা অপর কোন দ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত সেই স্থানে আরোহণ করিবার উপায় নাই। ঐ গৃহ হইতে কিছু অন্তরে উচ্চ প্রাচীর আছে, ঐ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করাও নিতান্ত সহজ নহে, অথচ ঐ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন না করিলে বাহিরের কোন লোক ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে।

যে টেবিলের উপর ঐ হারছড়াটী ফিরোজা বিবি রাখিয়াছিলেন বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার শয়ন করিবার পালঙ্ক হইতে কিছু দূরে স্থাপিত, অথচ একটী বাতায়নের নিকটবর্ত্তী। সেই স্থানে হার রক্ষিত হইলে

যে কোন ব্যক্তি সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবে তাহার নয়ন অগ্রেই উহার দিকে আকৃষ্ট হইবে।

এই ঘরের অবস্থা, বাতায়নের অবস্থা ও যে টেবিলের উপর হার রক্ষিত হইয়াছিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া কর্ম্মচারীর মনে একটী নূতন ভাবের উদয় হইল। কতকগুলি সোনার চশমা চুরির কথা তাঁহার মনে পড়িল।

—:•:—

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে চৌরঙ্গি অঞ্চলের সাহেবদিগের বাড়ী হইতে সোনার চসমা চুরি হইতে আরম্ভ হয়। যে সকল ঘর দোতালার উপর স্থাপিত, যে সকল ঘরের বাতায়ন মুক্ত, সেই সকল ঘর হইতেই প্রায় চশমা চুরি হইত। কেহ তাহার চশমা টেবিলের উপর দিবাভাগে রাখিয়া কর্ম্মান্তরে গমন করিয়া সন্ধ্যার সময় আসিয়া দেখেন যে তাঁহার সেই চশমা সেই স্থানে নাই, উহা সেই স্থান হইতে অপহৃত হইয়াছে। বাড়ীর ভৃত্যগণ ব্যতীত আর কাহারও সেই স্থানে গমন করিবার উপায় নাই, সুতরাং তাহারাই ঐ চসমা চুরি অপরাধে অভিযুক্ত হয়, ও বিনা দোষে পুলিশ কর্তৃক নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়া পরিশেষে অব্যাহতি পায়, কিন্তু চসমা পাওয়া যায় না।

কেহবা সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে করিতে টেবিলের উপর চসমা রাখিয়া কর্ম্মান্তরে গমন করেন, ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে, তাঁহার চসমা অপহৃত হইয়াছে। সন্দেহ হয়, চাকরদিগের উপর। কেহ টেবিলের উপর চসমা রাখিয়া স্নান করিবার ঘরে গমন করিলেন, প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন তাঁহার চসমা নাই। কেহবা টেবিলের উপর চশমা রাখিয়া সেই ঘরের সম্মুখে বারান্দায় কিয়ৎক্ষণ পদচারণ করিয়া যখন সেই ঘরে পুনঃ প্রবেশ করেন, তখন দেখিতে পান যে তাঁহার সেই চশমা অপহৃত হইয়াছে, অথচ তাঁহার সম্মুখে সেই ঘরের ভিতর কেহই প্রবেশ করে নাই। এইরূপ দিন দিন কত যে সোনার চশমা-চুরির সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহা বলা যায় না। পুলিশ এই সমস্ত চুরিরই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু চোর ধৃত হইল না বা অপহৃত চশমাও পাওয়া গেল না। সেই সময় চৌরঙ্গি অঞ্চলের সাহেবদিগের মনে চশমা চুরির এক ভয়ানক আতঙ্কের আবির্ভাব হইল। সকলেই আপনাপন সোনার চশমা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, ইচ্ছা করিয়া টেবিলের উপর সহজে আর কেহ তাঁহার সোনার চশমা রাখিতেন না। এইরূপ আতঙ্কের সহিত ক্রমে দিন অতিবাহিত

হইতে লাগিল। এক দিবস সন্ধ্যার সময় সংবাদ আসিল যে, উচ্চপদস্থ এক-জন ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহার কার্য্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার সোনার চসমা তাঁহার শয়ন ঘরের ভিতর একটী টেবি-লের উপর রাখিয়া দিয়া সেই দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া আপন পরিহিত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে ছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া দেখেন, তাঁহার সেই চশমা সেই স্থান হইতে অপহৃত হইয়াছে। তাঁহার নিকট সেই সময় কেবল একটী মাত্র পরিচারক ছিল, সেই তাঁহাকে তাঁহার কাপড় পরিবর্ত্তন করিবার সাহায্য করিতেছিল। সুতরাং তাহাদ্বারা কখনই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এই সংবাদ পাইয়া পুলিশ কর্ম্মচারিগণ ঐ চশমা চুরির অনুসন্ধানে সেই স্থানে গমন করেন। তাহার ভিতর বর্ত্তমান ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারীও ছিলেন। দুই তিন দিবস অনু-সন্ধান করিয়া এই চশমা চুরির কোনরূপ অনুসন্ধান হয় না,স্থানীয় পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ নিরাশ হইয়া ঐ চশমা পাইবার আশা পরি-ত্যাগ করিয়া, ঐ অনুসন্ধান পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী ঐ অনুসন্ধান পরিত্যাগ করেন না। যাঁহার চশমা অপহৃত হইয়াছিল, তিনি তাঁহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর ঐ ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী এক দিবস সেই স্থানে গমন করেন। যে বাড়ীতে ঐ ইংরাজ কর্ম্মচারী বাস করিতেন সেই বাড়ী খুব বড় না হইলেও উহার সংলগ্ন বাগানটী অতি বৃহৎ। উহার ভিতর সুবৃহৎ ক্রীড়াস্থল ব্যতীত নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য পুষ্পের বৃহৎ উদ্যান ছিল। তৎব্যতীত দূরে দূরে প্রকাণ্ড ও পুরাতন বৃক্ষ সকল মস্তক উত্তোলন করিয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছিল। সেই ইংরাজ কর্ম্মচারীর যে পরিচারক তাঁহার কাপড় পড়িবার সময় সাহায্য করিয়া ছিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি সেই বৃহৎ বাগানের একটী সুবৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া উপবেশন করিলেন ও সেই চশমা চুরি সম্বন্ধে নানা কথা তাহার সহিত কহিতে লাগিলেন, ও নানারূপ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেও তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিল।

এইরূপ কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর সেই কর্ম্মচারী একবার তাঁহার মস্তক উত্তোলন করিলেন, সেই সময় দেখিতে পাই-লেন, একটী কাক কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া ঐ বাগানের মধ্যস্থিত একটী বৃহৎ আম্র বৃক্ষের একটী শাখায় উপবেশন করিল। আরও দেখিলেন, তাহার চঞ্চুপুটে যেন কি একটী চাকচিক্যময় দ্রব্য রহিয়াছে। উহা যে কি তাহা দেখিবার নিমিত্ত তিনি বিশেষরূপ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। ঐ কাক দেখিতে দেখিতে একটী নীড়ের ভিতর প্রবেশ করিল, বলা বাহুল্য সেই দ্রব্যটী তখন পর্য্যন্ত তাহার

চঞ্চুপুটেই ছিল। সে সেই নীড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ভিতর রহিল, ও পরিশেষে বাহির হইয়া আসিল। যখন সে বাহিরে আসিল, তখন তাহার চঞ্চুপুটে সেই দ্রব্য আর দৃষ্টিগোচর হইল না। কাকটী বৃক্ষের এডাল ওডাল করিয়া কিয়ৎক্ষণ বেড়াইয়া পরিশেষে সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

কাকের এই অবস্থা দেখিয়া কর্ম্মচারীর মনে কেমন একরূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সেই সাহেবের চাকরকে বলিলেন, তুমি গাছে উঠিতে পার ?

চাকর। পারি, কেন মহাশয় আপনি আমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?

কর্ম্ম। ঐ আম্র বৃক্ষের উপর যে একটী পাখীর বাসা দেখা যাইতেছে, তাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ কি ?

চাকর। হাঁ মহাশয়, দেখিতে পাইতেছি

কর্ম্ম। আমার ইচ্ছা, যদি তুমি পার, তবে ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখ ঐ বাসার ভিতর কি আছে।

চাকর। ইহাতে আপনার প্রয়োজন কি ?

কর্ম্ম। প্রয়োজন না থাকিলে আর আমি তোমাকে ও কথা বলিব কেন ? আর তুমি যদি বৃক্ষারোহণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে এই কার্য্য যাহাদ্বারা হইতে পারে, এরূপ একটী লোককে না হয় ডাকিয়া আন, আমি সে পর্য্যন্ত এই স্থানে অপেক্ষা করিতেছি।

চাকর। অপর কাহাকেও ডাকিতে হইবে না, আমি বৃক্ষারোহণ করিতে সমর্থ, আমি এখনই ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছি।

এই বলিয়া সেই পরিচারক সেই আম্র বৃক্ষে আরোহণ করিল, ও যে স্থানে সেই পাখির বাসা ছিল তাহার নিকট গমন করিয়া উহার ভিতর উত্তমরূপে দেখিল ও কহিল 'ইহার ভিতর একটীও পক্ষি-শাবক নাই।'

কর্ম্ম। উহার ভিতর আর কোন দ্রব্য আছে ?

চাকর। আরতো কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

কর্ম্ম। তাহা হইলে তুমি এক কার্য্য কর, ঐ বাসাটী ভাঙ্গিয়া মাটীতে ফেলিয়া দেও।

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া সেই পরিচারক তাহাই করিল, ঐ বাসাটী ভাঙ্গিয়া সেই বৃক্ষের নিচে ফেলিয়া দিল। কর্ম্মচারী তাহাকে নিচে নামিতে বলিয়া সেই স্থানে গমন করিলেন, ও সেই ভাঙ্গা বাসাতে হাত দিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ঐ বাসাটী কতকগুলি তৃণদ্বারা গঠিত হইলেও তাহার মধ্যে কতকগুলি সোনার ও রূপার চশমা তাঁহার নয়ন গোচর হইল, তিনি অত্যন্ত

বিস্ময়ের সহিত সেই গুলি সেই তৃণাচ্ছাদিত বাসা হইতে বাহির করিলেন, এইরূপ যে সকল চশমা উহার মধ্য হইতে সংগৃহীত হইল তাহার সংখ্যা পঞ্চাশ খানার কম হইবে না।

কর্ম্মচারী যখন সেই সকল চশমা সংগ্রহ করিয়া একস্থানে রাখিতে ছিলেন, সেই সময় সেই পরিচারক সেই বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, ও সেই চশমাগুলি দেখিয়া বলিল 'মহাশয় এত চশমা কি এই বাসার ভিতর ছিল?'

উহার কথার উত্তরে কর্ম্মচারী কহিলেন, 'সমস্ত গুলিই এই বাসার মধ্যে ছিল, এখন দেখ দেখি তোমার মনিবের চশমা ইহার মধ্যে আছে কি না।,

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া সে সেই সমস্ত চশমা একে একে দেখিতে লাগিল, ও পরিশেষে বলিল 'ইহাই তাঁহার মনিবের ঘর হইতে অপহৃত হইয়াছিল।,

ইতিপূর্ব্বে নানা স্থান হইতে যে সকল চশমা অপহৃত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এই কাক নীড়ের মধ্যে পাওয়া গেল, তদ্ব্যতীত যে সকল চশমার অপহরণের সংবাদ থানায় প্রদত্ত হয় নাই, তাহারও অনেক চশমা বাহির হইয়া পড়িল। এখন সকলেই জানিতে পারিলেন যে, মনুষ্য ব্যতীত পশুপক্ষিগণদ্বারাও সময় সময় অনেক দ্রব্য অপহৃত হইয়া থাকে।

কর্ম্মচারী এই চশমা চুরির অবস্থা আনুপূর্ব্বিক খোদাবক্সের নিকট বিবৃত করিয়া কহিলেন, আপনার হার তো চশমার ন্যায় অপহৃত হয় নাই।

উত্তরে খোদাবক্স কহিলেন, 'সে কথার উত্তর আমি কিরূপে প্রদান করিব? চোরে চুরি করুক বা পাখিতেই চুরি করুক তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন, যে কোন রূপেই হউক হারের উদ্ধার হইলেই আমি পরিতোষ লাভ করিব, ও উপযুক্তরূপ পারিতোষিকও প্রদান করিব।.

খোদবক্সের নিকট সেই সময় তাঁহার যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল ও সেই স্থানের অবস্থা যাহা কিছু সেই সময় তাঁহার দেখিবার ছিল, তাহা সমাপন করিয়া, তিমি সেই সময় সেই স্থানহইতে বহির্গত হইলেন।

এই হার চুরির অনুসন্ধানের নিমিত্ত কোন্ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, সেই সময় তাহার দিকে আর কিছুমাত্র লক্ষ না করিয়া, কর্ম্মচারী তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রত্যুষে বাহির হইয়া যাইলেও যখন প্রত্যাগমন করিলেন তখন দিবা ১২ টার কম নহে সেই সময় মনে মনে স্থির করিলেন, স্নান আহার সমাপন করিয়া পুনরায় ঐ হার-চুরির অনুসন্ধানে বহির্গত হইবেন।

কর্ম্মচারী নিয়মিত রূপে স্নান আহার

সমাপন করিয়া হার চুরির অনুসন্ধানে গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু কোথায় যে গমন করিবেন, কোথায় গমন করিলে, ঐ অপহৃত হারের সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন, ভাবিয়া তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

—*—

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কর্ম্মচারী মনে করিলেন ফিরোজা বিবির পরিচারিকা সম্বন্ধে কথা উল্লেখ করিবার সঙ্গে সঙ্গে খোদাবক্স সেই কথার শেষ করিয়া দিল কেন? 'তাহার চরিত্র বিশেষ উৎকৃষ্ট, তাহাদ্বারা এ কার্য্য কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না,' এরূপ ভাবের কথা বলিয়া সেই পরিচারিকা সম্বন্ধে কর্ম্মচারীর মুখ বন্ধ করিয়া দিবার কারণ কি? 'সে সেই সময় বাড়ীতে উপস্থিত ছিল না, সুতরাং তাহা-দ্বারা এই কার্য্য হইতে পারে না,' খোদাবক্স এইরূপ বলিলেও এখন একটু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, কোন সময় সে বাড়ীতে উপস্থিত ছিল না। ফিরোজা বিবি তাহার হার রাখিয়া ছিলেন সন্ধার সময়, হইতে পারে সেই সময় সে বাড়ীতে ছিল না, কিন্তু হারের অনুসন্ধান হইল রাত্রি বার টার পর। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সেই পরি-চারিকা কি আর বাড়ীতে প্রত্যাগমন করে নাই! যদি আসিয়া থাকে, তাহাহইলে কখন আসিয়াছে, সেই সময়ে কি সে সেই হার অপহরণ করিতে পারে না? সমস্ত রাত্রির মধ্যে সে যদি প্রত্যাগমনই না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত রাত্রি সে কোথায় অতিবাহিত করিল? এ সম্বন্ধে কি একটু অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নহে? সে কি চরিত্রের স্ত্রীলোক তাহাও জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

খোদাবক্স ইচ্ছা করিয়া একটী কথা যে কেন গোপন করিলেন তাহাও-তো বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তিনি অবলীলা-ক্রমে কহিলেন 'আবুল হোসেন তাঁহার কোন আত্মীয়ের সন্তান, ও তিনি তাহাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া তাহাকেই তাঁহার পুত্র স্থানীয় করিয়া লইয়াছেন।' যত-দূর অবগত হইতে পারা গিয়াছে তাহাতে আবুল হোসেন যে তাঁহার কোন আত্মীয়ের পুত্র নহে ইহা স্থির। সে তাঁহার স্ত্রীর পূর্ব্ব বিবাহিত স্বামীর পুত্র, যে সময় সে ফিরজাকে বিবাহ করিয়াছিল সেই সময় সে খোদা-বক্সের কোনরূপ আত্মীয় হইত না, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর যখন খোদাবক্স তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন যদি সে তাঁহার আত্মীয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে তাহা-হইলে সে স্বতন্ত্র কথা!

'আবুল হোসেন খুব ভাল ছেলে, তাহার চরিত্র, দেব চরিত্র' ইহাই খোদাবক্সের

বিশ্বাস, কিন্তু সে এখন পর্য্যন্ত অবিবাহিত কেন? তাহার বিবাহের বয়ঃক্রম হইয়াছে, পিতার অর্থের কিছুমাত্র অভাব নাই, তবে তাহার বিবাহ হয় নাই কেন? ইহাও কি একটু সন্দেহের বিষয় নহে? 'আবুল হোসেন কোন কর্ম্ম কার্য্য করে না, সময় সময় পিতার ব্যবসা কার্য্য দেখিয়া থাকে' কিন্তু কই তাহাকে তো বাড়ীতে দেখিতে পাইলাম না। তাহার চরিত্র কিরূপ, কিরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে? এ কার্য্য তাহা দ্বারা হইতে পারে কি না, সে বিষয়ও একটু বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। আরও অনুসন্ধানে অবগত হওয়া আবশ্যক যে, যে সময়ের মধ্যে হার অপহৃত হইয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে অবুল হোসেন বাড়ীতে আসিয়া ছিল কি না?

ফিরোজা বিবির সম্বন্ধেও একটু দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন। ফিরোজা বিবি গরিবের কন্যা, গরীবের ভগ্নী, ও গরিবের পূর্ব্ব-পত্নী, সুতরাং তাহার হৃদয় উচ্চ ধরণের হওয়ার সম্ভাবনা কম। ঐ হার খোদাবক্স ফিরোজাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, এ কথা খোদাবক্স নিজেই বলিয়াছেন। তিনি উহা স্ত্রীধন রূপে তাঁহার স্ত্রীকে প্রদান করেন নাই, সুতরাং যখন ইচ্ছা তখনই তিনি উহা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারেন, এরূপ অবস্থায় ফিরোজা বিবির অন্তরে তো কোনরূপ পাপ মতির উদয় হয় নাই? তিনি নিজেই তো উহা আত্মসাৎ করেন নাই? স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামীর বিষয় এইরূপে অপহৃত হওয়া এদেশের নিয়ম বহির্ভূত হইলেও একেবারে যে অসম্ভব তাহাই বা বলি কি প্রকারে? এক স্বামীর অবর্ত্তমানে অপর স্বামী গ্রহণের ব্যবস্থা মুসলমান ধর্ম্মের বিপক্ষ না হইলেও, উচ্চবংশীয় মুসলমানদিগের গৃহে এরূপ প্রথা নিতান্ত অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ফিরোজা বিবি প্রথম স্বামীর অবর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার স্বভাব চরিত্র কিরূপ রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই অবগত আছেন। স্বভাবের যদি কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ কার্য্য তাঁহা দ্বারা যে একেবারে না হইতে পারে একথাই বা ভাবি কি প্রকারে?

আর একটী বিষয়ও এই স্থানে একটু চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অনেক বড় লোকের গৃহে অনেক মূল্যবান অলঙ্কার আছে, কিন্তু কই, সদাসর্ব্বদা তো ঐ অলঙ্কার কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখা যায় না! কোন কর্ম্মকার্য্য উপলক্ষে স্ত্রীলোকগণ তাহাদিগের মূল্যবান অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকেন, কিন্তু ফিরজা বিবির সেই মূল্যবান হার পরিধান করার কোন কারণ তো কল্য দেখিতে পাওয়া যায় নাই, তাহা হইলে হঠাৎ তিনি ঐ হার গত কল্য কেন পরিধান করিয়াছিলেন?

এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় আনুপূর্ব্বিক জানিতে হইলে, ফিরোজা বিবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এই সমস্ত কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা হইবার কোনরূপ উপায় নাই। ফিরোজাবিবি পর্দা-নসিন স্ত্রীলোক। তিনি সর্ব্বদা পর্দার মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন, বিশেষ সেই পর্দা ধনবান মুসলমানের, সুতরাং ফিরোজা বিবিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার উপায় একেবারেই নাই। ধনবান মুসলমানের পর্দা-নসিন স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা, বা সংবাদ সংগ্রহ করা যে কতদূর কষ্টসাধ্য তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু যতই কষ্টসাধ্য হউক না কেন, না করিলেও তো উপায় নাই।

এই তো খোদাবক্সের অন্দর মহলের অনুসন্ধানের বিষয়। তৎব্যতীত বাহিরের কোন লোক দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে কি না, তাহাও একবার উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। আর যদি বাহিরের কোন লোক দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি দ্বারাই বা এই ভয়ানক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে? খোদাবক্সের বাড়ীতে যে সকল লোক আছে, তাহাদিগের কাহা দ্বারাও কি এইকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না? খোদাবক্সের অনুমান, বাহিরের কোন প্রসিদ্ধ চোর দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাও যে একেবারে হইতে পারে না, তাহাই বা বলি কি প্রকারে? চোর দ্বারা না হইতে পারে এমন কার্য্যই নাই।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া কর্ম্মচারী হারের সন্ধান উপলক্ষে পুনরায় বহির্গত হইলেন এই কলিকাতা সহরের মধ্যে যে সকল স্থানে ঐরূপ মূল্যবান প্রস্তর ও মুক্তা বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থানে গমন করিয়া ঐরূপ কোন দ্রব্য দুই এক দিবসের মধ্যে বিক্রয় হইয়াছে কি না, তাহার সংবাদ গ্রহণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে কোনরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন না।

ফিরোজা বিবির পরিচারিকার বাসস্থান কোথায়, তাহার স্বামী কোথায় থাকিত ও কি করিত, তাহার বিবরণ কর্ম্মচারী পূর্ব্বেই কিয়ৎ পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে সে সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান করিবার সুযোগ তিনি প্রাপ্ত হন না।

আমড়াতলা গলির একখানি খোলার ঘরে সেই পরিচারিকা ও তাহার স্বামী বাস করিত। কর্ম্মচারী সেই স্থানে গমন করিয়া উহাদিগের সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান

করিবার সময়, দুইজন পরিচিত মুসলমানের সহিত তাঁহার সেই স্থানে সাক্ষাৎ হইল। উহাদিগের বাসস্থানও সেই স্থানে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ম্মচারী সেই পরিচারিকা ও তাহার মৃত স্বামী সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিলেন। আরও জানিতে পারিলেন তাঁহার পরিচিত ঐ দুইটী মুসলমান যুবকের একজনের সহিত সেই পরিচারিকার বিশেষ আত্মীয়তা আছে। ইচ্ছা করিলে তিনি যাহা জানিতে চাহিবেন, তাহার সমস্তই তাহা দ্বারা জানিতে পারিবেন।

এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কর্ম্মচারী পুনরায় খোদাবক্সের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে সময় তিনি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন সেই সময় অতি অল্পমাত্র বেলা ছিল। তিনি পুনরায় খোদাবক্সের সহিত একান্তে সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহাকে অপরাপর নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে মূল্যবান হার-ছড়াটী অপহৃত হইয়াছে, তাহা আপনার স্ত্রী সদা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন কি?"

খোদা। সদা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন না। কখন কখন ব্যবহার করিতেন।

কর্ম্ম। কোন কাজকর্ম্ম উপলক্ষে, কোন স্থানে নিমন্ত্রণে গমন করা উপলক্ষে বা অপর কোন বিশেষ পর্ব্বাদি উপলক্ষে বোধ হয় তিনি উহা পরিধান করিতেন?

খোদা। আপনি যাহা অনুমান করিতেছেন তাহাই ঠিক্, তবে সময় সময় ইচ্ছা করিয়াও তিনি ঐ হার পরিধান করিতেন। যে রাত্রিতে ঐ হার অপহৃত হইয়াছে তাহার পূর্ব্বে, দিবাভাগে, ঐ হার আমি আমার স্ত্রীর কণ্ঠে দেখিয়াছিলাম।

কর্ম্ম। পূর্ব্ব কথিত কোনরূপ কর্ম্ম কার্য্য উপলক্ষে তিনি কি ঐ হার পরিধান করিয়াছিলেন?

খোদা। না, বোধ হয় ইচ্ছা করিয়া তিনি ঐ হার পরিধান করিয়াছিলেন।

কর্ম্ম। আমি আপনাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি?

খোদা। কি?

কর্ম্ম। আপনার স্ত্রী কোন্ সময়ে নোমাজ করিবার নিমিত্ত তাহার ঘর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ও কোন্ সময়ে পুনরায় আপন ঘরে প্রত্যাগমন করেন?

খোদা। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে তিনি নোমাজ করিবার মানসে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত তাঁহার ঘর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, ও এক ঘণ্টার মধ্যেই পুনরায় নিজের শয়ন ঘরে প্রত্যাগমন করেন।

কর্ম্ম। আপনার স্ত্রীর পরিচারিকা এখন বাড়ীতে আছেন কি?

খোদা। বোধ হয় আছেন।

কর্ম্ম। তাহার সহিত আমি একবার সাক্ষাৎ করিয়া গুটী কয়েক কথা তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে আপনার কোন আপত্ত আছে কি ?

খোদা। সেতো আপনার সম্মুখে বাহির হইবে না। সে পর্দা-নসিন স্ত্রীলোক, অপর কাহারও সম্মুখে সে বাহির হয় না।

কর্ম্ম। আপনার পুত্রটী এখন বাড়ীতে আছেন ?

খোদা। আপনি এখানে আসিবার একটু পূর্ব্বে আমি তাহাকে এখানে দেখিয়াছি, এখন সে বাড়ীতে নাই।

কর্ম্ম। কোন সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ?

খোদা। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই বাড়ীতে থাকেন, যখন ইচ্ছা করিবেন, তখনই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।

কর্ম্ম। আমি দুইবার আপনার বাড়ীতে আসিলাম কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ একবারও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পরিলাম না।

খোদা। আপনি যে সময় মনে করিবেন সেই সময়ই আমার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার বিশেষ কোন লাভ হইবে বলিয়া আমি বিবেচনা করি না। সে বালক, সাংসারিক কার্য্য সে কিছুই বুঝে না, বিশেষ সে তাহার মাতার ঘরে কখনই প্রায় প্রবেশ করে না। যে সময় ঐ হার অপহৃত হইয়াছে, সে সময় সে বাড়ীতেও ছিল না।

কর্ম্ম। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু বাড়ীর ভিতর যে সকল লোকের যাতায়াত আছে, বা যাহারা এই স্থানে সদাসর্ব্বদা থাকে, তাহাদিগের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা আমার কর্ত্তব্য, তাই আমি আপনার পুত্র প্রভৃতির সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

খোদা। আবুল হোসেন বাড়ীতে আসিলে আপনি অনায়াসেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

—:*:—

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

খোদাবক্সের সহিত এইরূপ কথা বলিতে বলিতে সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশ হইতে ক্রমে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিলেন। সেই সময় আমি খোদাবক্সকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয় আপনার স্ত্রীর নোমাজ করিবার সময় হইয়াছে কি ?

খোদা। হইয়াছে, বোধ হয় এতক্ষণ তিনি নোমাজ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন।

কর্ম্ম। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সংবাদটী একবার গ্রহণ করুন যে তিনি নোমাজ করিবার উপলক্ষে তাঁহার শয়ন ঘর হইতে অন্য ঘরে গমন করিয়াছেন কি না ?

খোদা। এই সংবাদে আপনার প্রয়োজন কি?

কর্ম্ম। বিশেষ প্রয়োজন আছে, আপনি এই সংবাদটী অগ্রে গ্রহণ করুন, তাহার পর আমি আমার প্রয়োজনের কথা আপনাকে বলিতেছি।

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া খোদাবক্স নিজেই অন্দর মহলে গমন করিলেন ও তখনই প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন 'ফিরোজা নোমাজ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন।'

কর্ম্ম। তাঁহার শয়ন ঘরে এখন কে আছে?

খোদা। কেহই নাই।

কর্ম্ম। তাঁহার পরিচারিকা?

খোদা। তাহাকেও এখন সেই স্থানে দেখিতে পাইলাম না।

কর্ম্ম। অনুগ্রহ করিয়া আপনি একবার আমার সহিত সেই স্থানে চলুন, আমি ঘরটী আর একবার দেখিতে চাই।

খোদা। আপনি তো সে ঘরটী একবার দেখিয়াছেন, পুনরায় দেখিবার প্রয়োজন কি?

কর্ম্ম। সেই সময় আমার কোন কোন বিষয় দেখিতে বাকী ছিল, তাই আমি ঐ ঘরটী আর একবার দেখিবার ইচ্ছা করিতেছি।

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া খোদাবক্স বিরক্তিভাব প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, যাহা আপনি একবার দেখিয়াছেন তাহা পুনরায় দেখিবার কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি না, যদি নিতান্তই দেখিতে চাহেন তাহা হইলে এই সময় আমার সহিত আসুন, আমার স্ত্রী ঐ ঘরে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আপনি আপনার কার্য্য শেষ করিয়া লউন ও যাহা যাহা আপনার দেখিবার থাকে তাহা দেখিয়া লউন, কারণ এরূপভাবে বার বার আমি নিজেও বিরক্ত হইতে চাহি না, বা অপরকেও বিরক্ত করিতে চাহি না।

খোদাবক্সের কথা শুনিয়া কর্ম্মচারীও মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইলেন ও কহিলেন, "যে পর্য্যন্ত যে বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট না হইব, সেই পর্য্যন্ত উহা আমাকে দেখিতেই হইবে, আপনি বিরক্ত হউন বা অপর কেহই বিরক্ত-হউন তাহার দিকে আমি কিছুমাত্র লক্ষ করিব না, যতক্ষণ আমার কার্য্যশেষ না হইবে, ততক্ষণ আমাকে সকলেরই বিরক্তি-ভাজন হইতে হইবে।" এই বলিয়া কর্ম্মচারী গাত্রোত্থান করিলেন ও খোদাবক্সের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে ঘর হইতে হার অপহৃত হইয়াছিল, সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই কর্ম্মচারী খোদাবক্সকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মহাশয়, আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হউন বা বিরক্তই হউন আমার নিয়মিতরূপ কার্য্য আমাকে করিতেই হইবে। এই

ঘর হইতে আপনার হার অপহৃত হইয়াছে, সুতরাং এই ঘরটী আমাকে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। এই ঘরের ভিতর যে সকল আলমারি বাক্স ইত্যাদি আছে, তাহার চাবি যদি আপনার নিকট না থাকে, তাহা হইলে যাহার নিকট উহা আছে, তাহার নিকট হইতে উহা আনাইয়া লউন, আপনার সম্মুখে আমি এই ঘরটী উত্তমরূপে খুঁজিয়া দেখিতে বাসনা করি।

খোদা। চোরে হার অপহরণ করিয়া কিছু এই ঘরের ভিতর রাখিয়া যায় নাই যে, ইহার ভিতর অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আপনি সেই হার প্রাপ্ত হইবেন।

কর্ম্ম। মনুষ্য মাত্রেরই সময় সময় বিষম ভ্রম হইয়া থাকে, আপনি বা আমি কাহারই সময় সময় সেই ভ্রমের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই। এরূপ অনেক সময় দেখা গিয়াছে, একস্থানে এক দ্রব্য রাখিয়া অপর স্থানে তাহার বিশেষরূপ অনুসন্ধান করা হইয়াছে। যে স্থানে ঐ দ্রব্য রাখা হইয়াছে বলিয়া মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সময়ে সেই দ্রব্য অপর স্থানে পাওয়া গিয়াছে। আপনার স্ত্রীও যে সেইরূপ ভ্রমে পতিত হন নাই, তাহাই বা বলি কি প্রকারে? হয় তো তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি তাঁহার হার টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যে হয়ত তিনি তাহা করেন নাই, অপর কোন স্থানে তিনি তাহা রাখিয়াছেন। আমরা এইরূপ অনুসন্ধানে অনেক সময় অনেক অপহৃত দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি ও যাহার দ্রব্য অপহৃত হইয়াছিল, তিনিও পরিশেষে নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছেন, সে যাহা হউক, আপনি সন্তুষ্ট হউন বা অসন্তুষ্ট হউন, এ ঘরটী আমাকে একবার উত্তমরূপে দেখিতেই হইবে।

এই বলিয়া সেই কর্ম্মচারী ঐ ঘরের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ ঘরের মধ্যে যে সকল দ্রব্যাদি ছিল, তাহা উত্তমরূপে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই তিনি একটী আলমারি খুলিলেন, উহা কতকগুলি পুস্তকে পূর্ণ ছিল, পুস্তকগুলি একে একে উঠাইয়া তাহার ভিতর উত্তমরূপে দেখিলেন, কিন্তু কিছুই প্রাপ্ত হইলেন না।

পুস্তকের আলমারি দেখা শেষ হইলে তাহার নিকটবর্ত্তী একখানি টেবিলের প্রত্যেক দেরাজগুলি খুলিয়া উত্তমরূপে দেখিলেন, কিন্তু তাহার ভিতরে হারের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না।

যে পালঙ্কে ফিরোজাবিবি শয়ন করিতেন তাহার উপরস্থিত বালিস, চাদর, তোষক, গদি প্রভৃতি বিছানাগুলি একে একে স্থানান্তরিত করিয়া দেখিলেন। আলমারি, বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতির মধ্যেও উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিতে কিছুমাত্র বাকী থাকিল না, কিন্তু কোন স্থানেই হারের কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না।

খোদাবক্স সেইস্থানে স্থিরভাবে দাড়াইয়া কর্ম্মচারীর অনুসন্ধান কার্য্য দেখিতেছিলেন, কর্ম্মচারী যেরূপ ভাবে ঐ ঘরের সমস্ত দ্রব্য পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া তিনি অতিশয় বিরক্ত হইতে লাগিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথা না বলিয়া সেই ঘরের মধ্যস্থিত একখানি চেয়ারের উপর গিয়া তিনি উপবেশন করিলেন।

কর্ম্মচারী সে দিকে কিছুমাত্র লক্ষ না করিয়া, একমনে আপনার কার্য্য সমাপন করিতে লাগিলেন।

ঐ ঘরের ভিতর একটী লোহার আলমারি ছিল। খোদাবক্সের নিকট হইতে কর্ম্মচারী জানিতে পারিলেন, ঐ লৌহনির্ম্মিত আলমারিতে ফিরোজাবিবি তাহার অলঙ্কার পত্র রাখিয়া থাকেন। খোদাবক্স দ্বারা ফিরোজা বিবির নিকট হইতে লৌহ নিৰ্ম্মিত আলমারির চাবি সংগ্রহ করিয়া, কর্ম্মচারী ঐ আলমারি খুলিলেন. উহার ভিতর ফিরোজা বিবির সমস্ত অলঙ্কারগুলি রক্ষিত আছে দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন ঐ সমস্ত অলঙ্কারগুলির মূল্য ১০।১২ হাজার টাকার কম হইবে না। অলঙ্কারগুলি যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়া ঐ আলমারির আর একটী দেরাজ খুলিলেন ও উহার ভিতর যাহা ছিল তাহা কেবলমাত্র নয়নগোচর করিয়াই ঐ দেরাজ পুনরায় বন্ধ করিলেন ও খোদাবক্সকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয় আমি আপনাকে এখন দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, অনুগ্রহ করিয়া তাহার উত্তর দিবেন কি ?

খোদা। কেন দিব না, আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়াছি।

কর্ম্ম। আপনার স্ত্রীর যে সকল অলঙ্কার আলমারির ভিতর রহিয়াছে, তাহার মূল্য আমার বিবেচনায় ১০।১২ হাজার টাকার কম হইবে না।

খোদা। বরং অধিক হইবে।

কর্ম্ম। এ সমস্ত অলঙ্কার কি আপনি আপনার স্ত্রীকে প্রদান করিয়াছেন ?

খোদা। আমি ভিন্ন তাহাকে আর কে দিবে !

কর্ম্ম। তাঁহার পিতা মাতা বা অপর কোন আত্মীয় তাঁহাকে ইহার একখানিও কি প্রদান করেন নাই ?

খোদা। তাহারা কোথায় পাইবেন, যে দিবেন। ফিরোজা গরিবের কন্যা ও গরিবের ভগিনী, তাঁহারা কোথা হইতে অলঙ্কার পত্র ফিরোজাকে প্রদান করিবেন ? এ সমস্ত আমিই তাহাকে দিয়াছি।

কর্ম্ম। অলঙ্কার পত্র ব্যতীত নগত অর্থও বোধ হয় আপনি ফিরোজাকে প্রদান করিয়াছেন ?

খোদা। হাঁ সময় সময় দিয়াছি বই কি ? তাঁহার নগত অর্থের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না, যখন যাহা তাঁহার আবশ্যক হয়, তখনই তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,

সুতরাং নগত অর্থ অধিক দিবার প্রয়োজন হয় না।

কর্ম্ম। যে সময় হইতে আপনি ফিরোজা বিবিকে বিবাহ করিয়াছেন, সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আপনি তাহাকে কি পরিমাণ নগত অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাহার একটী মোটামুটি অনুমান করিতে পারেন কি ?

খোদা। তাহা কি কখন বলা যাইতে পারে ?

কর্ম্ম। আমি একটী মোটামুটি সংখ্যা জানিতে চাহিতেছি। দুই চারি হাজার এদিক ওদিক হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।

খোদা। বোধ হয় ৮।১০ হাজার টাকা দিয়া থাকিব।

কর্ম্ম। তাহার অধিক বোধ হয় হইবে না ?

খোদা। ইহার অধিক নগত অর্থ যে আমি ফিরোজাকে দিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না।

কর্ম্ম। আপনি না দিলেও আপনার অজ্ঞাতে, আপনার তহবিল হইতে কোন অর্থ তিনি লইতে পারেন কি ?

খোদা। না। অধিক পরিমাণে নগত অর্থ কখনই বাড়ীর ভিতর আনা হয় না। উহা বাহিরে কারবারের তহবিলে ও ব্যাঙ্কেই থাকে। ঐ স্থান হইতে নগত অর্থ আনাইয়া লইতে হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহা জানিতে পারিব, কারণ কারবারের তহবিল হইতে টাকা লইতে হইলে কাগজে খরচ লিখাইয়া লইতে হয় ও ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনিতে হইলে আমার সাক্ষরের প্রয়োজন হয়; সুতরাং উহার যে কোন স্থান হইতে টাকা আনিতে হইলে, আমার অগোচরে হইতে পারে না।

খোদাবক্সের কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী তাঁহাকে তাঁহার সন্নিকটে ডাকিলেন। তিনি সেই লোহার আলমারির সন্নিকটে আসিলে কর্ম্মচারী তাঁহাকে ঐ আলমারির দেরাজ খুলিতে কহিলেন। তিনি কর্ম্মচারীর মনের ভাব কিছুমাত্র অবগত হইতে না পারিয়া যে দেরাজটী কর্ম্মচারী দেখিয়াই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা খুলিলেন, ও দেখিলেন ঐ দেরাজটী নোটে পরিপূর্ণ। কর্ম্মচারী তাঁহাকে ঐ নোটগুলি বাহির করিয়া গণিতে কহিলেন।

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া খোদাবক্স ঐ নোটগুলি বাহির করিয়া গণিতে আরম্ভ করিলেন। উহার সমস্তই দশ টাকা হিসাবের নোট ও হাজার টাকা করিয়া এক একটী তাড়া বাঁধা। তিনি নোটের তাড়াগুলি একটী একটী করিয়া বাহির করিয়া দেখিলেন ঐ বৃহৎ দেরাজটী একশত তাড়া নোটে পূর্ণ ছিল। এত টাকার নোট তাঁহার স্ত্রীর নিকট দেখিতে পাইয়া খোদাবক্স অতিশয় বিস্মিত হইলেন, কিন্তু প্রকাশ্যরূপে

কোন কথা প্রকাশ না করিয়া, ঐ নোটগুলি যথাস্থলে স্থাপন করিলেন ও সেই আলমারির চাবি নিজেই রাখিয়া দিলেন।

খোদাবক্সের সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া কর্ম্মচারী তাঁহার মনের ভাবও কিছু কিছু অনুমান করিতে সমর্থ হইলেন ও প্রকাশ্যরূপে খোদাবক্সকে কহিলেন, "আপনি আপনার স্ত্রীকে যখন ৮।১০ হাজার টাকার অধিক অর্থ প্রদান করেন নাই, ও যখন তাঁহার অপর কোন স্থান হইতে এত অর্থ আসিবার উপায় নাই, তখন তিনি এত নগত অর্থ কি রূপে ও কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন?

খোদা। আমিও তাহাই ভাবিতেছি।

কর্ম্ম। আপনার স্ত্রীতে সেই বহুমূল্যবান হার বিক্রয় করিয়া এই অর্থের সংস্থান করেন নাই?

খোদা। তাহাই বা এখন বলি কি প্রকারে? আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এখন আমি আপনার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে পারিতেছি না।

এই বলিয়া খোদাবক্স ঐ ঘর হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার স্ত্রীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

—:*:—

# নবম পরিচ্ছেদ

ঐ ঘরের এক পার্শ্বে একটী আলনা ছিল। ফিরোজা বিবি সদাসর্ব্বদা যে সকল বস্ত্র বা পিরাণাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা তাহারই উপর রক্ষিত হইত। কাপড়ের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হইল ফিরোজা বিবি নোমাজ করিবার উদ্দেশে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় তাঁহার পরিধেয় পিরাণাদি সেই স্থানেই রাখিয়া গিয়াছেন।

খোদাবক্স সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর কর্ম্মচারী সেই আলনার নিকট গমন করিলেন, ও ঐ বস্ত্রগুলি একে একে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই একখানি বস্ত্র পরীক্ষা করিবার পর, একটী পিরাণের উপর তাঁহার হস্ত পড়িল, তিনি তাহার পকেটে হস্ত দিয়া যাহা বাহির করিলেন, তাহাতে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন যাহার নিমিত্ত তিনি এত কষ্ট সহ্য করিতেছিলেন, ইহা সেই অপহৃত হার। তিনি হার ছড়াটী হস্তে করিয়া একবার উত্তম রূপে দেখিলেন, ও যে চেয়ারের উপর খোদাবক্স কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়া খোদাবক্সের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। খোদাবক্স যে হারের মূল্য দুই লক্ষ টাকা বলিয়াছিলেন, সেই হার দেখিয়া কর্ম্মচারীর অনুমান হইল না যে, ইহার মূল্য দুই লক্ষ টাকা হইতে পারে। যেরূপ প্রস্তর ও মুক্তা দ্বারা সেই অপহৃত হার গ্রথিত ছিল বলিয়া খোদাবক্স বর্ণন করিয়াছিলেন, এই হার দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উহাও

সেইরূপ প্রস্তর ও মুক্তাদ্বারা প্রস্তুত, কিন্তু প্রস্তর ও মুক্তাগুলি প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না, বোধ হয় যে উহার সমস্তই কৃত্রিম।

কর্ম্মচারী কিয়ংক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই, খোদাবক্স সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে দেখিয়াই কর্ম্মচারী কহিলেন "মহাশয়, যে হারের জন্য আপনি এত উৎসুক হইয়াছেন,দেখুন দেখি "এই হার সেই কি না" এই বলিয়া কর্ম্মচারী তাঁহার হস্তে ঐ হার প্রদান করিলেন।

খোদাবক্স ঐ হার আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, হার আপনি কোথায় পাইলেন?"

কর্ম্ম। আপনার স্ত্রীর এই পিরাণের পকেটে।

খোদা। এ হার আমার স্ত্রীর পকেটের ভিতর কিরূপে গমন করিল?

কর্ম্ম। তাহা আপনার স্ত্রী বলিতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীকে ঐ টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন কি?

খোদা। করিয়াছিলাম।

কর্ম্ম। তিনি কি বলিলেন?

খোদা। তিনি আমার কথার কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিলেন না। আমার উপর একটু রাগভাব প্রকাশ করিয়া কেবল এই মাত্র কহিলেন যে, "উহা আমার টাকা, ঐ টাকা আমি কোথা হইতে পাইয়াছি তাহা আপনার জানিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।"

কর্ম্ম। এরূপ কথা আমি ইতিপূর্ব্বে কোন গৃহস্থরমণীর মুখে শুনিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। সে যাহা হউক, এই হার সম্বন্ধে তিনি এখন কি বলিতে চাহেন?

খোদা। আমি পুনরায় তাঁহার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, এই হার সম্বন্ধে তিনি কি বলেন।

এই বলিয়া যে পিরাণের পকেটে হার পাওয়া গিয়াছিল সেই পিরাণ ও হার ছড়াটী লইয়া তিনি পুনরায় তাঁহার স্ত্রীর নিকট গমন করিলেন, ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন আমার স্ত্রী কহিলেন "তবে বোধ হয়, আমি ভুলক্রমে ঐ হার টেবিলের উপর না রাখিয়া আমার পরিহিত পিরাণের পকেটে রাখিয়াছিলাম, তাহা না হইলে আমার পিরাণের পকেটে উহা কিরূপে যাইবে?

খোদাবক্সের কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী তাঁহাকে কহিলেন "আমার এই স্থানের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন চলুন আপনার বাহিরের ঘরে গমন করি, সেই স্থানে এ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা কহা যাইবে। অন্দরের মধ্যে এখন আমাদিগের আর থাকিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হার ছড়াটী আমি আর একবার ভাল করিয়া দেখিতে চাই, উহাও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসুন" এই বলিয়া কর্ম্মচারী গাত্রোত্থান করিলেন, খোদাবক্সও

হার ছড়াটী হস্তে লইয়া কর্ম্মচারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার বাহিরের বসিবার ঘরে গমন করিলেন।

বাহিরের ঘরে আসিয়া দুইজনে উপবেশন করিলে, কর্ম্মচারী খোদাবক্সকে কহিলেন, "এখন আমাদিগের মধ্যে যে সকল কথা বার্ত্তা হইবে, তাহা যেন অপর কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিতে না পারে, আপনি অগ্রে তাহার বন্দোবস্ত করুন।"

খোদাবক্স কর্ম্মচারীর আদেশ প্রতিপালন করিলেন। তাঁহার একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া, তাহাকে দূরে বসাইয়া দিলেন, তাহার উপর এই আদেশ রহিল যে, যে পর্য্যন্ত তিনি পুনরায় আদেশ না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত কোন লোক যেন তাঁহার বসিবার ঘরে প্রবেশ না করে, বা ঐ ঘরের নিকটবর্ত্তী না হয়।

খোদাবক্স তাঁহার কর্ম্মচারীকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া, সরকারি সেই কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার ঘরের মধ্যে বসিয়া নিম্নলিখিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইলেন।

কর্ম্ম। এই হারই কি অপহৃত হইয়াছিল?

খোদা। হাঁ মহাশয় এই হারই অপহৃত হইয়াছিল।

কর্ম্ম। এই হার যে আপনার, সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই?

খোদা। কোন সন্দেহ নাই।

কর্ম্ম। এই হারের মূল্য দুইলক্ষ টাকা?

খোদা। যাহারা এই সকল দ্রব্য ভাল রূপে চিনে, তাহারাই আমাকে ঐ মূল্য বলিয়াছিল।

কর্ম্ম। ইহাতে যেরূপ সুদৃশ্য প্রস্তর ও মুক্তা রহিয়াছে, তাহা যদি প্রকৃত হয় তাহা হইলে ইহার মূল্য যে দুই লক্ষ টাকা হইতে পারে, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু এ প্রস্তর ও মুক্তাগুলী কি প্রকৃত?

খোদা। আপনার বিবেচনায় কি এই প্রস্তর ও মুক্তা সকল প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না?

কর্ম্ম। আমার মনে যেন কেমন একরূপ সন্দেহ হইতেছে। যে সকল ব্যক্তি ইতি-পূর্ব্বে এই হার দেখিয়া দুই লক্ষ টাকা মূল্য অবধারিত করিয়া দিয়াছিল, তাহাদিগের কোন ব্যক্তি এখনও বর্ত্তমান আছেন কি?

খোদা। আছেন বই কি, একজন আমার বাড়ীর নিকটেই থাকেন যদি বলেন এখনই ডাকাইতে পারি।

কর্ম্ম। তাহা হইলে বড় ভাল হয়, তিনি আসিয়া এই হার ছড়াটী একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, আমাদিগের সমস্ত সন্দেহ মিটিয়া যায়।

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া খোদাবক্স তাহাকে ডাকিবার নিমিত্ত তখনই একটী লোক পাঠাইয়া দিলেন। পনের মিনিট অতিবাহিত হইতে না হইতেই খোদাবক্সের প্রেরিত লোক, যাহাকে ডাকিতে গিয়াছিল,

তাহার সহিত আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

খোদাবক্স তাহাকে বসিতে বলিয়া কহিলেন "বহু দিবস পূর্ব্বে আমি আপনাকে একছড়া হার দেখাইয়াছিলাম. মনে আছে কি?

আগন্তুক। আছে বইকি. সে খুব মূল্যবান হার. সেরূপ প্রস্তর ও মুক্তা আজকাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

খোদা। এই হারছড়াটী একবার দেখুন দেখি।

এই বলিয়া খোদাবক্স সেই হারছড়াটী সেই আগন্তুকের হস্তে প্রদান করিলেন।

আগন্তুক সেই হারছড়াটী উত্তমরূপে দেখিয়া কহিলেন, "ইহাতো দেখিতেছি আপনার সেই হারের নকল। যখন আসল হার আপনার ঘরে আছে, তখন তাহার নকল হার প্রস্তুত করাইলেন কেন? অনুকরণটী অতি সুন্দর হইয়াছে।

খোদা। ইহার মূল্য কত?

আগ। অপরের কাছে ইহার মূল্য কিছুই নাই। তবে. ৪০।৫০ টাকায় অনেকেই ইহা লইতে পারে. কিন্তু ইহা প্রস্তুত করাইতে আপনার বোধ হয় দুই তিন শত টাকা খরচ পড়িয়া গিয়াছে।

খোদা। এ প্রস্তরগুলি আসল নহে?

আগ। না, কৃত্রিম প্রস্তর।

খোদা। মুক্তাগুলি?

আগ। বিলাতি, কিন্তু হটাৎ দেখিলে আসল মুক্তা বলিয়া অনুমান হয়।

খোদা। এই হারের মূল্য এখন ৪০।৫০ টাকার অধিক নহে বলিতেছ, কিন্তু আমার সেই হারের মূল্য এখন কত হইতে পারে?

আগ। যে সময় আমি উহা দেখিয়াছিলাম, সেই সময় উহার মূল্য দুই লক্ষ টাকা অনুমান করিয়াছিলাম. কিন্তু আজকাল ভাল মুক্তার দাম যে রকম চড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে উহার মূল্য আরও অধিক।

আগন্তুকের কথা শুনিয়া খোদাবক্সের মুখ মলিন হইয়া গেল তিনি. কর্ম্মচারী ব্যতীত সকলকে সেই স্থান হইতে বিদায় দিয়া কিয়ৎক্ষণ নিতান্ত মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন ও পরিশেষে কর্ম্মচারীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "মহাশয়! এই সম্বন্ধে যে কি রহস্য ঘটিয়াছে, আমি তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না?

—:*:—

## দশম পরিচ্ছেদ

খোদাবক্সের কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী কহিলেন "এ রহস্য আপনি সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিয়াছি!" আপনি আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবেন না, আপনার কোন গোপনীয় কথা আমি কোনরূপে কাহারও

নিকট প্রকাশ করিব না। আপনি আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করুন। আপনার হার আপনার স্ত্রীকে ব্যবহার করিতে দিবার পর আর কখন কি আপনি চাহিয়াছিলেন?

আমার কথা শুনিয়া খোদাবক্স অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, ও পরিশেষে কহিলেন "আপনার কথার আমি প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতেছি, কিন্তু এ কথা আপনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। এ কথা প্রকাশিত হইলে আমার বর্ত্তমান ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইবে। সম্প্রতি কোন একটী নূতন কারবার খুলিয়া আমি অনেকগুলি টাকা লোকসান দিয়াছি। অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই ক্ষতি আমি কোনরূপেই পূরণ করিতে পারিতেছি না, অর্থের অনাটনে বাজারে আমার সম্ভ্রম নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, এই নিমিত্ত আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম গোপনে ঐ হার ছড়াটী বিক্রয় করিয়া আমার সম্ভ্রম বজায় রাখিব। যে ব্যক্তি ঐ হার ছড়াটী খরিদ করিতে ইচ্ছুক তাঁহার অদ্য এখানে আসিয়া, হার ছড়াটী দেখিবার কথা ছিল, সেই জন্ম আজ কয়েক দিবস হইল আমি আমার স্ত্রীকে ঐ হার ছড়াটী বাহির করিতে বলি। তাই তিনি হার ছড়াটী বাহির করিয়াছিলেন।

কর্ম্ম। আপনি যে হার ছড়াটী বিক্রয় করিবেন, তাহা আপনার স্ত্রী জানিতে পারিয়াছিলেন কি?

খোদা। তিনি জানেন বই কি। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম।

কর্ম্ম। মহাশয়, আপনি আমার কথায় রাগ করিবেন না। আপনার স্ত্রীর সহিত আমার কথা কহিবার উপায় নাই। আপনি আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলুন যে আমি বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি পূর্ব্বে সেই হার অপহরণ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। এখন যদি তিনি সমস্ত কথা না বলেন, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই আইনমত চলিতে হইবে। আইনের নিকট বা আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের নিকট রাজা, মহারাজা, নবাব বা সমাজের শীর্ষস্থানীয় কাহারও অব্যাহতি নাই। পরদা-নসিন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও তাহাই। এখন যদি তিনি সমস্ত কথা স্বীকার করেন, তবেই মঙ্গল, নতুবা আমাকে বাধ্য হইয়া এখনই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইতে হইবে, ও যে পর্য্যন্ত তিনি সন্তোষজনকরূপে আমাদিগকে দেখাইতে না পারিবেন যে, ঐ লক্ষ মুদ্রা তিনি কোথা হইতে পাইয়াছেন, সেই পর্য্যন্ত কোনরূপেই তিনি অব্যাহতি পাইবেন না।

আমার কথা শুনিয়া খোদাবক্স পুনরায় অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। আমি সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে খোদাবক্স বাহিরে আসিলেন, ও আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহাশয়, ফিরোজা

আমার নিকট সমস্ত কথা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু এখন আপনাকে বিশ্বাস করিয়া সেই সমস্ত কথা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি. ইহার গোলযোগ মিটিয়া গেলে, আপনার নিকট সমস্ত কথা বলিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমি এ সম্বন্ধে আইনজীবী কোন লোকের সহিত পরামর্শ করিয়াছি. ও এখন আপনাকে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমার যে হার অপহৃত হইয়াছে বলিয়া পুলিশে সংবাদ প্রদান করিয়াছিলাম. আপনার অনুকম্পায় সেই হার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোনরূপ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। যে লক্ষ মুদ্রা তাঁহার আলমারির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, এখন জানিতে পারিতেছি তাহা আমার। কিরূপ উপায়ে তাহা আসিয়াছে, তাহা যদি প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় তাহাও আমি করিতে পারিব। আপনার কার্য্যে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনার পারিতোষিক আমি আপনার প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিব।

খোদাবক্সের কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন. বুঝিলেন যে তিনি তাঁহার স্ত্রীর কোন কথা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহেন, যাহাতে তাঁহার স্ত্রীর মান সম্ভ্রম কোনরূপে নষ্ট না হয়, তাহার নিমিত্ত তিনি এখন মিথ্যা কথা বলিতে বা অপর লোক দ্বারা বলাইতে প্রস্তুত। এইরূপ অবস্থায় এ বিষয়ে তাঁহার আর কোন রূপে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি কহিলেন, "আপনি আমার কার্য্যে পরিশেষে যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন ইহাতেই আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম, এখন আমি নিজ স্থানে প্রস্থান করিতেছি, কিন্তু কিছুদিবস পরে আমি আর একবার আপনার নিকট আসিব; ও সেই সময় আপনার স্ত্রী এখন আপনাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা জানিয়া আমার কৌতুহল নিবারণ করিব।"

এই বলিয়া কর্ম্মচারী সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ও খোদাবক্সের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

খোদাবক্সের স্ত্রী খোদাবক্সকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কর্ম্মচারী পরিশেষে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। পাঠকগণও তাহা জানিতে না পারিলে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকে, সুতরাং তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ফিরোজা বিবি তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেনঃ—আমার পুত্রের বিষয় তুমি বিশেষরূপে অবগত আছ, সে যেরূপে অর্থ নষ্ট করিত, তাহা তুমি জানিলেও কিন্তু তাহার খরচের

নিমিত্ত কখন একটী পয়সাও প্রদান করিতে না। আমি তাহার গর্ভধারিণী, সুতরাং আমি মধ্যে মধ্যে তাহাকে টাকা না দিয়া পরিত্রাণ পাইতাম না। তোমার নিকট হইতে সময় সময় আমি যে সামান্য টাকা গ্রহণ করিতাম, তাহার সমস্তই আমি আবুল হোসেনকে প্রদান করিতাম, তাহাতেও তাহার খরচ কুলাইত না, সুতরাং সময় সময় আমাকে তোমার প্রদত্ত অলঙ্কারও বন্ধক দিয়া তাহার খরচের সাহায্য করিতে হইত। এইরূপে ক্রমে আমার তিন সহস্র মুদ্রা দেনা হইয়া পড়ে। আমার নিকট হইতে টাকা লইয়াও সে সন্তুষ্ট থাকিত না, হেণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া অপরের নিকট হইতে সে টাকা ধার করিত।

যাহার নিকট হইতে আবুল হোসেন হেণ্ডনোটে টাকা ধার করিয়াছিল, ক্রমে সে সেই টাকার তাগাদা আরম্ভ করিল, কিন্তু আবুল হোসেন সেই টাকা দিতে পারিল না, আমিও সেই সময় অত টাকা কোথায় পাইব যে দিব? সুতরাং যে টাকা পাইত সে নালিশ করিয়া আবুল হোসেনের নামে ডিক্রী করিল, ও পরিশেষে তাহাকে জেলে পুরিয়া দিল।

যে অর্থ পুত্র অপব্যয় করে, পিতা তাহা না দিতে পারেন, পুত্রকে জেলে যাইতে দেখিয়া পিতা চুপ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু মাতা তাহা কোনরূপেই দেখিতে পারেন না; যে মাতার হস্তে অর্থ থাকে, বা যাহার অর্থ সংগ্রহ করিবার উপায় থাকে, সেই মাতা অর্থ প্রদান করিয়া পুত্রকে জেল হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং আবুল হোসেনকে জেল হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে আরও পাঁচ সহস্র মুদ্রা ধার করিতে হয়, আমার সমস্ত অলঙ্কারই এইরূপে বন্ধক পড়ে।

এই সময় আমার মনে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হয়, যদি তুমি কোনগতিকে জানিতে পার যে, তোমার প্রদত্ত সমস্ত অলঙ্কারই আমি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি তাহা হইলে আমার পরিণাম কি হইবে? ইহা ভাবিয়া আমি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়ি, ও পরিশেষে একটী মতলব স্থির করিয়া, আমি আমার ভ্রাতাকে এইস্থানে ডাকাইয়া আনি, ও তাঁহাকে কহি, "আমার স্বামী আমাকে একছড়া মূল্যবান হার ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, শুনিয়াছি উহার দাম দুই লক্ষ টাকা। আমি অনেকগুলি টাকা ঋণ করিয়া আমার সমস্ত অলঙ্কার বন্ধক দিয়াছি তাহা তুমি অবগত আছ। এখন এক কার্য্য কর, কোন একটী ভাল কারিকর দিয়া এই হারের ঠিক একছড়া নকল হার প্রস্তুত করাও, ও আসল হার খরিদ করিতে পারে এমন একটী লোক স্থির কর। নকল হার প্রস্তুত হইলে আসল হার বিক্রয় করিয়া ফেলিব।" ভ্রাতাকে আরও কহিলাম "এসমস্ত কথা তুমি যেন বিন্দুমাত্রও জানিতে না পার।"

ভ্রাতা আমার সমস্ত অবস্থাই জানিতেন

তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও আমার অভিলষিত কার্য্য করিলেন। নকল হার প্রস্তুত হইলে উহা আমি আসল হারের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম। দেখিলাম অনুকরণ অতিশয় উত্তম হইয়াছে। দুই ছড়া হার একত্রে রাখিলে কোনটী আসল ও কোনটী নকল তাহা স্থির করা নিতান্ত সহজ নহে।

সেই সময় বিলাত হইতে একজন জহুরি এখানে জহরৎ খরিদ করিতে আসিয়াছিলেন। আমার ভ্রাতা তাঁহার নিকট ঐ হার দেড় লক্ষ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়া ফেলেন। যে লক্ষ মুদ্রা আমার আলমারির ভিতর আছে তাহা ঐ হার বিক্রয়ের টাকা। অবশিষ্ট টাকা হইতে আমার অলঙ্কারগুলি ছাড়াইয়া আনি, দালালিতে কিছু যায়, অন্যান্য খরচ করিয়া ও সময় সময় পুত্রকে কিছু কিছু দিয়া ঐ টাকা ব্যয়িত হইয়া যায়। প্রায় চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া অবশিষ্ট টাকা খরচ করিয়া আসিতেছি। এই পাঁচ বৎসর কাল আমাকে যে হার ব্যবহার করিতে দেখিতেছেন উহা সেই কৃত্রিম হার।

সে দিবস যখন আপনি আমাকে বলিলেন যে আপনি ঐ হার বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন তখনই আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, আপনার আদেশানুসারে হার বাহির করিলাম সত্য, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম এতদিবস পরে আমার সমস্ত চাতুরী বাহির হইয়া পড়িবে, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া কৃত্রিম হার লুকাইয়া রাখিয়া, ঐ হার অপহৃত হইয়াছে বলিয়া আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম না যে, যে পিরাণ আমি সর্ব্বদা পরিয়া থাকি, তাহার পকেট হইতে কেহ সহসা এই হার বাহির করিতে সমর্থ হইবে?

এখন যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, ঐ লক্ষ মুদ্রা লইয়া আপনি আপনার দেনা পরিশোধ করুন ও আমার এই দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত, আমাকে আপনার অভিরুচিমত দণ্ড প্রদান করুন।

খোদাবক্সের নিকট ইহা অবগত হইয়া কর্ম্মচারী বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার শেষ অনুমান প্রকৃত।

সম্পূর্ণ

হইলেন। বহির্ব্বাটীতেই তাহার একটী প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি সেই রাত্রি হইতে উহা অধিকার করিলেন। রাধারাণী বা চারুশীলা সে রাত্রে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

ভবানীপ্রসাদ পরদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তিনি সেই অট্টালিকা সংলগ্ন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ চারি দিক ভ্রমণ করিবার পর তিনি সহসা সম্মুখে এক বিধবা যুবতীকে অদূরে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিতে পাইলেন।

দূর হইতে সেই রমণীকে দেখিয়া তিনি আর সেদিকে যাইতে সাহস কবিলেন না। কিন্তু সেখান হইতে অন্যত্র যাইতেও তাঁহার মন সরিল না। তিনি একদৃষ্টে সেই রমণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সেই রমণীও সহসা তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল। রমনী ভবানীপ্রসাদকে দেখিয়া যেন স্তম্ভিতা হইলেন এবং কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ভবানীপ্রসাদ সহসা সেই স্থান হইতে ফিরিতে পারিলেন না। রমণীকে দেখিয়া অবধি তাঁহার মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইয়াছিল, অনেক অতীত কাহিনী তাঁহার মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু রমণীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া সে সকল কথা তাঁহার যেন স্বপ্নবৎ মনে হইতে লাগিল।

আরও কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে সেই উদ্যানে ভ্রমণ করিবার পর ভবানীপ্রসাদ আপন নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে আগমন করিলেন। দেখিলেন, হরশঙ্কর একাকী সেই গৃহে বসিয়া আছেন।

বন্ধুকে দেখিয়া হরশঙ্কর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "এত ভোরে কোথায় গিয়াছিলে ভাই!"

ভবানীপ্রসাদও হাসিয়া উত্তর করিলেন "আপনাদের উদ্যানটী অতি চমৎকার। এত ফুল কোন বাগানে দেখি নাই। শয্যা হইতে উঠিবামাত্র সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্পগুলির সুগন্ধে আমার মনঃপ্রাণ এত পুলকিত হইয়াছিল যে, আমি আর সে ঘরে থাকিতে পারিলাম না, কিছুক্ষণ উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ভবানীপ্রসাদ কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার জেঠা মহাশয় কি প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকেন?"

হরশঙ্কর উত্তর করিলেন "হাঁ—আমার জেঠা মহাশয় বড় ধার্ম্মিক লোক। পূজাদি দ্বারা ঈশ্বরারাধনা করাই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে

বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পূজাদি লইয়াই থাকেন। কেন ভাই! তুমি সহসা একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ভবানীপ্রসাদ বলিলেন "না—এমন কিছু নয়; একজন বিধবা পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন আমাকে দেখিবামাত্র পলায়ন করিলেন।"

হরশঙ্কর হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "তিনি আমার এক দূরসম্পর্কীয়া মাসীমা। জেঠাইমার একপ্রকার ভগ্নী। যতকাল জেঠাইমা জীবিতা ছিলেন, ততকাল তিনিই স্বহস্তে ফুল তুলিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দিনকয়েক চারুশীলা ঐ কার্য্য করিয়াছিল, এখন দেখিতেছি মাসীমাই উহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ভবানী। তিনি কি বিধবা?

হর। হাঁ ভাই—অনেকদিন বিধবা হইয়াছেন। আমরাতো তাঁহাকে সধবা দেখি নাই।

ভবানী। কতকাল তিনি এখানে বাস করিতেছেন?

হর। অনেক দিন—যখন তিনি এখানে আইসেন, তখনও বিধবা।

ভবানী। উনি তোমার জেঠাইমার কিরূপ ভগ্নী?

হর। ঠিক জানি না—শুনিয়াছি জ্ঞাতি ভগ্নী।

ভবানী হরশঙ্করকে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। তাঁহার মনে এক ভয়ানক সন্দেহ হইল। তাঁহার অনেক পূর্ব্বকথা মনে পড়িল, তিনি সে সকল কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু সেই রমণীকে পুনরায় দেখিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসী হইলেন।

পরদিন ভবানীপ্রসাদ অতি প্রত্যুষেই উদ্যানে গমন করিলেন। পূর্ব্বদিন যেখানে দাঁড়াইয়া তিনি রমণীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সে দিনেও সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইল, সেই রমণীর বিষয় যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই সত্য বলিয়া মনে হইল। কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিবেন, তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। অগত্যা সেদিন ক্ষুণ্ণ মনে আপনার প্রকোষ্ঠে ফিরিয়া আসিলেন।

উপর্য্যুপরি তিন চারিদিন চেষ্টা করিয়াও যখন ভবানীপ্রসাদ সেই রমণীকে আর দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি অন্য উপায়ে অন্দরে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনঃস্থ করিলেন। সুযোগও সেইরূপ ঘটিল। চারুশীলার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে যেদিন তাহার পাকা দেখা হইল, সেইদিন জমীদার বাড়ীতে মহোৎসবের আয়োজন হইল। চারিদিক হইতে নিমন্ত্রিত লোক আসিয়া বাড়ী পূর্ণ করিল।

সন্ধ্যার পর যখন আহারাদি শেষ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন তখন ভবানীপ্রসাদ অন্দরের একটী নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া রাধারাণীকে লক্ষ্য করিতে ছিলেন। সেইদিন প্রাতঃকালে একবারমাত্র দেখিয়া তাঁহার যে সন্দেহ হইয়াছিল, এখন সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল। তিনি সে সকল কথা স্মরণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং সময় বুঝিয়া একটী নিভৃত স্থানে গিয়া রাধারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

রাধারাণীও প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা কাহাকেও প্রকাশ করেন নাই। এখন ভবানীপ্রসাদের সম্মুখীন হইয়া তিনি কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এখানে কেন? হরশঙ্করের বন্ধু বলিয়া কি আপনি যখন ইচ্ছা অন্দরে আসিবেন?

রাধারাণীর কর্কশস্বরে ভবানীপ্রসাদ কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি বলিলেন "কি জন্য আসিয়াছি, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই? যদি না পারিয়া থাক, তাহা হইলে সেই দিন হইতে আর বাগানে ফল তুলিতে যাও নাই কেন?"

রাধারাণী আরও বসিয়া গেলেন। তিনি আরও চীৎকার করিয়া বলিলেন "কে তুমি? আমি আর কখনও তোমায় দেখি নাই। কেন তুমি অন্দরে আসিয়া আমায় বিরক্ত করিতেছ?"

রাধারাণীর কথায় ভবানীপ্রসাদ ভীত হইলেন না। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "সে কি প্রভা! এত শীঘ্রই কি আমায় ভুলিয়া গিয়াছ? এই ত সে দিনের কথা—একসঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যেদিন দাঁড়াইয়াছিলাম, সেদিনের সকল কথাই কি ভুলিয়া গিয়াছ? তুমি মনে করিয়াছ চীৎকার করিয়া আমায় ভয় দেখাইবে। কিন্তু আমি ভয় পাইবার লোক নহি, এখনই তোমার সকল বিদ্যা প্রকাশ করিয়া দিব।"

ভবানীপ্রসাদের কথা শুনিয়া রাধারাণী সহসা মলীন হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইল না, তিনি একবার চারিদিক লক্ষ্য করিলেন, ঘরের বাহির হইয়া একবার সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, পরে সত্বর ভবানীপ্রসাদের নিকট আসিয়া জোড়হাত করিয়া অতি মৃদুস্বরে ও বিনীতভাবে বলিলেন, "রক্ষা কর, দামোদর এযাত্রা রক্ষা কর। আমি শুনিয়াছিলাম তুমি জেলে মারা পড়িয়াছ। তাই ত আজ আমি এখানে। ভগবান জানেন আমি কতকাল তোমার আশায় ছিলাম। কিন্তু যখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, যাইতে লাগিল, যখন আমার অর্থ কমিয়া গেল, যখন উদরান্নের জন্য আমায় লালায়িত হইতে হইল, তখন আমি শুনিলাম তুমি মারা পড়িয়াছ। কি করি—শিকারের চেষ্টায় বাহির হইলাম। অবশেষে অনেক

চেষ্টার পর সৌভাগ্যবশতঃ এইস্থানে আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছি। যদি আমায় একদিনের জন্যও ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি কখনও আমার অপকার করিতে পারিবে না।"

সকল কথা শুনিয়া ভবানীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে আসিয়া অবধি, কত টাকা সঞ্চয় করিয়াছ?"

প্রভাবতী ওরফে রাধারাণী চমকিতা হইলেন। তিনি বলিলেন "বল কি? আশ্রয় পাইয়াছি এই যথেষ্ট। সতীশ বাবুর স্ত্রী সুহাসিনী যে আমার কথায় ভুলিয়া আমাকে এ বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন তাহাতেই আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট আছি, আমার আর অর্থের প্রয়োজন কি? যাহা ইচ্ছা আহার করিতেছি, যাহা ইচ্ছা পরিধান করিতেছি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম পূজাদি যাহা ইচ্ছা করিতেছি, তাহাই করিতেছি যে কোন তীর্থে যাইবার বাসনা করিয়াছি সেইখানেই গমন করিয়াছি। আর আমার অর্থের আবশ্যক কি?"

বাধা দিয়া ভবানীপ্রসাদ বলিয়া উঠিলেন "তোমার না থাকিলেও আমার আছে। শুনিলাম তুমিই এখন এ বাড়ীর গৃহিণী। কর্ত্তাকে তুমি সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছ। যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতে তোমার নামে শীঘ্রই একটা নতন কলঙ্ক উঠিবে দেখিতেছি। যখন এতদূর হইয়াছে তখন কিছু কি আর তোমার হাতে নাই! আমার বিশেষ প্রয়োজন—কিছু চাই।"

প্রভা। কি দিব—হাতে কিছুই নাই।

ভবানী। ভাল না থাকে—আদায় করিয়া দাও। যখন কর্ত্তা তোমার হাতে, তখন টাকার অভাব কি? আমি এখন কিছুদিন এখান হইতে যাইতেছি না। যত শীঘ্র পার আমায় হাজার টাকা যোগাড় করিয়া দাও।"

প্রভাবতী শিহরিয়া উঠিলেন। অতি বিস্মিতনেত্রে ভবানীপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ! অত টাকা আমি পাব কোথা? কেমন করিয়াই বা এখন আদায় করি?"

"সে সব কথা তুমি জান। আমি অত শত বুঝি না। তবে যদি দুই মাসের মধ্যে ঐ টাকা না পাই, তাহা হইলে স্থির জানিও আমি তোমার প্রকৃত পরিচয় সকলের নিকট ব্যক্ত করিব।"

এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ভবানীপ্রসাদ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাধারাণী ওরফে প্রভাবতী কিছুক্ষণ আকাশ পাতাল চিন্তা করিয়া পুনরায় গৃহকার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন।

যেরূপ নিভৃতস্থানে দাড়াইয়া উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সে সকল কথা বাড়ীর অপর কোন লোক শুনিতে পায় নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বাড়ীর অপরা দাসী মঙ্গলা কার্য্যব্যপদেশে তথায় আসিয়া রাধা-

রাণীর কথা শুনিতে পায়। বহুদিন হইতেই রাধারাণীর উপর তাহার সন্দেহ হইয়াছিল। এখন তাহাকে গোপনে অপর পুরুষের সহিত কথা কহিতে শুনিয়া তাহার কৌতুহল বর্দ্ধিত হইল। সে প্রচ্ছন্নভাবে তথায় দাঁড়াইয়া তাহাদের সকল কথাই শুনিতে পাইল।

—:*:—

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভ্রাতার সহিত কলহ করিয়া দামোদর স্বতন্ত্র বাস করিতে মনঃস্থ করিল। পূর্ব্বে সে সায়াহ্নে রাজুর কুটীরে গমন করিত এবং প্রত্যুষেই তথা হইতে প্রস্থান করিত। কিন্তু এখন রাজুর কুটীরেই দিবারাত্রি বাস করিতে লাগিল। সেখানে আহারাদিরও বন্দোবস্ত করিল।

বাল্যকাল হইতে দস্যুবৃত্তি করিয়াই সে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। জীবিকানির্ব্বাহের আর কোন উপায় সে শিক্ষা করে নাই। ভাইয়ের সহিত পৃথক হওয়ায় সে বিষম বিপদে পড়িল। কেমন করিয়া সে অর্থ উপার্জ্জন করিবে, কেমন করিয়া নিজের ও রাজুর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবে, তাহার কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না।

ভ্রাতৃদত্তঅর্থে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া সে ভাবিল দস্যুবৃত্তি করিয়াই অর্থ উপাজ্জন করিবে। কিন্তু দস্যুবৃত্তি একাকী হয় না— তাহাকে স্বতন্ত্র দল বাঁধিতে হয়। রাজু তাহাতে সংম্মতা হইল না। সে বলিল স্বতন্ত্র দল করিলে তাহার ভ্রাতার সহিত মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে, ভাই তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। দামু অগত্যা সে কল্পনা ত্যাগ করিল এবং নিজে অন্য উপায়ে অর্থো- পার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দামু অবশিষ্ট অর্থ সঙ্গে লইয়া রাজুর নিকট বিদায় লইল। যাইবার সময় রাজু অনেক কান্নাকাটি করিল। দামু মিষ্ট কথায় তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইলেই সে পুনরায় তাহার নিকট প্রত্যাগমন করিবে।

রাজুর কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া দামু অবিলম্বে উচ্ছৃঙ্খল ধনবান যুবকগণের তোষা- মোদ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

অল্পদিনের মধ্যেই সে অনেকের সহিত আলাপ করিল বটে, কিন্তু অর্থের অনাটন বশতঃ সকলেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিল। অগত্যা কলিকাতা ত্যাগকরিতে বাধ্য হইল।

কিছুদিন পরে সে গৌরীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে গৌরীপুরের জমীদার সতীশচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র হরশঙ্করের চরিত্র ক্রমেই দূষিত হইতেছিল। কিছুদিন গৌরীপুরে থাকিয়া দামু তাহা লক্ষ্য করিল এবং তাঁহার সহিত মিশিতে চেষ্টা করিল।

সুযোগও সেইরূপ হইল। একদিন

হরশঙ্কর অত্যধিক সুরাপান করিয়া টলিতে টলিতে কোন বারাঙ্গনা-গৃহে প্রবেশ করিতে-ছিলেন এমন সময়ে অপর এক যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কথায় কথায় উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। হরশঙ্করের মস্তিষ্ক স্থির ছিল না। তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া সেই যুবককে আঘাত করিলেন।

যুবক অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিল, সেও হর-শঙ্করকে মারিবার জন্য প্রস্তুত হইল। দাম এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই—নীরবে দাড়া-ইয়া তাহাদের কলহ শুনিতে ছিল। যুবককে প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া এবং হরশঙ্করের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা হওয়ায় সে তখনই হরশঙ্করের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইল।

যুবক বলিষ্ঠ বটে, কিন্তু দামোদরকে হরশঙ্করের সহায় দেখিয়া সে রণে ভঙ্গ দিল। হরশঙ্কর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

হরশঙ্কর দামোদরকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং তাহাকে লইয়া সেই বারাঙ্গনালয়ে প্রবেশ করতঃ সমস্তরাত্রি আমোদ-প্রমোদে অতি-বাহিত করিলেন।

সেইদিন হইতে দামোদর হরশঙ্করের বন্ধু হইল, পরস্পর পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করিল, দামোদর সুযোগ বুঝিয়া তাহার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিল। সে বলিল কলিকাতায় তাহার বাড়ী, গৌরীপুরে বেড়াইতে আসিয়াছে। হরশঙ্কর আনন্দিত হইলেন। বন্ধুকে নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাইতে অভিলাষী হইলেন এবং বন্ধুকে জমিদার বাটীতে স্থান দিতে বাসনা করিলেন। দামোদর তাহাই চাহিতেছিল। সে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিল এবং হরশঙ্করের বাসনা পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার

দামোদর লোক ভুলাইতে সিদ্ধহস্ত। একদিনেই সে হরশঙ্করকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। বয়স অধিক না হইলেও সেই বয়সে সে অনেক কার্য্য করিয়াছে। ভ্রাতৃ আজ্ঞায় অত্যন্ত গর্হিত কার্য্যেও সে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

যৌবনের প্রথমে সে প্রভাবতী নাম্নী এক রূপবতী বিধবার প্রেমে উন্মত্ত হয়। তাহারই কৌশলে দামোদর অনেকবার জেল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। দামোদর সেইজন্যই তাহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিত। রমণীও তাহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিত। এক-বার দস্যুতার জন্য দামোদরের ছয়মাস কারা-দণ্ড হয়। দামোদর যখন কারাগারে ছিল, সেই সময় প্রভা শুনিল দামোদরের মৃত্যু হই-য়াছে। রমণী তাহার শোকে অনেক কাঁদিল। কিছুদিন অনেক কষ্টে তথায় অবস্থান করিল। অবশেষে নিজের গৃহত্যাগ করিয়া গৌরীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

—:—

# নবম পরিচ্ছেদ

বহুদিন হইতেই চারুশীলার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। জমীদারের একমাত্র কন্যা, অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ও অনিন্দ্যসুন্দরী সুতরাং সুপাত্রের অভাব ছিল না। অনেকেই তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত ছিল। কিন্তু সতীশচন্দ্র বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি—স্বয়ং কন্যার জন্য একটী সৎ-পাত্র মনোনীত করিয়া বাগদান করিয়াছিলেন। যদি সুহাসিনী জীবিতা থাকিতেন, তাহা হইলে পূর্ব্বেই চারুশীলার বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইত।

স্ত্রীবিয়োগে সতীশচন্দ্র অত্যন্ত শোকাতুর হইয়াছিলেন। কিন্তু সময়ে লোকে পুত্র-শোকও বিস্মৃত হয়—সতীশচন্দ্রও সময়ে স্ত্রীর শোক ভুলিলেন এবং মহা সমারোহে চারুশীলার পরিণয়-কার্য্য সমাধা করিলেন।

চারুশীলার বয়স হইয়াছিল; বিবাহের একমাস পরেই সে স্বামিগৃহে গমন করিল। রাধারাণীর একমাত্র কণ্টক দূর হইল; তাহার প্রতাপও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এতদিন চারুশীলার ভয়ে তিনি যে সকল কার্য্য করিতে পারিতেন না, তাহার অবর্ত্তমানে তিনি যাহা মনে করিলেন তাহাই করিতে লাগিলেন। সতীশচন্দ্র তাঁহার সম্পূর্ণ বাধ্য তিনি রাধারাণীর কার্য্য দেখিয়াও দেখিতেন না।

দুশ্চরিত্রা রমণীর অসাধ্য কিছুই নাই। সতীশচন্দ্র জমীদার—অতুল সম্পত্তির অধিকারী, রাধারাণী তাঁহাকে আয়ত্তমধ্যে আনিলেও কেবল তাঁহাকে লইয়া তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইত না। সতীশচন্দ্র সুপুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন; রাধারাণী পূর্ণ-যুবতী, সতীশচন্দ্র তাঁহার সকল সাধ মিটাইতে পারিতেন না। তাই রাধারাণী অপর শীকারের সন্ধান করিতে লাগিলেন। গৌরীশঙ্কর যুবক ও অতি সুপুরুষ। তাঁহার রমণীমোহন রূপ দেখিয়া রাধারাণীর লোভ জন্মিল। তিনি তাঁহাকেও গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গৌরীশঙ্কর সচ্চরিত্র—সরল ও উদার প্রকৃতির লোক, রাধারাণীর হাবভাব, অপাঙ্গ-দৃষ্টি ও তীব্র-কটাক্ষ, এ সকল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। রাধারাণী তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য যত কিছু কৌশল করিলেন সমস্তই ব্যর্থ হইল।

তিনি বিষম ফাঁপরে পড়িলেন। যৌবনের উদ্দাম কামনায় উৎপীড়িতা হইয়া রাধারাণী ছটফট করিতে লাগিলেন। কেমন করিয়া আপনার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিবেন, তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু সহজে কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

অবশেষে একদিন সায়ংকালে একটা সামান্য অছিলা করিয়া গৌরীশঙ্করকে কোন নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন এবং—প্রথমে

দুই একটা সাংসারিক কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিলেন "গৌরীশঙ্কর—তোমার বয়স কত?"

রাধারাণীর মুখে সহসা বয়সের কথা শুনিয়া গৌরীশঙ্কর স্তম্ভিত হইলেন। লোকপরম্পরায় যদিও তিনি রাধারাণীর গুণের কথা শুনিয়াছিলেন, এবং অনেক বিষয় স্বচক্ষেও অবলোকন করিয়াছিলেন, তত্রাপি তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে রাধারাণী তাঁহারই সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিবেন। যে প্রকার হাবভাবের সহিত মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে রাধারাণী তাঁহার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া, ঐসকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে গৌরীশঙ্কর তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু সে দিকে ইচ্ছা না থাকায় তিনি যেন তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন গো—এতদিন পরে আজ তুমি আমার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

গৌরীশঙ্করের উত্তরে রাধারাণী সন্তুষ্টা হইলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন গৌরীশঙ্কর উত্তরে নিশ্চয়ই কোনরূপ উপহাস করিবেন। কিন্তু তাহা হইলনা দেখিয়া রাধারাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বিশেষ কোন কারণ নাই। তবে তোমার বিবাহের কথা হইতেছে সেই জন্যই ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

গৌরীশঙ্কর বিমর্ষভাবে বলিলেন "শৈশবেই আমি মাতাপিতৃহীন; জেঠা মহাশয় ও তুমিই আমার অভিভাবক। তোমরা যাহা করিবে তাহাই হইবে কিন্তু আমার এখন বিবাহে ইচ্ছা নাই।"

মুচকি হাসিয়া গৌরীশঙ্করের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া রাধারাণী বলিল "কেন গো? কাহাকেও বুঝি মনে মনে ভালবাসিয়াছ?

গৌরী। তাহা হইলে তোমরা কি এত দিন জানিতে পারিতে না।

রাধা। তবে এত বৈরাগ্য কেন? বংশরক্ষার জন্য সকলেই বিবাহ করে।

গৌরী। আমার সে ইচ্ছা নাই।

রাধা। তাহা হইলে তোমার পিতার বংশলোপ হইবে।

গৌরী। কেন—হরশঙ্কর বিবাহ করিলেই, পিতার বংশরক্ষা হইবে।

রাধারাণী কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। পরে লজ্জার মাথা খাইয়া সোহাগভরে, আধ আধ স্বরে বলিলেন "গৌরীশঙ্কর তোমার অভিপ্রায় মন্দ নয়। জানি না আমার মত তুমিও মজিয়াছ কি না। কিন্তু যেদিন আমি তোমায় দেখিয়াছি সেই দিনই প্রাণভরিয়া ভালবাসিয়াছি। তোমার জেঠা মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি আর অধিক দিন বাঁচিবেন, এমন বোধ হয় না। তাঁহার মৃত্যুর পর হরশঙ্করই বিষয়ের অধিকাংশ লাভ

# অদৃষ্ট ফল।

(ডিটেক্‌টিভ-গল্প)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

৯ নং সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printed by J. N. Dey, at the "Bani Press"
63, Nimtola Ghat Street, Calcutta.
1911.

# অদৃষ্ট ফল।

---

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিজয়নগর একখানি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীগ্রাম। সেই গ্রামে অনেকগুলি কারবারি লোকের বাস। ঐ গ্রামে একটী বাজার আছে, বাজারের চারিধারে সারি সারি অনেকগুলি দোকান ও আড়ত। বাজারের নিকটেই একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। ঐ গ্রামে দিন দিন ব্যবসার উন্নতি হইবার প্রধান কারণই ঐ নদী। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে তরণী যোগে দ্রব্যাদি ঐ স্থানে আনীত হয় ও মহাজনগণ ঐ স্থান হইতেই ঐ সকল দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাণিজ্য স্থানে প্রেরণ করেন। এই নিমিত্তই বিজয় নগরের উন্নতি।

ঐ গ্রামে যে সকল লোক বাস করেন, তাঁহারা সকলেই যে ব্যবসাদার তাহা নহে, তাঁহাদিগের মধ্যে চাকরি করিয়া জীবনধারণ করেন এরূপ অনেক লোক আছেন, কৃষি-কার্য্য ও নিজের নিজের জাতি-ব্যবসা করিয়া দিনপাত করিয়া থাকে এরূপ লোকেরও অভাব নাই।

রামহরি ঘোষ ঐ স্থানের একজন প্রধান আড়তদার। অনেক দিন পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়া তিনি গ্রামের মধ্যে একজন প্রধান লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, অর্থও বিস্তর হইয়াছে, মান সম্ভ্রমও কম নহে। গ্রামের সমস্ত লোকই তাঁহাকে মান্য করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের বা থানা পুলিসের সেই স্থানের নিমিত্ত কোন কার্য্যের প্রয়োজন হইলে, তাঁহারই সাহায্য সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইয়া থাকে।

রামহরি ঘোষ এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, আড়তের ভার তাঁহার পুত্র ও কর্ম্মচারীগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন; কিন্তু দোকানে আসা একেবারে বন্ধ করিতে পারেন নাই। তিনি একটি হরিনামের ঝুলি হস্তে লইয়া দোকনের একপার্শ্বে বসিয়া মালা ফেরা-ইতে থাকেন। হস্তে মালা ফিরান কিন্তু মুখে আগন্তুকদিগের সহিত গল্প করিতে কিছুমাত্র বিরত হন না।

গদিঘরে বসিয়া দুইটী বাক্স সম্মুখে রাখিয়া, দুইজন গোমস্তা সর্ব্বদা কাজ করিয়া থাকেন। সমস্ত দিবস যে সকল অর্থের আম-দানি হয়, তাহা ঐ বাক্সের ভিতর রক্ষিত হইয়া থাকে. রাত্রি নয়টার পর হিসাব নিকাশ

করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তাহা ঐ গদি-ঘরের মধ্যস্থিত একটী লোহার সিন্দুকে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়।

একদিন ১২টার সময় রামহরি ঘোষ আপন বাড়ীতে আহারাদি করিবার নিমিত্ত চলিয়া গেলেন। তাঁহার পুত্র ও একজন কর্ম্মচারী তাহার পূর্ব্বেই আহারাদি করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। দিবা প্রায় একটার সময় সেই কর্ম্মচারী আহারাদি করিয়া গদিতে প্রত্যাগমন করিলে, দ্বিতীয় কর্ম্মচারী স্নানাদি করিবার নিমিত্ত সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রথম কর্ম্মচারী সেই গদির উপর যে দুইটী বাক্স ছিল তাহার একটী উপাধান করিয়া শয়ন করিলেন, ও একখানি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র পড়িতে পড়িতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় কর্ম্মচারী আহারাদি সমাপন করিয়া গদিতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, প্রথম কর্ম্মচারী এখনও পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতে-ছেন। গদির উপর যে দুইটী বাক্স ছিল, তাহার একটী তাহার উপাধানের কার্য্য করি-তেছে, অপরটী সেই স্থানে নাই।

ইহা দেখিয়া তিনি সেই কর্ম্মচারীকে উঠাইলেন ও বাক্সের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, যখন তিনি শয়ন করেন, সেই সময় সেই বাক্স সেই স্থানেই ছিল, তাহার পর কি হইল তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

হিসাব করিয়া দেখা গেল, সেই বাক্সে নগদ ও নোটে প্রায় পাঁচ শত টাকা ছিল। পাঁচ শত টাকার সহিত একটী বাক্স গদিঘর হইতে অপহৃত হইয়াছে, এই সংবাদ রামহরি ঘোষের নিকট প্রদত্ত হইল। সংবাদ পাইবা মাত্র রামহরি ও তাঁহার পুত্র সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ঐ অপহৃত বাক্সের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না।

বিজয় নগরে একটী থানা ছিল। ঐ থানায় একজন দারোগা থাকিতেন, তাঁহার সহিত রামহরি ঘোষের বিশেষ আলাপ ছিল। কোনরূপ প্রয়োজন হইলেই দারোগা রামহরির নিকট আগমন করিতেন। বিনা প্রয়োজনেও সময় সময় তাঁহাকে রামহরির গদিতে দেখিতে পাওয়া যাইত।

রামহরি নিজে অনুসন্ধান করিয়া যখন ঐ অপহৃত বাক্সের কোনরূপ সন্ধান করিতে পারিলেন না তখন তাঁহার পরিচিত দারোগা বাবুর নিকট সংবাদ প্রদান করিলেন।

সংবাদ পাইবা মাত্র দারোগা বাবু ঐ বাক্স চুরির অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। যে স্থান হইতে ঐ বাক্স অপহৃত হইয়াছিল, সেইস্থান দেখিলেন। ভগ্নাবস্থায় ঐ বাক্স যদি কোন স্থানে পাওয়া যায় তাহার নিমিত্ত ঐ গদির সমস্ত স্থান এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোন স্থানেই সেই

বাক্সের কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না। গদিতে যে দুইজন কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদিগকেও উত্তমরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, কিন্তু বাক্সের কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না। তথাপি অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, বিজয় নগরে যেমন ধনবান ব্যক্তির বাসস্থান ছিল, সেইরূপ অনেক দরিদ্র ব্যক্তিও বাস করিত। অভয় হালদার ও তাহার স্ত্রী যশোদা উভয়ে একত্রে রামহরি ঘোষের আড়তের নিকটবর্ত্তী একখানি ঘরে বাস করিত। দরিদ্রতা নিবন্ধন তাহাদিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল।

অভয় হালদার পূর্ব্বে রামহরির আড়তে কয়ালির কার্য্য করিত। রামহরি তাহাকে মাসিক আটটী করিয়া টাকা বেতন দিতেন, তাহা হইতেই কোনরূপে অভয় ও তাহার স্ত্রীর দিনপাত হইত। আট টাকা বেতনে অভয় কোনরূপে সংসারের খরচ নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিত না। এক দিবস অভয় সময় মত রামহরির নিকট নিজের দুঃখের কথা জানাইল, আট টাকায় যে সে কোনরূপে আপনার সংসারের খরচ নির্ব্বাহ করিতে পারে না, সে কথাও সে তাহাকে কহিল ও কিছু বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করিল কিন্তু রামহরি তাহার কোন কথা শুনিলেন না, কহিলেন, কয়ালের বেতন আট টাকা যথেষ্ট, ইহা অপেক্ষা অল্প বেতনে ঐ কার্য্য করিয়া অনেকে বড় মানুষ হইয়া গিয়াছে; আর তোমার অন্নের সংস্থান হইতেছে না, ইহা কি কখন হইতে পারে?

রামহরি নিতান্ত অন্যায় কথা বলেন নাই, সামান্য বেতনে কয়ালি করিয়া অনেক কয়াল অনেক অর্থ যে উপার্জ্জন করে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা উপরি লাভ করে কি করিয়া? মনিবের সর্ব্বনাশ বা মাল বিক্রয়কারীর সর্ব্বনাশ ভিন্ন উপরি লাভ হয় না। যাহারা মাল বিক্রয় করিতে আসে, তাহাদের মাল ওজন করিয়া লইবার সময় খরিদদারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অধিক করিয়া ওজন লিখাইয়া লয়, বা বিক্রয়কারীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কম করিয়া ওজন লিখাইয়া দেয়। এই উপায়েই তাহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কেনা-বেচার সময় নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিয়া, ঠিক ঠিক ওজন করিয়া দিলে, খরিদকারী বা বিক্রয়কারী কেহই বিক্রয়কারিকে কিছুই প্রদান করে না। সুতরাং যে কয়াল ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করে, তাহার উপরি লাভের সম্ভাবনা নাই।

অভয় কিন্তু সে প্রকৃতির কয়াল ছিল না; এক দিবসের জন্যও সে কখন অন্যায় কার্য্য

করে নাই, জানিয়া শুনিয়া এক কপর্দ্দকও খরিদকারী বা বিক্রয়কারীর নিকট হইতে সে কখন গ্রহণ করে নাই। সুতরাং ঐ আটটী মাত্র টাকার উপরই তাহার সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর ছিল। অভয়ের অবস্থা খারাপ ছিল বলিয়া সে তাহার স্ত্রী যশোদাকে কিন্তু কোনস্থানে দাস্যবৃত্তি বা অপর কোন হীন-কার্য্য করিতে দিত না। এইরূপে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল অভয় রামহরির নিকট কার্য্য করিল।

যখন অভয় বুঝিতে পারিল যে, তাহার মনিবের নিকট হইতে বেতন বৃদ্ধি হইবার আর কোনরূপ আশা নাই, তখন অন্য কোন স্থানে চাকরির চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই সময় আর একজন মহাজন ঐ বাজারে একটী নূতন আড়ত খুলিলেন। পূর্ব্ব হইতে তিনি অভয়কে জানিতেন, তিনি দশ টাকা বেতনে তাঁহার আড়তে কয়ালির কার্য্য করিতে অভয়কে নিযুক্ত করিলেন। দুই টাকা বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় অভয়ের কষ্ট অনেক পরিমাণে দূর হইল, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য বশতই হউক বা সৌভাগ্য বশতই হউক, ঐ নূতন মহাজন তাঁহার আড়তে বিশেষরূপ লাভ করিতে পারিলেন না; এক বৎসর পরেই ঐ আড়ত উঠিয়া গেল, সুতরাং অভয়ের চাকরি গেল।

অভয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পর রামহরি ঘোষ, তাহার পদে আর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অভয়ের কর্ম্ম যাইবার পর পুনরায় সে তাহার পুরাতন মনিবের নিকট কর্ম্ম পাইবার আশায় আগমন করিল, কিন্তু রামহরি তাঁহার নূতন নিয়োজিত কয়ালকে বিদায় দিয়া, সেইস্থানে অভয়কে আর স্থান প্রদান করিলেন না।

অভয় নিজের চাকরি হারাইয়া একেবারে নিরূপায় হইয়া পড়িল। অনেক স্থানে অনেক রূপ চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনরূপ কার্য্যের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না, ক্রমে তাহার দিনপাতের উপায় বন্ধ হইয়া গেল। ঘরে যে দুই একখানি সামান্য তৈজস পত্র ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া প্রথমতঃ কয়েক দিবস চলিল। তাহার পর যখন আর কোন-রূপ উপায় রহিল না, তখন যশোদা কোন প্রতিবেশীর গৃহে দাস্যবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল। পল্লীগ্রামে একজন দাস্যবৃত্তি করিয়া সামান্য যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, তাহাতে দুই জনের অন্ন সংস্থান হওয়া দূরে থাকুক, এক জনেরই সম্পূর্ণ উদরান্নের সংস্থান হয় না, তাহার উপর শারীরিক অসুখ আছে।

ক্রমে অভয় ও যশোদার কষ্টের পরিসীমা রহিল না, এক দিবস আহার হইত তো দুই দিবস অনাহারে কাটিয়া যাইত। যশোদা পূর্ব্বে কখন হাটে বা বাজারে গমন করিত না, এখন আর সে লজ্জা রক্ষা করিতে পারিল না। অভয় পূর্ব্বে রামহরি ঘোষের আড়তে চাকরি করিত, আড়তের কোন কোন লোক

তাহাকে চিনিত, এইজন্য সময় সময় যশোদা ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া সেইস্থানে গমন করিত। রামহরিকে দেখিতে পাইলে নিজের অবস্থা জানাইত, ও সময় সময় সেইস্থান হইতে কিছু চাউল ডাউল প্রভৃতি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সে দিবস উদরান্নের সংস্থান করিত।

এইরূপে বিশেষ কষ্টে পড়িয়া কোনরূপে যদি কিছু সংস্থান করিতে পারে বা কোনরূপ চাকরির যোগাড় করিতে পারে, এই আশায় অভয় এক দিবস নিজের গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে গমন করিল।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশেষ কষ্টে পড়িয়া কোনরূপে উদরান্নের সংস্থান করিবার নিমিত্ত যে দিবস অভয় গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিল, সেই দিবসই রামহরির গদি ঘর হইতে বাক্স অপহৃত হয়।

দারোগা বাবু অনুসন্ধান করিতে করিতে অভয়ের বিষয় অনেক জানিতে পারিলেন। জানিতে পারিলেন, কোনরূপ চাকরি বা উপার্জ্জনের অপর কোনরূপ উপায় না থাকায়, তাহার বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। আরও জানিতে পারিলেন, যে দিবস রামহরি ঘোষের বাক্স চুরি হইয়াছে, সেই দিবসই অভয় সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অপর কোনস্থানে গমন করিয়াছে। কোথায় গিয়াছে তাহা কেহই অবগত নহে। দারোগা বাবু যশোদাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে তাহার কিছুই বলিতে পারিল না।

অভয় সম্বন্ধে দারোগা বাবুর মনে কেমন একরূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। যে ব্যক্তিকে সময় সময় দুই তিন দিন অনশনে থাকিতে হয়, সে নিতান্ত সৎ লোক হইলেও পেটের জ্বালায় বাধ্য হইয়া তাহাকে যে অসৎ কার্য্য করিতে হয় এরূপ দৃষ্টান্ত সহস্র সহস্র দেখিতে পাওয়া যায়। অভয়কে এখন প্রায়ই অনশনে দিনযাপন করিতে হয়, পূর্ব্বে অনেক দিবস সে রামহরির গদিতে চাকরি করিয়াছে, কোন্ সময়ে কিরূপ অবস্থায় ও কোথায় ঐ গদির অর্থাদি রক্ষিত হয়, তাহা অভয় বিশেষ-রূপে অবগত আছে। তাহার উপর চাকরি যাইবার পর সে নিজের চাকরি পাইবার নিমিত্ত রামহরির নিকট কত উমেদারি করে। কিন্তু রামহরি কিছুতেই তাহাকে চাকরি প্রদান করেন না, ইহার নিমিত্তও অভয় রামহরির উপর অসন্তুষ্ট থাকিতে পারে, ও তাহার প্রতি-হিংসা লইবার ইচ্ছাও বলবতী হইতে পারে। এই সকল কারণে যে এই কার্য্য অভয়ের দ্বারা হয় নাই, তাহাই বা বলি কি প্রকারে? কর্ম্মচারী অভয় সম্বন্ধে এই প্রকার নানারূপ ভাবিয়া তাহার সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

দারোগা বাবু অভয় সম্বন্ধে যখন অনুসন্ধান

করিতেছিলেন, সেই সময় রামহরি ঘোষের দ্বিতীয় কর্ম্মচারীর নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, যে সময় স্নান আহার করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার বাড়ীতে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় দেখিতে পান, অভয়ের পত্নী যশোদা আড়তের দিকে আসিতেছে, সে কোথাও না কোথাও যাইতেছে বলিয়া তাঁহার মনে কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই। আহারাদি করিয়া যখন তিনি রামহরি ঘোষের আড়তে আসিতেছিলেন, সেই সময়েও তিনি যশোদাকে আড়তের দিক হইতে তাহার গৃহাভিমুখে গমন করিতে দেখিতে পান। যে স্থানে সেই দ্বিতীয় কর্ম্মচারীর সহিত যশোদার সাক্ষাৎ হয়, সেইস্থান রামহরির আড়ত হইতে অধিক দূরে নহে। উহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর তিনি গদিতে আসিয়া দেখেন যে, গদি হইতে বাক্স অপহৃত হইয়াছে। সেই সময়েও যশোদা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় নাই, বা একথা তিনি কাহাকেও বলেন নাই। দারোগা বাবু যে সময় অভয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন, সে সময় যশোদার কথা তাঁহার মনে হয়, ও তিনি দারোগা বাবুকে ঐ কথা বলেন।

যশোদা সম্বন্ধে এই কথা জানিতে পারিয়া, অভয় প্রতি দারোগা বাবুর মনে আরও সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ যশোদাকে ডাকাইয়া পাঠান।

যে সময় একজন চৌকিদার দারোগা বাবু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যশোদাকে ডাকিবার নিমিত্ত তাহার বাড়ীতে গিয়াছিল, সেই সময় যশোদা অনশনে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া আপনার ঘরের দাওয়ায় শুইয়াছিল। দারোগা বাবু তাহাকে ডাকিতেছেন, ইহা চৌকিদারের নিকট হইতে অবগত হইয়া সে তখনই সেই চৌকিদারের সহিত দারোগা বাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জীর্ণ, শীর্ণ, ও কঙ্কাল বিশিষ্ট দেহ দেখিয়া দারোগা বাবুর অন্তরে একটু দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি তাহাকে সেইস্থানে বসিতে বলিলেন। যশোদা বসিলে পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম যশোদা ?

যশো। হাঁ মহাশয়।

দারো। অভয় তোমার স্বামী ?

যশো। হাঁ।

দারো। অভয় এখন কোথায় ?

যশো। তাহা আমি বলিতে পারি না, দুই দিবস অনশনে কাটাইয়া আজ প্রাতে তিনি বাড়ী হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার সময় আমাকে কেবল এই মাত্র বলিয়া যান যে, যদি কোনরূপে তাঁহার ও আমার অন্নের যোগাড় করিতে পারি তবেই ফিরিয়া আসিব, নতুবা যে কি করিব তাহা এখন বলিতে পারি না। আমি কাঁদিয়া কাটিয়া তাঁহাকে গ্রাম পরিত্যাগ করিতে অনেক নিষেধ করিলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার

কথা শুনিলেন না, আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দারো। দুই দিবস তাহার আহার হয় নাই?

যশো। আজ দুই দিবস হইতে তিনি উপবাসী আছেন।

দারো। তুমি কোথায় আহার করিলে?

যশো। আমার দশা আমার স্বামী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। আমি তিন দিন উপবাসী।

দারো। তোমার স্বামী কোন কাজ কর্ম্ম করে না কেন?

যশো। অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কোন স্থানে কোনরূপ কর্ম্মের যোগাড় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বিশেষ প্রায়ই উপবাস করিয়া তাঁহার শরীরের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, পরিশ্রমজনক কোন কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইতে পারে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কোনরূপ কার্য্য যাহাতে পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহা তাঁহাকে প্রদান করে না। কাজেই অন্নের সংস্থান হয় না, সুতরাং অনশনে দিন অতিবাহিত করিতে হয়।

দারো। তুমি কোন কাজ কর না কেন?

যশো। আমি কি কাজ করিব?

দারো। কাহার বাড়ীতে পরিচারিকার কার্য্য করিলেও তো তোমার উদরান্নের জন্য ভাবিতে হয় না?

যশো। তাহাও করিয়াছি। যখন যে বাড়ীতে কর্ম্ম করিয়াছি, তখন সেই বাড়ীতে বসিয়া উদর পূরিয়া কখন আহার করিতে পাই নাই। আমি অন্ন তাঁহাদিগের বাড়ীতে বসিয়া না খাইয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিতাম; ও উহা আমার স্বামীকে আহার করিতে দিতাম। আপন স্বামীকে উপবাসী রাখিয়া কোন্ স্ত্রী নিজে বসিয়া আহার করিতে পারে? আমার আনীত অন্ন তাঁহাকে তিন চতুর্থ অংশ প্রদান করিয়া আমি এক চতুর্থ অংশ আহার করিতাম, ইহাতে তিনিও উদর পূরিয়া আহার পাইতেন না, আমিও কোনরূপে জীবনধারণ করিতাম। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর ক্রমে আমি হীনবল হইয়া পড়িতে লাগিলাম, ক্রমে দাস্যবৃত্তি করিতে অসমর্থ হইলাম। কাজ করিতে না পারিলে কোন্ মনিব কেবল বসাইয়া রাখিয়া অন্ন দেয়? সুতরাং আর কেহই আমাকে দাস্যবৃত্তি করিতে দিত না। দাস্যবৃত্তি করিয়া দুইজনে যে একমুঠা অন্ন পাইতাম, তাহাও ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল। তখন যে দিবস ভিক্ষা করিয়া কিছু সংগ্রহ করিতে পারিতাম, সেই দিবস উভয়েই কিছু আহার পাইতাম নতুবা অনশনেই দিন অতিবাহিত করিতাম।

দারো। তোমাদিগের এত কষ্ট দেখিয়া গ্রামের লোক তোমাদিগকে কোনরূপে সাহায্য করিত না?

যশো। করিতেন বই কি, অনেক দিবস

তাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু মহাশয়, যাহাদিগের অদৃষ্টে এইরূপ কষ্ট লেখা আছে, গ্রামের লোক কি সেই কষ্ট কখন দূর করিতে পারেন? তাঁহারা অনেক সময় আমাদিগকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু যাহাদিগকে নিত্য সাহায্য করিতে হয়, তাহাদিগকে নিত্য কে সাহায্য করিতে পারে?

দারো। অভয় বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার পর আজ তুমি তোমার বাড়ী হইতে কোনস্থানে গিয়াছিলে?

যশো। একবার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রামহরি বাবুর এই গদিতে আসিয়াছিলাম।

দারো। এখানে তুমি কি নিমিত্ত আসিয়াছিলে?

যশো। রামহরি বাবু আমাদিগের পুরাতন মনিব। সময় সময় যখন দেখিতে পাই, কোনস্থান হইতে কোনরূপে অন্নের সংস্থান হইল না, তখন আমি ও আমার স্বামী রামহরি বাবুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হই। তিনিও আমাদিগকে দেখিলে আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন, ও সময় সময় কিছু চাউল বা নগদ পয়সা দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। তিন দিবসের জঠর জ্বালা আর কোনরূপেই সহ্য করিতে না পারিয়া, ভাবিলাম, রামহরি বাবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াই, তিনি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু দিয়া সাহায্য করিবেন, তাই তাঁহার গদিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ রামহরি বাবু ও তাঁহার পুত্র সেই সময় চলিয়া গিয়াছিলেন, কেবল একজন সরকার গদি-ঘরে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, অপর লোক-জন কেহই সেইস্থানে ছিল না, কাজেই ক্ষুণ্ণমনে আমাকে সেইস্থান হইতে চলিয়া আসিতে হয়।

যশোদার কথা শুনিয়া দারোগা বাবুর মনে হইল, এ কার্য্য যশোদা দ্বারা কখন সম্পন্ন হয় নাই, তাহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদয় হইল, তিনি যশোদাকে চারি আনা পয়সা দিয়া কহিলেন, তুমি এখন ঘরে যাও, এই পয়সা দ্বারা কিছু চাউল ডাউল খরিদ করিয়া অগ্রে কিছু আহার কর, পরিশেষে যদি প্রয়োজন হয়, ডাকিলে আসিও, ও অভয় আসিলে তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অভয় নিতান্ত দরিদ্র হইলেও, অনশনে দিন অতিবাহিত করিলেও সে একেবারে শত্রুহীন ছিল তাহা নহে। এ জগতে শত্রুহীন মানব নাই। তুমি কাহারও কোনরূপ সংশ্রবে না থাকিলেও, কাহারও ভাল মন্দের দিকে দৃষ্টি না রাখিলেও, কাহারও কোনরূপ অনিষ্টের চেষ্টায় না ফিরিলেও তুমি তোমার

শত্রু দেখিতে পাইবে। যদি তুমি কিছু সংস্থান করিতে পারিলে, পরের দ্বারস্থ না হইয়া দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের সংস্থান করিতে সমর্থ হইলে, অমনি তোমার শত্রু জুটিয়া গেল। যেখানে সেখানে সে তোমার নিন্দা করিতে, তোমার কুৎসা গাহিতে প্রবৃত্ত হইল। যদি তুমি একটু বড় হইয়া দাঁড়াইলে, একটু মান সম্ভ্রম হইল, একটু খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়িল, তাহা হইলে আর কোন কথাই নাই, শত্রুর সংখ্যাও সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর বাড়িতে আরম্ভ হইল। ইহাই এই সংসারের নিয়ম।

দরিদ্র অভয় আপন উদরান্নের জ্বালায় অস্থির, নিজের অন্ন চিন্তা ভিন্ন অপর কোন দিকে তাহার লক্ষ্যই নাই, তথাপি সে শত্রুর হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। রামহরি ঘোষের আড়তে যে ব্যক্তি তাহার স্থলে কয়ালি করিতে নিযুক্ত হইয়াছে, সেই এখন অভয়ের একজন শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

অভয়ের উপর শত্রুতা সাধন করিতে যে সে কোনরূপে পরাঙ্মুখ হইত না, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। সে মনে করিত, অভয়ের অবস্থা দেখিয়া যদি রামহরি বাবুর দয়ার উদ্রেক হয়, ও যদি তিনি তাহাকে পুনরায় তাহার চাকরি দেন, তাহা হইলে, তাহার চাকরিটী যাইবে, সুতরাং যাহাতে অভয় আর কোনরূপে ঐ গদিতে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া কিসে সে অভয়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সমর্থ হইবে, তাহারই চেষ্টা দেখিত।

দারোগা বাবু যে সময় ঐ মকর্দ্দমার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই নূতন কয়াল তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। ক্রমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, দারোগা বাবু ঐ বাক্সের কোনরূপ সন্ধান করিতে না পারিয়া সন্ধ্যার পর থানায় প্রত্যাগমন করিলেন। যাইবার সময় রামহরি বাবুকে বলিয়া গেলেন, কল্য প্রত্যুষে আসিয়া পুনরায় অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইব। আরও বলিয়া গেলেন, অভয়ের দিকে যেন একটু দৃষ্টি রাখা হয়, সে যেমন বাড়ীতে আসিবে, তৎক্ষণাৎ যেন সেই সংবাদ আমাকে প্রদান করা হয়।

অভয়ের প্রত্যাগমনের সংবাদ রাখিবার ভার রামহরি তাঁহার সেই নূতন কয়ালের উপর প্রদান করিলেন।

রাত্রি নয়টার পর সেই কয়াল আসিয়া রামহরিকে সংবাদ প্রদান করিল যে, অভয় তাহার নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। রামহরিও সেই সংবাদ তৎক্ষণাৎ দারোগা বাবুর নিকট প্রেরণ করিলেন।

দারোগা বাবু একজন চৌকিদারকে পাঠাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ অভয়কে থানায় লইয়া গেলেন। সেইস্থানেই অভয় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল।

প্রাতঃকালে দারোগা বাবু অভয়কে আপনার নিকট ডাকাইলেন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অভয়! কাল তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

অভয়। নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে গিয়াছিলাম।

দারো। সেই গ্রামে তুমি কি জন্য গমন করিয়াছিলে?

অভয়। কাজের চেষ্টায়।

দারো। কোনরূপ কাজের যোগাড় করিতে পারিয়াছ কি?

অভ। না মহাশয়, কোনরূপ যোগাড় করিয়া উঠিতে পারি নাই তবে একটী লোক একটু আশ্বাস দিয়াছে মাত্র। কিন্তু মহাশয়, আমার আজ কাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে কিছু হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

দারো। কাল তোমার আহার হইয়াছিল?

অভয়। হাঁ মহাশয়। যিনি আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন, তিনিই কল্য আমাকে আহার দিয়াছিলেন।

দারো। তুমি যে বাক্সটী লইয়া গিয়াছিলে, সে বাক্সটী কোথায় রাখিয়াছ?

অভয়। কিসের বাক্স মহাশয়?

দারো। রামহরি ঘোষের গদি হইতে যে বাক্স তুমি ও তোমার স্ত্রী যশোদা উভয়ে মিলিয়া চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছ, সেই বাক্স ও তাহার মধ্যে যে টাকা ছিল আমি তাহারই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অভয়। মহাশয়, রামহরি ঘোষ আমার পুরাতন মনিব, তাঁহার অন্নে অনেক দিবস প্রতিপালিত, এখনও সময় সময় তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহার কোন দ্রব্য আমা কর্ত্তৃক কোনরূপ লোকসান হইবে না; আমি অন্নকষ্টে মরিতেছি, অনেক দিবস উপবাসে দিনযাপন করিয়াছি, কিন্তু চুরি করিতে শিখি নাই। যদি আমি চুরি করিতাম, তাহা হইলে আমার এরূপ অবস্থা কখনই ঘটিত না। কয়ালি কার্য্যে বিস্তর চুরি আছে সুতরাং কয়ালী করিয়া অনেকে বড় মানুষ হইয়া যায়। ঈশ্বর আমাকে সেরূপ মতি-গতি দেন নাই বলিয়াই আমার এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।

দারো। কাল তুমি যে গ্রামে ও যে যে ব্যক্তির নিকট গমন করিয়াছিলে, তাহা আমাকে দেখাইতে পারিবে?

অভয়। কেন পারিব না? আমি যে স্থানে গমন করিয়াছিলাম ও যাহার যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার সমস্তই আমি আপনাকে দেখাইয়া দিব।

অভয়ের কথা শুনিয়া দারোগা বাবু তাহার একটী জবানবন্দী লিখিয়া লইলেন। কোন্ সময় অভয় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কাহার নিকট গমন করিয়াছিল, কাহার সহিত কোন্ সময় সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কাহার

সহিত কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, কোন্ স্থানে আহার করিয়াছিল, কোন্ সময় সেইস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছ প্রভৃতি সমস্ত অবস্থা একখানি কাগজে বিস্তারিত রূপে লিখিয়া লইয়া তাহার কথা সত্য কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত অভয়কে সঙ্গে লইয়া থানা হইতে প্রস্থান করিলেন, ও অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, অভয় যাহা যাহা বলিয়াছে তাহার একটী কথাও মিথ্যা নহে।

এই সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া যখন দারোগা বাবু রামহরি ঘোষের গদিতে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন সন্ধ্যা হইতে অতি অল্প মাত্র দেরী আছে।

দারোগা বাবু অভয়ের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া সেইস্থানে একটু বিশ্রাম করিবার পরই রামহরি ঘোষের সেই নূতন কয়াল আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল ও রামহরি ঘোষকে একান্তে লইয়া গিয়া চুপি চুপি তাঁহাকে কি কহিল। রামহরি তাহার সমস্ত কথা স্থির ভাবে শুনিয়া দারোগা বাবুকে সেইস্থানে ডাকিলেন। দারোগা বাবু সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলে রামহরি তাঁহাকে কহিলেন, আমার কয়াল কি বলিতেছে, তাহা একবার বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন ও দেখুন, তাহার কথা কতদূর সত্য।

রামহরির কথা শুনিয়া দারোগা বাবু সেই কয়ালকে কহিলেন, "কিহে, তুমি কি বলিতে চাহ?"

কয়াল। মহাশয় আমি সংবাদ পাইয়াছি, রামহরি বাবুর বাক্স অভয় চুরি করিয়াছে?

দারো। কাহার নিকট হইতে তুমি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছ?

কয়াল। যে অভয়কে বাক্স লইয়া যাইতে দেখিয়াছে তাহারই নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

দারো। তিনি কে?

কয়াল। তিনি কোন গৃহস্থ ঘরের বউ, আমি তাহার নাম বলিব না।

দারো। তাহার নাম না বলিলে আমরা কিরূপে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিব যে, তিনি কিরূপে অভয়কে বাক্স লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন ও কোথাই বা দেখিয়াছেন?

কয়াল। আপনি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না, সে গৃহস্থ ঘরের বউ, সে কোনরূপেই আপনার সম্মুখে আসিবে না বা জিজ্ঞাসা করিলেও সে আপনার কথার কোনরূপ উত্তর প্রদান করিবে না। আমি তাহার নিকট হইতে সমস্তই জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছি, আপনি যাহা জানিতে চাহেন, বোধ হয় তাহার সমস্ত কথার উত্তর প্রদান করিতে পারিব, আর যে কথার উত্তর পারিব দিতে না, সুযোগমত তাহা তাহার নিকট হইতে জানিয়া আপনাকে বলিব।

দারো। সে তোমাকে কি বলিয়াছে বল দেখি?

কয়াল। সে আমাকে বলিয়াছে, দিবা-

ভগে একটী জঙ্গলের ভিতর সে শৌচ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিল, সেই স্থান হইতে সে দেখিতে পায়, একটী বাক্স হস্তে অভয় সেই জঙ্গলের নিকট দিয়া গমন করিয়া একটী খড়ের গাদার মধ্যে সেই বাক্স লুকাইয়া রাখে, এবং তথা হইতে অতি সন্তর্পণে প্রস্থান করে।

দারো। যে খড়ের গাদার ভিতর অভয় বাক্সটী লুকাইয়া রাখিয়াছে, সেই খড়ের গাদাটী কি অভয়ের ?

কয়াল। অভয় খড় কোথা পাইবে, সে খড়ের গাদা অপর লোকের।

দারো। সেই খড়ের গাদা আমাদিগকে কে দেখাইয়া দিবে ও সেই বাক্সই বা ঐ গাদার কোন্ স্থানে রাখিয়াছে, তাহাই বা কে দেখাইয়া দিবে ?

কয়াল। অভয়কে একটু পীড়াপীড়ি করিলে সেই দেখাইয়া দিবে। আর সে যদি নিতান্তই না দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমি দেখাইয়া দিব। আমাকে সেই স্ত্রীলোক সমস্তই দেখাইয়া দিয়াছে।

দারো। যদি সেই খড়ের গাদার মধ্যে সেই বাক্স পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোকের নাম আমাদিগের কাছে প্রকাশ করিতেই হইবে।

কয়াল। তা মহাশয় আমি কিছুতেই পারিব না, ইহাতে রামহরি বাবুর বাক্স পাওয়া যাক আর নাযাক।

দারো। সে বিষয় পরে দেখা যাইবে, এখন চল, কোন্ স্থানে অভয় ঐ বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিবে।

কয়ালকে এই বলিয়া দারোগা বাবু তখনই অভয়কে আনিবার নিমিত্ত একজন চৌকিদার পাঠাইয়া দিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে চৌকিদার অভয়কে আনিয়া সেইস্থানে উপস্থিত করিল।

অভয় সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে দারোগা বাবু তাহাকে কহিলেন, "অভয়, তুমি রামহরি বাবুর বাক্স চুরি করিয়াছ, তাহা জানিতে পারা গিয়াছে, ও বাক্স যে স্থানে লুকইয়া রাখিয়াছ, তাহাও এখন প্রকাশ হইয়া পাড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় এখন আর কোন কথা গোপন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। চল ঐ বাক্স এখন আমাদিগকে দেখাইয়া দাও।"

দারোগা বাবুর কথা শুনিয়া অভয় নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত কহিল, "সে কি মহাশয়,আমি বাক্স চুরি করিব কেন ? আমি যে স্থানে ছিলাম, তাহা আপনি নিজে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন, সেইস্থান হইতে আসিয়া আমি চুরি করিলাম কি প্রকারে ?

অভয়ের কথা শুনিয়া দারোগা বাবু কহিলেন, "সে বিষয় পরে দেখা যাইবে, এখন আইস, যে স্থানে তুমি বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহা আমরাই তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া দারোগা বাবু অভয়কে লইয়া সেই কয়ালের সঙ্গে সেইস্থান হইতে

বহির্গত হইলেন। রামহরি ও অপরাপর যে সকল ব্যক্তি সেই সময় সেইস্থানে উপস্থিত ছিল, তাহারাও তাঁহাদিগের সঙ্গে গমন করিল।

কয়াল তাঁহাদিগের সকলকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের প্রান্তভাগে একটী জঙ্গলের নিকট গমন করিল। সেইস্থানে চারি পাঁচটী খড়ের গাদা ছিল, উহার একটী দেখাইয়া কহিল, 'ইহার মধ্যে অভয় সেই অপহৃত বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছে ও যে স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে সেই স্থানটীও দেখাইয়া দিল।

দারোগা বাবু সেইস্থান অনুসন্ধান করিবা মাত্র সেই অপহৃত বাক্স প্রাপ্ত হইলেন। ঐ বাক্সটী বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে উত্তমরূপে দেখিলেন, কিন্তু উহার ভিতর কোন অর্থ বা অপর কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন না, সকলই অপহৃত হইয়াছে। কেবল যে সকল কাগজ বা-চিটি পত্র ছিল তাহাই রহিয়াছে। বাক্সটী ভাঙ্গা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, কোন চাবি দ্বারাই উহা খোলা হইয়াছে।

বাক্সের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, যে ব্যক্তি ঐ বাক্স অপহরণ করিয়াছে, সে উহা খুলিয়া উহার মধ্যস্থিত সমস্ত মূল্যবান দ্রব্য বাহির করিয়া লইয়া খালি বাক্সটী ঐ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

দারোগা বাবু অভয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু অভয় কিছুতেই কোন কথা স্বীকার করিল না, কিন্তু দারোগা, বাবু রামহরি ঘোষ ও সেইস্থানে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন সকলেরই বিশ্বাস হইল যে অভয়ই এই কার্য্য করিয়াছে।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দারোগা বাবু অভয়কে গ্রেপ্তার করিয়া সেই বাক্স সমেত থানায় লইয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে গ্রামময় রাষ্ট হইয়া পড়িল, রামহরি ঘোষের গদি হইতে যে বাক্স চুরি হইয়াছিল, তাহা পাওয়া গিয়াছে। অভয়ই চুরি করিয়াছিল।

দারোগা বাবু থানায় গিয়া এই মকর্দ্দমার ডায়েরি লিখিতে বসিলেন। ডায়েরি লিখিতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইল।

১ম চিন্তা,—অভয়কে এই মোকর্দ্দমায় আসামী করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিলে তাহার দণ্ড হইবে কি প্রকারে? যে দিবস ও যে সময় ঐ বাক্স রামহরি ঘোষের গদি হইতে অপহৃত হয়, সেই দিবস ও সেই সময় অভয় বাড়ীতে ছিল না, যে গ্রামে ছিল সেই গ্রামের লোক আমার নিকট সে কথা বলিয়াছে ও আবশ্যক হইলে আদালতে গিয়াও তাহারা সে কথা বলিবে।

২য় চিন্তা,—যে স্ত্রীলোক অভয়কে বাক্স

লুকাইয়া রাখিতে দেখিয়াছে, তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না। কয়াল কিছুতেই তাহার নাম প্রকাশ করিতে চাহে না।

৩য় চিন্তা,—অভয় কোন কথা স্বীকার করিতেছে না, ও যে স্থানে সে বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহাও সে আমাদিগকে দেখাইয়া দিল না, ও অপহৃত মূল্যবান দ্রব্যাদি কিছুই পাওয়া গেল না। এরূপ অবস্থায় বিচারক কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অভয়কে দণ্ড প্রদান করিবেন? অথচ বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, অভয়ই এই চুরি করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অভয় যে বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইবে তাহা ত বাঞ্ছনীয় নহে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া দারোগা বাবু পরিশেষে স্থির করিলেন, যখন বুঝা যাইতেছে যে, অভয় কর্ত্তৃক এই বাক্স অপহৃত হইয়াছে, তখন সে যে বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইবে তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। অভয়ের উপর এই মকর্দ্দমা ঠিক করিয়া তাহাকে বিচারার্থ প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য।

এইরূপ স্থির করিয়া দারোগা বাবু যেমন তাহার কাগজ-পত্র লইয়া ডায়েরি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি যশোদা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

যশোদা পূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছিল যে, অভয় চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়া থানায় আনীত হইয়াছে। নূতন কয়াল ষড়যন্ত্র করিয়া বিনা দোষে তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছে। যশোদা জানিত, অভয়ের যতই কেন দোষ থাকুক না, সে চোর নহে। বিনা অপরাধে সে জেলে যাইবে ইহা যশোদা কোনরূপেই সহ্য করিতে পারিবে না। বিনা দোষে দারোগা বাবু যদি তাঁহাকে জেলে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে সেই বা এইস্থানে থাকিয়া কি করিবে? একে তাহারা দারিদ্র্য নিবন্ধন বিশেষরূপ কষ্ট পাইতেছে, তাহার উপর আবার এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, এরূপ অবস্থায় অভয় যাহাতে পরিত্রাণ পায়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য, অভয়ের পরিবর্ত্তে হয় সে নিজে জেলে যাইবে, না হয় উভয়েই জেলে বাস করিবে। অনশনে তাহারা যেরূপ কষ্ট পাইতেছে তাহাতে তাহাদিগের জেলে বাস করাই মঙ্গল। সেইস্থানে তাহারা যতদিন থাকিবে, ততদিন পেট ভরিয়া তো খাইতে পাইবে!

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া যশোদা দারোগা বাবুর সম্মুখে গিয়া কহিল, মহাশয়, আপনি আমার স্বামীকে চুরির অপরাধে ধরিয়া আনিয়াছেন; সে চুরি করে নাই, তাহাকে ছাড়িয়া দিন। চুরি আমি করিয়াছি, আমাকে দণ্ড প্রদান করুন।

যশোদার কথা শুনিয়া দারোগা বাবু তাঁহার ডায়েরি লেখা বন্ধ করিলেন ও যশোদার দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি কি বলিলে? অভয় চুরি করে নাই, চুরি করিয়াছ তুমি?"

যশো। হাঁ মহাশয়, আমার স্বামী চুরি

করে নাই, আমিই চুরি করিয়াছি। আমার স্বামী চোর নহেন।

দারো। তুমি কোন্ সময়ে চুরি করিলে?

যশো। যে সময় আমি রামহরি বাবুর আড়তে গিয়াছিলাম, সেই সময়েই আমি ঐ বাক্স অপহরণ করি।

দারো। সে সময় আড়তে কি কেহ ছিল না?

যশো। আমি অপর কাহাকেও সেই সময় সেই স্থানে দেখিতে পাই নাই, কেবল একজন গোমস্তা গদির উপর শয়ন করিয়া একটী বাক্সের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিল। সেই সময় অপর বাক্সটী আমি উঠাইয়া লইয়া যাই।

দারো। যে সময় তুমি রামহরি বাবুর গদি হইতে আসিতে ছিলে, সেই সময় তাঁহার আর একজন গোমস্তার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু সে সময় তোমার নিকটেতো কোন বাক্স ছিল না।

যশো। বাক্স দিনমানে হাতে করিয়া আনিলে কোন না কোন লোকে দেখিতে পাইবে এই ভাবিয়া আমি এক স্থানে উহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পর আমি উহা বাহির করিয়া আনি।

দারো। ঐ বাক্স তুমি খুলিলে কি প্রকারে?

যশো। উহা খোলা ছিল।

দারো। উহার ভিতর যে সকল টাকা কড়ি ছিল তাহা কোথায়?

যশো। তাহা আমি আমার ঘরের পশ্চাৎ ভাগে এক স্থানে রাখিয়াছিলাম, সেই স্থান হইতে কে উহা লইয়া গিয়াছে।

দারো। খালি বাক্সটী কোথায় রাখিয়া দিয়াছিলে?

যশো। গ্রামের বাহিরে একটী জঙ্গলের নিকট।

দারো। একটী বিচালি গাদার মধ্যে কি?

যশো। হাঁ মহাশয়।

দারো। তুমি ঐ স্থান আমাকে দেখাইতে পারিবে?

যশো। পারিব।

যশোদার এই কথা শুনিয়া দারোগাবাবু তাঁহার ডাইরি লেখা বন্ধ করিয়া উঠিলেন ও যশোদাকে কহিলেন, আমার সহিত আইস আমি ঐ সকল জায়গা তোমার নির্দ্দেশ মত দেখিতে চাই।

দারোগাবাবুর কথা শুনিয়া যশোদা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। প্রথমেই রামহরির গদিতে গিয়া যে স্থানে তাঁহার একজন গোমস্তা বাক্স উপাধান করিয়া নিদ্রা যাইতে ছিল, সেই স্থানে সেই বাক্স ও সেই গোমস্তাকে যশোদা দেখাইয়া দিল। যশোদা নিজ চক্ষে যাহা দেখিয়া গিয়াছিল, তাহা দেখাইয়া দেওয়া যশোদার পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর হইল না।

যে স্থানে অপহৃত বাক্সটী থাকিত, তাহা যশোদা উত্তমরূপে জানিত, যখন সে রামহরি

বাবুর নিকট কিছু সাহায্যের নিমিত্ত আসিয়াছিল, তখনই সে ঐ বাক্স দেখিয়াছিল। সুতরাং অনায়াসেই সে সেই স্থান দেখাইয়া দিয়া কহিল, "এই স্থান হইতে আমি বাক্সটী অপহরণ করিয়াছিলাম।"

আড়তের মধ্যবর্ত্তী একটী স্থানে কতকগুলি অব্যাবহার্য্য দ্রব্য রক্ষিত ছিল, সেই স্থান দেখাইয়া দিয়া যশোদা কহিল, এই স্থানে সেই সময় সে ঐ বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছিল, রাত্রিকালে সময় মত সে ঐ বাক্স সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়। বলা বাহুল্য এটী যশোদার মিথ্যা কথা।

যে স্থানে অপর গোমস্তার সহিত যশোদার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই স্থান যশোদা দারোগাবাবুকে দেখাইয়া দিল।

পরিশেষে যশোদা দারোগা বাবুকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল, বাড়ীর পশ্চাতে এক স্থানে একটী ছাইর গাদা ছিল, ঐ স্থান দেখাইয়া দিয়া যশোদা কহিল ঐ বাক্সের মধ্যে যাহা কিছু ছিল, তাহার সমস্ত একখানি নেকড়ায় বাঁধিয়া সে ঐ ছাই গাদার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু পরে যখন সে উহার অনুসন্ধান করে, তখন আর দেখিতে পায় না। সেই স্থান হইতে কে উহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। যশোদার একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সে কোন দ্রব্য অপহরণক রিয়াছিলনা বা ঐ ছাই গাদার মধ্যে কোন দ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়াছিল না।

এই সমস্ত স্থান দেখাইয়া দিয়া সর্ব্ব শেষে যে স্থানে সেই অপহৃত বাক্স পাওয়া গিয়াছিল সেই স্থানে দারোগা বাবুকে লইয়া সে গমন করিল, কিন্তু যে খড়ের গাদার ভিতর ঐ বাক্স পাওয়া গিয়াছিল সেই খড়ের গাদা দেখাইয়া দিতে পারিল না। ঐ স্থান হইতে একটু দূরে আর একটী খড়ের গাদা ছিল, সেইটী দেখাইয়া দিয়া কহিল, এই খড়ের গাদার ভিতর সে বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

যে স্থানে যশোদা কখন কোন বাক্স রাখে নাই, সেই স্থান সে কিরূপে দেখাইবে!

এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া দারোগা বাবু যশোদাকে লইয়া থানায় গমন করিলেন যশোদা যখন নিজ মুখে তাহার সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়া লইতেছে তখন দারোগা বাবু তাহাকে একেবারে অব্যাহতি দেনই বা কি প্রকারে? তাহাকেও ধৃত করিয়া ঐ বাক্স চুরি-মকর্দ্দামার আসামী করিলেন। এখন এই মকর্দ্দামার আসামী হইল দুইজন—অভয় ও যশোদা।

দারোগা বাবু থানায় আসিবার পরই এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধানের ডাইরি তাঁহাকে শেষ করিতে হইবে। কিরূপে তিনি তাঁহার ডাইরি লিখিয়া এই মকর্দ্দামা খাড়া করিবেন এখন সেই চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনে উদয় হইল।

সেই মকর্দ্দামা সম্বন্ধে তিনি অনেক

ভাবিলেন। ভাবিলেন যেরূপ অবস্থায় বাক্স পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অভয়ের কোন রূপে দণ্ড হইবে না। যশোদা নিজে চুরি করিয়াছে বলিয়া এখন স্বীকার করিতেছে, তাহার স্বীকার বাক্য ব্যতীত তাহার উপরই বা এমন কি প্রমাণ আছে যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে চালান দিতে পারি। সে যদি বিচারকের নিকট গিয়া তাহার দোষ স্বীকার করিয়া না লয় তাহা হইলে তাহারও দণ্ড হইবে না।

এরূপ অবস্থায় আমি যাহার উপর যেরূপ প্রমাণ পাইতেছি, তাহার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়া দিলে অভয় ও যশোদার উপর এই মকর্দ্দামা কোন রূপেই দাঁড়াইতে পারিবে না। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি ডাইরি লিখিবার সময় নিজের ইচ্ছামত ঐ মকর্দ্দামা সাজাইয়া লইলেন। তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারিগণ তাঁহার ডাইরি পড়িয়া বুঝিতে পারিলেন :—

১। যে সময় রামহরি ঘোষের গদি হইতে বাক্স অপহৃত হয় তাহার কিছু পূর্ব্বে এক ব্যক্তি যশোদাকে রামহরি ঘোষের গদির দিকে যাইতে দেখিয়াছিল।

২। রামহরি ঘোষের দ্বিতীয় কর্ম্মচারী আহারাদি করিয়া যখন গদিতে প্রত্যাগমন করিতেছিল সেই সময় সে যশোদাকে সেই স্থান হইতে বাহির হইতে দেখে, তাহাকে দেখিয়া যশোদা দ্রুতগতি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে, সেই সময় তাহার বাম বাহুর নিম্নে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত বাক্সের ন্যায় কি একটী দ্রব্য ছিল। যখন সেই কর্ম্মচারী গদিতে আসিয়া দেখে, গদির একটী বাক্স নাই তখন যশোদার উপর তাহার সন্দেহ হয়, ও সে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত তখনই বাহির হইয়া যায় কিন্তু যশোদাকে কোন স্থানে খুঁজিয়া পায় না, এ কথা তিনি দারোগা বাবুকে প্রথমেই বলিয়াছিলেন।

৩। রামহরি ঘোষের নূতন কয়াল রাত্রিকালে অভয়কে গ্রামের বাহিরে বিচালি গাদার দিকে গমন করিতে দেখিয়াছিল, সেই সময় অভয়ের হস্তে বস্ত্রাচ্ছাদিত বাক্সের ন্যায় কি একটী দ্রব্য ছিল।

৪। অভয় ধৃত হইবার পর সমস্ত কথা স্বীকার করে ও কয়েক জন সাক্ষীর সম্মুখে সে দারোগা বাবুকে লইয়া গিয়া গ্রামের প্রান্তস্থিত বিচালি গাদার মধ্য হইতে বাক্স বাহির করিয়া দেয়।

৫। যশোদা সমস্ত কথা পুলিসের নিকট স্বীকার করে ও যে স্থানে সে অপহৃত অর্থাদি লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহা সাক্ষীগণের সম্মুখে দেখাইয়া দেয়।

এই রূপ ভাবে ডাইরি লিখিতে আরম্ভ করিয়া ডাইরি লেখা শেষ হইবার পূর্ব্বে দারোগা বাবু যশোদাকে লইয়া, তাহার স্বীকার বাক্য লিখাইয়া লইবার নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামে একজন অনারেরি মাজিষ্ট্রেটের

নিকট গমন করিলেন। দারোগা বাবুর নিকট যশোদা যে রূপ বলিয়াছিল তাঁহার নিকটও সেইরূপ বলিল তিনি যশোদার স্বীকার বাক্য লিখিয়া লইয়া দারোগা বাবুর হস্তে অর্পণ করিলেন।

এই সমস্ত প্রামাণের উপর নির্ভর করিয়া দারোগা বাবু যশোদাকে ঐ বাক্স চুরির অপরাধে এবং অভয়কে ঐ চুরির সাহায্য করা অপরাধে বিচারার্থ প্রেরণ করিলেন। উাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে জেলের হাজতে গমন করিল।

দারোগা বাবু তাঁহার ডাইরিতে যেরূপ লিখিয়াছিলেন রামহরি ঘোষের কর্ম্মচারী, তাঁহার নূতন কয়াল প্রভৃতি সকলেই সেইরূপ ভাবে সাক্ষ্য দিতে স্বীকার করিল।

দারোগা বাবু যে কেন এইরূপ প্রমাণাদির যোগাড় করিয়া দিয়া সেই নিরপরাধি দরিদ্র স্বামী ও স্ত্রীকে জেলে দিবার বন্দোবস্ত করিলেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। লেখক কেবল এইমাত্র বলিতে পারেন যে কোন কোন পুলিস কর্ম্মাচারীর স্বভাবই ঐ রূপ, ঐরূপ কার্য্য তাঁহাদিগের উপরিতন কর্ম্মচারীর অনুমোদিত না হইলেও কোন কোন পুলিস কর্ম্মচারী ঐ রূপ কার্য্য করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। নিজের বাহাদুরি ও কার্য্যপটুতা দেখাইবার নিমিত্ত বড় মকর্দ্দামার কিনারা করিতে না পারিলে এই রূপ ভাবেই ঐ সকল মকর্দ্দামার কিনারা করিয়া থাকেন ও তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারিগণের মনে এইরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া থাকেন যে তিনি একজন অতিশয় কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী। এইরূপ কর্ম্মচারীর উন্নতিও অতি শীঘ্র হইয়া থাকে, ও পরিশেষে তাঁহার পতন হইতেও কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। সুখের বিষয় এই যে ঐ রূপ কর্ম্মচারীর সংখ্যা অতি অল্প কিন্তু এই অল্প সংখ্যক কর্ম্মচারীর জন্যই পুলিস কর্ম্মচারিগণের এত বদনাম।

—:*:—

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যে বিচারকের নিকট অভয় ও যশোদা বিচারার্থ প্রেরিত হইল তিনি একজন এ দেশীয় বিচারক, বিচার বিভাগে তিনি অল্প দিবস প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহার বিচারে অনেকেই সন্তুষ্ট, যাহাতে তিনি যথার্থ বিচার করিতে পারেন, সেই দিকে তিনি বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন।

ধার্য্য দিনে অভয় ও যশোদা বিচারার্থ তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল। কোর্টইনস্পেক্টার তাহাদিগের মকর্দ্দামা বিচারককে বুঝাইয়া দিলেন। বিচারক আসামীদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন ইহাদিগের অবস্থা এরূপ শোচনীয় কেন?

কোর্ট ইঃ। ইহারা নিতান্ত দরিদ্র, সকল দিবস ইহাদিগের অন্নের সংস্থান হয়

না। প্রায়ই অনশনে ইহাদিগকে দিন অতিবাহিত করিতে হয়, সেই জন্যই ইহা-দিগের অবস্থা এইরূপ দেখিতেছেন।

বিচারক। ইহাদিগের উকীল কে?

কোর্ট ইঃ। উকীলতো কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। বোধ হয় ইহারা কোন উকীল দেয় নাই।

বিচারক। (অভয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া) তোমাদিগের কোন উকীল আছে?

অভয়। অন্নের সংস্থান করিতে পারি না উকীল দিব কোথা হইতে।

বিচারক। এ আদালতে অনেক উকীল আছেন যাঁহারা নিজের কার্য্য করিয়া পরের কার্য্য করিতে অনেক সময় পান, তাঁহাদিগের কাহারও কর্ত্তব্য যে তিনি দরিদ্রের পক্ষ সমর্থন করেন।

কোর্ট ইঃ। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, আসামীর পক্ষ কোন আইন-জিবীর দ্বারায় সমর্হিত হইলে, উভয় পক্ষ্য হইতে সকল কথা বহির হইয়া পড়ে সুতরাং তাহাতে সুবিচারের বিশেষ সুবিধা হয়।

বিচারকের সহিত কোর্ট ইনেস্পেক্টারের যখন এইরূপ কথা হইতেছিল সেই সময় সেই স্থানে একজন নূতন উকীল বসিয়া-ছিলেন। তিনি বিচারকের কথা শুনিয়া কহি-লেন যদি অনুমতি হয় তাহা হইলে আমি ইহা-দিগের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হই।

উকীলের কথায় বিচারক সম্মত হইলেন, সেই উকীল অভয় ও যশোদার পক্ষ হইতে উকীল নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য ওকা-লত-নামার খরচা সেই উকীল বাবুকেই বহন করিতে হইল।

মকর্দ্দামা আরম্ভ হইলে ফরিয়াদীর পক্ষে যে সকল সাক্ষী ছিল তাহাদিগের সকলের সাক্ষ্য গ্রহীত হইল। দারোগা বাবু যেরূপ ভাবে এই মকর্দ্দামার ডাইরি লিখিয়াছিলেন সাক্ষিগণও সেইরূপ ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিল। এই মকর্দ্দামায় সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত দারোগা বাবুকেও সেই স্থানে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। তিনি অবলীলা ক্রমে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন যে অভয় তাঁহার নিকট সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে গ্রামের প্রান্তভাগে লইয়া যায় এবং সাক্ষিগণের সম্মুখে বিচালি গাদার মধ্য হইতে ঐ বাক্স বাহির করিয়া দেয়।

ফরিয়াদীর পক্ষীয় সাক্ষিগণের জবান বন্দী হইয়া যাইবার পর উকীল বাবু একে একে ঐ সকল সাক্ষীর জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন। জেরায় সমস্ত প্রকৃত কথা বাহির হইয়া পড়িল।

জেরায় বাহির হইল রামহরি ঘোষের কর্ম্মচারী যশোদাকে গদি হইতে বাহির হইতে দেখে নাই, তাহার বাম বাহুর নিম্নে কাপড়ের মধ্যে লুক্কাইত কোন দ্রব্য সে দেখে নাই।

জেরায় বাহির হইয়া পড়িল, যে দিবস

রামহরি ঘোষের গদি হইতে ঐ বাক্স অপহৃত হয় সেই দিবস অভয় সেই গ্রামেই ছিল না। অপর একখানি গ্রামে ছিল ও সেই গ্রামের অনেকেই তাহা অবগত আছে।

জেরায় বাহির হইল বিচালি গাদার মধ্য হইতে ঐ বাক্স অভয় বাহির করিয়া দেয় না, উহা বাহির করিয়া দেয় রামহরি ঘোষের সেই নূতন কয়াল।

জেরায় বাহির হইল সেই নূতন কয়ালের সংবাদ মত দারোগা বাবু অভয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

জেরায় বাহির হইল অভয় দারোগা বাবুর নিকট এই চুরি সম্বন্ধে কোন কথা স্বীকার করে নাই বরং প্রথম হইতেই সে বলিয়া আসিতেছে সে ইহার কিছুমাত্র অবগত নহে।

জেরায় বাহির হইল দারোগা বাবুর ডাইরিতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত নহে, প্রকৃত কথা গোপন করিয়া ঐ ডাইরি লিখিত হইয়াছে।

জেরায় বাহির হইল আপন স্বামীকে জেল হইতে বাঁচাইবার নিমিত্ত যশোদা মিথ্যা করিয়া সমস্ত দোষ নিজের উপর লইয়াছে ও অনারেরি মাজিষ্ট্রেটের নিকট পর্য্যন্ত মিথ্যা কথা বলিয়াছে।

ক্রমান্বয়ে তিন দিবস কাল এই মকর্দ্দামার জেরা চলিল। নূতন উকীল মহাশয় সুযোগ পাইয়া নিজের ক্ষমতা তাঁহার সাধ্য মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জেরায় যখন ঐরূপ নানা কথা বাহির হইতে লাগিল সেই সময় আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল, সকলেই আপনাপন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই মকর্দ্দামা শুনিতে লাগিলেন। অপরাপর উকীলগণের মধ্যে অনেকেই আসিয়া ঐ আদালত গৃহ পূর্ণ করিয়া বসিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ উকীল বাবুকে পরামর্শ প্রভৃতি দানে ও জেরার বিষয় সকল বলিয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই মকর্দ্দামার কথা ক্রমে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। জেরায় এই মকর্দ্দামা ক্রমে অন্যরূপ ধারণ করিতেছে, এই কথা কোর্ট ইনস্পেক্টার সেই ডিবিজানের ইন-স্পেক্টারকে লিখিলেন। ইনস্পেক্টার বাবু সংবাদ পাইবামাত্র সেই আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সেই স্থানে বসিয়া এই মকর্দ্দামার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন।

তিন দিবস পরে জেরা শেষ হইয়া গেল, বিচারকের বিশেষরূপ প্রতীতি জন্মিল যে, অভয় ও যশোদা কর্তৃক এই চুরি হয় নাই তাহারা বিনাদোষে বিচারার্থ প্রেরিত হই-য়াছে। তাঁহার আরও মনে হইল রামহরি ঘোষের নূতন কয়াল এই মকর্দ্দামার অনু-সন্ধানের সময় যেরূপ ভাবে পুলিসকে সাহায্য করিয়াছে, ও অভয় ও যশোদার বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছে, সেরূপ প্রায় কেহই করে না।

এরূপ অবস্থায় সে নিজে ঐ চুরি করিয়া যাহাতে তাহার উপর পুলিসের কোনরূপ সন্দেহ না হয়, তাহাই ঢাকিবার নিমিত্ত এই রূপ করিয়া থাকিবে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ৭ দিবসের জন্য এই মকর্দ্দামা মুলতুবি করিলেন ও ইনেস্পেক্টার বাবু যিনি সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার মনের ভাব বলিয়া তাঁহাকেই ঐ মকর্দ্দামার পুনরায় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত উপরোধ করিলেন, ও আরও বলিয়া-দিলেন, তিনি যেন সেই দারোগা বাবুর দ্বারা ইহার পুনরানুসন্ধান না করাইয়া নিজেই যেন, ইহার অনুসন্ধান করেন।

—:o:—

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইনেস্পেক্টার বাবু বিচারকের আদেশ প্রতিপালন করিলেন সেই কয়ালকে সঙ্গে লইয়া তখনই তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইনেস্পেক্টার বাবুর সর্ব্ব প্রথম কার্য্য হইল সেই কয়ালের বাড়ীতে খানাতল্লাসি করা। পাড়ার কয়েক জন প্রতিবেশীকে ডাকাইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে তিনি উহার ঘর অনুসন্ধান করিলেন, তাহার ঘরে কাষ্ঠের একটী বড় বাক্স ছিল, ঐ বাক্সের চাবি কয়াল সর্ব্বদাই নিজের নিকট রাখিত। ইনেস্পেক্টার বাবু ঐ বাক্সটি অনুসন্ধান করিবামাত্র তাহার ভিতর হইতে রামহরির তোড়া সহিত সমস্ত অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। তৎব্যতীত একখানি নেক্ড়ায় বাঁধা এক জোড়া সোনার বালাও পাইলেন। এই সমস্ত দ্রব্য বাহির হইলে ঐ বাড়ীর খানা তল্লাসি করিবার আর প্রয়োজন হইল না। তিনি তখনই রামহরি ঘোষকে সেই স্থানে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র রামহরি ঘোষ তাঁহার পুত্র ও গোমস্তা দ্বয়ের সহিত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও অর্থপূর্ণ তোড়া দেখিয়া তাঁহারা সকলেই চিনিতে পারিলেন ও কহি-লেন, যে বাক্স বিচালি গাদার মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে উহার মধ্যেই এই তোড়া সমেত এই অর্থ ছিল। সেই সমস্ত অর্থ সেই স্থানে সকলের সম্মুখে গণিয়া দেখা গেল যে উহা হইতে কেবলমাত্র দশটী মুদ্রা কম পড়িয়াছে।

নেক্ড়ায় বাঁধা যে সোনার বালা পাওয়া গিয়াছিল তাহা দেখিয়া তাঁহারা উহাও চিনিতে পারিলেন' ও কহিলেন যে সময় গদি হইতে বাক্স অপহৃত হয় সেই সময় এই বালাও ঐ বাক্সের ভিতর ছিল। ঐ বালা যে উহার ভিতর ছিল এ কথা পূর্ব্বে কাহার মনে ছিল না। ঐ বালা রামহরি ঘোষের নহে, বহু দিবস পূর্ব্বে গ্রামের একটী ভদ্র লোক ঐ বালা যোড়াটী তাঁহার নিকট বন্ধক রাখিয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত উহা লোহার সিন্ধু-

কের ভিতরই থাকিত। এই চুরি হইবার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে যাঁহার বালা তিনি উহা বাহির করিয়া রাখিতে বলেন ও কহেন তিনি সুদ সমেত সমস্ত টাকা প্রদান করিয়া ঐ বালা খালাস করিয়া লইয়া যাইবেন। এই নিমিত্ত ঐ বালা লোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া বাক্সের ভিতর রাখা হয়; তাহার পর এই পর্য্যন্ত তিনি আর ঐ বালা লইতে আসেন নাই, সুতরাং ঐ বালা ঐ বাক্সের ভিতরই রহিয়া গিয়াছিল।

ইনস্পেক্টার বাবুর অনুসন্ধান এক দিবসেই শেষ হইয়া গেল, গ্রামস্থ সমস্ত লোক এই অবস্থা দৃষ্টে বিশেষরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, সকলেই অভয় ও যশোদার নিমিত্ত দুখঃ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ও কয়ালকে যৎপরোনাস্তি গালি দিতে লাগিলেন।

রামহরি ঘোষের যে কর্ম্মচারী মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন তিনি এখন ভাবিতে লাগিলেন, দারোগা বাবুর পরামর্শে তিনি কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছেন? ইনেস্পেক্টার বাবু সেই কয়ালকে ধৃত করিলেন, ও তাহাকে লইয়া সেই বিচারকের নিকট উপস্থিত হইলেন ও যে সকল অবস্থা ঘটিয়াছিল, ও যেরূপে অপহৃত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে কহিলেন, তিনি সেই কয়ালের নামে সেই চুরি মকর্দ্দামা দায়ের করিয়া তাহাকে চালান দিতে কহিলেন।

ইনেস্পেক্টার বাবু বিচারকের আদেশ প্রতিপালন করিলেন সেই কয়ালকে আসামী করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিলেন।

তিনি যে কেবল সেই কয়ালকেই বিচারার্থ প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে এই স্থানে তাঁহার আর যে টুকু কর্ত্তব্য ছিল তাহাও তাঁহাকে করিতে হইল। তিনি তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট ঐ দারোগা বাবু সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা রিপোর্ট করিলেন ও পরিশেষে ঐ মকর্দ্দামার অবস্থা কি রূপ দাড়াইয়াছে তাহাও তিনি লিখিলেন। তাঁহার প্রেরিত রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উপরিতন ইংরাজ কর্ম্মচারী দারোগা বাবুকে তাঁহার কার্য্য হইতে অস্থায়ী ভাবে অবসারিত করিলেন। অর্থাৎ এই আদেশ হইল যে, যে পর্য্যন্ত ঐ মকর্দ্দামার চুড়ান্ত বিচারশেষ না হয় সেই পয্যন্ত দারোগা বাবু তাঁহার কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। মকর্দ্দামার বিচার শেষ হইয়া গেলে বিচারক কি রূপ আদেশ প্রদান করেন তাহা দেখিয়া পরিশেষে আদেশ প্রদান করা যাইবে যে তাঁহার বিপক্ষ্যে কোন মকর্দ্দামা চালান হইবে কি নিজের বিভাগ হইতে তাঁহাকে কোন রূপে দণ্ডিত করা যাইবে বা বিনা দণ্ডে তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে। আরও আদেশ হইল যে পর্য্যন্ত তিনি অপর আদেশ প্রাপ্ত না হইবেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি অপর কোন স্থানে গমন করিতে পারিবেন না।

ধার্য্য দিবসে পুনরায় মকর্দ্দামার বিচার

আরম্ভ হইল, অভয় ও যশোদা হাজত হইতে আসিল। কয়ালকেও সেই স্থানে আনা হইল।

এই মকর্দ্দামা দেখিবার নিমিত্ত ইহার পূর্ব্বে এই বিচারগৃহ যেরূপ লোকারণ্য হইয়া ছিল, আজ তাহা অপেক্ষা আরও অধিক লোকের সমাগম হইল। আদালতের উকীলগণ আপনাপন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আদালতের অপরাপর কার্য্য এক রূপ স্থগিদ রহিল।

বিচারক অভয়ও যশোদার মকর্দ্দামা আরম্ভ না করিয়া সেই কয়ালের মকর্দ্দামা প্রথমেই আরম্ভ করিলেন। অভয় ও যশোদার মকর্দ্দামায় যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল তাহাদিগের অনেককেই এই মকর্দ্দামায় সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইল। যাহারা ইতিপূর্ব্বে হলপ করিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে সকলেই এখন কহিল "দারোগা বাবুর আদেশ মত তাহারা ঐ রূপ বলিয়াছিল।" কয়ালের উপর এই মকর্দ্দামা উত্তমরূপে প্রমাণিত হইলে বিচারক তাহাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসরের জন্য জেলে প্রেরণ করিলেন, অভয় ও যাশোদাকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। এই মকর্দ্দামার রায় লিখিবার সময় তিনি দারোগা বাবুর উপর বিশেষ তীব্র মন্তব্য প্রাকাশ ও সেই উকীল বাবুকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

পুলিস বিভাগের উপরওয়ালা, দারোগা বাবুকে সহজে অব্যাহতি দিলেন না, মিথ্যা মকর্দ্দামা সাজান ও মিথ্যা সাক্ষী প্রস্তুত করা অপরাধে দারোগা বাবুকে ফৌজদারি সোপরদ্ধ করিলেন। এই মকর্দ্দামার বিচার করিলেন অপর আর একজন ইংরাজ বিচারক বিচারে দারোগা বাবু ছয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইলেন।

—:*:—

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

আদালত হইতে বহির্গত হইয়া অভয় ও যশোদা আর সেই স্থানে দাড়াইল না, বা গ্রামের মধ্যে ও প্রবেশ করিল না। উভয়ে কি পরামর্শ করিয়া, তাহাদিগের সেই স্থানের চির দিবসের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, সেই স্থানের চির পরিচিত ও বন্ধু বান্ধব দিগের মায়া ছিন্ন করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। তাহাদিগের সেই সামান্য কুটীর খানির দিকে এক বারের জন্যও দৃষ্টিপাত না করিয়া, জন্মভূমির মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়া চির দিবসের নিমিত্ত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। তাহারা যে কোথায় ও কোন পথে যাইবে তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে তাহার কিছুমাত্র উপায় নাই, তথাপি তাহারা চলিতে লাগিল। তাহারা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে স্থানে দরিদ্রের দুঃখ কেহ বোঝে না, বিনা দোষে দরিদ্রকে জেলে দিতে

যে স্থানের লোক প্রস্তুত, অপর স্থানে অনশনে মরিলেও, সেই স্থানে আর এক দিবসের জন্য ও বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

তাহাদিগের চলিবার সামর্থ ছিল না তথাপি তাহারা ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে চলিতে লাগিল। সন্মুখে যে সুদীর্ঘ রাজবর্ত্ম দেখিতে পাইল তাহাই অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিল। যে পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন না, সেই পর্য্যন্ত তাহারা চলিল। সন্ধার পর একখানি গ্রামে আসিয়া তাহারা উপস্থিত হইল। ঐ গ্রামে একজন উগ্রক্ষত্রীয়ের অবস্থা ভাল ছিল, তাঁহার পাঁচ সাত খানি লাঙ্গলের চাষ হইত, রাখাল কৃষাণ ও চাকর চাকরাণী অনেক গুলি ছিল, এক বৎসর সুজন্মা হইলে, দুই তিন বৎসর আর কাহার অন্ন চিন্তা থাকিত না, তাঁহার ঘরে ধান চাউল, গম, ছোলা প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ থাকিত। স্থুল কথায় অনেক গুলি লোক তাঁহা দ্বারা প্রতিপালিত হইত।

অভয় ও যশোদা সেই গ্রামে তাঁহারই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল, ও সেই স্থানে আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়া রহিল। যাঁহার বাড়ীতে তাহারা সেই রাত্রি অতিবাহিত করিল তাঁহার সহিত অভয়ের সাক্ষাৎ হইলে কিরূপ বিপদে পড়িয়া তাহারা দেশত্যাগ করিতেছে তাহা তিনি অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ও তাহাদিগকে কলিকাতায় যাইবার পরামর্শ দিয়া কহিলেন সেই স্থানে গমন করিলে অনায়াসেই কোন না কোন কর্ম্মের সুবিধা হইবে, সেই স্থানে অনশনে মরিতে হইবে না, বিশেষ অভয় যখন কয়ালের কার্য্য জানে তখন হাটখোলা অঞ্চলের মহাজন পটীতে তাহার অনায়াসেই অন্নের সংস্থান হইবে। এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে সেই দিবস সেই স্থানে যত্ন করিয়া রাখিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে তাহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিল, যাইবার সময় পাঁচ সাত দিবস অনায়াসেই চলিতে পারে এই পরিমিত চাউল ডাউল প্রভৃতি তিনি উহাদিগকে প্রদান করিলেন।

সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অভয় ও যশোদা পদব্রজে কলিকাতা অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। দুই দিবস চলিবার পর সন্ধার প্রাক্কালে তাহারা যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই স্থান হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে রাস্তার ধারে কোন গ্রাম ছিল না। একটী লোকের নিকট জানিতে পারিল যে ঐ রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধক্রোশ গমন করিলে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম পাওয়া যাইতে পারে।

সেই সময় আকাশ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ও প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইবার উপক্রম হইল, তখন তাহারা রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া সেই ক্ষুদ্র গ্রামের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল কিছুদূর গমন করিতে না করিতেই ভয়ানক

অন্ধকার হইয়া গেল, প্রবল বেগে ঝড় উত্থিত হইল, ও সেই সঙ্গে বৃষ্টিও আসিয়া উপস্থিত হইল। অভয় অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল, যশোদা সেই সময় তাহার প্রায় একশত হস্ত পশ্চাৎ পড়িয়াছিল। নিকটে একটী বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া অভয় দ্রুতপদে গমন করিয়া সেই বৃক্ষ তলে দণ্ডায়মান হইল।

অভয় সেই বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া যশোদাকে বার বার ডকিল, কিন্তু সেই ঝড় জলের মধ্যে তাহার কোনরূপ উত্তর না পাইয়া সে কিয়ৎদূরে ফিরিয়া আসিয়া যশোদার অন্বেষণ করিল কিন্তু কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সে পুনরায় বৃক্ষ তলে গিয়া দণ্ডায়মান হইল।

সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যশোদা অভয়কে আর দেখিতে পাইল না, সে যে কোথায় গেল তাহা জানিতে না পারিয়া অভয় অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, এই বিবেচনায়, সেই অন্ধকারের মধ্যে সে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। অভয় ও জানিতে পারিল না যে যশোদা কোথায় গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঝড় জল থামিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল। অভয় যশোদাকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিল, যে গ্রামে তাহারা গমন করিতেছিল যশোদা তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সেই গ্রামেই গমন করিয়াছে এই বিবেচনা করিয়া অভয় সেই গ্রামে গমন করিল, সেই স্থানে তাহার স্ত্রীর অন্বেষণ করিল কিন্তু কোন স্থানে তাহার কোনরূপ সন্ধান পাইল না। অভয় সেই গ্রামে দুই দিবস কাল অবস্থিতি করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ও অপরাপর স্থানে যশোদার অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোন স্থানে তাহার কোন রূপ সন্ধান না পাইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতা অভিমুখে গমন করিল।

যশোদা সেই ঝড় জলের সময় সেই নিকটবর্ত্তী গ্রামে তাহার স্বামী গমন করিতেছে ভাবিয়া সে সেই দিকে গমন করিতেছিল কিন্তু সেই প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে অন্ধকারের মধ্য দিয়া গমন করিবার কালীন তাহার দিক্‌ভ্রম জন্মিল, সে সেই গ্রামের দিকে গমন করিবার পরিবর্ত্তে অন্য দিক অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিল, ক্রমে একটী প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল, সমস্ত রাত্রি একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিল, ও দেখিতে দেখিতে সে নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল, যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন বেলা হইয়া গিয়াছে। সে গাত্রোত্থান করিল, দেখিল যে স্থানে সে শয়ন করিয়াছিল সেই স্থান হইতে একটু দূরে একটী রাজবর্ত্ম। সে সেই রাজবর্ত্মের উপর গিয়া উপস্থিত হইল। ঐ রাজবর্ত্মের উপর দুই একজন লোক দেখিতে পাইল, তাহাদিগের নিকট জানিতে পারিল, সেই রাস্তা দিয়া গমন করিলে কলিকাতায়

যাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যেরূপ ভাবে যশোদা চলিতেছিল তাহাতে ১০।১২ দিবস না চলিলে সে কোন ক্রমেই সেই স্থানে উপনীত হইতে পারিবে না।

যশোদা ভাবিল অভয় যে স্থানেই থাকুক সে কলিকাতায় যাইবে, সুতরাং কলিকাতায় গেলেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যশোদা জানিত না যে কলিকাতা কিরূপ স্থান। তাহার বিশ্বাস ছিল, যেরূপ গ্রামে যশোদা এত দিবস বাস করিয়া আসিয়াছে কলিকাতাও সেই প্রকারের একখানি গ্রাম হইবে, সুতরাং সেই স্থানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে অভয়ের নিশ্চয়ই ঠিকানা করিতে পারিবে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া যশোদা সেই রাস্তা অবলম্বনে কলিকাতা অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

যাইতে যাইতে রাস্তায় তাহার একজন সঙ্গি জুঠিয়া গেল। সে তাহার এক জাতি ও সেও কলিকাতায় গমন করিবে এই পরিচয় দিয়া যশোদার সহিত প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল গমন করিল। দিবা আন্দাজ বারটার সময় যশোদা দেখিতে পাইল যে, যেদিক হইতে তাহারা আসিতেছিল সেই দিক হইতে একটী লোক দ্রুতবেগে তাহাদিগের নিকট-বর্ত্তী হইতেছে, ক্রমে সে আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিল ও যশোদার সঙ্গে যে ব্যক্তি গমন করিতেছিল তাহাকে চুপে চুপে কি বলিয়া সে সেই স্থান হইতে ঐ রাস্তা পরি-ত্যাগ করিয়া অন্য দিকে গমন করিল।

যে ব্যক্তি যশোদার সহিত গমন করিতে-ছিল, তাহার নিকট একটী ছোট গাঁটুরি ছিল, সে উহা যশোদার হস্তে প্রদান করিয়া কহিল সম্মুখে ঐ একখানি দোকান দেখা যাইতেছে ঐ স্থানে আমাদিগকে আহারাদি করিতে হইবে। তুমি ঐ স্থানে গমন করিয়া রন্ধনাদির যোগাড় কর, আমি এখনই আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইব আমি না আসিলে তুমি ঐ স্থান হইতে অপর কোন স্থানে গমন করিও না।"

এই বলিয়া সে সেই রাস্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক দিকে গমন করিল, সে যে কে ও কোথায় গেল তাহার কিছুই যশোদা জানিতে পারিল না, সে তাহার গাঁটুরিটী লইয়া সেই দোকানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ স্থান হইতে ঐ দোকান বোধ হয় সহস্র হস্তের অধিক ছিল না। যশোদা ধীরে ধীরে গমন করিয়া ক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইল, ও সেই দোকানের সম্মুখে একটী আম্র বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন করিল।

যশোদা সেই স্থানে গিয়া উপবেশন করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই একদল পুলিস কর্ম্মচারী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান পুলিস কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি সেই মুদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে কোন অপরি-

চিত লোককে সে সেই দিবস সেই স্থান দিয়া গমন করিতে দেখে নাই, কেবলমাত্র এই স্ত্রীলোকটী এখনই আসিয়া ঐ স্থানে উপবেশন করিয়াছে। কর্ম্মচারী যশোদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, একটী লোক তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, অপর আর একটী লোক অসিয়া তাহাকে কি বলিয়া যায়। সেও পরিশেষে তাহার একটী ছোট গাঁট্টরি যশোদাকে দিয়া এই দোকান দেখাইয়া দেয়, ও যশোদাকে এই স্থানে আগমন করিয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিবার উপদেশ দিয়া সেও শীঘ্র আসিতেছে এই বলিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে।

যশোদার নিকট হইতে এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কর্ম্মচারী বুঝিতে পরিলেন তাঁহারা যাহার অনুগমন করিতেছিলেন সে অগ্রেই তাহা জানিতে পারিয়া পলায়ন করিয়াছে।

যশোদার নিকট তাহার যে গাঁট্টরিটী ছিল তাহা সেই কর্ম্মচারী সর্ব্ব সমক্ষ্যে খুলিলেন ও দেখিলেন তিনি যে ডাকাইতি মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করিতেছিলেন ও তাহাতে যে সকল অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল তাহার সমস্তই ঐ ছোট গাঁট্টরির ভিতর ছিল।

যে দিবস ঐ লোকটী আসিয়া যশোদার সহিত মিলিত হয় তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্রে এক খানি গ্রামে একটী ডাকাইতি হয় ও যে সকল অলঙ্কার যশোদার নিকট পাওয়া গেল সেই সকল অলঙ্কার অপহৃত হয়। পুলিস এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করিতে করিতে অবগত হইতে পারেন যে গয়ারাম দাস নামক এক ব্যক্তি ঐ ডাকইতিতে সংমিলিত ছিল ও সমস্ত অলঙ্কার তাহার নিকট জমা ছিল, পরিশেষে সে সেই সকল অলঙ্কার কলিকাতায় বিক্রয় করিবার নিমিত্ত বাড়ী হইতে প্রস্থান করিয়ছে।

এই সংবাদ পাইয়া উহাকে ধরিবার নিমিত্ত পুলিস কর্ম্মচারিগণ উহার অনুশরণ করিতেছিল, কিন্তু গয়ারাম রাস্তায় এই সংবাদ পাইয়া গহনা গুলি যশোদার নিকট রাখিয়া নিকটবর্ত্তী একটী জঙ্গল আশ্রয় করে। সে ভাবিয়াছিল তাহাকে দেখিতে না পাইলেই পুলিস কর্ম্মচারিগণ প্রস্থান করিবে। যশোদা যে ধৃত হইবে ও তাহার নিকট হইতে যে অলঙ্কার গুলি বাহির হইয়া পড়িবে তাহা গয়ারাম এক বারের জন্যও ভাবিয়াছিল না।

গয়ারাম দূর হইতে দেখিতে পাইল যশোদা ধৃত হইল অলঙ্কার গুলিও পুলিসের হস্তগত হইল সুতরাং সেও সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পুলিস পরিশেষে নিকটবর্ত্তী স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু তাহাকে আর পাইলেন না। গয়ারামকে ধরিবার নিমিত্ত ইহার পরও অনেক চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কোন রূপ সুফল ফলে না।

এবার আর যশোদা নিষ্কৃতি পাইল না এই মকর্দ্দামায় দোষ না থাকিলেও বিনা দোষে সে দুই বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইল।

## নবম পরিচ্ছেদ

যে রাত্রিতে অভয় যশোদাকে হারাইয়াছিল সেই রাত্রিতে তাহার কোন রূপ সন্ধান করিতে না পারিয়া সেই প্রদেশে দুই তিন দিন থাকিয়া সে তাহার অনেক অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোন স্থানেই যশোদার সন্ধান না পাইয়া অনন্যোপায় হইয়া সে নিতান্ত মনের কষ্টে ক্রমে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইহার পূর্ব্বে অভয় আর কখন কলিকাতায় আইসে নাই জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সে ক্রমে গিয়া হাটখোলায় উপস্থিত হইল। সেই স্থানে একটী আড়তে গমন করিয়া সে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

আড়তের প্রধান কর্ম্মচারী তাহাকে দেখিয়া সে কে, কোথা হইতে আসিতেছে কি কার্য্যের নিমিত্ত আসিয়াছে তাহার সমস্ত পরিচয় গ্রহণ করিলেন। তাহার সমস্ত অবস্থা শুনিয়া, তাহার স্ত্রীর অবস্থা শুনিয়া তাঁহার দয়া হইল, তিনি তাঁহার প্রধান কয়ালকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন এই ব্যক্তি কয়ালির কার্য্য অবগত আছে বলিতেছে ইহার দ্বারা যদি তোমার কোন রূপে সাহায্য হয়, তাহা হইলে ইহাকে তোমার নিকট রাখিয়া দেও।

সর্দ্দার-কয়াল প্রধান কর্ম্মচারীর কথা মত অভয়কে লইয়া তাহার নিজ স্থানে গমন করিল। সেই দিবস যে যে স্থানে তাহার কার্য্য হইল, সে নিয়ম মত সেই সেই স্থানে এক এক জন কয়ালকে পাঠাইয়া দিল, যে স্থানে সে নিজে গমন করিল সেই স্থানে সে অভয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল ও তাহার সম্মুখে অভয়কে কয়ালির কার্য্যে নিযুক্ত করিল। অভয় যেরূপ ভাবে তাহার কার্য্য সমাপন করিল, তাহা দেখিয়া সর্দ্দার-কয়াল বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইল। সেই দিবস হইতেই অভয়ের বেতন ধার্য্য হইয়া গেল।

সকলেই অভয়ের কার্য্যে দিন দিন বিশেষ রূপ সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন।

অভয়ের দারিদ্রতা দূর হইল ও তাহার কিছু অর্থের ও সংস্থান হইল সত্য কিন্তু তাহার মনের কষ্ট কিছুতেই অন্তর্হিত হইল না, যশোদার চিন্তাতেই সর্ব্বদা তাহাকে অস্থির করিত। অনশনে যে দিন অতিবাহিত করিয়াছে আজ সুখের দিবস সে দেখিতে পাইল না। এক মুষ্টি অন্নের জন্য যে দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছে, আজ সেই অন্ন সে অপরকে দিতে পারিল না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই প্রকারের নানারূপ চিন্তাতেই অভয়কে দিন অতিবাহিত করিতে হইত। অভয় নানা স্থানে, এমন কি গ্রামে পর্য্যন্ত যশোদার অনেক অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোন স্থানেই যশোদার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না।

এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইবার পর বিশেষ কোন কার্য্যের নিমিত্ত সর্দ্দার কয়ালকে দেশে গমন করিতে হইল। অভয়ই

তাহার স্থানে কার্য্য করিতে লাগিল। দেশ হইতে সেই সর্দ্দারকে আর ফিরিতে হইল না, সেই স্থানে হঠাৎ সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অভয়ও সেই সর্দ্দার-কয়ালের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিল। ক্রমে অভয়ের ভাগ্য লক্ষী প্রসন্ন হইল, এক এক করিয়া ক্রমে তাহার চারিখানি খোলার বাড়ী হইল, পরিশেষে একটু জায়গা খরিদ করিয়া তাহার উপর দুইটী পাকা ঘরও প্রস্তুত করিয়া সে তাহাতেই বাস করিতে লাগিল। দুই বৎসরের মধ্যে অভয়ের অবস্থার এত দূর পরিবর্ত্তন হইল।

এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইবার অতি অল্প দিবস বাকী থাকিতে অভয়ের অধীনস্থ একজন কয়ালের একটী মারপীট মকর্দ্দামায় ১০ দিবসের নিমিত্ত জেল হয়। অভয় তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিত ও তাহার মকর্দ্দামায় নিজ হইতে কিছু খরচও করিয়াছিল কিন্তু তাহাকে কোনরূপে বাঁচাইতে পারে না।

যে দিবস সেই কয়ালের জেল হইতে খালাস হইবার দিন ছিল সেই দিবস তাহাকে আনিবার নিমিত্ত অভয় অতি প্রত্যুষে হরিণ বাড়ীর জেলের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। অভয়ের ইচ্ছা ছিল সেই কয়ালকে যেমন জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, অমনি সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবে।

কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে অপেক্ষা করিবার পর অভয় দেখিল কয়েকজন স্ত্রীলোক কয়েদীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উহারা বাহিরে অসিবামাত্র কেহ না কেহ উহাদিগকে লইয়া চলিয়া গেল, কেবল একটী স্ত্রীলোক সেই স্থানে রহিয়া গেল। সে জেল হইতে বাহিরে আসিয়া জেলের সম্মুখে একটী বৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিল। বোধ হইল সে কোথায় গমন করিবে তাহার কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

অভয় দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল তাহার মনে কেমন একরূপ সন্দেহের উদয় হইল সে ধীরে ধীরে তাহার নিকট গমন করিয়া দেখিল তাহার মনে যে সন্দেহ উদয় হইয়া ছিল তাহা ঠিক। দেখিল ঐ স্ত্রীলোক আর কেহই নহে তাহার স্ত্রী যশোদা, যশোদা ও অভয়কে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, চক্ষু হইতে প্রবল বেগে জল ধারা পতিত হইয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া যাইতে লাগিল। অভয়ও কোনরূপে অশ্রুজল সংবরণ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক, কয়ালকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে গাড়ি আনিয়াছিল তাহাতেই যশোদাকে উঠাইয়া লইল ও অ রকথায় তাহার অবস্থা অবগত হইয়া সেই সময় তাহাকে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সেই কয়াল ও জেল হইতে বাহির হইয়া আসিল। অভয় তাহাকে কহিল "তোমাকে জেল হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিবার কালীন দেখিতে

পাই আমার স্ত্রী এই গাড়িতে আমার বাসায় যাইতেছে সুতরাং আমি ও সেই গাড়িতে উঠিয়া ভাবি তোমাকেও একেবারে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই, তাই আমার স্ত্রীর সহিত তোমাকে লইতে আসিয়াছি, আমার স্ত্রী গাড়ির ভিতর আছে। আইস একত্রে এক গাড়িতে গমন করিয়া অগ্রে তোমাকে তোমার বাসায় পৌঁছিয়া দি।

কয়াল অভয়ের কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই গাড়ির উপর উঠিল অভয় গাড়ির ভিতর তাহার স্ত্রীর সহিত উপবেশন করিল। কয়ালকে তাহার বাসায় নাবাইয়া দিয়া যশোদার সহিত অভয় আপন বাড়ীতে উপনীত হইল। যশোদা যে জেলে গিয়াছিল একথা কলিকাতায় আর কেহই জানিতে পারিল না। কয়েদিগণকে এক জেল হইতে অন্য জেলে বদলী করিবার নিয়ম আছে বলিয়া যশোদা ক্রমে হরিণবাড়ীর জেলে আসিয়াছিল বলিয়াই ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে তাহার স্বামীর সাক্ষাৎ পাইল।

এতদিবস পরে যশোদার সমস্ত দুঃখ দূর হইল তাহার আর কোন রূপ কষ্ট রহিল না নিজের পাকা বাড়ীতে বাস করিয়া খোলার বাড়ীর ভাড়া সংগ্রহ করিয়া এবং অভয়ের উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া সে এখন মনের সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। দিন দিন তাহার যেরূপ সংস্থান হইতে লাগিল, দিন দিন দরিদ্র দিগকে অন্ন প্রদান করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্বকার অনশনের কষ্ট কিয়ৎ পরিমানে লাঘব করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল যশোদা কলিকাতায় বাস করিয়া একটী বিশ বৎসরের পুত্র রাখিয়া স্বামী ও পুত্রের সম্মুখে হাটখোলা ঘাটে গঙ্গামৃত্তিকার উপর শয়ন করিয়া গঙ্গা দর্শন করিতে করিতে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিল।

সম্পূর্ণ।

তুলিয়া নিকটস্থ একটী পরিচিত বৃদ্ধার কুটীরে লইয়া গেল।

দাসী যখন বৃদ্ধার কুটীরে উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়াছে। বৃদ্ধা নিদ্রা যাইতেছিল দাসী অনেক কষ্টে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া অল্পকথায় সমস্ত ব্যাপার ব্যক্ত করিল এবং রাজবালাকে তাহার নিকট রাখিয়া পুনরায় আপনার মনিব বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিল।

বাড়ীতে আসিয়া দাসী প্রথমে ভবানী-প্রসাদের ঘর লক্ষ্য করিল। দেখিল তাহা ভিতর হইতে আবদ্ধ। সে তখন নিশ্চিন্ত হইল। ভাবিল যখন তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার পলায়নের ইচ্ছা নাই।

—:*:—

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভবানীপ্রসাদ জমীদার বাড়ীর ফটক পার হইয়া যখন উদ্যানে উপস্থিত হইলেন তখন সহসা তাঁহার পদস্খলন হইল। একে তিনি দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়াই পলায়ন করিতে ছিলেন, তাহার উপর তাঁহার মনেরও কিছুমাত্র স্থিরতা ছিলনা। পদস্খলন হওয়ায় তিনি পড়িয়া গেলেন কিন্তু তখনই আবার গাত্রোত্থান করিয়া কোন দিক লক্ষ্য না করিয়া একেবারে আপনার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে গৃহদ্বার আবদ্ধ করিয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ভবানীপ্রসাদ যেন কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। এতক্ষণ বাড়ীতে জন মানবের সাড়া শব্দ ছিল না, এতক্ষণ তিনি ভাবিয়াছিলেন তাঁহার সে রাত্রির কার্য্য আর কেহ জানিতে পারে নাই, তাই তিনি এতক্ষণ একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু সহসা অপরের পদশব্দ শুনিয়া তাঁহার প্রাণে আতঙ্ক হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কোন উপায়ে পলায়ন করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা কে যেন বলিয়া উঠিল "খুন—খুন"। ভবানীপ্রসাদ স্তম্ভিত হইলেন। ভাবিলেন নিশ্চয়ই কোন লোক তাঁহার কার্য্য দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। এই চিন্তা করিয়া তিনি শয্যা হইতে দুইখানি চাদর তুলিয়া লইলেন। পরে চাদর দুইখানি একত্রে গাঁইট দিয়া তাহার এক প্রান্ত একটী জানালায় বন্ধন করিলেন, তাহার পরে জানালার একটী গরাদে ভাঙ্গিয়া সেই চাদরের সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিলেন এবং একবার চারি দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে ঊর্দ্ধ শ্বাসে দৌড়িয়া ষ্টেশনের দিকে গমন করিলেন।

যে দাসী তাঁহার সমস্ত কার্য্য লক্ষ্য করিয়া ছিল সে নিশ্চিন্ত হইলেও কোন কারণ বশতঃ ঠিক সেই সময়ে নিম্নে গিয়া ছিল। সহসা

তাহার দৃষ্টি ভবানীপ্রসাদের গৃহের জানালার দিকে পতিত হইল। সে দেখিল তিনি চাদরের সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিয়া উর্দ্ধ-শ্বাসে দৌড়িতেছেন, দাসীও নিশ্চিন্ত রহিল না। সেও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল।

জমীদার বাড়ী হইতে ভবানীপ্রসাদ পলায়ন করিবার পর সেখানে মহাহুলস্থূল ব্যাপার ঘটিল। "খুন—খুন" এই শব্দ চারি দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বাড়ীর দাস দাসী সকলেই বাহির হইল, রাধারাণী সেই চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া সশব্যস্থে আপনার শয়ন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং চারি দিক অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ঠিক সেই সময়ে গ্রামের চৌকীদার সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। সে জমীদার বাড়ীতে 'খুন খুন' শব্দ শুনিয়া তখনই তথায় প্রবেশ করিল এবং বাড়ীর লোকজনের সহিত সকল স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে রাধারাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চারুশীলা শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল, হরশঙ্কর সে দিন বেলা চারিটার সময় কোথায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া ছিলেন। গৌরীশঙ্কর সেই অবধি জমীদার বাড়ীতে ফিরিয়া আইসেন নাই। সেই রাত্রেই তাঁহার ফিরিবার কথা ছিল।

রাধারাণীর চীৎকার শব্দ শুনিয়া চৌকী-দার তখনই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। যাহা শুনিল তাহাতে তাহারও প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল। শুনিল সতীশচন্দ্রকে কে খুন করিয়া গিয়াছে।

এই সংবাদ পাইয়া চৌকীদার বাড়ীর দুইজন চাকরের সহিত জমীদার বাবুর গৃহে গমন করিল। দেখিল গৌরীশঙ্কর দক্ষিণ হস্তে একখানি রক্তাক্ত ছোরা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছেন। চৌকীদার একবার সতীশচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বুঝিতে পারিল তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গিয়াছে। সে তখন কোন কথা না বলিয়া সেই ছোরা সমেত গৌরীশঙ্করকে গ্রেপ্তার করিল এবং তখনই একখানি গাড়ী করিয়া বন্দীকে থানায় লইয়া গেল।

এদিকে ভবানীপ্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দাসীকে ছুটিতে দেখিয়া একজন চৌকীদার উভয়কেই গ্রেপ্তার করিল। দাসী তখন তাহাকে প্রকৃত কথা জ্ঞাপন করিল। ভবানীপ্রসাদ দ্বিরুক্তি করিলেন না। চৌকী-দার যতই প্রশ্ন করিতে লাগিল তিনি কোন কথারই জবাব দিলেন না। দাসীর কথা সত্য বিবেচনা করিলেও চৌকীদার উভয়কেই বন্দী করিয়া থানায় লইয়া গেল।

—:o:—

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে জমীদার বাড়ীতে মহা-হুলস্থূল পড়িয়া গেল। থানার লোকে বাড়ী পূর্ণ করিল। দারোগাবাবু স্বয়ং আসিয়া সতীশচন্দ্রের মৃতদেহ পরীক্ষা করিলেন, বাড়ীর ডাক্তার বাবু দেহ পরীক্ষা করিয়া স্পষ্টই বলিলেন "সহসা পশ্চাৎ দিক হইতে আহত হইয়া জমীদার বাবু কোন প্রকার শব্দ না করিয়াই মারা পড়িয়াছেন। গৌরীশঙ্করের হস্তে যে ছোরা খানি পাওয়া গিয়াছিল সম্ভবতঃ সেই ছোরার আঘাতেই সতীশচন্দ্রের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।"

লাস চালান দিয়া দারোগা বাবু গৌরীশঙ্করের সহিত দেখা করিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি বাড়ীর দাস দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দারোগা বাবু গৌরীশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গৌর বাবু আপনার এবুদ্ধি কেন হইল? জমীদার বাবু আপনাকে এত ভাল বাসিতেন আপনিও তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন কিন্তু সহসা আপনার এবুদ্ধি ঘটিল কেন?"

বিরক্ত হইয়া গৌরীশঙ্কর উত্তর করিলেন "কি বুদ্ধি? আমি কি করিয়াছি?"

দারোগা বাবু স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বলিলেন "জমীদার বাবুকে খুন করিয়াছেন।"

অতি দৃঢ়স্বরে গৌরীশঙ্কর উত্তর করিলেন "কখনও না। আমি জেঠামহাশয়কে খুন করি নাই। আপনারা মিথ্যা সন্দেহ করিয়া আমায় বন্দী করিয়াছেন।"

দারোগা বাবু মনে মনে হাঁসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারই হাতে রক্তাক্ত ছোরা ছিল।"

গৌরী। আজ্ঞে হাঁ, ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র আমি সেই রক্তমাখা ছোরা খানি দেখিতে পাই এবং তুলিয়া লই।

দারো। সে খানি কাহার ছোরা?

গৌরী। আমার—ইহাতে আমারই নাম লেখা আছে। কিন্তু সকলেই ব্যবহার করিত।

দারো। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আপনি আপনার জেঠামহাশয়ের ঘরে যাইলেন কেন?

গৌরী। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন কোন গূঢ় কারণ বশতঃ জেঠামহাশয়ের সহিত আমার বিবাদ হয়। তিনি আমাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেন। কিন্তু পরে যখন আমাকে নির্দ্দোষ বলিয়া বুঝিতে পারেন তখন আবার আমায় ডাকিয়া পাঠান। আমি পশ্চিমে ছিলাম; মনের ঘৃণায় আত্মঘাতী হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কৃতকার্য্য হই নাই। জেঠা-মহাশয় যখন ফিরিবার জন্য পত্র লিখিলেন তখন আমি সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। তাঁহার করুণ পূর্ণ পত্র খানি পাঠ করিয়া আমার গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তখন ফিরিতে

পারিলাম না। একটা বিশেষ কার্য্য থাকায় বিলম্ব হইল। আমি জেঠামহাশয়কে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলাম—আজ আমার অসিবার কথা ছিল। ইচ্ছা ছিল বেলা চারিটার মধ্যেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইব, কিন্তু পরে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় রাত্রি দশটার পর গৌরীপুরে উপস্থিত হইব। তাহার পর যখন বাড়ীতে আসিলাম তখন অনেক রাত্রি। মনে করিয়া ছিলাম জেঠামহাশয় নিদ্রিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গৃহের সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম তাঁহার গৃহের ভিতর আলোক জ্বলিতেছে। আমি জানি আলোক নির্ব্বাপিত না হইলে তিনি নিদ্রা যাইতে পারেন না, আলোক দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। ভাবিলাম হয়ত তিনি এখনও জাগিয়া আছেন। হয়ত আমারই জন্য কত কি চিন্তা করিতেছেন। এই সন্দেহ করিয়া আমি দরজায় ধাক্কা দিলাম দরজা খুলিয়া গেল। আমি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া গেল। দেখিলাম জেঠামহাশয় বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে এক ভয়ানক ছোরার আঘাত। সেই ক্ষত স্থান হইতে রক্তের স্রোত বহিতেছে বিছানা রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। ঘরের মেজের উপর দিয়া রক্তের নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং সেই স্থানে ছোরা খানি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ছোরা খানি তুলিয়া লইয়া আমি একবার জেঠামহাশয়ের নিকট যাইলাম কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। সেখান হইতে ফিরিয়া যেমন ঘর হইতে বাহির হইব অমনই চৌকীদার আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি ইহাই সত্য—আমি জেঠামহাশয়কে হত্যা করি নাই।'

গৌরীশঙ্কর এত বিনীত ভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত এই সকল কথা বলিলেন যে দারোগা বাবু তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যদিও বাহ্যিক অবস্থা দেখিলে তাঁহাকেই দোষী বলিয়া সন্দেহ হয় তত্রাপি তিনি এ স্থলে গৌরীশঙ্করের কথাই বিশ্বাস করিলেন।

দারোগা বাবু বিষম ফাঁপরে পড়িলেন। গৌরীশঙ্কর যে অন্যায় রূপে আবদ্ধ হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু যতক্ষণ না প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন ততক্ষণ তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন না মনে করিয়া তিনি প্রাণপনে প্রকৃত দোষীর সন্ধান লইতে যত্নবান হইলেন। চৌকীদার যে ভ্রমে পতিত হইয়া গৌরীশঙ্করকে গ্রেপ্তার করিয়াছে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন।

—ঃ০ঃ—

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গৌরীশঙ্করকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর দারোগা বাবু দেখিলেন হরশঙ্কর ফিরিয়া আসিয়াছেন। দারোগাবাবুকে দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং জেঠামহাশয় ও জেষ্ঠভ্রাতার শোকে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া দারোগা বাবুর কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি মিষ্ট কথায় তাঁহাকে সান্তনা করিতে লাগিলেন।

হরশঙ্কর কিছু শান্ত হইলে দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের বাড়ীর দাস দাসীদিগকে কিরূপ বিবেচনা করেন? তাহাদের দ্বারা এ কার্য্য হইতে পারে কি না?"

হরশঙ্কর মিথ্যা বলিতে পারিলেন না। তিনি অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন "এ বাড়ীর ভৃত্যগণ সকলেই জেঠামহাশয়কে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। তাহারা কখনও তাঁহার উপর বিরক্ত হয় নাই। তিনি ও তাহাদিগের উপর কখনও কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার করেন নাই।"

দারো। কোন লোকের উপর আপনার সন্দেহ হয় না?

হর। আজ্ঞে না।

দারো। জমীদার বাবু যে দিন খুন হন সে রাত্রে এ বাড়ীতে কত গুলি লোক ছিল?

হর। পুরুষের মধ্যে আমার এক বন্ধু ভবানীপ্রসাদ আর বাড়ীর চারি জন ভৃত্য।

দারো। আপনার বন্ধু কোথায় গেলেন? তাঁহাকেত আজ প্রাতঃকালে দেখি নাই।

হরশঙ্কর চিন্তিত হইলেন। তিনি বলিলেন "এতক্ষণ এই সকল গোলযোগে আমার ও সে কথা স্মরণ হয় নাই। আমিও আসিয়া অবধি তাঁহাকে দেখি নাই।"

হরশঙ্করের কথা শুনিয়া দারোগা বাবু স্তম্ভিত হইলেন এবং তখনই তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। স্বয়ং হরশঙ্করকে লইয়া তাঁহার গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ভবানীপ্রসাদের গৃহদ্বার ভিতর হইতে আবদ্ধ ছিল। দারোগা বাবু দ্বার সম্মুখে আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তখনই হরশঙ্করের অনুমতি লইয়া দ্বার ভগ্ন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা যাহা দেখিতে পাইলেন পাঠক মহাশয় পূর্ব্বেই তাহা অবগত আছেন।

ভবানীপ্রসাদের প্রকোষ্ঠ পরীক্ষা করিয়া দারোগা বাবু স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তিনিই জমীদার বাবুকে হত্যা করিয়া জানালা দিয়া দুইখানি চাদরের সাহায্যে পলায়ন করিয়াছেন। এই নূতন সূত্র পাইয়া দারোগা বাবু আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন।

ভাবিলেন ভবানীপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলেই তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।

এই স্থির করিয়া দারোগা বাবু তখনই জমীদার বাড়ী হইতে বাহির হইলেন এবং হরশঙ্করের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় থানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

থানায় আসিয়া দারোগা বাবু শুনিলেন ভবানীপ্রসাদ ও জমীদার বাড়ীর একজন দাসী ধরা পড়িয়াছে। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তখনই ভবানীপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ভবানীপ্রসাদের বিমর্ষ মুখ ও ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস দেখিয়া দারোগা বাবু তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অপরাধে আপনি এই হত্যা করিলেন ? এ হত্যাকাণ্ডে আপনার স্বার্থ কি ? নরহত্যা করিয়া কি লাভ করিলেন ? কেনই বা আপনি একার্য্যে হাত দিলেন ?"

ভবানীপ্রসাদ অতি বিনীত ভাবে বলিলেন "সে সকল কথা আর আপনার শুনিয়া কাজ নাই। আমি হত্যা করিয়াছি—আমায় শাস্তি দিন।

দারোগা বাবু তখনই বন্দীর কথা গুলি লিখিয়া লইলেন এবং জমীদার বাড়ীর দাসীর সহিত দেখা করিলেন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি বাছা ? কতদিন তুমি জমীদার বাড়ীতে চাকরি করিতেছ ?'

দাসী সসম্ভ্রমে বলিল "আমার নাম মঙ্গলা প্রায় আট বৎসর আমি সেখানে চাকরি করিতেছি।"

দারো। তুমি এই হত্যা কাণ্ডের বিষয় কিছু জান, কেনই বা তুমি ভবানীপ্রসাদের সহিত গ্রেপ্তার হইয়াছ ?"

মঙ্গ। আমি সেই হতভাগা ভবানীবাবুকে স্বচক্ষে খুন করিতে দেখিয়াছি। যখন সে জানালা দিয়া চাদর ধরিয়া ঘর হইতে পলায়ন করিতেছিল আমি দেখিতে পাইয়া তাহার পিছু লই এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দৌড়িতে থাকি। আমি অনেকক্ষণ চীৎকার করি কিন্তু কোন লোক আমার সাহায্য করে না। অবশেষে একজন চৌকীদার আমাদের দুই জনকেই চোর মনে করিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহার পর আমার কথা শুনিয়া এখানে লইয়া আসে, কেন যে এখনও আমাকে ছাড়িয়া দেয় নাই বলিতে পারি না। আপনি দয়া করিয়া আমায় মুক্তি দিন।

দারোগা বাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়া পুনরায় ভবানীপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি হরশঙ্করের বন্ধু হইয়া একাজ কেমন করিয়া করিলেন ?

ভবানীপ্রসাদ এই প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিলেন দেখিয়া দারোগা বাবু পুনরায় বলিলেন যে বন্ধু আপনাকে এত কাল নিজগৃহে

রাখিয়া ভরণ পোষণ করিলেন আপনি তাঁহারই জেঠামহাশয়কে সচ্ছন্দে হত্যা করিলেন, লোকে উপকারী বন্ধুর কি এই রূপেই প্রত্যুপকার করে?"

দারোগা বাবুর শেষ কথা শুনিয়া ভবানী-প্রসাদ চমকিত হইলেন। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি সতীশচন্দ্রও সেই রাত্রে খুন হইয়াছেন?"

দারোগা বাবুও তাঁহার কথায় স্তম্ভিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে আপনি এতক্ষণ কাহার কথা বলিতেছিলেন? আপনি তবে কাহাকে খুন করিয়া পালাইতে-ছিলেন?"

ভবানীপ্রসাদ তখন ধীরে ধীরে রাজবালার সেই পত্রের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে যে কথা বলিয়া ছিলেন ও যাহা যাহা করিয়া ছিলেন তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। সেই কথায় দারোগা বাবুর চক্ষু ফুটিল। তাঁহার ধারণা মিথ্যা বলিয়া স্থির করিলেন।

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "রমণী সত্যই কি মারা পড়িয়াছে?"

ভবা। আমার ছোরার আঘাতে সে নদীতে পড়িয়া গিয়াছিল। কোন রূপ শব্দও করে নাই আমি তাহাতেই বুঝিয়াছি রাজবালা মারা পড়িয়াছে।

দারো। যে দাসী আপনার পশ্চাৎ পাশ্চাৎ ছুটিতে ছিল সেও কি এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছে?

ভবা। আজ্ঞে না—সে বেচারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সে বোধ হয় আমাকে খুন করিতে দেখিয়াছিল। তাই আমাকে ধরিবার জন্য তাড়া করিয়াছিল।

দারোগা বাবু তখন পুনরায় দাসীর নিকট গমন করিলেন এবং সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মঙ্গলা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল কথাই ব্যক্ত করিল। পরে বলিল "আমার বোধ হয় সেই রমনী জীবিতা আছে, আমি গত রাত্রে যখন তাহাকে নদী হইতে উদ্ধার করিয়া নিকটস্থ একখানি কুটীরে লইয়া যাই তখন সে অজ্ঞান ছিল বটে কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিয়া ছিলাম যে আঘাত অতি সামান্য, দুই এক বিন্দু রক্ত তাহার পৃষ্ঠে দেখিয়া ছিলাম।"

মঙ্গলার কথায় দারোগা বাবু সন্তুষ্ট হইলেন। ভবানীপ্রসাদ যে সতীশচন্দ্রকে হত্যা করেন নাই তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারি-লেন। এদিকে গোরীশঙ্করের কথাতেও তিনি অবিশ্বাষ করিতে পরিলেন না। তিনি বিষম ফাঁপরে পড়িলেন।

দুইজনকে সন্দেহ করিয়া ধৃত করা হইলেও তাহাদের মধ্যে প্রকৃত দোষীকে দেখিতে পাইলেন না, তিনি ভাবিয়া ছিলেন ভবানীপ্রসাদ নিশ্চয়ই হত্যাকারী। তাঁহার

অনুমান সত্য বটে কিন্তু তিনি সতীশচন্দ্রের হত্যাকারী নহেন।

উভয় বন্দীকে নিরপরাধী জানিয়াও দারোগা বাবু কাহাকেও মুক্তি প্রদান করিতে পারিলেন না। তিনি কেবল মঙ্গলাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে যখন শুনিতে পাইল তাহার মনিবকে কে হত্যা করিয়াছে এবং গৌরীশঙ্করকে সন্দেহ করিয়া বন্দী করা হইয়াছে, তখন সে কাঁদিয়া অস্থির হইল। তাহার প্রধান দুঃখ গৌরীশঙ্করের জন্য। সে জানিত যখন জমীদার বাবু মারা পড়িয়াছেন তখন তাঁহার জন্য শোক করিলে কোন ফল হইবে না। তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না। নিরপরাধী গৌরীশঙ্কর ধৃত হইয়া কারাগারে নীত হইয়াছেন শুনিয়া সে বড়ই অস্থির হইল এবং তাঁহার মুক্তির জন্য দারোগা বাবুকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল।

মঙ্গলার কথা শুনিয়া এবং গৌরীশঙ্করের জন্য তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি গৌরীশঙ্করকে নির্দ্দোষ বলিতেছ কেন? তিনি যখন জমীদার বাবুর ঘর হইতে রক্তমাখা ছোরা লইয়া বাহির হইতে ছিলেন তখন তিনি যে তাঁহার জেঠামহাশয়কে খুন করেন নাই কেমন করিয়া বলিব। বিশেষতঃ তাঁহার সহিত জমীদার বাবুর সম্প্রতি বিবাদ হইয়াছিল এবং জমীদার বাবুও তাঁহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।"

মঙ্গলা দীর্ঘ নিশ্বা ত্যাগ করিল। পরে বলিল "সে অনেক কথা। গৌরী বাবু অতি সজ্জন, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন লোক একটী কথাও বলিতে পারে না। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে এক রাক্ষসী আসিয়া বাস করিতেছে। আমরা ভাবিয়াছিলাম বুঝি সত্য সত্যই সে গিন্নিমার ভগিনী এবং সেই ভাবিয়াই তাহাকে এতকাল সম্মান করিতাম। কিন্তু এখন সকল কথা জানিতে পারিয়াছি। সে সামান্যা রমণী নহে জেলের একজন পলাতক আসামী।"

দারোগা বাবু মঙ্গলার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি সশব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে রমণী এখন কোথায়? সে কি এখনও জমীদার বাড়ীতে আছে? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আমরা যে এতক্ষণ মিথ্যা কার্য্যে ঘুরিতে ছিলাম তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।"

দাসী উত্তর করিল "আজ্ঞে হাঁ, আছে বইকি। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই আমি সেখান হইতে বাহির হইয়াছিলাম আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই ইহারই মধ্যে বাবু আমাদের খুন হইবেন। হয়ত সে মাগী এতক্ষণ কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে।"

দাসীর কথায় দারোগা বাবু বলিলেন "তবে তোমারই সহিত জমীদার বাটীতে যাই চল।"

# নবাবী বুদ্ধি।

( ডিটেকটিভ্-গল্প )

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১ নং সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার হইতে

শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

*Printed by K. B. Pattanaika,*

*At the Utkal Press, 8, St. James Square, Calcutta*

# নবাবী বুদ্ধি
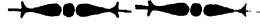
## প্রথম পরিচ্ছেদ

আষাঢ় মাসের প্রথম, গ্রীষ্ম অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিলেও কার্য্যে কিন্তু তাহা পরিণত করিতে পারেন নাই। জৈষ্ঠ মাস আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে না করিতেই বর্ষার শুভাগমন হইয়াছে. ও গ্রীষ্মের সহিত বর্ষার সম্মিলন হওয়ায় স্বভাবের একরূপ নব ভাব উদয় হইয়াছে। প্রখর রৌদ্রের তেজে অস্থির হইয়া পবন দেব কোন স্থানে গমন করিয়া লুক্কাইত ভাবে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। মানবগণ গাত্র দাহের সহিত কেবল জল জল করিতেছে, বোধ হইতেছে এরূপ ভয়ানক গ্রীষ্ম অধিকক্ষণ আর কেহই সহ্য করিতে পারিবেন না। এইরূপে কিয়ংক্ষণ অতিবাহিত হইতে না হইতে পবন দেব কোথা হইতে বহির্গত হইয়া ধূলা খেলার সহিত দ্রুতবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধুলিরাশী উড়াইতে উড়াইতে সকলের নাকে, মুখে, চক্ষ্যে, ধুলিরাশী স্বজোরে প্রক্ষেপ করিতে করিতে জলদ রাজের সম্মুখীন হইলেন। জলদ রাজ পবন দেবের সেই প্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন ও দ্রুতগতি তাঁহার সৈন্য সামন্ত-জলদরাশীকে লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। জলদ রাজের শুভাগমন দেখিয়া সকলেই ভাবিয়াছিল বৃষ্টি পাতে বসুধা পূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কার্য্যে তাহার কিছুই হইল না, বৃষ্টি পতনের পরিবর্ত্তে সকলের বাড়ী ঘর, দ্রব্য সামগ্রী, বিছানা পত্র আহারীয় পানীয় রাস্তার ধূলায় পূর্ণ হইয়া গেল।

এইরূপে কিয়ংক্ষণ অতীত হইবার পর পবন দেব যখন দেখিলেন যে তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া জলদ রাজ আপনার সৈন্য সামন্ত গণের সহিত পলায়ন করিয়াছেন, তখন তিনি ও সাম্য মূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন। যে সকল জলদকুল পলায়ন করিবার কালীন দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে পবনরাজ সাম্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা আর পলায়ন করিলেন না বর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু স্বজোরে বর্ষণ করিবার ক্ষমতা

তাঁহাদিগের সেই সময় না থাকায় তাঁহারা "টিপি" ধরিলেন। টিপি টিপি বর্ষণ করিতে লাগিলেন সত্য কিন্তু দুই চারি ঘণ্টার মধ্যে তাহার আর নিবৃত্তি হইল না।

এইরূপে কখন প্রবল রৌদ্র কখন প্রবল বর্ষা কখন প্রবল গ্রীষ্ম ও কখন বা টিপি টিপি বৃষ্টি হইয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

আষাঢ় মাসে সন্ধার পূর্ব্বে ভয়ানক গ্রীষ্মের জ্বালায় অস্থির হইয়া জনৈক ডিটে-কৃটিভ কর্ম্মচারীকে কোন সরকারী কার্য্যের উপলক্ষে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিবার সময় একটী ক্ষুদ্র রেলওয়ে ষ্টেসনে তাঁহাকে অবতরণ করিতে হইল। সেই স্থান হইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড বা বানারসের রাস্তা বহিয়া কয়েক ক্রোশ গমন করিয়া পরিশেষে মাঠের রাস্তা অবলম্বন পূর্ব্বক আরও কয়েক ক্রোশ গমন করিবার পর তিনি তাঁহার গন্তব্য গ্রামে গমন করিতে পারিবেন। সেই ষ্টেসনে এক্কা বা গাড়ি বা অপর কোন প্রকারের যান পাইবার সুবিধা না থাকায় ষ্টেসন হইতে সেই গ্রাম পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন ভিন্ন আর কোন উপায়ই ছিল না।

কর্ম্মচারী গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া পূর্ব্ব বর্ণিত পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গে কেবল একজন মাত্র অনুচর ছিল ও ষ্টেসন হইতে একটী কুলি লইয়াছিলেন সেই তাহাদিগের দ্রব্যাদি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

কর্ম্মচারী প্রায় সদা সর্ব্বদাই কলিকাতায় থাকিতেন কোন স্থানে যাতায়াত করিতে হইলে প্রায়ই হাঁটিতে হইত না যে স্থানে খুঁজিতেন সেই স্থানেই গাড়ি পাইতেন। একেবারে অধিক রাস্তা হাঁটিতে হইলে তাঁহার বিশেষরূপ কষ্ট হইত। সুতরাং এই রাস্তা হাঁটিয়া যাইতে তাঁহার বিশেষরূপ কষ্ট হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু কি করেন যাইতেই হইবে, সুতরাং তাঁহার সাধ্যমত তিনি চলিতে লাগিলেন।

দুই এক ক্রোশ গমন করিতে না করিতে সন্ধ্যা হইল তখন অনন্যোপায় হইয়া সেই রাস্তার পার্শ্বস্থিত একখানি দোকানে তাঁহাকে আশ্রয় গ্রহন করিতে হইল।

কর্ম্মচারীর সহিত যে অনুচর গমন করিতে-ছিল, সে সরকারী কার্য্যে যেরূপ পার-দর্শী গৃহস্থের ও নিজের কার্য্যেও সেই রূপ পারদর্শী ছিল। সে সেই দোকানে উপস্থিত হইবা মাত্রই আপনাদিগের থাকিবার স্থান স্থির করিয়া লইয়া পরিশেষে আহারাদির বন্দোবস্ত করিল। সেই দোকানে যাহা কিছু পাওয়া গেল তৎব্যতীত অপরাপর আবশ্যকীয় দ্রব্য সম্ভমত অপর স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজেই আহারীয় প্রস্তুত করিল। কর্ম্মচারী ও সেই কুলী তাহার প্রস্তুত আহারীয় আহার করিয়া সেই দোকানেই শয়ন করিয়া বিশ্রাম

করিতে লাগিলেন। অনুচরটীও আহারাদি করিয়া তাঁহার নিকট শয়ন করিল।

তাঁহারা যে কার্য্যের নিমিত্ত গমন করিতে-ছিলেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের নিজের ও অতিশয় গোপনীয় কার্য্য সুতরাং তাঁহারা যে কে, কি কার্য্যের নিমিত্ত কোথায় যাইতেছেন তাহার পরিচয় কাহার নিকট দিবার উপায় ছিল না সুতরাং এ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের পরিচয় কেহই জানিত না, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উপস্থিত মত মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদিগের কথার উত্তর প্রদান করা হইত। যে দোকানে তাঁহারা রাত্রি যাপন করিতেছিলেন, সেই দোকানদার বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন দোকানদার জানিত না যে তাঁহারা কে ও কোথায় যাইতেছেন। যে কুলি তাঁহাদিগের সহিত গমন করিতেছিল সেও ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিত না

যে দোকানে তাঁহারা রাত্রিযাপন করিতে-ছিলেন তাহার সন্নিকটে আরও দুইখানি দোকান ছিল। রাত্রি হইবারি সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দোকান বন্ধ করিয়া আপনাপন বাড়ী-তে গমন করিল। যাহার দোকানে তাঁহারা আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেও তাঁহাদিগকে তাহার দোকানে রাখিয়া আপন গৃহে গমন করিল। ঐ সকল দেকানের নিকটর্ত্তী স্থানে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, ঐ দোকানদার দিগের বাড়ী ঐ গ্রামে সুতরাং তাহারা দোকান বন্ধ করিয়া ঐ গ্রামে আপনাপন বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করিত। দোকানদারগণ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার পর সেই স্থানে আর কাহা-কেও দৃষ্ট গোচর হইল না। রাত্রি অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে মেঘগর্জ্জন করিতেছিল ও থাকিয়া থাকিয়া টিপি টিপি বৃষ্টিও পড়িতেছিল। সেই নির্জ্জন স্থানে কর্ম্মচারী কেবল মাত্র তাঁহার একজন অনুচরের সহিত রাত্রি অতিবাহিত করিতেছিলেন। নানা রূপ চিন্তায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীর নিদ্রা আসিল না কিন্তু পরিশেষে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

—:০:—

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে দোকানে কর্ম্মচারী তাঁহার অনুচর ও একটী কুলির সহিত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি-লেন রাত্রি প্রায় এক প্রহর থাকিতে তিনি সেই দোকান পরিত্যাগ করিলেন। অত রাত্রি থাকিতে তাঁহাদিগের সে স্থান পরিত্যাগ কারিবার ইচ্ছাছিল না. কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহ-রের পর বৃষ্টি ছাড়িয়া আকাশ পরিস্কার হওয়ায় তাঁহারা রাত্রি বুঝিতে না পারিয়া এক প্রহর রাত্রি থাকিতেই তাঁহাদিগের গন্তব্য স্থানা-ভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

তাঁহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কিয়ংক্ষণ পরেই ঐ দোকানে ডাকাইত পড়িল। প্রায় দশ পনের জন লোক লাঠিও প্রজ্জ্বলিত মসাল হস্তে অসিয়া

সেই স্থানে উপস্থিত হইল। যে দোকানে কর্ম্মচারী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রথমই প্রজ্জ্বলিত মসাল হস্তে কয়েক জন সেই দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল, অবশিষ্ট সকলে-কেহ বা মসাল হস্তে কেহ বা লাঠি খেলিয়া সেই দোকানের সম্মুখে ভ্রমন করিতে লাগিল ; সেই সময় সেই স্থানে অপর লোক জন কেহই ছিল না সুতরাং ঐ ডাকইতদল কোন রূপ প্রতিবন্ধক পাইল না। তাহারা অনায়াসেই ঐ দোকানে ডাকাইতি করিয়া যাহা কিছু পাইল তাহা সংগ্রহ করিয়া অপর দোকানে প্রবেশ করিল, সেই দোকান লুণ্ঠন করিয়া তৃতীয় দোকানে প্রবিষ্ঠ হইল। এইরূপে ঐ তিন খানি দোকান লুণ্ঠন করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হইল তাহা লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় দোকান তিনখানিতেই অগ্নি প্রদান করিয়া গেল, তাহাদিগের যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দোকান তিনখানি ভস্মে পরিণত হইল। ডাকাইতগণ যখন ডাকাইতি করিতেছিল সেই সময় এক জন চৌকিদার চৌকিদিবারনিমিত্ত গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল, সে সমস্ত অবস্থা দেখিতে পায়, কিন্তু ডাকাইত দিগের ভয়ে সে কোন কথা না বলিয়া নিকটবর্ত্তী একটী জঙ্গলের মাধ্যে গিয়া লুকায়, ও সেই স্থান হইতে সমস্ত অবস্থা দেখিতে পায়।

ডাকাইতগণ ডাকাইতি করিয়া ওদোকান কয়খানিতে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিবার পর সে সেই জঙ্গল ইহতে বাহির হয় ও লোক জন ডাকাডাকি করিতে আরম্ভ করে। দোকান ঘরগুলি পুড়িতে দেখিয়া, সেই নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে লোকজন বাহির হয় ও সেই স্থানে উপস্থিত হইতে হইতে দোকান তিন খানি ভস্মে পরিণত হইয়া যায়। চৌকিদার যাহা যাহা দেখিয়াছিল তাহার সমস্তই তাহাদিগকে কহে কেবল সে যে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া ছিল সেই কথা গোপন করিয়া নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করিতে কিছু মাত্র ক্রটী করে না। চৌকিদার এইরূপ কহে যে যখন সে দেখিতে পায় যে ডাকাইতগণ ডাকাইতি করিতেছে, তখন সে একাই তাহাদিগের প্রতিবন্ধক জন্মাইবার বিশেষরূপ চেষ্টা করে, তাহারই প্রতিবন্ধকাচরনের নিমিত্ত উহারা কোন দোকান হইতে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, ও তাহাকে প্রহার করিবার নিমিত্ত ও বিশেষরূপ চেষ্টা করে কিন্তু সে লাঠি খেলায় নিপুন থাকায় তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না, পরিশেষে উহারা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দোকান তিন খানিতে আগুন দিয়া দ্রুতপদে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে। পলায়ন করিবার সময় চৌকিদারও তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল কিন্তু কাহাকেও ধৃত করিতে সমর্থ হয় না। চৌকিদার আরও বলিয়াছিল যে, সে দুই চারিজন ডাকাইতকে এরূপ সজোরে লাঠি মারিয়াছিল

যে, তাহার বিশ্বাস তাহারা নিশ্চয়ই বিশেষ রূপ আঘাতিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য চৌকিদার এইরূপে তাহার যে বাহাদুরি প্রকাশ করিয়া ছিল তাহার একটী কথাও সত্য নহে সমস্তই সেই ভীরু চৌকিদারের স্বকপোল কল্পিত গল্প মাত্র।

পরদিবস প্রত্যুষে সেই চৌকিদার থানায় গিয়া এই সংবাদ প্রদান করিল, বলা বাহুল্য সে সেই গ্রামের লোক দিগের নিকট যেরূপ নিজের বাহাদুরি বর্ণন করিয়াছিল থানায় দারোগা সাহেবের নিকট সেইরূপ নিজের বাহাদুরি বর্ণন করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচিত হইল না। সংবাদ পাইবা মাত্র দারোগা সাহেব ঘটনা স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের দোকান পুড়িয়া গিয়াছিল সুতরাং তাহারা বলিতে পারিল না যে তাহা দিগের কোন দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে কি না।

যাহার দোকানে ডিটেক্টিভ কর্ম্মচারী তাঁহার অনুচরও কুলির সহিত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোকানদার তাঁহাদিগের কথা দারোগা সাহেবকে কহিল। কিন্তু তাঁহারা যে কে কোথা হইতে আসিয়াছেন বা কোথায় গমন করিবেন তাহার কিছুই বলিতে পারিল না। যেরূপ অবস্থায় তাঁহারা আসিয়া ছিলেন যেরূপ অবস্থায় আহারাদি করিয়া সেই দোকানের ভিতর শয়ন করিয়াছিলেন তাহার সমস্ত অবস্থা সে দারোগা সাহেবের নিকট, কহিল আরও কহিল, রাত্রিতে সে যখন তাহার দোকান হইতে বাড়ী যায় সেই সময় সে তাঁহাদিগকে দোকানের ভিতর শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া যায় ও দোকানে আগুন লাগার পর আসিয়া আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। তাঁহারা ঐ দোকানের মধ্যে পুড়িয়া মরিয়াছেন কি বাহির হইয়া গিয়াছেন তাহার কিছুই সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। দোকানীর কথা শুনিয়া দারোগা সাহেব একটু চিন্তিত হইলেন। মনে করিলেন ঐ তিন ব্যক্তি হয়তো দোকানের মধ্যে পুড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া লোক জন সংগ্রহ করিয়া তিনি ঐ দোকানের মধ্যে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন, যে সকল দ্রব্য পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছিল, যে সকল দ্রব্য অর্দ্ধ দগ্ধ অবস্থায় সেই দোকানের ভিতরই ছিল, তাহার সমস্তই ক্রমে তিনি বাহিরে রাস্তার উপর আনিয়া ফেলাইতে লাগিলেন, এইরূপে ক্রমে সেই স্থান একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল, কিন্তু তাহার মধ্যে মনুষ্যের দগ্ধাবশেষ বা তাহার কোনরূপ নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেন না।

এই অবস্থা দেখিয়া দারোগা সাহেবের মনে নানা রূপ চিন্তা আসিয়া উদয় হইতে লাগিল, তাঁহার প্রথম চিন্তা ঐ তিন ব্যক্তি কে? তাহারা যদি প্রকৃতই পথিক হইত তাহা হইলে যেরূপ সময়ে গৃহ দাহ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে তাহারা কখনই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিত না।

আর গৃহ দাহের সময়েই যদি তহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকে তাহা হইলে ডাকাইত গণের মসালের আলোকে, বা গৃহ দাহের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে, সেই জন মানব শূন্য স্থানে চৌকীদার নিশ্চয়ই তাহাদিগকে দেখিতে পাইত। সুতরাং ঐ সময়ে তাহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে কি তাহারা ডাকাইত দলের লোক? ডাকাইতি করিবার মানসে পথিকের ভান করিয়া তবে কি তাহারা অগ্রেই এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এই স্থানের সমস্ত অবস্থা উত্তমরূপ জানিয়া লইয়া, পরিশেষে তাহাদিগের দলের অপর লোক গুলি আসিয়া উপস্থিত হইলে, সকলে মিলিয়া এই ডাকাইতি করিয়া চলিয়া গিয়াছে? অবস্থা দেখিয়া ইহাই যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। দারোগা সাহেব মুসলমান ছিলেন কোন নবাবের বংশোদ্ভব বলিয়া তিনি সকলের নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিতেন, ও তিনি যে নবাবী বুদ্ধি ধারণ করিয়া থাকেন এই অহঙ্কার তিনি তাঁহার মনে রাখিতেন, সুতরাং তিনি তাঁহার সেই নবাবী বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

—:০:—

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই তিন দিবস দারোগা সাহেব সেই তিন জন পথিকের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, চৌকীদার দিগের দ্বারায় চারি দিকের সংবাদ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই তাহাদিগের কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না। চৌকীদারগণ মনে করিলে উহাদিগের সন্ধান অনায়াসেই পাইতে পারিত, কারণ তিন জন লোক একত্রে এক স্থান দিয়া দিবা ভাগে গমন করিয়াছে। অনেক লোক তাহাদিগকে গমন করিতে দেখিয়াছে, এরূপ অবস্থায় গ্রামের চৌকীদারগণ যে কেন এই সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহা পাঠকগণ অবগত হইতে না পারিলেও লেখক কিন্তু অবগত আছেন, কারণ তিনি অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া তাহাদিগের উপর কোন কোন কার্য্যের ভার দিয়া, সেই কার্য্য তাহাদিগের দ্বারা সমাপন করাইতে অনেক সময়েই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একটু মনে করিলে যে কার্য্য তাহারা অনায়াসেই সম্পন্ন করিতে পারিত, সেই কার্য্য পরিশেষে লেখককে নিজে সম্পন্ন করিতে হইয়াছে।

পল্লিগ্রামের পাঠকগণ তাঁহাদিগের গ্রামের চৌকীদার দিগের অবস্থা বিশেষ রূপেই অবগত আছেন সুতরাং তাহারা যেরূপ ভাবে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপন করিয়া থাকে, তাহা তাঁহাদিগের নিকট বর্ণন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তবে কলিকাতার

পাঠকগণের নিমিত্ত আমাকে কেবল এইমাত্র বলিতে হইতেছে যে, আজকাল পল্লিগ্রামে ডাকাইতির সংখ্যা দিন দিন এত বাড়িয়া যাইতেছে কেন, তাহার কারণ তাঁহারা কখন কি অনুসন্ধান করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন তাহা হইলে একটু অনুসন্ধান করিলেই তাঁহারা অবগত হইতে পারিবেন যে, চৌকিদার দিগের সহিত আজ কাল কেবল বেতন লইবার সম্পর্ক। গ্রামে কোন নূতন লোক আসিল কি না, গ্রামের ভিতর কোন লোক কোন রূপ চুরি ডাকাইতি করিবার কোনরূপ বন্দোবস্ত বা সড়যন্ত্র করিতেছে কি না, অপহৃত দ্রব্য গ্রামের কোন স্থানে আসিতেছে কি না, সেই সমস্তর দিকে তাহাদিগের একেবারেই দৃষ্টি নাই ও দেখিবার সময়ও নাই; তাহারা সর্ব্বদাই নিজের চাষ আবাদ লইয়া ব্যস্ত থাকে, সমস্ত দিবস প্রায় মাঠেই তাহাদিগকে অতিবাহিত করিতে হয়। সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার পর ও সময় সময় অধিক রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া আহারাদি করিবার পর, তাহারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়া শয়ন করে; সুতরাং রাত্রিকালে বাহির হইয়া গ্রামের মধ্যে চৌকিদেওয়ার কথাটা প্রায় তাহাদিগের বিছানার উপর হইতে হয়। আর যাহাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে বা যাহারা জানিতে পারে যে, কোন পুলিস কর্ম্মচারী সেই রাত্রিতে সেই গ্রামে রোঁদে আসিবে, তাহা হইলে সে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবার পর একবার অনেক কষ্টে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কখন কখন ঘরের বাহির হইয়া থাকে। সুতরাং গ্রামের সংবাদ তাহারা কিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারিবে! সপ্তাহের মধ্যে তাহারা যে দিবস থানায় হাজিরা দিবার নিমিত্ত গমন করিয়া থাকে, সেই দিবস তাহারা সেই স্থানে গিয়া গ্রামের অবস্থা তাহারা যে উত্তম রূপে অবগত আছে তাহার ভান করিয়া থাকে। থানায় নিয়মিত রূপ তাহাদিগকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে। গ্রামের স্বাস্থ্য কেমন, গ্রামের ফসলের অবস্থা কেমন, গ্রামের মধ্যে কোন রূপ ঘটনা ঘটিয়াছে কি না, ভিন্ন স্থানের কোন লোক গ্রামের মধ্যে আসিয়াছে কি না, গ্রামের জন্ম মৃত্যু কি কি হইয়াছে। চোর বদমায়েসগণ কি কি কার্য্য করিয়াছে, তাহারা প্রত্যহ রাত্রিতে বাড়ীতে হাজির ছিল কি না, অপর স্থান হইতে কোন লোকজন তাহাদিগের নিকট আশা যাওয়া করিয়াছে কি না, সরকার বাহাদুরের বিপক্ষে কোন ব্যক্তি কোন রূপ সড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে কিনা, গুলি বারুদ প্রভৃতি কেহ কোনরূপে সংগ্রহ করিতেছে কি না, কোন স্থানে কোনরূপ সভা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে কি না, প্রভৃতি নানারূপ প্রশ্ন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা এই সকল বিষয়ের সংবাদ কিছুমাত্র অবগত না থাকিলেও, অনায়াসে তাহার উত্তর প্রদান

করিয়া থাকে। ইহাদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট নানারূপ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও দেশের শাসনের দিকে দৃষ্টিপাত করা হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে ইহাদিগের দ্বারা তাঁহারা দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্ত সংবাদ প্রাপ্ত হন। সংবাদ যে পাইয়া থাকেন সে সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সকল সংবাদ অধিকাংশই চৌকিদার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের কপোল কল্পিত মাত্র। সে যাহা হউক চৌকিদারগণ যদি তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথারূপে সম্পন্ন করিত তাহা হইলে পল্লিগ্রামে ডাকাইতির সংখ্যা কখনই এতদূর বর্দ্ধিত হইত না। সে যাহা হউক স্থানীয় চৌকিদার গণের মধ্যে কেহই বলিতে পারিল না, ঐ তিন জন লোক কোন দিকে গমন করিয়াছে।

দারোগা সাহেব যখন দেখিলেন যে ঐ তিন জন লোকের কেহই কোনরূপ সন্ধান দিতে পারিল না, তখন তাঁহার মনে, যে ধারণা হইয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল; তখন তিনি মনে করিলেন ঐ দোকান দার যে বলিতেছে তাহার দোকানে তিনজন অপরিচিত লোক আসিয়াছিল কিন্তু ঐ কয়েকজন দোকানদার ভিন্ন এ কথাতো আর কেহ বলিতেছে না। উহারা যে সত্য কথা বলিতেছে তাহার প্রমাণ কি? তিন তিন জন অপরিচিত লোক যখন তাহার দোকানে রহিল তখন কোন সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সে দোকান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন বাড়ীতে গমন করিল; সে নিশ্চয়ই ইহা জানিত যে উহারা মনে করিলে রাত্রিতে তাহার দোকানের সমস্ত দ্রব্য অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় কোন দোকান-দার অপরিচিত লোকের হস্তে তাহার যথা সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া কখনই স্থির থাকিতে পারে না।

এখন দারোগা সাহেবের মনে হইল ঐ দোকান দার যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা। কোন লোক তাহার দোকানে আইসে নাই বা কোন লোক রাত্রিকালে সেই স্থানে ছিল না। উহাদিগের দোকানে কোনরূপ ডাকাইতি হয় নাই তাহাদিগের গ্রামের চৌকিদারকে দিয়া মিথ্যা কথা বলাইয়াছে, উহারা দোকানে বিশেষ রূপ লাভ করিতে পারে না; মহাজন দিগের নিকট হইতে দেনায় মাল আনিয়া ঐ রূপ অপব্যয় করিয়াছে। এখন মহাজন দিগকে ফাঁকি দিবার মানসে কয়েকজন দোকান দার এক পরামর্শ হইয়া তাহাদিগের ভগ্ন ঘরে অগ্নি প্রদান করিয়া, এখন সকলকে বলিতেছে যে ডাকাইতগণ তাহাদিগের দোকানে ডাকাইতি করিয়া দোকানের দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া, পরিশেষে দোকান ঘরে অগ্নি প্রদান করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া দারোগা সাহেব এখন তাহারই অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন

কোন্ দোকানদারের মহাজন কে, তাঁহাদিগের নিকট কাহার কত টাকা দেনা। ও অপরাপর লোক দিগের নিকটই বা তাহাদিগের কোন দেনা আছে কি না, এখন তাহারই অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। দোকানে পূর্ব্বদিবস কি কি দ্রব্য মজুত ছিল তাহারও সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; দোকানদারগণ তাহাদিগের বাক্সে যে সকল নগত টাকা ও অলঙ্কার আদি ছিল বলিয়াছিল, তাহা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। ডাকাইতি মকর্দ্দমা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহারই প্রমাণ করিবার নিমিত্ত দারোগা সাহেব তখন তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নবাবী বুদ্ধিতে যাহা উদয় হইল, এখন তিনি তাহারই উপর নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন।

—:০:—

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী অনুচরের সহিত সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া প্রায় ক্রোশাবধি গমন করিবার পর, ঐ গৃহ দাহের অগ্নি তাঁহার নয়ন গোচর হইল, কিন্তু তিনি সেই সময় কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না, যে দোকানে তাঁহারা রাত্রির কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন সেই দোকানে ডাকাইতি হইয়াছে, ও তাহাদিগের কর্ত্তৃকই ঐ সকল গৃহ ভস্মে পরিণত হইতেছে। কিন্তু তিনি যে কার্য্যে গমন করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় ক্রমে, তিনি ঐ ডাকাইতি ও ঐ গৃহদাহের অবস্থা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে কার্য্যে ঐ প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, সেই কার্য্য সমাপন করিতে সেই স্থানে তাঁহার প্রায় পনের দিবস অতিবাহিত করিতে হয়। তিনি আপন কার্য্য সমাপন করিয়া এক দিবস অপরাহ্ণে তাঁহার অনুচরের সহিত সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। কয়েক ক্রোশ গমন করিবার পরই রাত্রি হইয়া পড়ে, সুতরাং রাত্রি অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কোন স্থানের অনুসন্ধান করিতে হয়।

নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামে জনৈক বেনিয়ার বাস ছিল, তাহার অবস্থা নিকটবর্ত্তী স্থানের ব্যক্তিগণের অপেক্ষা একটু ভাল ছিল, ও তাহার বাড়ী ঘরের অবস্থাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। কর্ম্মচারী অনন্যোপায় হইয়া সেই রাত্রির জন্য তাহারই বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রায় পনের দিবস কাল সেই প্রদেশে অতিবাহিত করায়, ঐ সকল স্থানের অনেক অবস্থা তিনি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। জানিতে পারিয়াছিলেন ঐ প্রদেশের থানাদার কে ও কোথায় থাকেন, ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ কখন সেই সকল স্থানে আগমন করেন কি না।

এই সকল বিষয় অবগত হইতে পারায়

তাঁহার সেই স্থানে পরিচয় দিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তিনি সেই বেনিয়ার বাড়িতে গমন করিয়া, জমিদারের কর্ম্মচারী বলিয়া তাহার নিকট আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিলেন ; ও কহিলেন, জমিদারের কোন কার্য্য উপলক্ষে তাঁহারা সেই প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন, কার্য্য শেষ করিয়া এখন তাঁহারা প্রত্যাগমন করিতেছেন। এইরূপ পরিচয় দিয়া তাঁহারা সেই স্থানে রাত্রি অতি-বাহিত করিবার ইচ্ছা করিলেন।

যাঁহার বাড়ীতে তাঁহারা আগমন করিয়া-ছিলেন তিনি বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাদিগের থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, ও উপস্থিত মত যেরূপ হইতে পারে, সেইরূপ আহারাদির ও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কর্ম্মচারী তাঁহার অনুচরের সহিত আহারাদি সমাপন করিয়া, যে ঘরে তাঁহাদিগের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেই স্থানে সেই রাত্রির জন্য শয়ন করিলেন।

যাঁহার বাড়ীতে তাঁহারা অতিথি হইয়া-ছিলেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহারা নিদ্রিত না হইলেন সেই পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাদিগের নিকট উপবেশন করিয়া নানারূপ কথা বার্ত্তায় তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সহিত নানারূপ কথা বার্ত্তায় কর্ম্মচারী অবগত হইতে পারিলেন যে, ঐ প্রদেশে সেই সময় ডাকাইতির ভয়ানক উপদ্রব হইয়াছে, এমন কোন সপ্তাহ প্রায়ই অতিবাহিত হয় না যে কোন না কোন গ্রামে ডাকাইতি না হয়। ঐ প্রদেশে এক বৎসরের মধ্যে যত গুলি ডাকাইতি হইয়াছে, পুলিস তাহার একটীরও কিনারা করিতে সমর্থ হয় নাই। ডাকাইতির সংবাদ পাইবামাত্রই থানা হইতে দারোগা সাহেব সেই স্থানে উপস্থিত হন, দুই চারি দিন সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া পরিশেষে আপন থানায় প্রস্থান করেন। ঐ সকল ডাকাইতি মক-দ্দমার যাহাতে কোনরূপে কিনারা হয় তাহার নিমিত্ত তিনি প্রাণপনে যত্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট ক্রমেই হউক, বা তাহাদিগের বাড়াতে ডাকাইতি হয়, তাহাদিগের ভাগ্য ক্রমেই হউক ঐ সকল ডাকাইতির একটীরও কিনারা হয় না।

পরিশেষে যাহাতে কোনরূপে নিজের চাকুরি বজায় রাখিতে পারেন, তাহার দিকে তাহাকে কাজেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। কোনটী বা মিথ্যা, কোনটী বা ডাকাইতি নহে ডাকা-ইতির উদ্যোগ মাত্র, কোনটী বা ডাকাইতি নহে কেবল চুরি—কারণ পাঁচ জন বা তাহার অধিক লোক যে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোনটী বা সত্য কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাহার কোনরূপ কিনারা হয় নাই। এইরূপ নানাপ্রকারে উপরওয়ালাকে বুঝাইয়া দারোগা সাহেব কোন গতিকে দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন।

কর্ম্মচারী তাঁহার আশ্রয় দাতার নিকট যাহা শুনিলেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন, কারণ সেই প্রদেশে তাঁহার সেই সামান্য দিবস অতিবাহিত করিবার কালীন যে দোকানে তিনি কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিয়াছিলেন সেই দোকানে যে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছিল তাহা তিনি পূর্ব্বেই অবগত হইতে পারিয়াছিলেন।

সেই সময়ে সেই বেনিয়া কর্তৃক এইরূপ ডাকাইতির কথা উল্লেখ হওয়ায়, কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার যে সকল কথা হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

কর্ম্ম। আজ কাল যত ডাকাইতি হইতেছে, ইহার পূর্ব্বে সেইরূপ ডাকাইতি হইত না ?

বেনিয়া। না।

কর্ম্ম। কত দিবস হইতে ডাকাইতি বাড়িয়া গিয়াছে ?

বেনিয়া। প্রায় এক বৎসর হইতে।

কর্ম্ম। ইহার কারণ কি ?

বেনিয়া। বিশেষ কারণ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, তবে গত দুই বৎসর হইতে এদেশে ভাল রূপ ফসল জন্মায় নাই, দ্রব্য সামগ্রী অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে, দরিদ্র লোকের বিশেষরূপ অন্ন কষ্ট হইয়াছে এই সকল কারনেই বোধ হয় ডাকাইতির সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে।

কর্ম্ম। সম্ভব। ডাকাইতগণ প্রায়ই কি রূপের দ্রব্য সকল অপহরণ করিয়া থাকে ?

বেনিয়া। টাকা কড়ি অলঙ্কার পত্র প্রভৃতি যাহা পায় তাহাই লইয়া যায়, তৎব্যতীত চাউল, গম, ছোলা, মটর, প্রভৃতি যে সকল শস্য পায় তাহাও লইয়া যায়।

কর্ম্ম। কিরূপ লোকের বাড়ীতে উহারা প্রায়ই ডাকাইতি করিয়া থাকে ?

বেনিয়া। বেনিয়া বা মুদির দোকানের দিকেই উহাদিগের লক্ষ্য অধিক।

কর্ম্ম। দোকান ব্যতীত অপর কোন স্থানে কি উহারা ডাকাইতি করে না ?

বেনিয়া। করে বই কি। উহাদিগের ভয়ে আমরা এক রাত্রিও নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইতে পারি না।

কর্ম্ম। আপনারা এই স্থানের বাসন্দা, আপনারা যেরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হন অপর আর কেহই সেরূপ পায় না। আপনার বিবেচনায় এই সকল ডাকাইতি কাহাদিগের দ্বারায় সম্পন্ন হইয়া থাকে ?

বেনিয়া। কোন ভদ্র লোকের দ্বারা এ কার্য্য হয় না, ছোট লোক দিগের দ্বারাই এই কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি যে কাহারা তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন বদমায়েস দিগের দ্বারা যে এই কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কর্ম্ম। ডাকাইতি করিবার সময় উহারা কখন আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে কি ?

বেনিয়া। এ পর্য্যন্ত কখন আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করার কথা শুনি নাই।

কর্ম্ম। তবে উহারা কি অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে?

বেনিয়া। লাঠি ও মসাল।

কর্ম্ম। এ পর্য্যন্ত কোন ডাকাইতিতে কোন লোক ধৃত হয় নাই?

বেনিয়া। কেহ যে কখন ধরা পড়িয়াছে, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত শুনি নাই।

কর্ম্ম। পুলিস কর্ম্মচারিগণ এই সকল ডাকাইতি নিবারনের নিমিত্ত কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন?

বেনিয়া। তাঁহারা যে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি। ডাকাইতি হইয়া গেলে তাঁহারা ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন, ও দুই তিন দিবস অনুসন্ধানের পর সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন, ইহাইতো দেখিতে পাই. ডাকাইতি নিবারণের নিমিত্ত ভিতরে ভিতরে যদি কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন তাহা আমরা অবগত নহি।

সেই বেনিয়ার সহিত এইরূপে কর্ম্মচারীর নানারূপ কথা হইতে হইতে ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল। বেনিয়া শয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিল, কর্ম্মচারীও বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

—:০:—

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মচারী ও তাঁহার অনুচর ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যে সেই স্থানে কতকক্ষণ নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না, একটী ভয়ানক গোলযোগে হঠাৎ তাঁহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার পর তাঁহারা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন তাহাই তাঁহাদের সম্মুখে ঘটিতেছে। সেই বেনিয়ার বাড়ীতেই ডাকাইত পড়িয়াছে, তাহারই যথা সর্ব্বস্ব অপহৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বাড়ীর সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত মসাল হস্তে ডাকাইতগণ ভীষণ চিৎকারের সহিত এদিক ওদিক ছুটিতেছে, কেহবা বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে. কেহবা লাঠি লইয়া বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ও পথের উপর বিকট চিৎকারের সহিত ঘাঁটি দিতেছে। গ্রামের লোকজন একত্রিত হইয়া ডাকাইতগণের হস্ত হইতে সেই বেনিয়ার ধন সম্পত্তি, ও তাহাদিগের জীবন রক্ষার নিমিত্ত সেইদিকে আসিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ঐ ঘাঁটিরক্ষক দিগের প্রতিবন্ধকাচরণে কেহই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

কর্ম্মচারী ও তাঁহার অনুচর বাহিরের যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই ঘর হইতে এই অবস্থা দৃষ্টি করিয়া, সেই সময় কি কর্ত্তব্য

তাহা হঠাৎ স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না; মনে করিলেন তাঁহারা জমিদারের কর্ম্মচারী পরিচয়ে সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেও তাঁহারা পুলিস কর্ম্মচারী। এই ডাকাইত ধরিবার নিমিত্ত তাঁহারা নিযুক্ত না হইলেও যখন তাঁহাদিগের সম্মুখে এইরূপ ভয়ানক ডাকাইতি হইতেছে তখন তাহার প্রতি বিধানের চেষ্টা না করিয়াই বা কিরূপে তাঁহারা সেইস্থানে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারেন!

একবার মনে করিলেন তাঁহারা ঐ ডাকাইত দলের সম্মুখীন হইয়া এই ডাকাইতির প্রতিবন্ধকাচরণের চেষ্টা করেন; যদি কৃত কার্য্য হইতে পারেন ভালই নতুবা ইহাতে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কিছু মাত্র ত্রুটী হইবে না। কিন্তু পরক্ষনেই আবার ভাবিলেন, ডাকাইতগণ সংখ্যায় অধিক, আর তাঁহারা কেবলমাত্র দুই জন, এরূপ অবস্থায় যদি তাঁহারা উহাদিগের সম্মুখীন হন, তাহা হইলে উহাদিগকে ধৃত করা বা উহাদিগকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্তি করা কোন ক্রমেই তাঁহাদিগের সাধ্যায়ত্ত হইবে না। বিশেষ তাঁহাদিগকেই বিশেষরূপে পরাজিত বা আঘাতিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক, তাহাদিগকে ঐ ডাকাইতগণ হত না করিয়া তাহাদিগের পথ পরিষ্কার না করিবে তাহাই বা কে বলিতে পারে!

মনে মনে এইরূপ উপস্থিত মত নানারূপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা বিশেষ কোনরূপ মিমাংসায় আসিয়া উপনীত হইতে পারিলেন না; বিশেষ সেইরূপ অবস্থায় কোনরূপ চিন্তা করিয়া কার্য্যে হস্তার্পন করিবার সময়ও ছিল না।

যে ঘরে কর্ম্মচারী দ্বয় শয়ন করিয়া ছিলেন সেই ঘরে একটী প্রদীপ জলিতেছিল কর্ম্মচারী সেই আলোটী নির্ব্বাপিত করিয়া চুপে চুপে তাঁহার অনুচরকে কহিলেন মরিতে প্রস্তুত হও, তোমার লাঠিগাছটী লইয়া আত্ম রক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাক, আমার রিভলভারটী যত দিবস পর্য্যন্ত আমার নিকট আছে তাহার মধ্যে সে কখন মানব রক্ত পান করে নাই, আজ দেখি তাহার সেই লালসা আছে কি না। এই বলিয়া কর্ম্মচারী সেই অন্ধকারের ভিতর তাঁহার ব্যাগটী খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী ছয় নালা রিভলভার বাহির করিয়া তাহাতে ছয়টী গুলি পুরিয়া ঠিক করিয়া লইলেন।

সরকারী কার্য্যউপলক্ষ্যে কর্ম্মচারীকে সময় সময় প্রায়ই বিদেশে গমন করিতে হইত সুতরাং আত্ম রক্ষার নিমিত্ত একটী ছয় নালা রিভলভার ও এক বাক্স কারটিজ বা গুলি তিনি সর্ব্বদা আপনার সঙ্গে রাখিতেন। ইহার দ্বারা তিনি সময় সময় অনেক উপকার ও পাইতেন; দস্যু তস্করের হস্তে কখন পতিত না হইলেও হিংস্র জন্তুর হস্তে তাঁহাকে অনেক সময় পতিত হইতে হইত কিন্তু রিভলভারের অওয়াজ শুনিলে আর তাহারা

সেই স্থানে দাঁড়াইত না। সময় সময় তিনি উহার দ্বারা বিশেষ রূপ উপকার প্রাপ্ত হইতেন বলিয়া ভিন্ন স্থানে গমন করিবার সময় তিনি কখনই উহা ছাড়িতেন না। যে ব্যাগের ভিতর তাঁহার আবশ্যকীয় কাগজ পত্র ও টাকা কড়ি থাকিত, উহা তিনি তাহার ভিতরই রাখিয়া দিতেন, ও যে স্থানে গমন করিতেন ব্যাগটীও নিজহস্তে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। এবারও ঐ ব্যাগটী তাঁহার সঙ্গে ছিল সুতরাং রিভলভারটী ও গুলির বাক্সটীও উহার ভিতর ছিল।

দেখিতে দেখিতে ডাকাইত দলের কতক গুলি লোক সেই বেনিয়ার সদর দরজা ভাঙ্গিয়া তাহার বাড়ীর ভিতর প্রজ্জ্বলিত মসাল হস্তে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগের আর্ত্তনাদ সকলের কর্ণ বধির করিয়া তুলিতে লাগিল।

এই অবস্থা দর্শন ও আর্ত্তনাদ শ্রবন করিয়া কর্ম্মচারী আর কাল বিলম্ব করিলেন না; সেই গুলি ভরা রিভলভার ও গুলির বাক্সটী হস্তে করিয়া তিনি তাঁহার শয়ন ঘর হইতে বহির্গত হইলেন, বলা বাহুল্য তাঁহার সেই পরিচারকও লাঠি হস্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে আসিল।

যে সকল ডাকাইত লাঠি লইয়া সেই স্থানে পাহারা দিতেছিল তাহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি কর্ম্মচারী ও তাঁহার অনুচরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমন করিবার নিমিত্ত সেই দিকে ধাববান হইল। কর্ম্মচারীর তখন ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না, এইরূপ অবস্থায় তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য চিন্তা না করিয়াই, তাঁহার দিকে লাঠিহস্তে অগ্রবর্ত্তী সেই ডাকাইতকে লক্ষ্য করিয়া একটী গুলি ছুঁড়িলেন। প্রবল শব্দের সহিত সেই গুলি সেই ডাকাইতের অঙ্গভেদ করিয়া তাহাকে সেই স্থানে পাতিত করিল। সেই ডাকাইতের হস্তস্থিত বংশ দণ্ড সেই স্থানের এক দিকে পড়িয়া গেল, সেও সেই স্থান হইতে আর উঠিতে পারিল না।

এই অবস্থা দেখিয়া আর একজন ডাকাইত পুনরায় সেই দিকে অগ্রগামী হইল, দেখিতে দেখিতে পুনরায় আগ্নেয় অস্ত্রের ভীষণ শব্দ সকলের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, সেই ডাকাইতও তাহার হস্তস্থিত বংশ দণ্ডের সহিত সেই স্থানের মৃত্তিকা আশ্রয় করিল।

গ্রামের যে সকল লোক ডাকাইতি নিবারণ মানসে সমবেত হইয়া দূরে অপেক্ষা করিতেছিল, অথচ ডাকাইতগণের প্রবল লাঠির জোরে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, তাহারা আগ্নেয় অস্ত্রের শব্দ শুনিয়া ভাবিল এবার ডাকাইতগণ ডাকাইতি করিবার সময় আগ্নেয় অস্ত্র ব্যাবহার করিতেছে, সুতরাং নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে দণ্ডায়মান হওয়া আর কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। এই ভাবিয়া সকলেই সেই স্থান হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

ডাকইতগণ যখন বুঝিতে পারিল তাহাদিগের উপর আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার হইতে যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন সেই স্থানে আর ডাকাইতি করা কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে, বা সেই স্থানে আর কাল বিলম্ব করাও যুক্তি যুক্ত নহে। তাহারা যতক্ষণ সেই স্থানে থাকিবে ততক্ষণই তাহাদিগের দলের লোকহানি হইবার সম্ভাবনা।

ডাকাইতগণ এইরূপ ভাবিয়া কেমন একটী শব্দ করিয়া উঠিল, সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটী ভয়ঙ্কর চিৎকার ধ্বনি গগন ভেদ করিয়া, গ্রামের গৃহে গৃহে বৃক্ষে বৃক্ষে প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। যে সময় দুইটী ডাকা-ইত আগ্নেয় অস্ত্রে আহত হইয়া সেই স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহার অতি অল্পমাত্র পূর্ব্বে ডাকাইতগণ সেই বেনিয়ার বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাহারা কোন দ্রব্য অপহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। যে সময় সেই ডাকাইতগণের সেই ভয়ানক শব্দ উত্থিত হয় সেই সময় বাড়ীর ভিতর হইতে সমস্ত ডাকাইতগণ বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হয়, ও সেই আহত ডাকাইত দিগকে উঠাইয়া লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার চেষ্টা করে।

কর্ম্মচারী এই অবস্থা দৃষ্টে তাঁহার হস্তস্থিত রিভলভারের অবশিষ্ট চারিটী গুলি তাহাদিগের উপর প্রয়োগ করিলেন। ডাকা-ইতগণ আর তিলার্দ্ধ সেই স্থানে অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া গেল। কর্ম্মচারীও ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার রিভলভারে আর ছয়টী গুলি পুরিয়া ঐ ডাকাইত দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহার উপর লক্ষ্য করিয়া তিনি গুলি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইলেন না, কারণ সেই বাড়ী হইতে বহির্গত হইবার সময় তাহারা তাহাদিগের হস্তস্থিত প্রজ্জ্বলিত মসাল সকল সেই বাড়ীর সম্মুখে পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারের আশ্রয় লইয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। কর্ম্মচারী যে পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেন তাঁহার গুলি ডাকাইতগণকে আঘাতিত করিতে সমর্থ হইবে সেই পর্য্যন্ত তিনি সেই দিকে গুলি প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। ঐ ছয়টী গুলিও এইরূপে শেষ হইয়া গেলে তিনি আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন ও দুইটী প্রজ্জ্বলিত মসাল উঠাইয়া লইয়া তাঁহার অনুচরের সহিত সেই স্থান পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ডাকাইতগণ প্রস্থান করিয়াছে জানিতে পারিয়া সেই পাড়ার লোক জন দুই একজন করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

কর্ম্মচারী ও তাঁহার অনুচর তাহাদিগের নিকট অপরিচিত ছিলেন, অথচ তাঁহাদিগের হস্তে মসাল দেখিয়া প্রথমতঃ তঁহাদিগকে ডাকাইত বলিয়া তাহাদিগের মনে সন্দেহ হইল, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাদিগের নিকট

অবস্থা অবগত হইয়া, তাহাদিগের সাহস হইল, ও তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পাড়ার দুই চারি জন লোক সেই বেনিয়ার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিল "আর কোন ভয় নাই ডাকাইতগণ প্রস্থান করিয়াছে।"

উহাদিগকে দেখিয়া বেনিয়ার সাহস হইল, বাড়ীর স্ত্রীলোকগণের অনুসন্ধান করিল, ও কহিল তোমরা কে কোথায় আছ বাহির হও, আর ভয় নাই ডাকাইতগণ প্রস্থান করিয়াছে।

বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ ভয়ে অতিশয় ভীতা হইয়া, যে যে স্থানে সুবিধা পাইয়াছিল সে সেই স্থানে গিয়া লুকাইয়াছিল, তাহারা বেনিয়ার কথা শুনিয়া একে একে বাহিরে আসিল।

বেনিয়া পরিশেষে তাহার ঘরের অবস্থা উত্তমরূপে দেখিল, দেখিল ডাকাইতগণ তাহার বাক্স পেট্‌রা সকল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কোনটী বা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ মূল্যবান কোন দ্রব্য তাহারা গ্রহণ করে নাই।

ডাকাইতগণ, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার সময় সেই বেনিয়া তাহার ঘর পরিত্যাগ করিয়া একটী খালি ঘরের ভিতর গিয়া লুকাইয়াছিল, সুতরাং ডাকাইতগণ ডাকাইতি করিতে আসিয়া, ডাকাইতি না করিয়া যে কেন প্রস্থান করিয়াছে তাহার কিছুমাত্র সে অবগত ছিলনা, পরিশেষে সমস্ত অবস্থা শুনিয়া জানিতে পারিল যে তাহার বাড়ীতে সেই রাত্রিতে যাহারা অতিথি হইয়া আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারাই তাহাকে আজ এই ভয়ানক বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিমিত্তই তাহার কোন দ্রব্য অপহৃত হয় নাই, নতুবা আজ তাহার যথা সর্ব্বস্ব অপহৃত হইত ও তাহাকে পথের ভিকারী হইয়া পরিবার বর্গের সহিত অন্ন কষ্ট সহ্য করিতে হইত।

সেই অপরের জন্য তাহাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ইহা জানিতে পারিয়া তাহারা সপরিবারে আসিয়া উহা-দিগের পদ যুগল জড়াইয়া ধরিল। কর্ম্মচারী বহু মিষ্ট কথায় উহাদিগকে শান্ত করিয়া বাহিরে আগমন করিলেন, সেই বেনিয়া ও প্রতিবেশী কয়েকজন ও তাঁহার সহিত বাহির হইয়া আসিল। সকলে বাহিরে আসিলে কর্ম্মচারী তাহাদিগকে কহিলেন, তিনি ডাকা-ইতদিগের উপর এক এক করিয়া ক্রমে বারটী গুলি মারিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত গুলিই যে একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে তাহা তাঁহার বোধ হয় না, বিশেষ দুই জনকে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইতে তিনি নিজ চক্ষ্যে দেখিয়াছেন কিন্তু এখন আর তাহাদিগকে দেখিতে পাই-তেছেন না, বোধ হয় উহাদিগের দলস্থিত ব্যক্তিগণ উহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় নিকটবর্ত্তী স্থান সকল এখন

উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কারণ যদি উহাদিগের কাহাকেও পাওয়া যায় তাহা হইলে সকলেই জানিতে পারিবেন কাহাদিগের দ্বারা এই সকল ডাকাইতি হইতেছে, ও ভবিষ্যতে এই সকল ডাকাইতি একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে।

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া সকলেই ডাকাইত দিগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, কেহবা প্রজ্জ্বলিত মসাল উঠাইয়া লইল, কেহ বা লণ্ঠন বাহির করিয়া আনিল, কেহ বা অন্ধকারেই চলিল, এইরূপ সকলে সেই বাড়ীর ভিতর ও বাহিরে প্রথমতঃ অনুসন্ধান করিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। যে স্থানে দুইব্যক্তি আহত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সেই স্থানে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না, পরিশেষে বাড়ীর বাহিরে ও যে দিক দিয়া ডাকাইতগণ প্রস্থান করিয়াছিল, সেই দিকে অনুসন্ধান করিবার সময় একব্যক্তি চিৎকার করিয়া উঠিল ও কহিল ঐ স্থানে কি একটী পড়িয়া রহিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র এক ব্যক্তি একটী মসাল হস্তে সেইদিকে ছুটিল ও দেখিল এক ব্যক্তি গুলির আঘাতে আহত হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার উরুদেশে বিষম আঘাত পাওয়ায় তাহার চলিবার ক্ষমতা নাই উহাকে দেখিয়া কেহই চিনিতে পারিল না, সে কে, বা কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করায় সে কোন কথার উত্তর প্রদান না করিয়া কেবল ইঙ্গিত দ্বারা জলপান করিতে চাহিল, কর্ম্মচারী সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি একজনকে জল আনিতে কহিলেন। সে একঘটি জল আনিলে তাহা হইতে কিছু তাহার মুখে চক্ষ্যে ও মস্তকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট তাহাকে পান করিতে দিলেন। জলপানে সে একটু সুস্থ হইল, কিন্তু তাহার চলিবার ক্ষমতা ছিল না। কর্ম্মচারী তখন কয়েকজন লোকের সাহায্যে তাহাকে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া সেই বেনিয়ার বাড়ীর সম্মুখে লইয়া গেলেন ও সেই স্থানে তাহাকে মৃত্তিকার উপর রাখিয়া দিলেন ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া তাঁহার অনুমান হইল যে উহার উরুদেশের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

যে স্থানে ঐ আহত ব্যক্তিকে পওয়া গিয়াছিল তাহার কিছু দূর অন্তরে একটী সামান্য জঙ্গলের ভিতর হইতে একটী গোলযোগ উত্থিত হইল। কর্ম্মচারী ঐ গোলযোগ শুনিয়া সেই স্থানে গমন করিলেন, দেখিলেন সেই স্থানেও এক ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু উহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইতেছে না, বা উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন স্থানও নড়িতেছে না। তিনি উহার নিকট গিয়া উহাকে উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, দেখিলেন একটী গুলি উহার বক্ষ্যস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, ও অতি অল্প পূর্ব্বেই তাহার প্রাণবায়ুও

তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঐ মৃতদেহ যে স্থানে পড়িয়াছিল, সেই স্থানেই ও সেই অবস্থাতেই উহা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মচারী সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন ও নিজের থাকিবার স্থানের দিকে আগমন করিতে লাগিলেন।

পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন আরও দুই ব্যক্তি আহত হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু পলাইতে পারে নাই তাহারাও ধৃত হইয়াছে।

এই সংবাদ পাইবামাত্র যে দিকে উহারা ধৃত হইয়াছে সেই দিকে তিনি দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন, কিছুদূর গমন করিবার পরই তিনি দেখিতে পাইলেন গ্রামের কতক গুলি লোক একত্রিত হইয়া দুই ব্যক্তিকে বহন করিয়া আনায়ন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া কর্ম্মচারী বুঝিতে পারিলেন যে উহরাও বিশেষরূপে আহত হইয়াছে, দ্রুতবেগে পলায়ন করিবার ক্ষমতা উহাদিগের নাই। উহাদিগকেও তিনি তাঁহার থাকিবার স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানে, যেখানে আর এক ব্যক্তিকে পূর্ব্বে রাখিয়া দিয়াছিলেন সেই স্থানে রাখিয়া দিলেন।

উহারা ডাকাইত, ডাকাইতি করিতে আসিয়া আহত হইয়াছে, সুতরাং এখন যাহাতে তাহারা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত না হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা এখন সকলেরই কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া কর্ম্মচারী সেই বেনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ গ্রামে কোন ডাক্তার আছে কি?

বেনিয়া। না মহাশয়, এ গ্রামে কোন ডাক্তার নাই।

কর্ম্ম। নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে আছে?

বেনিয়া। নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে, এমন কি দশ ক্রোশের মধ্যে যে ডাক্তার আছে তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

কর্ম্ম। এইস্থান হইতে থানা কতদূর?

বেনিয়া। প্রায় পাঁচ ক্রোশ হইবে।

কর্ম্ম। এখানে ঘোঁড়া পাওয়া যায়?

বেনিয়া। এখানে অনেকেরই ঘোঁড়া আছে।

কর্ম্ম। তাহা হইলে এক কার্য্য কর, একজন বুদ্ধিমান লোককে এখনই ঘোঁড় সোয়ারে থানায় পাঠাইয়া দেও। সে সেই স্থানে গিয়া এই সকল কথা দারোগা সাহেবকে বলে, তাঁহারা আসিয়া যেরূপ ভাল বিবেচনা হয় করিবেন।

বেনিয়া। আমি এখনই ইহার বন্দোবস্ত করিতেছি।

কর্ম্ম। এ গ্রামে কি চৌকীদার নাই?

বেনিয়া। আছে বৈ কি?

কর্ম্ম। গ্রামে এত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ডাকাইতি খুন জখম হইয়া গিয়াছে, গ্রামস্থ সমস্ত লোক একত্রিত হইয়াছে কিন্তু কই চৌকীদারকেতো দেখিতে পাইতেছি না।

বেনিয়া। আমরাও তাহাকে দেখিতে পাই নাই। বোধ হয় সে গ্রামে নাই, স্থানান্তরে গমন করিয়া থাকিবে।

কর্ম্ম। এরূপ অবস্থায় কোন ক্রমেই আর কাল বিলম্ব করা যাইতে পারে না, যত শীঘ্র পারেন, দ্রুতগামী অশ্বারোহন করাইয়া কোন ব্যক্তিকে থানায় পাঠাইয়া দিন।

বেনিয়া। আমি এখনই তাহার বন্দোবস্ত করিতেছি।

এই বলিয়া সেই বেনিয়া থানায় সংবাদ পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। যে সময় এই ডাকাইতি হইতে আরম্ভ হয় সেই সময় রাত্রি অধিক ছিল না, ও এই সকল গোলযোগে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

—:০:—

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রভাত হইতে না হইতেই সেই বেনিয়া তাহার একটী দ্রুতগামী অশ্বে একটী লোককে থানায় পাঠাইয়া দিলেন। দারোগা সাহেব থানাতেই উপস্থিত ছিলেন। কেবল মাত্র তিনি নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন, এরূপ সময়ে সেই অশ্বারোহী গিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল তাহাকে দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট আসিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত প্রত্যূষে তুমি অশ্বারোহণে কোথা হইতে আসিতেছ?

আগন্তুক। আমাদিগের গ্রাম হইতে।

দারো। তোমাদিগের গ্রাম কোথায়?

আগ। এখান হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ হইবে।

দারো। এখানে কাহার নিকট আসিয়াছ?

আগ। আপনার নিকট।

দারো। আমার নিকট কেন, গ্রামে কোনরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে নাকি?

আগ। বিশেষ ঘটনা না ঘটিলে এত প্রত্যূষে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিব কেন।

দারো। কি ঘটনা ঘটিয়াছে?

আগ। ডাকাইতি, খুন, জখম,।

দারো। কাহার বাড়ীতে ডাকাইতি হইয়াছে।

আগ। বেনিয়ার বাড়ীতে।

দারো। ঐ বেনিয়াই কি হত হইয়াছে।

আগ। না।

দারো। তবে কে হত হইয়াছে?

আগ। একজন ডাকাইত।

দারো। জখম হইয়াছে কে?

আগ। ডাকাইতেরা।

দারো। কয়জন ডাকাইত জখম হইয়াছে?

আগ। তিন জনতো আমি দেখিয়াছি।

দারো। কে উহাদিগকে হত ও আহত করিয়াছে?

আগ। দুইজন লোক, তাহাদিগকে আমরা চিনি না।

দারো। কিরূপে উহাদিগকে হত ও আহত করিয়াছে।

আগ। গুলি মারিয়া।

দারো। উহারা বন্দুক পাইল কোথা ?

আগ। তাহা আমি বলিতে পারি না।

দারো। তাহারা এখন কোথায় ?

আগ। আমাদিগের গ্রামেই আছে।

দারো। উহারা পলাইয়া যাইবে না তো, উহাদিগকে চৌকিদারের জিম্মা করিয়া দেওয়া হইয়াছে কি ?

আগ। চৌকীদাকে এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আর তাহারা পলাইবার লোক বলিয়া বোধ হয় না।

দারো। যে ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে তাহার মৃতদেহ এখন কোথায় ?

আগ। সেই গ্রামের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া আছে।

দারো। আর যাহারা জখম হইয়াছে তাহারা কোথায় ?

আগ। সেই বেনিয়ার বাড়ীর সম্মুখেই আছে।

দারো। উহারা কাহারা ?

আগ। তাহা আমি জানি না, উহা-দিগকে ইতি পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই।

দারো। যে বেনিয়ার বাড়ীতে ডাকাইত পড়িয়াছিল তাহার কোন দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে কি ?

আগ। তাহা আমি বলিতে পারি না।

দারো। উহার বাড়ীর কেহ হত আহত হইয়াছে ?

আগ। না।

দারো। গ্রামের আর কোন ব্যক্তি হত বা আহত হয় নাই ?

আগ। আমি গ্রামের কাহাকেও হ বা আহত হইতে দেখি নাই।

ঐ আগন্তুকের নিকট এই সমস্ত বিষ অবগত হইয়া তিনি তাঁহার অধীনস্থ একজ কর্ম্মচারীকে ডাকিলেন, ও তিনি যাহা কিছু অবগত হইতে পারিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে অল্প কথায় বলিয়া, কয়েকজন কনষ্টবল সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদে সেই গ্রামে গমন করিতে আদেশ করিলেন নিজেও যত শীঘ্র পারে প্রস্তুত হইয়া তাঁহার ঘোঁড়ায় আরোহণ করিয়া সেই সংবাদ দাতার সহিত ঘটনাস্থলে গমন করিলেন।

দারোগা সাহেব ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়াই দেখিলেন, যে বেনিয়ার বাড়ীতে ডাকাইত পড়িয়াছিল, সেই বেনিয়া তাঁহার পরিচিত। তিনি প্রথমেই সেই বেনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে দুই ব্যক্তি এই সকল হত্যা ও জখম করিয়াছে, তাহারা কোথায়।"

কর্ম্মচারী সেই সময় সেই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন, তিনি দারোগা সাহেবের প্রথম কথা শুনিয়া ও তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারি-লেন তিনি কিরূপের কর্ম্মচারী, আরও বুঝিতে পারিলেন ইহার দ্বারা এই মকর্দ্দামার সুচারু-

রূপে অনুসন্ধান হইবার আশা কম। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া তিনি কহিলেন, "আমরা এই স্থানেই উপস্থিত আছি আমরাই উহাদিগকে হত ও আহত করিয়াছি।"

দারো। তোমরা হত্যা করিয়া স্থির ভাবে বসিয়া আছ। তোমাদের মনে কোন রূপ ভয় হয় নাই। তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ কি যে তোমরা কি ভয়ানক কার্য্য করিয়াছ।

কর্ম্ম। আপনি কি বলেন যে, এই স্থানে স্থির ভাবে বসিয়া না থাকিয়া এই স্থান হইতে পলায়ন করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য ছিল; যাহা হউক আমরা আমাদের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই এই স্থানে বসিয়া আছি! আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে আমরা কিরূপ ভয়ানক কার্য্য করিয়াছি। যখন এক কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি তখন আর ভয় করিয়া কি করিব?

দারো। আপনারা কাহারা?

কর্ম্ম। আমাদিগের পরিচয় লইবার আপনি যথেষ্ট সময় পাইবেন। এখন তিন তিন জন লোক সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া আপনার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, অগ্রে তাহাদিগের জীবন রক্ষার উপায় করুন, তাহার পর আমাদিগের পরিচয় গ্রহণ করিবেন।

বেনিয়া। ইহাঁরা আমাদিগের এই প্রদেশের জমীদারের কর্ম্মচারী।

দারো। ইহারা বড় জমীদারের লোক তাই আমার কথার উত্তর প্রদান করিতে অবমাননা বোধ করিতেছে। আমি শুনিয়াছি এ দেশের জমীদারের বাসস্থান কলিকাতায়, তিনি রাজা বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত।

কর্ম্ম। আমরা রাজারই চাকর।

দারো। তাঁহার অনেক অর্থ আছে?

কর্ম্ম। অনেক অর্থ ও অনেক রাজ্য আছে।

দারো। তোমাদিগের বাঁচাইবার জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন।

কর্ম্ম। আমার কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহারা অর্থ ব্যয় করিবেন কেন? তাঁহারা কিছু আমাকে খুন করিতে বলিয়া দেন নাই।

দারো। তোমরা যে বন্দুক দিয়া এই সকল নরহত্যা করিয়াছ, সেই বন্দুক কোথায়?

কর্ম্ম। আমাদিগের নিকট কোন বন্দুক নাই।

দারো। তবে কি দিয়া ইহাদিগকে হত ও আহত করিয়াছ?

কর্ম্ম। রিভলভার দিয়া।

দারো। তাহা কোথায়?

কর্ম্ম। আমার নিকট আছে।

দারো। উহা আমি চাই।

কর্ম্ম। লইবেন।

দারো। এখনই দেও।

কর্ম্ম। রিভলভারের জন্য আপনি এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? আমি এই স্থানেই

আছি, রিভলভারও আমার নিকট আছে। আপনার যখন ইচ্ছা হয় তখনই উহা লইতে পারেন। এখন আপনার অগ্রে দেখিবার কার্য্য অনেক আছে, সেই গুলি অগ্রে দেখা আপনার কর্ত্তব্য।

দারো। আমার কর্ত্তব্য আমি নিজে অবগত আছি, তাহা তোমার বলিবার কিছু মাত্র আবশ্যক নাই।

কর্ম্ম। বোধ হয় কিছু আবশ্যক আছে।

দারোগা সাহেব থানা হইতে আসিবার কালীন তাঁহার অধিনস্থ যে কর্ম্মচারীকে এই স্থানে আগমন করিতে বলিয়া আসিয়াছিলেন তিনি কয়েকজন কনষ্টবলের সহিত সেই সময় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দারোগা সাহেব সেই থানার ভার প্রাপ্ত সবইনস্পেক্টার, আর তাঁহার অধিনস্থ সেই কর্ম্মচারী ঐ থানার একজন পুরাতন হেড্‌কনষ্টবল। দারোগা সাহেব তাঁহার থানার প্রধান কর্ম্মচারী হইলেও তিনি যত দিবস হইতে পুলিস বিভাগে কর্ম্ম করিতেছেন, ঐ হেডকনষ্টবল তাহার অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই বিভাগে নিযুক্ত আছেন।

দারোগা সাহেবের সহিত সেই কর্ম্মচারীর যেরূপ ভাবে কথা হইতেছিল তাহা তিনি একটু দূর হইতে সমস্ত শুনিতেছিলেন। দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়া তিনিও মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইলেন ও কহিলেন, ইহাঁর সহিত এখন বাগবিতণ্ডার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইনি যখন এইস্থানে উপস্থিত আছেন তখন সময় মত ইহাঁকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারিবে, অগ্রে জখমি দিগকে দেখিয়া তাহাদিগের বন্দোবস্ত করা আমাদিগের আবশ্যক, তৎ ব্যতীত উহারা কাহারা, ও উহাদিগের সহিত আর কোন কোন ব্যক্তি ডাকাইতি করিতে আসিয়াছিল তাহাও উহাদিগের নিকট হইতে অগ্রেই জানিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ যদি উহারা মরিয়া যায়, তাহা হইলে কোন কথা জানিতে পারা যাইবে না। এখন উহাদিগের নিকট হইতে ডাকাইতগণের নাম পাইলে তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করা যাইতে পারিবে ও তাহাদিগের নিকট হইতে অপরাপর ডাকাইতির মালও পাওয়া যাইতে পারে। আমাদিগের থানার এলাকায় এত গুলি ডাকইতি হইয়া গিয়াছে তাহার একটীর ও এ পর্য্যন্ত কিনারা হয় নাই বা কাহাদিগের দ্বারায় যে এই সকল ডাকাইতি হইতেছে তাহাও এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। যদি এবার একটু সুযোগ পাইয়াছেন, তাহা হইলে সেই সুযোগ নষ্ট আর করিবেন না।

হেডকনষ্টবলের কথা শুনিয়া দারোগা সাহেব তাঁহার উপর একটু রাগ ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তোমার যদি এরূপ বুদ্ধিই না হইবে তাহা হইলে তোমার এরূপ অবস্থা ঘটিবে কেন? তোমার বুদ্ধির দোষেই মরিবার সময় পর্য্যন্ত তোমাকে হেডকনষ্টবলি

করিতে হইবে। ইহাতেও কি তোমার কিছুমাত্র লজ্জা নাই।

হেড কং। তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আপনার মত দারোগাগিরি অপেক্ষা আমার হেড কনষ্টবলের কার্য্যই ভাল। আমি যাহা বলিলাম তাহা যদি আপনি অন্যায় বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমি আর কোন কথা বলিব না, কেবল আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই প্রতিপালন করিব মাত্র।

দারো। তুমি জান এই ব্যক্তি কি অপরাধ করিয়াছে?

হেড কং। জানি।

দারো। কি অপরাধ করিয়াছে?

হেড কং। আমার বিবেচনায় ইনি কোন অপরাধ করেন নাই। ডাকাইত দলকে হত ও আহত করিয়া খুব ভাল কার্য্যই করিয়াছেন, সরকার বাহাদুর যদি ইহার ঠিক অবস্থা জানিতে পারেন, তাহা হইলে ইহাঁদিগকে উত্তমরূপ পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

দারো। হত্যা করিলে লোকে যেরূপ পারিতোষিক পাইয়া থাকে ইহারাও সেই রূপ পারিতোষিক পাইবে।

হেঃকঃ। ইহাঁদিগকেও সেইরূপ পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

এই বলিয়া সেই হেডকনষ্টবল একটু দূরে গিয়া উপবেশন করিল।

দারোগা সাহেব তাঁহাকে দূরে গিয়া উপবেশন করিতে দেখিয়া কহিলেন "তুমি কি বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ যে দূরে গিয়া উপবেশন করিলে?

হেঃকঃ। আমি কোন কার্য্যের আদেশ পাই নাই, যে রূপ আদেশ পাইব সেই রূপ কার্য্য করিব। যে পর্য্যন্ত কোন আদেশ না পাই সেই পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিব না তো কি করিব।

দারো। এই দুই ব্যক্তির উপর খুনি মকর্দ্দামা দায়ের করিতে হইবে।

হেঃকঃ। করুন।

দারো। উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।

হেঃকঃ। উহাঁরা নিকটেই বসিয়া আছেন, গ্রেপ্তার করুন।

দারো। আমি উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলাম ও উহাদিগকে তোমার পাহারায় দিলাম।

হেঃকঃ। ভাল্‌ই।

দারো। উহাদিগকে দস্যুর মত হেঁপাজাতে লও।

হেঃকঃ। যখন আপনি বলিলেন উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আমার জিম্মায় দিলেন, তখন ইহাঁদিগকে হেঁপাজাতে রাখা হইয়াছে। ইহাঁরা যখন আমার জিম্মায় আছেন, আমি যেরূপ বিবেচনা করিব ইহাঁদিগকে রাখিয়া দিব; বাঁধিয়া রাখিতে হয়, বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় বা যেরূপেই রাখিতে হয়, আমার বিবেচনা

মত আমি সেই রূপই  ব। আমার পাহারা হইতে ইহাঁরা প  য়ন করেন, তাহা হইলে এখন আমিই তাহার জন্য দায়ী। সে সম্বন্ধে আপনাকে আর কিছুই দেখিতে হইবে না আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

এই বলিয়া সেই হেডকনষ্টবল যেস্থানে বসিয়া ছিলেন, সেই স্থান হইতে উঠিয়া উহাঁ-দিগের নিকট গিয়া উপবেশন করিলেন, ও দারোগা সাহেবকে কহিলেন, "আপনি যে এখন কি কার্য্য করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু পরিশেষে ইহার ফল-ভোগ করিবেন।"

দারো। আমি তোমার নিকট আইন শিক্ষা করিতে এখানে আসি নাই।

হেঃকঃ। তাহা আমি বলিতেছি না?

দারো। তবে কি বলিতেছ?

হেঃকঃ। আপনি যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ করিলেন, তাঁহাদিগের কোন পরিচয় লইয়াছেন কি?

দারো। উহারা জমিদারের গোমস্তা।

হেঃকঃ। তাহা আমার বোধ হয় না।

দারো। তোমার কি বোধ হয়?

হেঃকঃ। আমার বোধ হয় ইহাঁরা কোন রাজ কর্ম্মচারী হইবেন। বোধ হয় আপনার অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী।

দারো। ইহা তোমার কিরূপে বোধ হইতেছে?

হেঃকঃ। উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী না হইলে এরূপ ভাবে সাহসের উপর নির্ভর করিয়া ডাকাইত দলের মধ্যে প্রবেশ করিতে বা তাহাদিগকে গুলি করিতে অপর কাহারও সাহসে কুলায় না। বিশেষ উনি আপনাকে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন তাহা উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর মুখ ভিন্ন কখনই বহির্গত হইতে পারে না।

দারো। আমি তোমার ন্যায় ভয় পাইবার লোক নহি, তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করিবে কি না?

হেঃকঃ। আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি ও করিব।

দারো। যদি তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করিতে তাহা হইলে তুমি ইহাদি-দিগকে ঠিকমত হেঁপাজাতে লইতে?

হেঃকঃ। আমিতো বলিয়াছি যে আমি ইহাঁদিগকে হেঁপাজাতে লইয়াছি। ইহাঁরা আমার হস্ত হইতে পলাইয়া যায় তাহার জন্য আমিই দায়ী। এখানে হাত কড়ি নাই যে আমি ইহাঁদিগের হাতে হাত কড়ি লাগাইয়া দিব বা হাজত গৃহ নাই যে আমি তাহার ভিতর ইহাঁদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিব?

দারো। এখানে একটু দড়িও পাওয়া যায় না যে তুমি উহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পার না?

হেঃকঃ। ইহাঁরা ভদ্র লোক, ইহাঁরা পলাইবার লোক নহেন। যদি পলায়ন করাই ইহাদিগের ইচ্ছাছিল তাহা হইলে আপনার

এখানে আসিবার পূর্ব্বেই ইহাঁরা পলায়ন করিতেন।

দারো। তোমাকে লইয়া কার্য্য করা আমার পোষাইবে না, তুমি এখান হইতে এখনই চলিয়া যাও। গোফুর খাঁ কনষ্টবল তুমি ইহাদিগকে দস্তুর মত পাহারায় লও।

দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়া সেই হেডকনষ্টবল আর কোন কথা না বলিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া দারোগা সাহেব তাঁহাকে পুনরায় ডাকিলেন, কিন্তু সেই হেড-কনষ্টবল আর ফিরিলেন না। গোফুর খাঁ কনষ্ট-বল আসিয়া সেই কর্ম্মচারী ও তাঁহার অনু-চরকে নিজ জিম্মায় গ্রহণ করিয়া, এক গাছি দড়ির দ্বারা তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে বন্ধন পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে লইয়া গেল। কর্ম্ম-চারীও তাঁহার অনুচর কোনরূপ আপত্য না করিয়া অম্লান বদনে সমস্তই সহ্য করিলেন।

দারোগা সাহেবের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া গ্রামের যে সকল লোক সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, তাহারা নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। বেনিয়াও সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে আপনার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। দারোগা সাহেব, তাঁহার কয়েকজন কনষ্টবল, সেই কর্ম্মচারী ও তাঁহার অনুচর, এবং গ্রামের ছোট ছোট কতকগুলি বালক বালিকা সেই স্থানে রহিল।

দারোগা সাহেব ঐ রিভলভারটী পাইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু উহা যে কোথায় আছে তাহা তিনি এ পর্য্যন্ত জানিতেন না, সুতরাং বেনিয়ার বাড়ী অনু-সন্ধান করিয়া দেখিবার নিমিত্ত তিনি প্রস্তুত হইলেন। খানাতল্লাসি করিবার সময় সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, সুতরাং সেই কার্য্যের নিমিত্ত তিনি গ্রামের লোক দিগকে ডাকইতে লাগিলেন. কিন্তু কোন ব্যক্তিই তাঁহার নিকট আসিল না, তখন তিনি অতিশয় রাগান্বিত হইয়া কনষ্টবলগণকে আদেশ প্রদান করিলেন যে, গ্রামের মধ্যে যে কোন পুরুষ মানুষকে তাহারা দেখিতে পাইবে, তাহাদিগকে ধরিয়া তাঁহার নিকট আনায়ন করে।

গোফুর খাঁ ব্যতীত সকলেই দারোগা সাহেবের আদেশ প্রতিপালনের নিমিত্ত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল. কিন্তু দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে আর কেহই সেই স্থানে প্রত্যা-গমন করিল না।

সেই সময় দারোগা সাহেব সেই কর্ম্ম-চারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার নাম কি ?

কর্ম্ম। আমি আপনাকে কোন কথা বলিতে চাহি না।

দারো। তুমি জান যে আমার কথার তুমি উত্তর দিতে বাধ্য।

কর্ম্ম। আমি জানি আমি আপনার কোন কথার উত্তর দিতে বাধ্য নহি ?

দারো। তোমার রিভলভার কোথায়।

কর্ম্ম। আমি আপনাকে তাহা বলিতে চাহি না।

দারো। তোমাদিগের অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে।

কর্ম্ম। অদৃষ্টের দুঃখ যাহা আছে তাহা হইবেই, তাহা খণ্ডন করিতে কে পারে

কর্ম্মচারীর এই কথা শুনিয়া দারোগা সাহেব তাঁহার কনষ্টেবলগণের প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া গেল কেহই ফিরিয়া আসিল না, সেই বেনিয়াও আর বাড়ী হইতে বহির্গত হইল না, তাহাকে বার বার ডাকায় বাড়ীর ভিতর হইতে স্ত্রীলোকেরা কহিল "তিনি বাড়ীতে নাই, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

এরূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহার কিছুই দারোগা সাহেব স্থির করিতে না পারিয়া, বাহিরের ঘর গুলির ভিতর তিনি নিজেই দেখিতে লাগিলেন। যে ঘরে কর্ম্মচারী সেই রাত্রিতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তিনি সেই কর্ম্মচারীর ব্যাগ প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল তাহা দেখিতে পাইলেন, উহা বাহিরে আনিয়া ব্যাগ খুলিয়া তাহার মধ্যে কি আছে, তাহা দেখিতে আরম্ভ করিলেন। যখন তিনি ঐ ব্যাগ দেখিতে নিযুক্ত সেই সময় দারোগা সাহেবের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী-ডিবিজনের ইনস্পেক্টার সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে হঠাৎ কেন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার কিছুই দারোগা সাহেব সেই সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কারণ এই ঘটনার সংবাদ এ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার কোন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট প্রদান করেন নাই।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

দারোগা সাহেবের নিকট হইতে বিদায় হইয়া হেডকনষ্টেবল তাহার থানার দিকে গমন করিবার কালীন, পশ্চিমদো ডিবিজানের ইনস্পেক্টারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইনস্পেক্টার সেই সময় অপর কোন কার্য্য উপলক্ষে সেই দিক দিয়া অন্য স্থানে গমন করিতেছিলেন। হেডকনষ্টেবল তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার নিকট গমন করিলেন ও যে স্থানে যেরূপ ভাবে ডাকাইতি করিতে আসিয়া ডাকাইতগণ, দুই জন ভদ্র লোক কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, ও যেরূপে তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হত ও আহত হয় তাহার সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে কহিলেন। আহত ডাকাইতগণ যেরূপ ভাবে এখন পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিয়াছে, ও যেরূপ ভাবে দারোগা সাহেব সেই দুইজন ভদ্রলোককে লইয়া পিড়াপিড়ী করিতেছেন, তাহার সমস্ত অবস্থা তিনি তাঁহাকে কহিলেন। হেডকনষ্টেবলের কথা

শুনিয়া ইনস্পেক্টার সাহেব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইনস্পেক্টার সাহেবও পশ্চিম দেশীয় একজন মুসলমান, তিনি বহুদিবস হইতে পুলিস বিভাগে কর্ম্ম করিতেছেন, সামান্য কনষ্টবলের কার্য্যে প্রথমতঃ নিযুক্ত হইয়া নিজের বুদ্ধি ও কার্য্য তৎপরতার গুণে ক্রমে ক্রমে তিনি উন্নত পদে আরোহণ করিয়াছেন ও গত পাঁচ বৎসর হইতে তিনি ডিবিজানের ইনস্পেক্টারের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

হঠাৎ ইনস্পেক্টার সাহেবকে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া দারোগা সাহেব অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

ইনস্পেক্টার সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন "আমি শুনিয়াছি এই বাড়ীতে ডাকাইতি করিতে আসিয়া কতক গুলি লোক হত ও আহত হইয়াছে, তাহারা কোথায় ?"

উত্তরে দারোগা সাহেব কহিলেন "তাহারা বাহিরে আছে" এই বলিয়া তিনি ইনস্পেক্টারের সঙ্গে সেই দিকে গমন করিলেন। যে স্থানে ঐ সকল আহত ব্যক্তি পড়িয়াছিল সেই স্থানে গিয়া দেখিলেন কেবলমাত্র দুই জন ভিন্ন আর কেহই নাই, তাহাদিগের উপর কোন পাহারা নাই বা গ্রামের লোক জনও কেহ সেই স্থানে নাই। উহাদিগের নিকট গিয়া দেখিলেন এক ব্যক্তির জীবন বায়ু বহির্গত হইয়াছে আর এক জন অজ্ঞান অবস্থায় সেই স্থানে পড়িয়া আছে। উহাদিগের এই অবস্থা দেখিয়া ইনস্পেক্টার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি যখন এই স্থানে আসিয়া ছিলেন সেই সময় এই ব্যক্তি জিবীত ছিল কি না ?"

দারো। জিবীত ছিল কিন্তু সেই সময় উহার প্রায় শেষ অবস্থা হইয়া আসিয়াছিল।

ইনস্। ইহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল কি ?

দারো। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কিন্তু সেই সময় তাহার কোন কথার উত্তর প্রদান করিবার ক্ষমতা ছিল না।

ইনস্। এই ব্যক্তি কি বলিয়াছিল !

দারো। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সময় আমি এ পর্য্যন্ত পাই নাই

ইনস্। আমি শুনিয়াছি তিন ব্যক্তি আহত হইয়া হৃত হইয়াছিল আর এক ব্যক্তি কই ?

দারো। তাহাকে তো দেখিতে পাইতেছি না।

ইনস্। উহাদিগের উপর কাহারও পহারা নাই কেন ?

দারো। ইহাদিগের উপর আমার হেডকনেষ্টবলের পাহারা দিয়া ছিলাম কিন্তু কই তাহাকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না।

হেডকনেষ্টবল যে ইনস্পেক্টারের সহিত ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহা দারোগা সাহেব জানিতেন না। সে একটু দূরে ছিল দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়া সে সম্মুখে আসিল ও কহিল আপনি উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট

মিথ্যা কথা কহিবেন না। আপনি কিরূপে বলিলেন যে উহাদিগের উপর আমার পাহারা ছিল। যে কারণে আপনি আমাকে এই স্থান হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন না কেন?

ইনস্। যে ব্যক্তি হত হইয়াছে, তাহার মৃতদেহ কোথায়?

দারো। আমি এখন পর্য্যন্ত সেই স্থানে যাইবার সময় পাই নাই।

ইনস্। প্রায় ছয় ঘণ্টা হইল তুমি ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, ইহার মধ্যে যে সকল নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয় অগ্রে দেখা কর্ত্তব্য, তাহাই দেখিবার তোমার এ পর্য্যন্ত সময় হয় নাই! তুমি যে হত্যাকারী দ্বয়কে ধৃত করিয়াছ শুনিয়াছি সেই হত্যাকারীদ্বয় কোথায়, চল দেখি তাহাদিগকে একবার দেখিয়া আসি।

এই বলিয়া ইনস্পেক্টার সাহেব দারোগা সাহেবের সহিত সেই ধৃত আসামী দ্বয়কে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। দেখিলেন একজন কনষ্টবল উহাদিগকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া রাখিয়া দিয়াছে। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র ইনস্পেক্টার সেই কর্ম্মচারীকে চিনিতে পারিলেন। কোন সরকারী কার্য্য উপলক্ষ্যে একবার তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল, ও ঐ কর্ম্মচারীর সাহায্যে তিনি তাঁহার সেই কার্য্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ঐ কর্ম্মচারীকে দেখিয়া তিনি দারোগা সাহেবকে কহিলেন "ইনিই তোমার হত্যাকারী আসামী। তুমি জান যে ইনি আমা অপেক্ষাও উচ্চ পদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী। ইনি হত্যাকারী নহেন, ইনি ইহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছেন, আর তুমি যে কার্য্য করিয়াছ তাহার নিমিত্ত তোমার জেলে যাওয়া কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তিনি স্বহস্তে তাঁহাদিগের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন, ও সেই কনষ্টবলকে কহিলেন "তুমি ইহাঁদিগকে এরূপ ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ কেন?"

উত্তরে সেই কনষ্টবল কহিল "আমি কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই, দারোগা সাহেবের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি মাত্র।"

কনষ্টবলের কথা শুনিয়া দারোগা সাহেব কহিলেন "আমি ইহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে আদেশ করি নাই, আমি কেবল ইহাদিগের উপর নজর রাখিতে কহিয়াছি।"

দারোগা সাহেবের কথা শুনিয়া সেই কনষ্টবল অতিশয় রাগভরে কহিল, "যাঁহাদের আদেশ আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রতিপালন করিতে হয়, তাঁহারা যদি এরূপ মিথ্যা কথা কহেন তাহা হইলে, আমরা কোন রূপেই কার্য্য করিতে পারি না। জমাদার সাহেব ইহাঁর কথা মত ইহাঁদিগকে বন্ধন করেন নাই বলিয়াই, তিনি এই স্থান হইতে তাড়িত হন। তাহার পরে আমার উপর যেরূপ আদেশ প্রদত্ত হয় আমি তাহাই প্রতিপালন করি। আমি মিথ্যা কথা কহিতেছি কি

দরোগা সাহেব মিথ্যা কথা কহিতেছেন তাহা জমাদার সাহেবকে ও এই আসামী দ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেই আপনি ঠিক জানিতে পারিবেন।”

ইনস্পেক্টার সাহেব এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া দারোগা সাহেবের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে প্রকাশ্য রূপে আর কোন কথা না বলিয়া এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধানের ভার নিজেই গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার অবস্থা সংক্ষেপে লিখিয়া একখানি পত্র তাঁহার ঊর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট, একজন কনষ্টবলের দ্বারা প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে ঘটনাস্থলে একবার আসিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে অনুরোধও করিলেন। কনষ্টবল একটী দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ঐ পত্র লইয়া গমন করিল।

ইনস্পেক্টার সাহেব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াই কয়েকজন কাহার ও একখানি ডুলির যোগাড় করিয়া, ডাকাইতদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি এখনও মরে নাই অথচ মৃত্যু মুখে শয়ন করিয়াছে তাহাকে একজন কনষ্টবলের জিম্মায় সদরের হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ কনষ্টবলের উপর আদেশ থাকিল ঐ ব্যক্তি মরুক বা বাঁচুক দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত সে যেন উহার পাহারায় নিযুক্ত থাকে।

ইনস্পেক্টার সাহেব অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইবা মাত্র গ্রামের লোক সকল ক্রমে আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া যে আহত ডাকাইতটী পলায়ন করিয়াছিল তাহার অনুসন্ধান করিতে কহিলেন, নিজেও সেই কর্ম্মচারী ও তাঁহার অনুচরকে সঙ্গে লইয়া তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন, কিন্তু তাহাদিগের সেই স্থান হইতে অধিক দূরে গমন করিতে হইল না! গ্রামের একজন লোক আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে, যে আহত ব্যক্তি এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিল সে নিকটবর্ত্তী একটী জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়াছিল; গ্রামের লোকেরা তাহাকে সেই স্থানে ধরিয়াছে ও আপনার নিকট আনিতেছে।

দেখিতে দেখিতে গ্রামের কয়েকজন লোক সেই আহত ডাকাইতকে আনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত করিল।

ইনস্পেক্টার সাহেব দেখিলেন তাহারও অবস্থা এখন ভাল নহে, তাহার বাঁচিবার আশা ও কম। তাহাকে তিনি দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু তাহার নিকট হইতে বিশেষ কিছুই জানিতে পারিলেন না। সে সমস্ত কথার উত্তর প্রদান করিল কিন্তু সেই সময় তাহার কথার এরূপ জড়তা হইয়া গিয়াছিল যে তাহার কোন কথা ভাল রূপ বুঝিয়া উঠিতে পারা গেল না।

একখানি ডুলি ও কয়েকজন কাহারের দ্বারা একজন কনষ্টবলের জিম্মায় তিনি সেই আহত ডাকাইতকেও হাঁসপাতালে

পাঠাইয়া দিলেন। যে দুইটী ডাকাইত হত হইয়াছিল তাহাদিগের মৃতদেহ এক স্থানে রাখিয়া গ্রামস্থ সমস্ত লোককে দেখাইলেন কিন্তু কেহই উহাদিগকে চিনিতে পারিল না।

সেই মৃতদেহ সম্বন্ধে সেই সময়ের সুরথাল প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয় সকল যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সমাপন করিয়া ঐ মৃতদেহ দুইটী একজন কনষ্টেবলের জিম্মায় সদরের ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার নিমিত্ত সদরে পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপে সেই সময়ের আবশ্যকীয় কার্য্য সকল সমাপন করিয়া তিনি সেই কর্ম্মচারীর সাহায্যে, ঐ ডাকাইতি যে সকল লোকের দ্বারা হইয়াছিল তাহাদিগের যদি কোনরূপে সন্ধান করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

কিরূপ অবস্থায় সেই কর্ম্মচারীদ্বয় সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, কিরূপ অবস্থায় তাঁহারা ডাকাইতদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে ডাকাইতি করিতে নিবৃত্ত করেন ও কিরূপে তিনি তিন জনকে আহত ও একজনকে হত করেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক অবস্থা তিনি সেই কর্ম্মচারীদ্বয়ের নিকট হইতে অবগত হইয়া তাঁহাদিগের সাহসের বিশেষ প্রশংসা করিলেন, ও দারোগা সাহেব তাঁহাদিগের উপর যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার নিমিত্ত বিশেষরূপে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দারোগা সাহেবের এখন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও তিনি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

ইনস্পেক্টার সাহেব দারোগা সাহেবকে কহিলেন "আপনি যদি বৃথা ছয় ঘণ্টা সময় নষ্ট না করিয়া নিজের কার্য্য করিতেন তাহা হইলে ঐ জখমিগণের নিকট হইতে ডাকাইতগণের নাম ও বাসস্থান অবগত হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা দূরে থাকুক সময় থাকিতে আপনি তাহাদিগের নিজের নাম ও বাসস্থান পর্য্যন্ত জানিয়া লন নাই। এখন বলুন দেখি কিরূপ উপায়ে এখন উহা জানা যাইতে পারে?"

দারো। আমি সময় পাই নাই বলিয়া ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।

ইন্‌পেঃ। যে আহত ডাকাইত এই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিল তাহাকে যদি পুনরায় পাওয়া না যাইত তাহা হইলে কি হইত বলুন দেখি?

দারো। তাহা হইলে আমাদিগকে বিপদে পড়িতে হইত।

ইঃ পেঃ। এখনও যে কোন রূপ বিপদে পড়িতে হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে।

এই বলিয়া ইনস্পেক্টার সাহেব দারোগা সাহেবকে তাঁহার নিকট আসিতে নিষেধ করিয়া সেই কর্ম্মচারী ও তাঁহার

অনুচরকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন ও একটী নিভৃত স্থানে উপবেশন করিয়া কি উপায় অবলম্বনে এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করা যায়, ও কিরূপ উপায়েই বা ডাকাইতগণকে ধরিতে পারা যায়, তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

কর্ম্ম। উপায় ছিল, কিন্তু যখন আমরা খুনি মকর্দ্দামার আসামী হইয়া ধৃত হইয়াছি তখন আর কোন উপায় নাই, কারণ এখন আপনারা আমাদিগের নিকট কোনরূপ সাহায্য পাইতে পারেন না। আমরা এখন খুনি মকর্দ্দামার আসামী, এখন আপন আপন প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা দেখিব না আপনাদিগের সাহায্য করিব?

ইঃ পেঃ। দারোগা সাহেবের ব্যবহারের কথা ভুলিয়া যান, তিনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন আশা করি যে, তিনি তাহার উপযুক্ত সাজা পাইবেন।

কর্ম্ম। তাঁহার ব্যবহার সম্বন্ধে আমি কোন কথা মনে করিতেছি না, কিন্তু যখন আমি একবার ধৃত হইয়া আবদ্ধ হইয়াছি, তখন আমাকে ছাড়িয়া দেওয়ার ক্ষমতা আপনার নাই, আপনার উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীর ও নাই, সে ক্ষমতা আছে কেবল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের, তিনি যদি আমাকে এই মকর্দ্দামা হইতে অব্যাহতি দেন, ও আমাকে আপনার সাহায্য করিতে আদেশ করেন, তখন দেখিব এই ডাকাইত দলের সমস্ত লোক ধৃত হয় কি না। যখন আমার সম্মুখে ডাকাইতি হইয়াছে, যখন আমাকর্তৃক উহাদিগের দলের কেহ হত ও কেহ কেহ বা আহত হইয়াছে, তখন আমি আপনার দারোগা সাহেবের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকি নাই, আমার বুদ্ধিতে যে টুকু আসিয়াছে সে টুকু আমি করিয়া রাখিয়াছি। তৎব্যতীত আমার বারটী গুলি ক্ষয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল চারিটী মাত্র গুলির কার্য্য দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস অনুসন্ধান করিলে আরও দুই চারি জন আমার গুলিতে হত বা আহত পাওয়া যাইতে পারিবে।

—:০:—

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুইজন প্রধান পুলিস কর্ম্মচারীর মধ্যে যখন এইরূপ কথা হইতেছিল সেই সময় সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় একজন কনষ্টবল দ্রুতপদে তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিয়া সংবাদ দিল যে, পুলিস সাহেব আসিয়াছেন; এই সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহারা সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই প্রধান ইংরাজ পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইনেস্পেক্টার সাহেব সেই স্থানের সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে দেখাইলেন, ও এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহার সমস্ত বিবর

একে একে তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন। ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারীর পরিচয় প্রদান করিয়া দারোগা সাহেব তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যাবহার করিয়াছিলেন, এবং যেরূপ তাচ্ছিল্যতার সহিত এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার সমস্ত তাঁহাকে কহিলেন ও ঐ ডাকাইত দল গুলির অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে ধৃত করা সম্বন্ধে সেই কর্ম্মচারী তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাকে কহিলেন। স্থূল কথায় যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত ইনস্পেক্টার সাহেব অবগত হইয়াছিলেন তাহার সমস্তই তিনি সেই ইংরাজ কর্ম্মচারীকে কহিলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারী সমস্ত বিষয় শুনিয়া সেই কর্ম্মচারীকে নিজের নিকট ডাকিয়া তাঁহার সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষরূপ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, ও পরিশেষে কহিলেন, "দারোগা সাহেব নিতান্ত আহাম্মকি করিয়া যদিও আপনাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন তথাপি আপনাকে কোন আদালতে গমন করিতে হইবে না, সে সম্বন্ধে যাহা করিতে হয় তাহা আমি করিব। আপনার কলিকাতার প্রধান কর্ম্মচারীকে আমি সমস্ত অবস্থা লিখিব ও আপনাকে এই ডাকাইতি মকর্দ্দামার অনুসন্ধানে আমি নিযুক্ত করিয়াছি, তাহাও লিখিয়া তাঁহার অনুমতি আনাইয়া আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব; এবং গবর্ণমেণ্টও যাহাতে আপনার সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির বিষয় অবগত হইতে পারেন আমি তাহাও দেখিব। এখন আপনি ইনস্পেক্টার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করুন। আপনার যে কোনরূপ সাহায্যের আবশ্যক হইবে ইনি আপনাকে সেইরূপ সাহায্যই প্রদান করিবেন।" কর্ম্মচারীকে এইরূপ বলিয়া ও দারোগা সাহেবকে তাঁহার কাজ হইতে সসপেণ্ড করিয়া তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইংরাজ কর্ম্মচারী সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার পর, ইনস্পেক্টার সাহেব সেই কর্ম্মচারীকে কহিলেন, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।"

কর্ম্ম। কিছুই করিতে হইবে না, আমি সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়াছি আপনি এক স্থানে বসিয়াই সমস্ত ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন।

ইনস্। আপনি কিরূপ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন তাহা জানিতে পারি কি?

কর্ম্ম। কেন পারিবেন না, আপনার দারোগা সাহেব এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, আমি জখমিগণের নিকট হইতে ঐ মৃত ব্যক্তির নাম ও তাহার বাসস্থান, জখমীগণের নাম ও বাসস্থান, ও অপর যে সকল ব্যক্তি এই ডাকাইতি করিতে আসিয়াছিল ও যে সকল ব্যক্তি এই ডাকাইত দলভুক্ত অথচ এই ডাকাইতি করিতে আইসে নাই, তাহাদিগের প্রত্যেকের নাম

ঠিকানা আমি লিখিয়া রাখিয়াছি। তদ্ভিন্ন ইতিপূর্ব্বে তাহারা যে যে গ্রামে ডাকাইতি করিয়াছে, ও যে যে স্থানে তাহারা অপহৃত অলঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করিয়াছে, তাহাও আমি তাহাদিগের নিকট হইতে জানিয়া লইয়া লিখিয়া রাখিয়াছি. এখন সেই সমস্ত লোক দিগকে ধৃত ও চোরা মাল সকলের পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেই আপনাদিগের অনেক ডাকাইতি মকর্দ্দামার কিনারা হইয়া যাইবে।

এই বলিয়া যে কাগজে এই সমস্ত তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই কাগজখানি তিনি ইনস্পেক্টারের হাতে প্রদান করিলেন, ইনস্পেক্টার সাহেব দেখিলেন বাস্তবিকই তিনি সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, এখন একটু পরিশ্রম করিলে অনেক কার্য্য উদ্ধার হইয়া যাইবে।

কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া ইনস্পেক্টার সাহেব অপরাপর থানা হইতে আর যতগুলি কর্ম্মচারী আনাইতে পারিলেন আনাইয়া, এক এক জন ডাকাইতকে ধৃত করিবার জন্য এক এক জন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলেন, সকলেই এক সময় এক স্থান হইতে বহির্গত হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য এইরূপ উপায়ে প্রায় এক সময়ে সমস্ত ডাকাইতের দল ধৃত হইল। প্রত্যেক কর্ম্মচারী যেমন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট লোককে ধৃত করিলেন অমনি তাহার বাড়ী ঘর প্রভৃতির খানাতল্লাসি করিলেন, ও অনেকের নিকট হইতে অনেক স্থানের ডাকাইতি মকর্দ্দামার কিছু কিছু অপহৃত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপ উপায়ে ক্রমে পঁচিশ জন ডাকাইত ধৃত হইল, দশটী ডাকাইতি মকর্দ্দামার মাল বাহির হইল। বলা বাহুল্য সেই প্রদেশে আসিবার কালীন কর্ম্মচারী যে দোকানে রাত্রির কিয়দংশ যাপন করিয়াছিলেন ও যে দোকানে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দোকানে ডাকাইতি হইয়াছিল তাহারও কোন কোন মাল কোন কোন ডাকাইতের নিকট হইতে পাওয়া গেল।

দারোগা সাহেব এখন জানিতে পারিলেন, কোন ব্যক্তি সেই দোকানে রাত্রির কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, ও তিনি যেরূপ অনুমান করিয়া উহাদিগকে ডাকাইত দলের লোক স্থির করিয়াছিলেন এখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সেই অনুমান কতদূর সত্য!

যে সকল ডাকাইত ধৃত হইয়াছিল তাহার মধ্যে আরও তিন জন ডাকাইতকে গুলির আঘাতে আহত অবস্থায় পাওয়া যায়।

যে দুইটী আহত ডাকাইত হাঁসপাতালে ছিল, তাহারা ক্রমে ভাল হইয়া উঠিল, ও সমস্ত কথা স্বীকার করিল।

যে দুইটী ডাকাইত মরিয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের গ্রামের লোক তাহাদিগকে

সনাক্ত করিল। তাহারা কে, কি কার্য্য করিত তাহাও সমস্ত বাহির হইয়া পড়িল।

ডাকাইত দলের সমস্ত লোক দিগের সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করা হইল, উহা-দিগের মধ্যে অনেকেই ডাকাইতি ও চুরি মকদ্দামায় পূর্ব্বে সাজা পাইয়াছিল।

বিচারে এই ডাকইত দলের একজনও অব্যাহতি পাইল না, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই চির নির্ব্বাসিত হইল, কেহ কেহ বা দীর্ঘ কালের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট হইতে কর্ম্মচারী বিশেষরূপ সুখ্যাতি লাভ করিলেন এবং তাঁহার ও তাঁহার অনুচরের বেতনও বৃদ্ধি হইল।

ইনস্পেক্টার সাহেবের পদোন্নতি হইল।

দারোগা সাহেবকে চির দিবসের নিমিত্ত সরকারি কার্য্য হইতে অপসারিত হইতে হইল, আর সেই হেডকনষ্টবলের পদোন্নতি হইল, তিনি সেই থানাতেই দারোগা গিরি করিয়া তিন বৎসর পরে অবসর গ্রহণ করিলেন।

সম্পূর্ণ।

এই বলিয়া তিনি সত্বর থানা হইতে বাহির হইলেন, এবং সত্বর জমীদার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা প্রায় তিনটা। মঙ্গলা একেবারে উপরে গিয়া রাধারাণীর খোঁজ লইল। দেখিল তাহার অনুমান মিথ্যা, সে তখনও সেখানে রহিয়াছে এবং জমীদার বাবুর জন্য ভয়ানক ক্রন্দন করিতেছে।

এই সংবাদ লইয়া দাসী তখনই দারোগা বাবুর নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিল। দারোগা বাবু তাঁহাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে মঙ্গলাকে আদেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া অল্প অবগুণ্ঠন দিয়া রাধারাণী দারোগা বাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এ বাড়ীতে কত দিন বাস করিতেছেন?"

অতি বিনীত ও সলজ্জ ভাবে রাধারাণী উত্তর করিল "আজ্ঞে প্রায় আট বৎসর।"

দারো। আপনার সহিত জমীদার বাবুর সম্বন্ধ কি?

রাধা। তিনি আমার ভগ্নীপতি।

দারো। কিরূপ ভগ্নীপতি? —জমীদার বাবুর স্ত্রী কি আপনার সহোদরা?

রাধা। না—জ্ঞাতি ভগিনী

দারো। আপনার বাড়ী কোথায়?

রাধারাণী সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে বলিল "আমার শ্বশুরবাড়ী কলিকাতায়, কিন্তু তাঁহাদের কেহই নাই, বংশ লোপ হইয়াছে।"

দারো। আপনার কাহারও উপর সন্দেহ হয়?

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া রাধারাণী উত্তর করিল "আমার সন্দেহ সেই ভবানী বাবুর উপরে, তিনি যদি কর্ত্তাকে খুন না করিবেন, তাহা হইলে তিনি জানালা দিয়া পলায়ন করিলেন কেন।"

দারোগা বাবু কিছুক্ষণ কোন উত্তর করিলেন না। পরে কি চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ভবানীপ্রসাদের সহিত আপনার কত দিনের আলাপ?

দারোগা বাবুর শেষ কথা শুনিয়া রাধারাণী স্তম্ভিতা হইলেন, তিনি সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না দেখিয়া দারোগা বাবু পুনরায় বলিলেন ভবানীপ্রসাদ ধরা পড়িয়াছে। আপনার সহিত তাহার বহু দিনের আলাপ ছিল, সে যে, জেলের পলাতক আসামী, সেই সমস্ত কথাই সে ব্যক্ত করিয়াছে, আপনি কি সে সকল কথা অস্বীকার করিতে চান?

ভবানী ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া রাধারাণী কোন উত্তর করিলেন না। তখন দারোগা বাবু অতি কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে অপনিই জমীদার বাবুকে খুন করিয়াছেন?

রাধারাণী একেবারে দমিয়া গেলেন। কিন্তু তখনই আত্ম সংবরণ করিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। সন্দেহ করিয়া আমায় শাস্তি দিতে চান সচ্ছন্দে দিন, কিন্তু আমি নির্দ্দোষী।"

যেমন করিয়া রাধারাণী এই কথা গুলি বলিলেন দারোগা বাবু তাহাতে কোনরূপে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন যেরূপ শোনা যাইতেছে তাহাতে জমীদার বাবু জীবিত থাকিলেই রাধারাণীর লাভ। তাঁহাকে হত্যা করিলে রাধারাণীর কোন স্বার্থ সিদ্ধ হইবে না, বরং জমীদার-বাড়ী হইতে একেবারে দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা।

এই মনে করিয়া দারোগা বাবু জমীদার। বাড়ীর একটী নিভৃত স্থানে বসিয়া গভীর। চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

—:০:—

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি ভাবিলেন জমীদার বাবুর শত্রু অতি বিরল; নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং বাহিরের কোন লোক যে তাঁহাকে খুন করিবার। জন্য জমীদার-বাড়ীতে প্রবেশ করিবে তাহা অসম্ভব। নিশ্চয়ই বাড়ীর কোন লোকেই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে।

বাড়ীতে যে কয়েকজন পুরুষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গৌরীশঙ্কর ও ভবানী-প্রসাদ যে এই হত্যা কাণ্ড ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন না তাহা দারোগা বাবু স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়া ছিলেন হরশঙ্কর জমীদার বাবুর প্রিয় পাত্র তিনি অধিকাংশ বিষয়ের উত্তরাধিকারী সুতরাং তিনি যে একার্য্য করিবেন তাহাও দারোগা বাবুর বিশ্বাস হইল না। কিন্তু তিনি শুনিয়াছিলেন হরশঙ্কর অত্যন্ত অমিত-ব্যয়ী। এই বয়সেই তিনি সকল প্রকার নেশা করিতে শিখিয়াছেন এবং ভয়ানক বেশ্যাসক্ত হইয়াছেন, তাঁহারই অর্থের অভাব কিন্তু তিনি সে দিন বাড়ীতে ছিলেন না কোন কার্য্য উপলক্ষে অন্য গ্রামে গিয়াছিলেন।

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পুনরায় মঙ্গলাকে ডাকিলেন। সে নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন "হরশঙ্কর বাবু সে দিন কোথায় গিয়াছিলেন?"

মঙ্গলা কি ভাবিয়া বলিল। "চারুশীলার শ্বশুর বাড়ী।"

দারো। চারুশীলা কে?

মঙ্গ। জমীদার বাবুর কন্যা।

দারো। তাহার শ্বশুর বাড়ী কোথায়?

মঙ্গ। শান্তিহর গ্রামে।

দারো। সেতো নিকটেই—চারু এখন কোথায়? সে কি এসংবাদ পাইয়াছে?

মঙ্গ। পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সে কালই এখানে আসিয়াছে।

দারো। তাহার মুখে শুনিয়াছ কি, হর-শঙ্কর বাবু সে খানে গিয়াছিলেন কি না ?

মঙ্গ। আজ্ঞে না এত গোলযোগে সে কথা মনে ছিল না। আমি এখনই যাইতেছি।

এই বলিয়া মঙ্গলা যাইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় দারোগা বাবু বলিলেন "একবার হরশঙ্কর বাবুকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।"

মঙ্গলা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই হরশঙ্কর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরশঙ্করকে দেখিয়া দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কাল কোথায় গিয়াছিলেন ?"

হরশঙ্কর কি চিন্তা করিলেন। পরে উত্তর করিলেন "আমার ভগ্নীর শ্বশুর বাড়ী।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে মঙ্গলা ফিরিয়া আসিল। সে বলিল "না ছোট বাবু, আপনিতো সেখানে যান নাই। আমি এই-মাত্র দিদিমণির মুখে শুনিয়া আসিলাম।"

তখন দারোগা বাবু অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন "হরশঙ্কর বাবু আপনিই জমীদার বাবুকে খুন করিয়াছেন। যদি স্বীকার করেন ভালই নতুবা আপনার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। আপনি সম্প্রতি যেরূপ অমিতব্যয়ী হইয়াছেন তাহাতে আপনার যথেষ্ট দেনা হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি আপনার পাওনাদারেরা সকলেই নালিশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। আপনি আর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া শেষে আপনার জেঠামহাশয়কেই হত্যা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আপনিই অধিকাংশ বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবেন আশা করিয়া এই ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আপনার জ্যেষ্ঠ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ কিন্তু অদৃষ্ট চক্রে তাঁহাকেই সাধারণ চক্ষে দোষী হইতে হইয়াছে।

দারোগা বাবুর কথা শুনিয়া হরশঙ্কর কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি সকল কথাই স্বীকার করিলেন। বলিলেন "আপনার অনুমান সত্য। আমিই সন্ধ্যার পর গোপনে তাঁহার শয়ন প্রকোষ্ঠের এক নিভৃত স্থানে লুকাইয়া ছিলাম। পরে সুযোগ বুঝিয়া যখন দেখিলাম তিনি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন তখন ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইলাম। বাগানের দিকে চাহিয়া দেখি কে যেন দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর আসিতেছেন। দৌড়িবার সময় সহসা পড়িয়া গেলেন আমি আবার লুক্কায়িত হইলাম, তাহার পর তাঁহার উঠিয়া যাইবার সময় যখন দেখিলাম তিনি আমারই বন্ধু ভবানীপ্রসাদ তখন আর কোন কথা না বলিয়া যে স্থানে তিনি পড়িয়া গিয়াছিলেন তথায় গমন করিলাম। দেখিলাম একখানি ছোরা পড়িয়া রহিয়াছে। ছোরা খানি তুলিয়া লইলাম এবং পুনরায় গৃহমধ্যে আসিয়া অগ্রে আলোক জালিলাম। তখন জেঠামহাশয় গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। আমার বিশেষ সুবিধা হইল। তাহার পর—আর কি বলিব

যাহার অন্নে এতকাল প্রতিপালিত হইয়াছি, যিনি আমাকে পুত্রের অধিক ভাল বাসিতেন তাঁহারই পৃষ্ঠে সেই ছোরা খানি আমূল বিদ্ধ করিয়া তখনই তুলিয়া লইলাম এবং ছোরাটি গৃহ মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ পুনরায় বাড়ী হইতে পলায়ন করিলাম।

দারোগা বাবু তাঁহার সকল কথা লিখিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন এবং তখনই থানায় লইয়া গেলেন। গৌরীশঙ্কর মুক্তি লাভ করিলেন। ভবানীপ্রসাদও সে যাত্রা অব্যাহতি লাভ করিল। দারোগা বাবু মঙ্গলার সহিত নদীতীরে সেই বৃদ্ধার কুটীরে গিয়া দেখিলেন রাজবালা সম্পূর্ণ সুস্থা হইয়াছে।

ভবানীপ্রসাদ এই মকর্দ্দামায় মুক্তি লাভ করিয়া রাজবালার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা করিল এবং তাহাকে জীবিতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল।

ভবানীপ্রসাদ ও রাধারাণী ওরফে প্রভাবতী পূর্ব্ব অপরাধে গ্রেপ্তার হইল। উভয়েই পূর্ব্ব অপরাধে কারারুদ্ধ হইল।

হরশঙ্কর বিচারালয়ে গিয়াও সকল কথা স্বীকার করিলেন। বিচারে তাঁহার ফাঁসি সাব্যস্ত হইল, গৌরীশঙ্করই জমীদারের সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইলেন। তিনি মহা সমারোহে সতীশচন্দ্রের শেষ কার্য্য সকল সমাপন করিয়া সেই জমীদারীর ভার গ্রহণ করিলেন। অতি অল্প দিবসের মধ্যেই তাঁহার সুনাম চারিদিকে রাষ্ট্র হইল।

সমাপ্ত

# সয়তানি বুদ্ধী।

( ডিটেকটিভ্-গল্প )

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৯ নং সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার হইতে

শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

*Printed by K. B. Pattanaika,*

*At the Utkal Press, 8, St. James Square, Calcutta*

# সয়তানি বুদ্ধি।
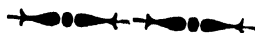
## প্রথম পরিচ্ছেদ

মাঘ মাসের একদিবস দিবা দশটার সময় খান মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি থানায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহার আফিসে বসিয়া নিয়মিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছিলেন। খানমহম্মদ তাঁহার সম্মুখে গমন করিয়া যোড় হস্তে দণ্ডায় মান হইল।

তাহাকে দেখিয়া কর্ম্মচারী কহিলেন তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ ও তোমার প্রয়োজনই বা কি ?

খান। হুজুর, আমার নাম খানমহম্মদ, উজীরপুরে আমার বাসস্থান। আমি বিশেষ রূপ বিপদ্ গ্রস্ত হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।

কর্ম্ম। তুমি কি বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছ।

খান। আমাদিগের গ্রামের জমিদার পাওনা খাজনার নিমিত্ত আমার পিতাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত আর তাঁহাকে পাইতেছি না। তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু কোন রূপেই তাঁহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

কর্ম্ম। তোমার পিতার নাম কি ?

খান। তাঁহার নাম পীরমহম্মদ।

কর্ম্ম। তাহার বয়ঃক্রম কত ?

খান। প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর হইবে।

কর্ম্ম। তোমাদের জমিদার কে ?

খান। আবুল ফজল খাঁ।

কর্ম্ম। প্রজামাত্রকেই জমিদার খাজানার নিমিত্ত ডাকিয়া লইয়া গিয়া থাকেন, হয় খাজনা দিয়া, না হয় কড়ার করিয়া, তাহারা জমিদার বাড়ী হইতে চলিয়া আসে কিন্তু তোমার পিতা ফিরিয়া আসিল না কেন ?

খান। কেন যে তিনি ফিরিয়া আসিলেন না, তাহাই আমারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

কর্ম্ম। তোমার পিতাকে জমিদার আজ কয়দিবস হইল লইয়া গিয়াছিলেন ?

খান। আজ চারি দিবস হইল।

কর্ম্ম। কোন সময় ও কোথা হইতে তাহাকে লইয়া যান ?

খান। সন্ধ্যার অল্পমাত্র পুর্ব্বে আমাদিগের বাড়ী হইতে জমিদারের কয়েকজন লোক আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। সেই

পর্য্যন্ত আমি আমার পিতাকে আর দেখিতে পাই নাই।

কর্ম্ম। তাহা হইলে চারি দিবস পর্য্যন্ত তোমার পিতা বাড়ীতে ফিরিয়া আইসে নাই। এই চারি দিবস তুমি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছ?

খান। অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু কোন স্থানে তাঁহাকে পাই নাই।

কর্ম্ম। জমিদার বাড়ীতে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলে? তাঁহারা কি বলেন?

খান। আমি জমিদার বাড়ীতে তিন চারিবার গিয়াছি, তাঁহারা কহেন আমার পিতাকে তাঁহারা ডাকাইয়া আনেন নাই বা তিনি সেই স্থানে গমন ও করেন নাই।

কর্ম্ম। তাহা হইলে তোমার পিতা কোথায় গমন করিল?

খান। আমার বোধ হয়, হয় জমিদার সাহেব তাঁহাকে নিজের বাড়ীর ভিতর কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন, না হয় তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন, যাহা হউক আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার অনুসন্ধান করিয়া যাহাতে আমি আমার বৃদ্ধ পিতাকে প্রাপ্ত হই তাহার উপায় করুন, ও জমিদার সাহেব যদি কোনরূপ অপরাধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন।

কর্ম্ম। যখন তুমি জমিদারের উপর নালিস করিতেছ তখন আমাকে ইহার অনুসন্ধান করিতেই হইবে, কিন্তু তোমার পিতার উপর জমিদার সাহেবের এমন কি আক্রোশ আছে যে, তিনি তোমার পিতাকে কয়েদ করিয়া রাখিবেন বা তাহাকে হত্যা করিবেন। পাওনা খাজনার জন্য জমিদার কখন কি তাঁহার প্রজাকে হত্যা করিয়া থাকেন? সে যাহা হউক তুমি এখন গমন কর, আমি এখনই তোমার গ্রামে গমন করিতেছি।

এই বলিয়া কর্ম্মচারী ঐ সংবাদের প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁহার ডায়রিভুক্ত করিয়া লইয়া, উপযুক্ত পরিমিত লোক জন সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন।

উক্তির পুর গ্রাম থানা হইতে তিন ক্রোশের অধিক ছিল না। কর্ম্মচারী অশ্বারোহণে সেই স্থানে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গিয়া উপস্থিত হইলেন, খানমহম্মদ ও তাঁহারই সহিত গ্রামে প্রত্যাগমন করিল সে কর্ম্মচারীকে আপনার বাড়ীতে লইয়া গিয়া বসিবার আসন প্রদান করিল, কর্ম্মচারী সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

ইহার পূর্ব্বে কর্ম্মচারী আরও কয়েকবার সেই গ্রামে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ গ্রামের অবস্থা তিনি কিয়ৎ পরিমানে অবগতও ছিলেন। ঐ গ্রামে দুই চারি ঘর দরিদ্র হিন্দুর বাসস্থান ছিল, তৎব্যতীত সমস্তই মুসলমান। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে ঐ গ্রামকে একেবারে মুসলমানের গ্রাম বলা

যাইতে পারে। প্রায় পাঁচ শত ঘর মুসলমান ঐ গ্রামে বাস করিত। গ্রামের জমিদারও মুসলমান। তিনিই গ্রামের মধ্যে বড় লোক ছিলেন. অধিকাংশ প্রজাই ঐ জমিদারের জমিতে চাষ আবাদ করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। উহাদিগের মধ্যে যাহারা একটু লেখা পড়া শিখিয়াছিল তাহাদিগের আর চাষ আবাদ ভাল লাগিত না. তাহারা স্থানান্তরে চাকরি করিয়া আপনার উদরান্নের সংস্থান ও পরিবার প্রতিপালন করিত। উহাদিগের মধ্যে ভাল রূপ লেখা পড়া কেহই জানিত না. অতি সামান্য রূপ লেখা পড়া শিখিলে ঐ শ্রেণী লোকের যেরূপ অবস্থা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে. উহাদিগের অবস্থাও তাহাই হইয়াছিল। কিরূপে অপর লোককে প্রতারিত করিবে. কিরূপে পরের জমি নিজের বলিয়া দখল করিবে. কিরূপে সামান্য কারণে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিবে. কিরূপে অপরের মধ্যে আদালতে মকর্দ্দামা বাধাইয়া দিয়া নিজে কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক মকর্দ্দামার যোগাড় করা উপলক্ষে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিবে. এইরূপ নানা বিষয় লইয়া তাহারা সময় অতিবাহিত করিত। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে. ঐ রূপ অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকের অধিকাংশই প্রায় বার মাস বাড়ীতে থাকিত না, ভিন্ন ভিন্ন স্থানেই থাকিত, তবে সময় সময় দুই এক মাস বাড়ীতে থাকিয়া গ্রামের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় করিয়া তুলিত। গ্রামের অশিক্ষিত লোক উহাদিগের কথার উপর অনেকটা বিশ্বাস করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইত ও ক্রমে ঋণ জালে জড়িত হইয়া পড়িত।

ঐ গ্রামের পূর্ব্ব জমিদার অতিশয় বহু-দর্শী, প্রবীণ লোক ছিলেন. তিনি সকলের সহিত মিলিত হইয়া ও সকলকে হাতে রাখিয়া চলিতেন. ও সদা সর্ব্বদা বিনা কষ্টে নিজের কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতেন।

বর্ত্তমান জমীদার আবুল ফজল তাঁহারই পুত্র, তিনি বাল্য কাল হইতে কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, ও শিক্ষিত ব্যক্তি দিগের সহিত সর্ব্বদা মিশা মিশি করিতেন বলিয়া. তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় সেই সকল চাসি প্রজার সহিত উত্তম রূপ মিশিতে পারিতেন না।

তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে আসিয়া থাকিতে হয়। তিনি বড় জমিদার ছিলেন না. জমিদারীর মধ্যে কেবল তাঁহার নিজের গ্রাম খানই ছিল, সুতরাং গ্রামে থাকিয়া আদায় তহসিলের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন রূপেই চলিত না বলিয়াই তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহাকে সদাসর্ব্বদা নিজ বাড়ীতেই অবস্থিতি করিতে হইত।

গ্রামে যে সকল চাষি প্রজার বাস ছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকের লোকদেখান চাষ আবাদ ছিল. কিন্তু তাহাদিগের প্রধান

ব্যবসা ছিল ডাকাইতি করা। আবুলফজলের পিতা তাহা জানিতেন, কিন্তু তিনি কখন তাহাদিগকে ধরাইয়া দিবার কোন রূপ চেষ্টা করেন নাই।

আবুলফজল তাঁহার জমিদারীর ভার গ্রহণ করিয়া বাড়ীতে অবস্থিতি করিবার কালীন এই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারেন। সেই সময় একটী ডাকাইতির অনুসন্ধানে, পুলিস কর্ম্মচারিগণ সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারই বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিও পুলিস কর্ম্মচারিগণকে বিশেষ রূপে সাহায্য করিয়া, ঐ গ্রামের ডাকাইতগণকে বাঁচাইবার পরিবর্ত্তে অনেককে ধরাইয়া দেন, ও সেই ডাকাইতি মকর্দ্দামায় তাহাদিগের সকলেরই দীর্ঘকালের জন্য জেল হইয়া যায়।

খানমহম্মদের দুইটী ভ্রাতাও ঐ ডাকাইতি মকর্দ্দামায় ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হয়। সেই সময় হইতে গ্রামের অধিকাংশ মুসলমান-প্রজাই সেই জমিদারের বিপক্ষাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় ও তাঁহাকে নানা রূপে কষ্ট দিতে আরম্ভ করে। সহজে কেহ খাজনা দেয় না। খাজনা আদায় করিতে হইলেই নালিস করিতে হয়। অনেকে জমি বেদখল করিয়া লইবার চেষ্টা করে, তাহার জন্যও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সেই অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও কেহ কেহ ঐ সকল প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই জমিদারের নামে নানারূপ মিথ্যা ফৌজদারি মকর্দ্দামা উপস্থিত করে। ইহার কোন কোন মকর্দ্দামায় তিনি জয়লাভ করেন ও কোন কোন মকর্দ্দামায় তিনি পরাজিত হন। এইরূপ প্রজাগণকে লইয়া নানারূপ অশান্তির সহিত তিনি দিন যাপন করিতে থাকেন।

—:*:—

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কর্ম্মচারী সেই স্থানে উপবেশন করিবার পর, ক্রমে ক্রমে সেই পাড়ার অনেকে আসিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিল। ইহারা যে অনুসন্ধানকারী পুলিসকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে আগমন করিল তাহা নহে, নিজের নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এই ব্যক্তিগণের সহিত প্রায়ই সেই জমিদারের সংব্যবহার ছিল না। ইহাদিগের অনেকের নামেই জমিদারকে বাঁকীখাজনার নালিস করিয়া, তাহাদিগের বিষয় প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া লইতে হইয়াছে। কাহার নিকট হইতে বা চাষের জমি ছাড়াইয়া লইতে হইয়াছে।

ইহারা জমিদারকে কোনরূপে বিপদগ্রস্ত করিবার মানসেই সেই স্থানে আগমন করিয়াছে, আবশ্যক হইলে জমিদারের বিপক্ষে কোন কথা বলিতেও পরাঙ্মুখ নহে।

কর্ম্মচারী যে পাড়ায় অনুসন্ধানের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন, সেই পাড়ায় জমিদারের বাসস্থান ছিল না, তাঁহার বাসস্থান

গ্রামের অপর প্রান্তে, সুতরাং প্রথমে তিনি কিছুমাত্র অবগত হইতে পারেন নাই যে, তাঁহার বিপক্ষে এক ভয়ানক গুরুতর অভি-যোগ উপস্থিত হইয়াছে, ও তাহারই অনু-সন্ধানের নিমিত্ত পুলিস কর্ম্মচারীর সেই গ্রামে আগমন হইয়াছে।

কর্ম্মচারী সেই স্থানে উপবেশন করিয়া সেই পাড়ার অনেক লোকের জবানবন্দী গ্রহণ করিলেন। ঐ সমস্ত লোকের নিকট হইতে তিনি যে সকল বিষয় অবগত হইলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তাহারা কর্ম্মচারীকে বলিল খানমহম্মদের পিতা পীরমহম্মদ একজন অতিশয় বৃদ্ধ প্রজা, বহুদিবস হইতে ঐ স্থানে বাস করিয়া আসি-তেছিল। তাহার সহিত জমিদারের ব্যবহার ভাল ছিল না, কারণ অর্থের সংস্থান করিতে না পারায়, সে নিয়মিত রূপ খাজনা দিতে পারিত না বলিয়া জমিদার তাহার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট থাকিতেন। জমিদারের বিশ্বাস ছিল পীরমহম্মদ ইচ্ছা করিয়া তাঁহার খাজনা বাকী রাখিয়া থাকে, ও বাকী খাজনার নালিস করিলে নানারূপ মিথ্যা কথা বলিয়া ঐ মক-র্দ্দমার জবাব দেয়। এখনও পীরমহম্মদের নিকট তাঁহার অনেক খাজনা বাকী আছে।

ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে কেহ কেহ কহিল, চারি পাঁচ দিবস হইবে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জমিদারের একজন গোমস্তা, একজন সরকার, ও দুইজন পাইক পীরমহম্মদের বাড়ীতে আগ-মন করিয়া কহে জমিদার বিশেষ কোন কার্য্য উলপক্ষে পীরমহম্মদকে ডাকিতেছেন এখনই তাহাকে তাহাদিগের সঙ্গে গমন করিতে হইবে। তাহাদিগের কথা শুনিয়া পীরমহম্মদ তাহাদিগের সহিত গমন করিতে অসম্মত হয়, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তাহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সেই স্থানে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কিছুতেই উহার কথা না শুনিয়া কহে, যদি নিতান্তই সে তাহা-দিগের সহিত স্বইচ্ছায় গমন না করে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগের মনিবের আদেশ প্রতিপালন করিবে, অর্থাৎ তাহারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। ইহাতেও পীর-মহম্মদ তাহাদিগের সহিত গমন করিতে সম্মত না হওয়ায় তাহারা জোর করিয়া পীর-মহম্মদকে ধরিয়া লইয়া যায়।

কেহ বলিল যখন জমিদারের লোক পীর-মহম্মদকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতে-ছিল সেই সময় রাস্তায় সে তাহা দেখিতে পায়, বৃদ্ধ লোককে ওরূপ করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া সে উহাদিগকে নিষেধ করে ও পীরমহম্মদকে ছাড়িয়া দিতে কহে, কিন্তু তাহার কথায় জমিদারের কর্ম্ম-চারিগণ সম্মত হয় না। অধিকন্তু তাহাকে গালি দিয়া পীরমহম্মদকে লইয়া জমিদারের বাড়ীর দিকে প্রস্থান করে। কেহ বলিল সন্ধ্যার পর সে জমিদারের বাড়ীর নিকট দিয়া গমন করিতেছিল, সেই সময় সে জমি-

দার বাড়ার ভিতর হইতে পীরমহম্মদের চিৎকারধ্বনী শুনিতে পায়, তাহার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি পীরমহম্মদকে প্রহার করিতেছিল। সে সেই জমিদার বাড়ীর ভিতর গমন করিবার চেষ্টা করে কিন্তু জমিদারের লোক তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয় না।

এইরূপ নানা লোকের নিকট হইতে নানা কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না. একবার মনে করিলেন সকলেই মিথ্যা কথা বলিয়া সেই জমিদারকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। আবার ভাবিলেন পাড়ার সমস্ত লোকেই যে মিথ্যা কথা কহিবে তাহাই বা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? সত্য হউক মিথ্যা হউক যখন একটা কথা উঠিতেছে, ও পাড়ার সমস্ত লোক সেই কথার সমর্থন করিতেছে, অথচ চারি পাঁচ দিবস হইতে পীরমহম্মদকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন ইহাদিগের কথায় অবিশ্বাস করিয়া কিরূপেই বা স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে পারা যায়।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, যে সকল লোক জমিদারের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল, ও যে খানমহম্মদ এই মকর্দ্দামা রুজু করিয়াছে, তাহাদিগের সকলকে সঙ্গে লইয়া কর্ম্মচারী সেই জমিদার বাড়াতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

জমিদার আবুলফজল সেই সময় তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সেই কর্ম্ম-চারীকে তাঁহার বাড়ীতে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক আপন বাড়ীতে লইয়া গেলেন, ও বসিবার আসন প্রদান করিলেন। তাঁহার সহিত অপর যে সকল ব্যক্তি গমন করিয়াছিল, তাহাদিগকেও সেই স্থানে বসিতে কহিলেন। সকলে সেই স্থানে উপবেশন করিলে কর্ম্মচারী আবুল ফজলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি পীর মহম্মদকে চিনেন?"

আবু। চিনি বইকি সে আমার প্রজা।

কর্ম্ম। সে এখন কোথায়?

আবু। তাহা আমি বলিতে পারি না।

কর্ম্ম। আজ চারি পাঁচ দিবস হইল আপনি তাহাকে আপনার বাড়ীতে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন?

আবু। মিথ্যা কথা, আমি তাহাকে এক বৎসরের মধ্যে আমার বাড়ীতে ডাকাইয়া আনি নাই বা সেও আমার বাড়ীতে আসে নাই। সে আমার প্রজা সত্য, কিন্তু কখন সে আমার বাড়ীতে আসিয়া খাজনা দিয়া যায় না। হয় তাহার নামে ডিক্রী করিয়া তাহার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে হয়, না হয় সে নিজে গিয়া খাজনা আদালতে জমা দিয়া আসে।

কর্ম্ম। তাহার পুত্র ও পাড়ার এই সমস্ত লোকে বলিতেছে যে আপনি চারিজন লোক পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছেন।

আবু। মিথ্যা কথা।

কর্ম্ম। আপনার বাড়ীর ভিতরও তাহার ক্রন্দন ধ্বনি কেহ কেহ শুনিয়াছে।

আবু। সমস্তই মিথ্যা কথা।

কর্ম্ম। সত্য মিথ্যা আমি জানিনা, যাহারা যাহারা আপনার বিপক্ষে বলিতেছে আমি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আপনার বাড়ীতে আনিয়াছি, উহারা আপনার সম্মুখেই বসিয়া আছে; ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই আপনি জানিতে পারিবেন যে, উহারা পীরমহম্মদকে আপনার বাড়ীতে ধরিয়া আনিতে দেখিয়াছে কিনা ও আপনার বাড়ীর ভিতর তাহার ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়ছে কি না?

আবু। আমার বিপক্ষে ইহারা সব বলিতে পারে। ইহারা আদালতে গিয়া আমার ও আমার কর্ম্মচারিগণের বিপক্ষে যে কত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। এরূপ অবস্থায় ইহারা যে আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে বিপদগ্রস্থ করিবার চেষ্টা করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

কর্ম্ম। এতগুলি লোক যদি আপনার বিপক্ষে মিথ্যা কথা কহে তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি?

আবু। আপনি সব করিতে পারেন, আপনি যখন অনুসন্ধানে আসিয়াছেন তখন সত্য মিথ্যা আপনার নিকট কিছুই গোপন থাকিবে না, আপনি অনুসন্ধানে আমার দোষ প্রাপ্ত হন তবে আমাকে উপযুক্ত রূপ দণ্ড প্রদান করুন।

আবুলফজলের এই কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী সেই সমস্ত লোককে কহিলেন "তোমাদিগের জমিদার তোমাদিগের সম্মুখে যাহা বলিলেন তাহা তোমরা শুনিলে। তোমাদিগের জমিদার অশিক্ষিত লোক নহেন, তিনি যে এইরূপ একটী নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়া বসিবেন তাহাই বা বলি কি প্রকারে?"

যে সকল ব্যক্তি, কর্ম্মচারীর সহিত সেই স্থানে আসিয়াছিলেন তাহার মধ্যে পূর্ব্বকথিত অর্দ্ধশিক্ষিত একজন লোক ছিল। সে কর্ম্মচারীর কথার উত্তরে কহিল "যে ব্যক্তি অধিক লেখা পড়া শিখে তাহাদিগের বুদ্ধির তেজ অত্যন্ত প্রখর হয়। কিরূপ উপায়ে কোন কার্য্য সমাপন করিলে সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় তাঁহারা তাহা উত্তমরূপ বোঝেন, সুতরাং আমাদিগের জমিদার দ্বারা যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না তাহা আমরা বলিতে পারি না।

কর্ম্ম। ভাল, যে যে ব্যক্তি পীরমহম্মদকে ধরিয়া আনিয়াছিল তাহারা এখন এখানে আছে?

একজন প্রজা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল "তাহাদিগের দুইজন এখন এখানে উপস্থিত আছে।" এই বলিয়া আবুলফজলের দুইজন কর্ম্মচারীকে তাহারা দেখাইয়া দিল।

—:০:—

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবুলফজলের বাসস্থান প্রায় পঁচিশ বিঘা জমির উপর। রাস্তা হইতে তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমেই খানিকটা খোলা জমি। তাহার পর দুই দিকে দুইখানি করিয়া চারি খানি খড়ের ঘর। অতিথিঅভ্যাগতের নিমিত্ত ঐ ঘরগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার একখানি হিন্দু অতিথির থাকিবার ও আর একখানি রন্ধনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, কোন মুসলমানকে ঐ দুইখানি ঘরে কখনই স্থান প্রদান করা হয় না। অপর দুই খানি ঘরের একখানি সম্ভ্রান্তশালী ও অপরখানি অপরাপর মুসলমানদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। তাহাদিগের রন্ধন করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র ঘরের কোনরূপ প্রয়োজন হয় না। ইহাদিগের রন্ধনাদি আবুলফজলের রন্ধনশালায় তাঁহার রন্ধনের সহিত একত্রই হইয়া থাকে। এই দুই শ্রেণী ঘরের সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ হস্ত পরিসর রাস্তা, ঐ ঘর শ্রেণীর পরই একদিকে তাঁহার গোয়ালবাড়ী, অপর দিকে ধান্যাদি রাখিবার গোলাবাড়ী, তাহার পর একদিকে তাঁহার কাছারি ঘর, ও অপরদিকে প্রজাদিগের বিশ্রাম করিবার ঘর এবং কর্ম্মচারী ও পরিচারক দিগের থাকিবার স্থান। ইহার পরেই অন্দর। অন্দরের ভিতর ৮।১০ খানি ঘর আছে, রন্ধন ও শয়ন ইত্যাদি এই সকল ঘরেই হইয়া থাকে। এই মহলটী প্রাচার পরিবেষ্টিত। এই সমস্ত ঘর ব্যতীত ঐ প্রাচীরের বাহিরেও একখানি রান্না ঘর আছে। কাছারি বাড়ার পশ্চাতে বৃহৎ সানবাঁধান পুষ্করণী। প্রাচারের ভিতরেও একটী অপেক্ষা কৃত ছোট পু[illegible]ী আছে। স্ত্রীলোকগণ উহার জলই ব[illegible]র করিয়া থাকেন। ইহার পরই ঐ বাড়ী[illegible] সংলগ্ন একটী বাগান উহা সকল প্রকার বৃক্ষ দ্বারা সমাচ্ছন্ন ও বহুদূর বিস্তীর্ণ। বিশেষ কোন কার্য্য ব্যতীত প্রায় কেহই সেই বাগানের ভিতর গমন করে না।

এই সমস্ত লইয়া আবুলফজলের বসত বাড়ী। অন্দর বাড়ী ব্যতীত এই ২৫ বিঘা জমীর চতুর্দ্দিকে মনসা বৃক্ষ দ্বারা সামান্য রূপ বেড়া দেওয়া ভিন্ন ভাল রূপ ঘেরা নহে। যাহার যে দিক দিয়া ইচ্ছা, মনে করিলে, সে সেই দিক দিয়া যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু সেই সকল স্থান দিয়া প্রায় কেহই যাতায়াত করে না, সকলেই সদরের রাস্তা দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে।

কর্ম্মচারী অনুসন্ধান উপলক্ষে লোক জন সমভিব্যাহারে সেই দিক দিয়া গমন করিয়াই আবুলফজলের কাছারি ঘরে গিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন।

আবুলফজলের সকল কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী তাঁহাকে কহিলেন, যখন তাঁহার উপর এই ভয়ানক অভিযোগ উপস্থিত

হইয়াছে, তখন তাহার বাড়ীটী একবার উত্তমরূপে দেখিয়া লওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য।

আবু। আপনি রাজ কর্ম্মচারী, আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা আমাদিগের ক্ষমতাতীত ও কর্ত্তব্য নহে। আপনি আপনার ইচ্ছামত কার্য্য অনায়াসেই করিতে পারেন, কিন্তু এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

কর্ম্ম। কেন পারিবেন না, আপনার যাহা ইচ্ছা অনায়াসেই তাহা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

আবু। আমার বাড়ীর খানাতল্লাসি করিয়া যদি আপনি পীরমহম্মদকে প্রাপ্ত হন বা আমি যে তাহাকে এই স্থানে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছি, তাহার কোন রূপ নিদর্শন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই রাজদ্বারে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে তাহা আমি উত্তম রূপ অবগত আছি; কিন্তু আপনার অনুসন্ধানে পরিশেষে যদি সাব্যস্ত হয় যে আমাদিগের কোন রূপ অপরাধ নাই, তাহা হইলে আমার এই বিষম অবমাননার জন্য দায়ী কে হইবে?

কর্ম্ম। তাহার জন্য দায়ী হইবে খানমহম্মদ, ও যে সকল ব্যক্তি আপনার বিপক্ষে সাক্ষ প্রদান করিতেছে।

আবু। যাহা হউক সে পরের কথা, আপনি এখন আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু আমার নিবেদন এই যে, যখন আপনি আমার অন্দর মহলে প্রবেশ করিবেন, সেই সময় আপনার প্রয়োজনীয় লোক ব্যতীত অপর কোন লোক যেন আপনার সহিত আমার অন্দর মহলে প্রবেশ না করে।

কর্ম্ম। কেবল খানাতল্লাসীর সাক্ষী, খানমহম্মদ ও পুলিস কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর কেহই আপনার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে না।

ইহা বলিয়া কর্ম্মচারী সেই পাড়ার তিন চারিজন লোককে ডাকাইয়া, গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া সেই স্থানে যে সকল লোক উপস্থিত ছিল সকলেই উঠিল। তিনি বাহিরের স্থান ও গৃহ সকল প্রথমেই অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সহিত যে সকল লোক পীরমহম্মদের পাড়া হইতে আগমন করিয়াছিল তাহারাও সেই বাহির বাড়ীর ও বাগানের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

কর্ম্মচারী যখন গোয়াল বাড়ী ও গোলা বাড়ী দেখিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় একজন মুসলমান, একটী মুসলমান কনষ্টেবলকে একটু দূরে লইয়া গিয়া তাহাকে কি কহিল, ও তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। কর্ম্মচারী ইহা দেখিলেন কিন্তু সেই সময় কাহাকেও কিছু

বলিলেন না। প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেই কনষ্টবল সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিল ও কর্ম্মচারীকে কহিল "আমি আপনাকে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি আপনি একটু দূরে আসুন।"

কনষ্টবলের কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী তাহার সহিত একটু দূরে গমন করিলেন; সেই স্থানে কনষ্টবল কর্ম্মচারীকে চুপে চুপে কি বলিল। কর্ম্মচারী ধীর ভাবে সমস্ত কথা শুনিয়া সেই কনষ্টবলকে কহিলেন "তুমি অবুলফজলকে একবার আমার নিকট ডাকিয়া আন।"

কনষ্টবল কর্ম্মচারীর আদেশ পালন করিল, আবুলফজল সেই স্থানে আগমন করিলে, কর্ম্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে আপনারা তাহাদিগকে কোথায় গোর দিয়া থাকেন?"

আবু। কবর স্থানে।

কর্ম্ম। কোন কবর স্থানে?

আবু। যে কবর স্থানে গ্রামের সমস্ত লোকের গোর হয়।

কর্ম্ম। সে কবর স্থান কোথায়?

আবু। এই গ্রামের এক প্রান্ত ভাগে।

কর্ম্ম। আমি জানি অনেক ভদ্র মুসলমানের নিজের কবর স্থান থাকে। তাঁহাদিগের পরিবারবর্গের মধ্যে কাহার বা কোন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে, তাঁহারা সেই স্থানেই উহাদিগের গোর দিয়া থাকেন। এইরূপ স্থান প্রায়ই তাঁহাদিগের নিজের জমিতে, নিজের বাড়ীতে বা নিজের বাগানেই স্থির করিয়া রাখা হয়।

আবু। না মহাশয়, আমাদিগের সেরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই।

কর্ম্ম। আপনাদিগের বাগানে কখন কোন গোর হইয়া থাকে?

আবু। না।

কর্ম্ম। আমি শুনিলাম আপনার বাগানের মধ্যে এক স্থানের জমি নূতন খনন করা হইয়াছে।

আবু। আমি তাহা অবগত নহি। আমি যতদূর অবগত আছি তাহাতে বাগানের ভিতর দুই এক মাসের মধ্যে কোন স্থান খোদিত হয় নাই।

কর্ম্ম। কোনরূপ বৃক্ষাদি লাগাইবার নিমিত্ত কোন স্থানতো প্রস্তুত করা হয় নাই?

আবু। আমি আপনাকে এইমাত্র বলিলাম, গত দুই মাসের মধ্যে আমার বাগানের ভিতর কোন কার্য্যই হয় নাই।

কর্ম্ম। এই সমস্ত সামান্য সামান্য বিষয়ের সমস্ত কথা আপনার কর্ণগোচর না হইলেও হইতে পারে, সে যাহা হউক আপনি আপনার কর্ম্মচারিগণকে ও পরিচারক দিগকে একবার একথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন দেখি, তাহারাই বা কি বলে?

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া আবুলফজল

তাঁহার কর্ম্মচারী ও পরিচারকগণের মধ্যে যাহারা সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের সকলকেই সেই কর্ম্মচারীর সম্মুখে ডাকাইলেন, ও প্রত্যেককেই ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই বলিল না যে সেই বাগানের কোন স্থানের মৃত্তিকা সম্প্রতি কোন রূপে খোদিত হইয়াছে। তখন আবুলফজল কর্ম্মচারীকে কহিলেন "মহাশয়, বাগানের কোন স্থানে কিরূপ খোদিত হইয়াছে তাহা দেখিলেই সবিশেষ বুঝিতে পারা যাইবে, চলুন সেই স্থানে যাইয়া অগ্রে দেখা যাউক।"

আবুলফজলের কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী কহিলেন "আমিও মনে মনে তাহাই স্থির করিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি সেই কনষ্টবলকে ডাকিলেন ও তাহাকে কহিলেন "যে ব্যক্তি এই সংবাদ তোমাকে প্রথমে প্রদান করিয়াছে তাহাকে একবার আমার সম্মুখে ডাকিয়া আন দেখি।" কনষ্টবল তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল। কিন্তু কর্ম্মচারী সেই সময় তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই বাগান অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আবুলফজল ও অপরাপর যে সকল ব্যক্তি সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিল সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। সেই কনষ্টবল ও যে ব্যক্তি ঐ কনষ্টবলকে সংবাদ প্রদান করিয়াছিল, তাহারা সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে আবুলফজলের বাড়ীর সংলগ্ন সেই বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, উহারা সকলকে সেই বাগানের এক প্রান্ত ভাগে লইয়া গেল, ও একটী নব খোদিত স্থান তাঁহাদিগের দেখাইয়া দিল।

—ঃ০ঃ—

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐ ব্যক্তি ঐ স্থান সর্ব্ব সমক্ষে দেখাইয়া দিলে কর্ম্মচারী আবুলফজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "এই স্থানটী নূতন খোদিত বলিয়া বোধ হইতেছে না?"

আবু। সেই রূপইতো বোধ হইতেছে।

কর্ম্ম। এই স্থান কে খনন করিল?

আবু। তাহাতো বলিতে পারি না, দুই এক মাসের মধ্যে বাগানের ভিতর কোন স্থান খনন করিবার আমাদিগের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই।

কর্ম্ম। সে যাহা হউক এখন দেখা যাউক ইহার মধ্যে কি আছে।

এই বলিয়া সেই স্থানে যে সকল ব্যক্তি সেই সময় উপস্থিত ছিল তাহাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে তিনি ঐ স্থান পুনরায় খোদিত করিয়া দেখিতে কহিলেন। আবুলফজল তাঁহার বাড়ী হইতে একখানি কোদালি আনাইয়া দিলেন। ঐ কোদালি দ্বারা ঐ স্থান বিশেষ সতর্কতার সহিত খোদিত

করিবামাত্র, প্রায় অর্দ্ধ হস্ত মৃত্তিকার নিম্নে একটী মৃতদেহের কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া গেল। মৃতদেহ দেখিতে পাইবার পরই কর্ম্মচারী আরও বিশেষরূপ সতর্কতার সহিত ঐ স্থানের মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে মৃতদেহের সমস্ত অংশ বাহির হইয়া পড়িলে ঐ মৃতদেহটী তিনি ঐ স্থান হইতে উঠাইয়া উহার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে রাখিয়া দিলেন।

উহা একটী বৃদ্ধের মৃতদেহ, কিন্তু উহা দেখিয়া কিছুতেই চিনিতে পারা যায় না যে উহা কাহার, কারণ ঐ দেহটীর উপর এরূপ ভাবে অস্ত্রাঘাত করা হইয়াছে, যে তাহাব কোন স্থান একেবারে অক্ষত নাই, সমস্তই যেন মাংসপিণ্ড রূপে পরিগণিত হইয়াছে। বিশেষ মুখের অবস্থা আরও ভয়ানক, উহার নাক কান মুখ চোক যে কোথায় গিয়াছে তাহার কিছুমাত্র ঠিকাণা নাই। এইরূপ অবস্থায় ঐ মৃতদেহ দেখিয়াও খানমহম্মদ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "এই আমার পিতার মৃতদেহ, দেখুন মহাশয় জমিদার সাহেব আমার পিতাকে হত্যা করিয়া এই স্থানে পুঁতিয়া রাখিয়াছেন।"

কর্ম্ম। এ যে তোমার পিতার মৃতদেহ তাহা তুমি কি প্রকারে বলিতেছ? কারণ এরূপ অবস্থায় মৃতদেহ দেখিয়া কেহই বলিতে পারে না যে, ইহা কাহার মৃতদেহ। এই মৃতদেহ যেরূপ ভাবে বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাতে কাহার সাধ্য যে, সে উহা দেখিয়া বলিতে পারে যে উহা কাহার মৃতদেহ, এরূপ অবস্থায় তুমি কিরূপে বলিতে পার যে ইহা তোমার পিতার মৃতদেহ।

খান। যেরূপ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইক না কেন আপনার পিতার মৃতদেহ কে না চিনিতে পারে? তৎব্যতীত উহার পরিধানে যে বস্ত্র দেখিতেছেন, যখন জমিদারের লোক ইঁহাকে ধরিয়া লইয়া যান, সেই সময় ইঁহার পরিধানে এই বস্ত্রই ছিল, আমি এই বস্ত্র দেখিয়া উত্তমরূপে চিনিতে পারিতেছি যে, উহা আমার পিতার বস্ত্র। সুতরাং ইহা যে আমার পিতার মৃতদেহ সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

খানমহম্মদের কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী সেই সময় তাহাকে অপর কোন কথা না বলিয়া মনে মনে এই ভাবিলেন, এই মৃতদেহ পীরমহম্মদের হউক বা না হউক, ইহা কাহার মৃতদেহ? ও কিরূপেই বা এই মৃতদেহ এই স্থানে প্রোথিত হইল? খানমহম্মদ ও তাহার পাড়ার লোক যাহা বলিতেছে তাহাই বা এরূপ অবস্থায় একেবারে অবিশ্বাস করি কি প্রকারে? পীরমহম্মদকে পাওয়া যাইতেছে না, আবুলফজলের লোকেরা তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে তাহারও যথেষ্ট প্রমান আছে, এদিকে তাহারই বাগানের ভিতর একটী বৃদ্ধের মৃতদেহ, কোন প্রখর অস্ত্রের

শতাধিক আঘাতের সহিত পাওয়া যাইতেছে, কিরূপ অবস্থায় এই মৃতদেহ এই স্থানে আসিল, ও কেই বা ইহা লইয়া আসিয়া এই স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিল, আবুলফজল বা তাঁহার কোন লোক, তাহার কোন কথা বলিতে পারিল না। এরূপ অবস্থায় যে পর্য্যন্ত খানমহম্মদের অভিযোগের বিরুদ্ধে অপর কোনরূপ সন্তোষ জনক প্রমাণ পাওয়া না যায় সেই পর্য্যন্ত খান-মহম্মদ ও তাহার সাক্ষীগণের কথাই বিশ্বাস করিতে হইবে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া কর্ম্মচারী আবুলফজল ও তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করিলেন, এই দুইজন কর্ম্মচারীকে ইতি পূর্ব্বে খানমহম্মদ ও তাহার সাক্ষীগণ দেখাইয়া দিয়াছিল।

উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া কর্ম্মচারী সেই বাগানের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল লোকজন বাস করে তাহাদিগের নিকট অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই স্থানের অনেক লোককে তিনি অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে বিশেষ কোনরূপ সংবাদ প্রদান করিতে পারিল না। তিনি নিতান্ত নিরাশ হইয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালীন খানমহম্মদের পাড়ার এক ব্যক্তি, সেই বাগানের নিকট বাসী দুইজন লোককে আনিয়া সেই কর্ম্মচারীর সম্মুখে উপস্থিত করিল। উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ম্মচারী জানিতে পারিলেন তিন দিবস হইল সন্ধ্যার পর তাহারা ঐ স্থান দিয়া গমন করিতেছিল, সেই সময় তাহারা দেখিতে পায় খানমহম্মদ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছে, ও তাঁহার চারিজন কর্ম্মচারী তাঁহার সন্নিকটে এক স্থানের মৃত্তিকা কোদালি দিয়া কাটি-তেছে। অসময়ে সেই স্থান খনন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের মনে সন্দেহের উদয় হয়, তাহারা ঐ স্থান খনন করিবার কারণ আবুলফজলকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহাদিগকে এই কহেন যে, কলিকাতা হইতে একটী ভাল আঁবের কলম আসিবে, তাহাই ঐ স্থানে পুতিবার জন্য তিনি একটী স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন। আবুল-ফজলের এই কথায় উহারা বিশ্বাস করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে, কিন্তু এখন তাহারা দেখিতেছে যে, আঁবের কলমের পরিবর্ত্তে পীরমহম্মদকে সেই স্থানে প্রোথিত করা হইয়াছে।

উহাদিগের এই কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী আবুলফজলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মহাশয়, ইহারা যাহা বলিতেছে তাহা কি সত্য নহে?"

আবু। না মহাশয়, ইহাদিগের সমস্ত কথাই মিথ্যা, ইহাদিগের বাসস্থান আমা-দিগের পাড়ায় সত্য, কিন্তু ইহারা উভয়েই পীরমহম্মদের কুটুম্ব, ও ইহারা উহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমাকে নানারূপ কষ্ট

দিয়া আসিতেছে। আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য উহারা যে আমার বিপক্ষে এইরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিবে তাহার আর বিচিত্র কি ?

কর্ম্ম। সকলেই যদি আপনার বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে ঐ মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলেই আপনাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।

আবু। বিনা দোষে যদি আমাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে আর উপায় কি ? ঈশ্বর অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইবেই হইবে, তাহার কিছুতেই খণ্ডন হইতে পারে না।

কর্ম্ম। সে যাহা হউক, তোমার অপর আর দুইজন কর্ম্মচারী, যাহাদিগের নাম সাক্ষীগণ করিতেছে তাহারা কোথায় ?

আবু। তাহারা এখানে নাই।

কর্ম্ম। কোথায় ?

আবু। আজ আদালতে কয়েকটী বাকী খাজনার মকর্দ্দামার দিন আছে, ঐ মকর্দ্দামার জন্য তাহারা আদালতে গমন করিয়াছে।

কর্ম্ম। আদালত হইতে তাহারা কখন ফিরিয়া আসিবে ?

আবু। আজ যদি মকর্দ্দামা হইয়া যায়, তাহা হইলে কল্যই তাহারা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। আর যদি মকর্দ্দামা না হয়, তাহা হইলে দুই এক দিবস বিলম্ব হইলেও হইতে পারে।

কর্ম্ম। তাহাদিগের নাম কি ?

আবু। একজনের নাম ওহায়েদ বক্স আর একজনের নাম সেরু মিঞা।

কর্ম্ম। তাহাদিগের বাসস্থান কি এই গ্রামে ?

আবু। তাহারা এ গ্রামে বাস করে না। এখান হইতে প্রায় দশ ক্রোশ ব্যবধানে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে তাহাদিগের বাসস্থান। কিন্তু তাহারা কদাচিৎ গ্রামে গমন করিয়া থাকে, তাহারা আহার করে আমার বাড়ীতে ও এই স্থানেই শয়ন করিয়া থাকে।

আবুলফজলের কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী মনে মনে ভাবিলেন, যখন এত গোলযোগ হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাদিগকে যে সহজে পাওয়া যাইবে তাহা মনে হয় না। কিন্তু তাহাদিগকে এখন গ্রেপ্তার করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। যদি এই মৃতদেহ পীরমহম্মদের হয়, তাহা হইলে উহাদিগ দ্বারাই যে এই সকল কার্য্য ঘটিয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া কর্ম্মচারী উহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন স্থানেই আর তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইলেন না।

ঐ মৃতদেহ সম্বন্ধে সেই সময় অপর যে সকল অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল তাহার সমস্ত শেষ করিয়া, কর্ম্মচারী ঐ

মৃতদেহ ডাক্তারের পরীক্ষার্থে সদরে পাঠাইয়া দিলেন।

আবুলফজল ও তাঁহার যে দুইজন কর্ম্মচারী ধৃত হইয়াছিল, তাহারা পুলিসের জিম্মায় রহিল। অপর যে দুইজনকে পাওয়া গিয়াছিল না, তাহাদিগের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

—:*:—

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যে কর্ম্মচারী এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি বহু পুরাতন কর্ম্মচারী না হইলেও, একজন অতিশয় দক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নিজের হিতাহিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সমস্ত মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করিতেন; মিথ্যাকে সত্য করিয়া, সত্যকে মিথ্যা করিয়া তিনি কখন কোন পক্ষ সমর্থন করিতেন না। অন্যায় রূপে অর্থ উপার্জ্জনের দিকে তাঁহার একেবারেই লক্ষ্য ছিল না, এই নিমিত্ত সময় সময় তিনি তাঁহার নিম্নপদস্থ বা উর্দ্ধপদস্থ কর্ম্মচারীর অপ্রিয় পাত্র হইয়া উঠিতেন, কিন্তু তিনি সে দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া নিজের অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতেন। যে সকল বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইত, অপরের নিকট তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে তিনি কখন কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেন না।

কর্ম্মচারী এই মকর্দ্দামার বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত ঘটনা কি, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না, বা ঐ মৃতদেহ পীর-মহম্মদের কি অপর কাহার, তাহাও তিনি নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তিনি নিজের মনকে এ বিষয়ে কোনদিকে স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহার কাগজ পত্র লইয়া, তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট গমন করিলেন। তাঁহাকে মকর্দ্দামার সমস্ত অবস্থা কহিলেন, ডাইরি প্রভৃতি সমস্ত কাগজ পত্র যাহা তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা তিনি তাঁহাকে দেখাইলেন ও কহিলেন, "আমি এই মকর্দ্দামার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, যে অবস্থায় মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া কোন ব্যক্তি, উহা যে কাহার মৃতদেহ তাহা কখনই বলিতে পারে না, কিন্তু খানমহম্মদ ও তাহার সাক্ষিগণ উহা অনায়াসেই সনাক্ত করিতেছে, এতদ্ব্যতীত উহার পরিধানে যে বস্ত্র আছে তাহাতে এমন কোন চিহ্ন নাই যে তাহা দেখিয়া ঐ বস্ত্র সনাক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু খানমহম্মদ ও তাহার সাক্ষিগণ ঐ বস্ত্র পীরমহম্মদের বস্ত্র বলিয়া সনাক্ত করিতেছে। এরূপ সনাক্তের উপর কিছুতেই নির্ভর করা যাইতে পারে না, অথচ আবুলফজলের বাগানের ভিতর ঐ মৃতদেহ যে কিরূপে আসিল, তাহার কোন কথা তিনি

বলিতে পারেন না। যে সকল লোক আবুলফজলের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহাদিগের কাহারও সহিত আবুলফজলের সংভাব নাই, অথচ অতগুলি লোকের কথা কিরূপেই বা একেবারে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে।"

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন যে, কোন সাক্ষী কোনরূপ অতিরঞ্জিত না হয়, অথচ কোন সাক্ষীর কথাও যেন কোনরূপে গোপন করা না হয়। ঐ সমস্ত সাক্ষীর কথার উপর নির্ভর করিয়া মকর্দ্দামার অবস্থা যেরূপ দাঁড়ায়, সেইরূপ অবস্থাতেই বিচারার্থে ঐ মকর্দ্দামা প্রেরণ কর, ইহাতে বিচারক যেরূপ ভাল বিবেচনা করিবেন সেইরূপ করিবেন।

প্রধান কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী তাহাতেই সম্মত হইলেন, ও যে সকল সাক্ষী প্রাপ্ত হইলেন, তাহাদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া তিনি ঐ মকর্দ্দামা বিচারার্থে প্রেরণ করিলেন। বলা বাহুল্য আবুলফজল ও তাঁহার যে দুইজন কর্ম্মচারী ধৃত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের উপর যে কেবল এই মকর্দ্দামা দায়ের হইল তাহা নহে, ওহায়েদ বক্স ও সেরুমিঞার উপর ও এই মকর্দ্দামা দায়ের হইল।

আবুলফজল ও তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারীর উপর মকর্দ্দামা চলিতে লাগিল, কিন্তু ওহায়েদ বক্স ও সেরু মিঞাকে আর পাওয়া গেল না, তাহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত পুলিস কর্ম্মচারিগণ বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলই ফলিল না।

ওহায়েদ বক্স ও সেরু মিঞা আদালত হইতে প্রত্যাগমন কালীন এই সমস্ত অবস্থা শুনিতে পায় ও জানিতে পারে যে তাহাদের মনিব ও অপর দুইজন কর্ম্মচারী পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, ও তাহাদিগকেও ধরিবার নিমিত্ত পুলিস বিধিমতে চেষ্টা করিতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া তাহারা আর মনিব বাড়ীতে প্রত্যাগমন করে না বা আপনার গ্রামেও গমন করে না। নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামে তাহাদিগের কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে তাহারা দুই চারি দিবস লুকাইয়া থাকিয়া, পুলিস ও তাহাদিগের শত্রুপক্ষীয় লোকগণ কতদূর কি করিতেছে, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, পরিশেষে যখন জানিতে পারে যে তাহাদিগের মনিবকে তাঁহার কর্ম্মচারিদ্বয়ের সহিত হাজতে আবদ্ধ করা হইয়াছে ও বিচারার্থে তাহাদিগকে আদালতে প্রেরণ করা হইয়াছে, তখন তাহারা সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর আর এক স্থানে গুপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিয়া ঐ মকর্দ্দামার যোগাড় করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যোগাড় করিয়া ঐ মকর্দ্দামার কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। মকর্দ্দামায় আবুলফজলের অনেক

অর্থ ব্যয় হইয়া যায় কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগের অব্যাহতি হয় না। নিম্ন বিচারালয় হইতে তাহাদিগের মকর্দ্দামা পরিশেষে উচ্চ আদালতে প্রেরিত হয়, সেই স্থান হইতে উহারা সকলেই দীর্ঘ কালের জন্ম কারারুদ্ধ হয়, এবং ওহায়েদ বক্স ও সেরু মিঞার নামে গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট বাহির হয়।

এই সমস্ত অবগত হইয়া ওহায়েদ বক্স ও সেরু মিঞা বুঝিতে পারে যে তাহারা ধৃত হইলে কোনরূপে তাহারা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকেও দীর্ঘ কালের জন্ম জেলে গমন করিতে হইবে। ইহা ভাবিয়া তাহারা যে স্থানে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিতেছিল সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে, ক্রমে দেশান্তরে গমন করে। তাহাদিগের এখন প্রধান উদ্দেশ্য এই হইল যে, যেদিকে কোনরূপে তাহাদের পুলিসের হস্তে ধৃত হইবার সম্ভাবনা, সেই দিকে তাহারা কিছুতেই গমন করিবে না।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া তাহারা নানা স্থানে ও নানা গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে। যাহাতে কোন লোক তাহাদিগের উপর কোনরূপে সন্দেহ করিতে না পারে এই ভাবিয়া তাহারা ফকির পরিচয়ে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে। যে জেলায় তাহাদিগের বাসস্থান, সেই জেলা পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী জেলার মধ্যে গমন করিয়া, আজ এ গ্রামে কাল ও গ্রামে, এইরূপে নানা গ্রামে অবস্থিতি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হয়।

এইরূপে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে করিতে তাহারা ক্রমে লক্ষ্ণৌ সহরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে একটী ঘর ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহারা ফকিরী বেশ ধারণ করিয়াছিল ও ভিক্ষা করিয়া দৈনিক অন্নের সংস্থান করিতেছিল সুতরাং তাহাদিগকে দেখিয়া কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় না, তাহারা নির্ভয়ে সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে থাকে।

—ঃ০ঃ—

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এইরূপে দুই তিন মাস অতিবাহিত হইবার পর এক দিবস ভিক্ষা করিতে যখন তাহারা বাহির হইয়াছিল, সেই সময় তাহারা শুনিতে পায় ঐ স্থানের একজন ধনী মুসলমান সহরের সমস্ত ফকির দিগকে উত্তমরূপে আহার করাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন ও পর দিবস দিবা দুই প্রহরের সময় ফকিরগণকে পরিতোষের সহিত আহার করাইয়া প্রত্যেককে এক এক খানি

বস্ত্র প্রদান করিবেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া পর দিবস সময় মত তাহারা সেই স্থানে গমন করিতে মনঃস্থ করিল।

পর দিবস দিবা ১১টার সময় তাহারা সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল নানা স্থান হইতে নানা রূপ ফকিরের সেই স্থানে আমদানি হইয়াছে, সকলেই গিয়া একস্থানে উপবেশন করিতেছে, তাহারাও ক্রমে সেই স্থানে গিয়া উপবেশন করিল।

সেই স্থানে অনেক ফকির আসিবে ও বিশেষরূপ জনতা হইবে, যাহাতে কোন রূপ গোলযোগ না হয় ও অনায়াসে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহার নিমিত্ত স্থানীয় পুলিসের কয়েকজন কর্ম্মচারী সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। ওহায়েদ বক্স ও সেরু মিঞা সেই স্থানে গিয়া উপবেশন কবিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই আর একদল আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে একজনকে দেখিয়া ওহায়েদ বক্স সেরুকে চুপে চুপে কহিল "ঐ লোকটীকে বেস ভাল করিয়া একবার দেখ দেখি।"

সেরু। উহাকে ঠিক পীরমহম্মদের ন্যায় বোধ হইতেছে। লোকে বলে এক আকৃতির দুই ব্যক্তি কখন হইতে পারে না, কিন্তু ইহার আকৃতির সহিত পীর-মহম্মদের আকৃতির কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

ওহা। এ পীরমহম্মদ নয় তো?

সেরু। পীরমহম্মদ হইবে কি প্রকারে যে একবার মরিয়া গিয়াছে সে আবার বাঁচিয়া উঠিবে কি প্রকারে?

ওহা। সে যে মরিয়া গিয়াছে, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমরা তাহাকে ধরিয়াও আনি নাই, বা মারিয়াও পুতিয়া রাখি নাই; তবে যে ব্যক্তির মৃতদেহ আমাদিগের মনিবের বাগানের ভিতর পাওয়া গিয়াছে তাহা যে পীরমহম্মদের মৃতদেহ তাহাই বা বলি কি প্রকারে। আমার বেস বোধ হইতেছে পীরমহম্মদ মরে নাই, আর এই সেই পীরমহম্মদ আমাদিগের ন্যায় ফকিরের বেশে নানাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যাহা হউক ইহাকে ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক, চল আমরাও উহার নিকটে গিয়া উপবেশন করি। উহার নিকটে গিয়া দেখিলেই আমরা উহাকে উত্তমরূপে চিনিতে পারিব।

ওহায়েদের কথা শুনিয়া সেরু মিঞা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল ও যে স্থানে ঐ ব্যক্তি বসিয়াছিল তাহার নিকট গিয়া উপবেশন করিল, উহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া তাহাদিগের মনে আর কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। পীরমহম্মদও তাহা-দিগের দিকে নিতান্ত বিস্মিতের ন্যায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পীরমহম্মদকে উত্তমরূপে চিনিতে পারিবার পর ওহায়েদ বক্স সেরু মিঞাকে চুপে চুপে কি কহিল। ওহায়েদ বক্সের কথা শুনিয়া সেরু মিঞা

সেই স্থান হইতে উঠিয়া যে স্থানে কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী বসিয়া ছিলেন সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল, ও তাহাদিগের এক জনকে সম্বোধন করিয়া কহিল "মহাশয় আমি আপনাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।"

কর্ম্ম। কি বলিতে চাহ?

সেরু। আপনি কি পুলিস কর্ম্মচারী?

কর্ম্ম। হাঁ।

সেরু। আমরা ভয়ানক বিপদগ্রস্থ, সেই বিপদ হইতে এখন আপনি আমাদিগকে উদ্ধার করুন।

কর্ম্ম। কি বিপদগ্রস্থ হইয়াছ?

সেরু। এক ব্যক্তিকে হত্যা করা অপরাধে আমাদিগের মনিব ও তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারী দীর্ঘকালের জন্য জেলে গিয়াছেন ও আমার ও অপর একজনের নামে ঐ খুনি মকর্দ্দামার নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। আমরা এখন ঐ খুনি মকর্দ্দামার ফেরারী আসামী।

কর্ম্ম। তুমি বলিতেছ আমরা, তুমি আর কে?

সেরু। ওহায়েদ বক্স নামক আর এক ব্যক্তি।

কর্ম্ম। তিনি কোথায়?

সেরু। তিনিও এই স্থানে আছেন।

কর্ম্ম। এখন তোমরা কি চাহ? তোমরা গ্রেপ্তার হইতে চাহ?

সেরু। আমরা গ্রেপ্তার হইতে চাহি, ও অপর আর একজনকে গ্রেপ্তার করাইতে চাহি।

কর্ম্ম। আর কাহাকে?

সেরু। যে ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছি বলিয়া আমরা অভিযুক্ত সেই ব্যক্তিকে।

কর্ম্ম। তুমি এই বলিতে চাও যে যে ব্যক্তিকে হত্যা করা অপরাধে তোমরা অভিযুক্ত সেই ব্যক্তি হত হয় নাই, তাহাকেও তোমরা ধরাইয়া দিতে চাহ?

সেরু। হাঁ মহাশয়।

কর্ম্ম। ভাল কথা, চল তাহাদিগকে দেখাইয়া দেও।

এই বলিয়া কর্ম্মচারী সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেরু মিঞার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন, যে স্থানে ওহায়েদ বক্স ও পীরমহম্মদ বসিয়া ছিল সেই স্থানে গমন করিয়া সেরু মিঞা উভয়কেই দেখাইয়া দিয়া কহিল, ইহার নাম ওহায়েদ বক্স ইহার নামেও হত্যা মকর্দ্দামার ওয়ারেণ্ট আছে, ইনিও আমার ন্যায় একজন ফেরারী আসামী। আর ইহার নাম পীরমহম্মদ ইহাকেই হত্যা করার অভিযোগে, আমরা ফেরার হইয়াছি।

সেরু মিঞার এই কথা শুনিয়া কর্ম্মচারী ওহায়েদ বক্সকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেরু মিঞা তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিল, ওহায়েদ বক্সও তাঁহাকে ঠিক তাহাই কহিল। তখন তিনি পীরমহম্মদকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, তোমার নাম কি? পীরমহম্মদ কি তোমার নাম?

পীর। না মহাশয় আমার নাম পীর-মহম্মদ নহে।

কর্ম্ম। তোমার নাম কি?

পীর। আমার নাম আহম্মদ বক্স।

সেরু। মিথ্য কথা।

ওহা। ইহার নাম পীরমহম্মদ, ইহার পুত্রের নাম খানমহম্মদ, ইহার বাড়ী উজীরপুর গ্রামে, ইহার নিমিত্তই ইহার জমীদার আবুলফজল ও তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারীর জেল হইয়াছে, ইহার নিমিত্তই আমরা এই ফকির বেশ ধারণ করিয়া ছদ্ম বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া কত কষ্টই প্রাপ্ত হইতেছি। যে এরূপ মিথ্যা মকর্দ্দামা সাজাইতে পারে, সে কি কখন সত্য কথা বলিবে, আপনি আমাদিগের সহিত উহাকে কয়েদ অবস্থায় আমাদিগের দেশে লইয়া চলুন তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন যে আমরা মিথ্যা কথা কহিতেছি কি এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিতেছে?

কর্ম্মচারী উহাদিগকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তিন জনকেই কয়েদী রূপে থানায় পাঠাইয়া দিলেন। ওহায়েদ বক্স ও সেরু মিঞা হাসিতে হাসিতে প্রহরীর সমভিব্যাহারে থানায় গমন করিতে লাগিল। সেই স্থানে গিয়া তিন জনেই সেই পুলিস কর্ম্মচারীর দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত হাজত গৃহে আবদ্ধ হইল, ও তাহাদিগের উপর দস্তুর মত পাহারা রহিল।

নিজের কার্য্য সমাপন করিয়া সেই পুলিস কর্ম্মচারী থানায় আসিয়া ওহায়েদ বক্স ও সেরু মিঞাকে আপনার সম্মুখে ডাকাইলেন ও তাহাদিগের জবানবন্দী লিখিয়া লইলেন। তাহারা কহিল, পীর-মহম্মদের সহিত গ্রামের জমিদার আবুল ফজলের অনেক দিবস হইতে মনের গোল মাল চলিতেছিল, সে তাহার জমিদারকে নানারূপে কষ্ট দিতে কিছুমাত্র ক্রুটী করে নাই। কিন্তু কোন রূপেই জমিদারকে পরাজিত করিতে পারে না, উভয়ের মধ্যে যতগুলি মামলা মকর্দ্দামায় হইয়াছিল তাহার প্রায় সমস্ত মকর্দ্দামা জমিদার জয়লাভ করেন।

এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইলে হঠাৎ এক দিবস পীরমহম্মদ তাহার ঘর হইতে নিরুদ্দেশ হয় কিন্তু তাহার পুত্র খানমহম্মদ থানায় গিয়া জমিদার, তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারী এবং আমাদিগের নামে এক মিথ্যা মকর্দ্দামা এই মর্ম্মে রুজু করে যে, আমরা বাকী খাজনার নিমিত্ত তাহাকে জমিদার বাড়ীতে ধরিয়া লইয়া যাই, ও তাহাকে জমিদার বাড়ীর ভিতর মারপীট করিয়া মারিয়া ফেলি ও তাহার মৃতদেহ জমিদার বাড়ীর সংলগ্ন জমিদারের বাগানের ভিতর পুতিয়া

রাখি। পুলিস ইহার অনুসন্ধান করেন অনুসন্ধানের সময় পীরমহম্মদের যত আত্মীয় ঐ মর্ম্মে সাক্ষ্য প্রদান করে। পরিশেষে জমিদার সাহেবের বাড়ীর সংলগ্ন সেই বাগানের মধ্যে একটী মৃতদেহও প্রোথিত অবস্থায় বাহির হইয়া পড়ে। ঐ মৃতদেহ এরূপ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল যে উহা দেখিয়া কাহারই বলিবার উপায় ছিল না যে উহা কাহার মৃতদেহ। তথাপি খান-মহম্মদ ও তাহার সাক্ষিগণ ঐ মৃতদেহ পীর-মহম্মদের মৃতদেহ বলিয়া সনাক্ত করে। জমিদার সাহেব ও তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারী সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা পুলিস কর্তৃক সেই সময় ধৃত হন ও বিচারে তাহারা দীর্ঘকালের নিমিত্ত কারা-রুদ্ধ হন। আমরা সেই সময় সেই গ্রামে ছিলাম না, কোন কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিলাম, সেই স্থান হইতে প্রত্যা-গমন করিবার কালীন এই সমস্ত অবস্থা শুনিতে পাই, ও ভয়ে আর আমরা জমিদার বাড়ীতে গমন করি না, ও কোন রূপেই পুলিসকে ধরা দেই না। পুলিস আমা-দিগকে ধরিতে না পারিয়া আমাদিগের নামে গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া দেয়, আমরাও ফকিরি বেশ অবলম্বন করিয়া এপর্য্যন্ত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত কষ্টের সহিত দিন অতিবাহিত করিয়া আসি-তেছি। মিথ্যা মকর্দ্দমায় আমাদিগকে স্ত্রী পুত্রের মায়া দূর করিতে হইয়াছে, দেশের উপর মমতা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। পীরমহম্মদ নিরুদ্দেশ হইয়া যে কোথায় গিয়াছে তাহা আমরা এপর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলাম না, সে মরিয়া গিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিয়াছিলাম না। আজ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া আমরা যে কিরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি তাহা আপনাকে কি বলিব, প্রথমতঃ আমরা মনে করিয়াছিলাম আমাদিগের দেখিবার ভুল হইয়াছে পীরমহম্মদ মরিয়া গিয়াছে, আর যদি মরিয়াই না গিয়া থাকে তাহা হইলেই বা এই দূর দেশে আসিবে কেন? আমরা প্রাণের ভয়ে লুকাইয়া বেড়াইতেছি, সে লুকাইয়া বেড়াইবে কিসের ভয়ে, আবুল-ফজলের জেল হওয়ায় তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া আমরা উহার নিকটে গমন করিলাম ও ভাল করিয়া উহাকে দেখিয়া আমাদিগের মনের সন্দেহ মিটাইলাম। সেও আমাদিগকে দেখিল। পাছে সে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে এই ভাবিয়া আমরা একজন তাহার নিকট রহি-লাম আর একজন আপনার নিকট আসিয়া আপনাকে এই সংবাদ প্রদান করিলাম, তাহার পর আপনি ইহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া আমা-দিগের যে কি উপকার করিয়াছেন তাহা আপনি নিজেই অবগত আছেন।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

পুলিস কর্ম্মচারী ওহায়েদ বক্স ও সেরু মিঞার কথা শুনিয়া পীরমহম্মদকে ডাকিলেন ও তাহাকে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করায় সে সমস্ত অস্বীকার করিল, তিনি তাহার কথায় কোনরূপ পীড়াপীড়ি না করিয়া, তাহাকেও হাজতে রাখিয়া দিলেন ও সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিয়া, যে স্থানের এই ঘটনা সেই স্থানের পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট পত্র লিখিলেন। পত্র পাইবামাত্র সেই স্থানের পুলিস কর্ম্মচারী এক টেলিগ্রাফ করিলেন, ঐ টেলিগ্রাফ পাইয়া সেই পুলিস কর্ম্মচারী জানিতে পারিলেন যে, ওহায়েদ ও সেরু মিঞা যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য। ঐ টেলিগ্রাফে সেই স্থানের পুলিস তিনজনকেই বন্দী করিয়া সেই স্থানে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের পুলিস কর্ম্মচারী ঐ টেলিগ্রাফের আদেশ প্রতিপালন করিলেন, চারিজন প্রহরীর জিম্মায় ঐ তিন জনকেই পাঠাইয়া দিলেন।

যে জেলার মকর্দ্দামা, নিয়মিত সময়ে উহারা সেই জেলায় আসিয়া উপস্থিত হইল, জেলার কর্ম্মচারী তাহাদিগকে স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন।

যে থানার অধীনে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল প্রহরিগণ তাহাদিগকে লইয়া সেই থানায় উপস্থিত হইল। যে সময় তাহারা গিয়া থানায় উপস্থিত হইল, সেই সময় সেই থানার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। এই কর্ম্মচারী প্রথমেই মূল মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তিনি পীরমহম্মদকে দেখিয়া যে কতদূর বিস্মিত হইলেন তাহা বলা যায় না, তিনি সেই সময় আর কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ঐ তিনজনকে হাজতে বদ্ধ করিয়া দিয়া, যে প্রহরিগণ উহাদিগকে আনিয়াছিল তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

সময় মত কর্ম্মচারী উহাদিগকে লইয়া উজীরপুর গ্রামে গমন করিলেন সেই স্থানে পীরমহম্মদকে দেখিবামাত্র সকলেই চিনিতে পারিল। যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিয়াছিল, এখন তাহাকে জীবিত অবস্থায় সেই স্থানে দেখিতে পাইয়া সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইল। কেহ কেহ পীরমহম্মদকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু পীরমহম্মদ তাহাদিগের কথার কোনরূপ উত্তর প্রদান করিল না।

খানমহম্মদ ও যে সকল ব্যক্তি সেই বাগানের মধ্যে প্রাপ্ত মৃতদেহকে পীরমহম্মদের মৃতদেহ বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিল, ও যাহা-দিগের সাক্ষ্যর উপর নির্ভর করিয়া বিচারক তিন তিন জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাদিগের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

ওহায়েদ বক্স ও সেরু মিঞাকে দেখিয়া সকলেই চিনিতে পারিল, জমিদারের পক্ষীয় লোক জন তাহাদিগকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এত দিবস পর্য্যন্ত তাহারা কিরূপ অবস্থায় কোথায় ছিল, কিরূপে ও কোথায় তাহারা পীরমহম্মদকে দেখিতে পায়, ও কিরূপে তাহাকে তাহারা পুলিসের হস্তে অর্পণ করে, এইরূপ নানা প্রকার প্রশ্ন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তাহারাও কর্ম্মচারীর অনুমতি মতে তাহাদিগকে ঐ সকল কথার সংক্ষেপে উত্তর প্রদান করিতে লাগিল।

পীরমহম্মদ ধৃত হওয়ায় গ্রামের মধ্যে একটা মহা গোলোযোগ পড়িয়া গেল, গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত দলে দলে সেই স্থানে আগমন করিতে লাগিল।

কর্ম্মচারী দেখিলেন গ্রামের মধ্যে যেরূপ গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সেই সময় সেই স্থানে কোনরূপ অনুসন্ধান করা একেবারেই অসাধ্য। কাজেই অনন্যোপায় হইয়া কর্ম্মচারী উহাদিগকে লইয়া আবুলফজলের বাড়ীতে গমন করিলেন, সেই স্থানে ওহায়েদ বক্স ও সেরু মিঞাকে বাহিরে রাখিয়া কেবলমাত্র পীরমহম্মদকে সঙ্গে করিয়া তিনি আবুলফজলের একখানি বাহিরের ঘরের মধ্যে গিয়া উপবেশন করিলেন। সেই ঘরের সম্মুখে দুইজন প্রহরীকে রাখিয়া দিলেন, তাহাদের উপর এই আদেশ রহিল কোন ব্যক্তি যেন এই ঘরের ভিতর প্রবেশ না করে, বা কোন ব্যক্তি যেন এই ঘরের নিকটে না আসে।

প্রহরিগণ সেই ঘরের সম্মুখে থাকিয়া কর্ম্মচারীর আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিল। যে সকল ব্যক্তি পীরমহম্মদকে দেখিবার মানসে সেই ঘরের দিকে গমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, প্রহরিগণ তাহাদিগকে সেই স্থানে যাইতে নিবৃত্ত করিতে লাগিল, ও তাহাদিগকে এইরূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিল যে, কর্ম্মচারী এখন তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়া গেলেই পীরমহম্মদকে আমরা বাহিরে লইয়া আসিব, সেই সময় তোমরা অনায়াসেই উহাকে দেখিতে পাইবে ও ইচ্ছা করিলে উহাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও করিতে পারিবে। প্রহরিগণের কথায় বিশ্বাস করিয়া উহারা দূরে গিয়া উপবেশন করিতে লাগিল ও পীরমহম্মদ কখন বাহির হইয়া আসিবে তাহারই প্রতীক্ষায় সেই স্থানে বসিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল, কেহ বা ওহায়েদ বক্স ও সেরু মিঞার নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সেই সময় গ্রামের ও অপর গ্রামের এত লোক আসিয়া উহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, তাহারা কাহার কথায় কি

উত্তর প্রদান করিবে তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

—:*:—

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মচারী পীরমহম্মদকে সেই ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া উপবেশন করিলেন ও পীরমহম্মদকেও সেই স্থানে উপবেশন করিতে কহিলেন। পীরমহম্মদ সেই স্থানে উপবেশন করিলে কর্ম্মচারী তাহাকে কহিলেন, "দেখ পীরমহম্মদ, তোমাকে এ পর্য্যন্ত যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছি তখনই তুমি বলিয়াছ তোমার নাম পীর-মহম্মদ নহে। কিন্তু এখন তোমার গ্রামের সমস্ত লোক, তোমার পুত্র, তোমার আত্মীয় স্বজন সকলেই তোমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছে, ও তোমাকে এই অবস্থায় জীবিত দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে, এখন আর তুমি মিথ্যা কথা বলিও না। তোমার জন্য তিনজন লোকের জেল হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু এখন আর তাহাদিগকে কারাগারে থাকিতে হইবে না, দুই চারি দিবসের মধ্যে তাহারা অব্যাহতি পাইবে। তাহাদিগের পরিবর্ত্তে তোমাকে, তোমার পুত্র খানমহম্মদকে, ও তোমার আত্মীয় স্বজন যাহারা ঐ মকর্দ্দমায় সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহাদিগকেই জেলে যাইতে হইবে ইহা নিশ্চয় জানিও, কিন্তু এখন যদি তুমি সমস্ত অবস্থা আমাকে খুলিয়া বল তাহা হইলে আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতে পারি যে আমা দ্বারা তোমাদিগের কোনরূপ উপকার হইতে পারে কি না? তুমি এখনও আমার কথা শুন, সমস্ত অবস্থা এখনও আমাকে বল।"

পীর। আপনি আমার নিকট কি অবগত হইতে চাহেন।

কর্ম্ম। আমি অবগত হইতে চাহি, আবুলফজলের উপর তোমার এমন কি মর্ম্মান্তিক রাগ ছিল, যে তুমি তাহাকে জব্দ করিবার মানসে চির দিবসের নিমিত্ত দেশ-ত্যাগী হইয়াছিলে, আর তাঁহার কর্ম্মচারিগণই বা তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছিল, যাহাদিগের নিমিত্ত এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদিগের দুইজনকে দীর্ঘকালের নিমিত্ত কারাগারে প্রেরণ করিয়াছ। এই সমস্ত বিষয় আমি আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট অবগত হইতে চাহি। আরও অবগত হইতে চাহি, কাহার পরামর্শ মত তোমরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, যে মৃতদেহ আবুলফজলের বাগানের ভিতর পাওয়া যায় সে কাহার মৃতদেহ, কিরূপ উপায়ে ঐ মৃতদেহ সংগ্রহ হয়, কিরূপ উপায়ে উহার সর্ব্বশরীরে ওরূপ ভাবে জখম করা হয়, ও কিরূপ ভাবেই বা উহা ঐ বাগানের ভিতর প্রোথিত করা হয়। স্থূল কথায় এই ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথা আমি আনুপূর্ব্বিক জানিতে চাহি।

পীর। যখন আমি ধরা পড়িয়াছি তখন আর আমি কোন কথা গোপন করিব না। সমস্তই আপনার নিকট প্রকাশ করিব, ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার ঘটুক। আর ঘটিবেই বা কি? আমার বয়স হইয়াছে সংসারের সমস্ত কার্য্য আমার শেষ হইয়া গিয়াছে। মৃত্যু আমার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, এখন আর আমার কিছুতেই ভাবনা নাই, রাজদণ্ডে ভয় নাই, লোক নিন্দার দিকেও আর আমার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। আমি সমস্তই এখন আপনাকে বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন :—

আমি বহুকাল হইতে এই গ্রামে বাস করিতেছি, আবুলফজলের পিতামহের সময় হইতে আমার এই গ্রামে বাসস্থান। তিনি আমাদিগকে কখন কোন রূপে কষ্ট দেন নাই, সহোদর ভ্রাতার ন্যায় তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন। তাঁহার সময় এই গ্রামে অতি সুখে আমি বাস করিয়াছিলাম। তাঁহার পরলোক গমনের পর আবুলফজলের পিতা আমাদিগের জমিদার হন। তিনি আমাকে মান্য করিয়া চলিতেন, তিনি জমিদার আর আমি তাঁহার প্রজা, সে ভাব তিনি কখনই দেখাইতেন না, অধিকন্তু আমি তাঁহার পিতার বন্ধু ছিলাম বলিয়া, আমায় জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি কখন কোন কার্য্য করিতেন না। তিনি জমিদার আমি প্রজা ছিলাম সত্য কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন পড়িলেও কখন তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকাইয়া লইয়া যাইতেন না, নিজেই আসিয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন, ও তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাঁহার ব্যবহারে কেবল যে আমিই সন্তুষ্ট ছিলাম তাহা নহে, গ্রামের সমস্ত প্রজাই তাঁহার উপর বিশেষ রূপ সন্তুষ্ট ছিলেন, ও সকলেই তাঁহাকে মান্য করিয়া চলিতেন। তিনিও যে যেমন ব্যক্তি, তাহার উপর সেই রূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সময় কোন প্রজার নিকট কখন কোনরূপ খাজনা বাকি পড়িত না, বিনা তাগাদায় প্রজাগণ তাঁহাকে খাজনা দিয়া আসিত। তাঁহার মৃত্যুর পর আবুলফজল আমাদিগের জমিদার হইলেন।

আবুলফজল বাল্যকাল হইতেই কলিকাতায় থাকিয়া ইংরাজি লেখা পড়া করিতেন, প্রজাদিগের সহিত মিসা মিসি তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ছিল না। প্রজাগণ চাষ আবাদ করিয়াই জীবন ধারন করিয়া থাকে, আর তিনি ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত সুতরাং প্রজাগণের সহিত তাঁহার মেসা মিসি করা দূরে থাকুক, তিনি উহাদিগকে ঘৃণা করিতেন, উহাদিগের সহিত কখন একত্র আহার করিতেন না, এমন কি উহাদিগের সহিত কখন এক বিছানায় পর্য্যন্ত বসিতেন না, এইরূপ নানা কারণে প্রজাগণ ক্রমে তাঁহার উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইতে আরম্ভ হইল, ও খাজনা দেওয়া

একবারে বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল, বিনা নালিসে প্রায় তিনি কাহার নিকট খাজনা আদায় করিতে পারিতেন না, এইরূপ নানা কারণে তিনি ও প্রজাদিগের উপর ক্রমে অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

যে সময় প্রজাদিগের সহিত তাঁহার গোলোযোগ চলিতেছিল সেই সময় একটী ডাকাইতি মকর্দ্দামার অনুসন্ধানের নিমিত্ত থানার দারোগা এই গ্রামে আগমন করিয়া তাঁহারই বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবুলফজল তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপ সাহায্য করিয়া গ্রামের কতক গুলি প্রজাকে ধরাইয়া দেন। কোথায় তিনি তাঁহার নিজের প্রজাদিগকে সহায্য করিয়া, যাহাতে তাহারা কোন রূপে বিপদে পতিত না হয় তাহা করিবেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তিনি পুলিসকে সাহায্য করিয়া তাঁহার নিজের কতক গুলি প্রজাকে ধরাইয়া দেন ও যাহাতে তাহাদিগের উপর ডাকাইতি মকর্দ্দামা উত্তম রূপে প্রমাণ হয়, তাহার যোগাড় করিয়া দেন। তাঁহার নিমিত্তই তাঁহার অনেক গুলি প্রজা সেই সময় জেলে গমন করে। আমার দুইটী পুত্রকেও তিনি ঐ সময় ধরাইয়া দেন, ও তাহাদিগের দীর্ঘ কালের নিমিত্ত জেল হইয়া যায়।

ইহার পূর্ব্ব হইতে আমার সহিত আবুলফজলের মিল ছিলনা, কিন্তু এই সময় হইতে উভয়ের মধ্যে কথা বার্ত্তা পর্য্যন্ত ও বন্ধ হইয়া যায়। যাহাদিগের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া আমরা দিন পাত করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাদিগের জেল হওয়ায় আমাদিগের বিশেষ কষ্ট হয়। আমার পূর্ব্ব সঞ্চিত যে কিছু অর্থ ছিল, আমার পুত্রদ্বয়ের মকর্দ্দামায় তাহা সমস্তই ব্যয় হইয়া যায়। সেই সময় হইতে জমিদারের খাজনা বাকী পড়িতে আরম্ভ হয়। জমিদারও প্রত্যেক কিস্তির বাকী খাজনার নিমিত্ত আমার নামে নালিস করিতে আরম্ভ করেন, তিনি আর আমার নিকট খাজনা চাহিতেন না, সময় অতীত হইবা মাত্র আমার নামে নালিস করিয়া খাজনা, তাহার সুদ ও খরচার ডিক্রী করিয়া আমাকে একেবারে ফেরার করিতে আরম্ভ করেন, আমিও লোকের পরামর্শ শুনিয়া প্রত্যেক মকর্দ্দামায় জবাব দিতে আরম্ভ করি ও জমিদারের নামে দুই একটী দেওয়ানি ও ফৌজদারী মকর্দ্দামা রুজু করিয়া দি। জমিদারের পয়সা আছে, আর আমার পয়সার অভাব সুতরাং জমিদারের নিকট আমাকেই পরাস্ত হইতে হয়।

এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইবার পর কিরূপে আবুলফজলকে বিশেষ রূপে জব্দ করিতে পারা যায় সেই সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদিগের পাড়ায় একটী লোক আছে, সে লেখা পড়া জানে কিন্তু প্রায়ই গ্রামে থাকে না, তাহার নিজের কার্য্য উপলক্ষে সে প্রায়ই সহরে থাকে ও সময় সময় বাড়ীতে আসে। সে মামলা মক-

দাম্য খুব ভাল রূপ বুঝিয়া থাকে, কাহাকে কিরূপে জব্দ করিতে হয় তাহার উপায় সে যেমন জানে, সেরূপ আর কেহ জানে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

সেই ব্যক্তি তাহার আবশ্যক মত বাড়ী আসিলে, আমি আমার দুঃখের কথা তাহাকে বলি, আমার কথা শুনিয়া সে কহে আবুল-ফজল যদিও তাহার জমিদার, তথাপি তাহার মত প্রজাকে এক দিবসের জন্যও তিনি খাতির করেন নাই, বা কোন দিন তাহাকে দুইটী মিষ্ট কথাও বলেন নাই। নিতান্ত অশিক্ষিত ও চাষি প্রজার সহিত তিনি যেরূপ ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার সহিত ও তিনি সেইরূপ ভাবে ব্যবহার করিতেন বলিয়া তাহারও জমিদারের উপর বিশেষ রাগ ছিল। আমার কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি কহিল, "এরূপ জমিদারকে ভাল রূপেই জব্দ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।"

আমি কহিলাম কিরূপ উপায়ে তাঁহাকে ভাল রূপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহার একটী উপায় আমাকে বলিয়া দেও, দেখি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আমি উহাকে জব্দ করিতে পারি কি না?

আমার কথার উত্তরে সে কহিল "আচ্ছা আমি দুই এক দিবস ভাবিয়া দেখি কোন রূপ উপায় বাহির করিতে পারি কি না?"

ইহার পর দুই তিন দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিবস সন্ধার পর সে আসিয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইল, আমি বাড়িতেই ছিলাম, সে আসিলে আমি খাতির করিয়া তাহাকে বসাইলাম। সেই স্থানে উপবেশন করিবার কিয়ৎক্ষণ পরে আমাকে কহিল "আমি একটী উপায় স্থির করিয়াছি, যদি আপনারা আমার উদ্ভাবিত উপায় অবলম্বন করিতে পারেন তাহা হইলে চিরদিবসের নিমিত্ত জমিদারের হাত হইতে কেবল যে আপনি বা আপনার পুত্রগণ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন তাহা নহে, প্রজামাত্রেই তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবে কিন্তু ইহাতে গ্রামের এক ব্যক্তিকে কিছু দিবসের নিমিত্ত স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে।"

উত্তরে আমি কহিলাম "তুমি কি উপায় স্থির করিয়াছ তাহা না শুনিলে আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, ও কিরূপ স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে তাহাও জানিতে পারিতেছিনা, সমস্ত কথা শুনিলে তখন বুঝিতে পারিব, তোমার পরামর্শমত কার্য্য আমাদিগদ্বারা হইতে পারিবে কি না?

এই সময় কর্ম্মচারী পীরমহম্মদের কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ব্যক্তির নাম কি? ও সে থাকে কোথায়?

পীর। উহার নাম মনছুর আলি উহার বাসস্থান আমাদিগের পাড়ায়, এখন সে বাড়ীতে আছে কি না তাহা আমি বলিতে পারি না।

কর্ম্ম। তাহার পর কি হইল?

পীর। মনছুর আলি কি উপায় স্থির করিয়াছে তাহা আমাকে বলিতে কহিলাম। সেই সময় সেই স্থানে অপর আর কেহই উপস্থিত ছিল না, সে একবার এ'দিক ওদিক দেখিয়া মনে মনে যে উপায় স্থির করিয়াছিল তাহা আমাকে চুপে চুপে কহিল। তাহার কথা শুনিয়া আমার মনে ভয় হইল, আমি তাহার কথায় কোনরূপ উত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া কহিলাম "তোমার এ কথার উত্তরে আমি বলিতে পারি না যে এরূপ কার্য্য আমাদিগদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারিবে। আমি খানমহম্মদকে ডাকিয়া আনিতেছি তাহাকে তুমি সমস্ত অবস্থা বল, খানমহম্মদ যদি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হয় তাহা হইলে ও কার্য্য হইতে পারিবে, নতুবা কেবল আমাদ্বারা এ কার্য্য কোনরূপেই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।" এই বলিয়া আমি খানমহম্মদকে ডাকিয়া আনিলাম।

—:*:—

## নবম পরিচ্ছেদ

খানমহম্মদ সেই স্থানে আগমন করিলে আমি তাহাকে কহিলাম "মনছুর আলি জমিদারকে জব্দ করিবার নিমিত্ত যে উপায় স্থির করিয়াছে তাহা ভাল করিয়া শুন, ও বিবেচনা করিয়া দেখ ঐ কার্য্য আমাদিগ দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে কি না?"

খান। আপনি কি উপায় স্থির করিয়াছেন?

মন। আমি এই স্থির করিয়াছি এক ব্যক্তি যদি দুই চারি মাসের জন্য কোনরূপে লুকাইয়া থাকিতে পারে তাহা হইলে জমিদারকে উত্তমরূপে জব্দ করিতে পারা যায়।

খান। কিরূপে জব্দ করিতে পারা যায়?

মন। যে ব্যক্তি লুকাইয়া থাকিবে সেইরূপ বয়সের একটী মৃতদেহ কবর স্থান হইতে উঠাইয়া তাহার উপর কতক গুলি অস্ত্রাঘাত করিয়া, জমিদারের বাগানে উহা পুতিয়া রাখিতে হইবে। যে লুকাইয়া থাকিবে তাহার কোন আত্মীয় থানায় গিয়া এই মর্ম্মে এজাহার দিবে যে, জমিদারের লোক বাকী খাজনার নিমিত্ত তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ও সেই পর্য্যন্ত সে আর প্রত্যাগমন করে নাই, খুব সম্ভাবনা জমিদার তাহাকে হয় কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে, না হয় তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। থানায় এইরূপ সংবাদ দিলে পুলিস কর্ম্মচারী ইহার অনুসন্ধানে আগমন করিবেন, ও ক্রমে কোন রূপে ঐ মৃতদেহ-প্রোথিত-স্থানের সংবাদ কর্ম্মচারীর কর্ণগোচর করিতে পারিলেই, ঐ মৃতদেহ বাহির হইয়া পড়িবে। সেই মৃতদেহ তখন সেই লুক্কাইত ব্যক্তির মৃতদেহ বলিয়া সনাক্ত করিলে ও জমিদার ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের উপর একটু সাক্ষ্য গোছাইয়া দিলেই, উহারা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিবে। তাহার পর সেই লুক্কাইত ব্যক্তিকে যদি পাওয়া

যায় তাহা হইলে না হয় কিছু দিবসের নিমিত্ত তাহার জেল হইবে কিন্তু জমিদারতো আর কবর হইতে উঠিয়া আসিতে পারিবে না।

মনছুর আলির কথা শুনিয়া খানমহম্মদ কহিল "তোমার প্রস্তাব খুব ভাল। কিন্তু ভাল রূপ সাক্ষী সাবুদের বন্দোবস্ত না করিয়া এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিৎ নহে।" এই বলিয়া খানমহম্মদ তাহার কয়েকজন আত্মীয়কে সেই স্থানে ডাকিয়া আনিল। মনছুর আলি যে উপায়, স্থির করিয়াছিল, তাহা সে সকলকে বলিল উহা-দিগের সকলেরই জমিদারের উপর আক্রোশ ছিল, সকলেই মনছুর আলির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কবর স্থান হইতে মৃতদেহ উঠাইবার ভার উহারা গ্রহণ করিল, জমিদারের বাগানের ভিতর রাত্রিকালে ঐ মৃতদেহ পুতিয়া রাখিতেও তাহারা সম্মত হইল কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি গোপনে থাকিতে স্বীকার করিল না, তখন কাজেই সে ভার আমার উপর পড়িল। আমার বয়স হইয়াছে মৃত্যুর সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং আমি ভাবিলাম মরিবার পূর্ব্বে একজন সাধারণের শত্রুকে নিপাত করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়া সে ভার আমি গ্রহণ করিলাম।

জমিদারের লোকে আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, জমিদারের বাড়ীর ভিতর আমাকে মারপীট করিয়াছে, জমিদার নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার লোক জন দ্বারা আমার মৃত দেহ তাঁহার বাগানের ভিতর পুতিয়াছেন, প্রভৃতি বিষয়ের কে কোন সাক্ষ্য দিতে হইবে তাহার সমস্তই স্থির হইয়া গেল। আরও স্থির হইল, যে দিবস একটী বৃদ্ধ লোকের মৃতদেহ পাওয়া যাইবে, সেই দিবস হইতেই আমি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কোন দূর দেশে গমন করিব ও সেই স্থানে ফকির বেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিব। এইরূপে দুই চারি বৎসর অতিবাহিত করিবার পর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি ও যদি ইচ্ছা হয় তখন দেশে প্রত্যাগমন করিব।

এইরূপ পরামর্শ স্থির হইবার পর হইতেই কবর স্থানের উপর বিশেষ রূপ লক্ষ্য রাখা হইল, যে পর্য্যন্ত একটী বৃদ্ধের মৃতদেহ কবর স্থানে না আসিল, সেই পর্য্যন্ত আমাদি-গের মন্ত্রণা কার্য্যে পরিণত হইল না।

এইরূপে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইবার পর এক দিবস সংবাদ পাওয়া গেল যে প্রায় আমারই ন্যায় একটী বৃদ্ধের মৃতদেহ কবর স্থানে আনীত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া যাহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহারা সকলেই প্রস্তুত হইল। যাহারা ঐ মৃতদেহ কবর স্থানে আনিয়াছিল তাহারা তাহাদিগের ধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে ঐ মৃতদেহ সেই কবর স্থানে প্রোথিত করিয়া প্রস্থান করিল।

রাত্রি দশটার পর ষড়যন্ত্রকারিগণের কেহ কেহ অন্ধকারের সাহায্যে সেই কবর স্থানে প্রবেশ করিয়া ঐ মৃতদেহ উঠাইয়া, তাহার উপর এরূপ ভাবে অস্ত্রাঘাত করিল যে যাহাতে ঐ মৃতদেহ কাহার, তাহা কেহ চিনিতে না পারে। কেহ কেহ জমিদারের বাগানের ভিতরে সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ মৃতদেহ পুতিয়া রাখিবার উপযোগী এক স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। তাহার পর ঐ স্থানে ঐ মৃতদেহ প্রোথিত হইল।

এইরূপে সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গেলে সেই রাত্রিতেই আমি গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম। ভাবিয়া ছিলাম আমি আর এই গ্রামে দুই চারি বৎসরের মধ্যে প্রত্যাগমন করিব না কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম ঘটনা চক্রে তাহা ঘটিল না। আমাকে পুনরায় এই স্থানে আসিয়া শত্রু মিত্র সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল।

এই বলিয়া পীরমহম্মদ চুপ করিল। কর্ম্মচারীও সমস্ত অবস্থা অবগত হইলেন। এই ষড়যন্ত্রে যে সমস্ত ব্যক্তি লিপ্ত ছিল তাহারা সকলেই ধৃত হইল ও বিচারে সকলকেই কিছু দিবসের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইল।

আবুলফজল ও তাঁহার যে দুইজন কর্ম্মচারী বিনাদোষে জেলে গিয়াছিলেন তাহাদিগকে জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

ওহায়েদ বক্স ও সেরু মিঞাও অব্যাহতি পাইল।

ইহার পর প্রজাদিগকে লইয়া আবুলফজলকে আর কোনরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

সমাপ্ত।

তেত্রিশ বৎসরের পুলিস কাহিনী

বা

# প্রিয়নাথ জীবনী।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৯ নং সেণ্টজেমস্ স্কোয়ার হইতে

শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

*Printed by K. B. Pattanaika,*

*At the Utkal Press, 8, St. James Square, Calcutta*

তেত্রিশ বৎসরের পুলিস কাহিনী

বা

# প্রিয়নাথ জীবনী।

## উপক্রমণিকা।

আমি ৩৩ বৎসর পুলিস বিভাগে কার্য্য করিয়া ইংরাজী ১৯১১ সালের ১৬ই মে তারিখে পেন্সন্ লইয়া পুলিস বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, আমার বন্ধু বান্ধব দিগের মধ্যে অনেকে আমাকে বিশেষরূপ উপ-রোধ করেন যে, এই দীর্ঘকাল পুলিস বিভাগে আপনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন যতদূর সম্ভব সর্ব্ব সাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করুন। বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষা করা যে কতদূর দুরূহ ব্যাপার তাহা পাঠকগণ সহজে অনুমান করিতে পারেন কি? পুলিস বিভাগে এই দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকায় আমাকে যে কত মকর্দ্দামার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল, কত সৎ ও অসৎ লোকের সহিত সদা সর্ব্বদা মিলিতে হইয়াছিল, কত উর্দ্ধতন ও অধস্তন কর্ম্মচারীর সহিত একত্র কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ করা নিতান্ত সহজ নহে। প্রথমতঃ সকল ঘটনা আমার মনে নাই, দ্বিতীয়তঃ যতদূর মনে আছে তাহা প্রকাশ করিতে হইলে আমাকে যে নানারূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ যে সকল ব্যক্তির মধ্যে নানারূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাঁহারা সৎ হউন বা অসৎ হউন, ধনী হউন বা নির্ধন হউন, তাঁহাদিগের দোষ গুণের কথা আমাকে নিস্বার্থ ভাবে আলো-চনা করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা এখনও বর্ত্তমান আছেন, বা যাঁহাদের বংশধরগণ এখন সমাজের মধ্যে মনুষ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহা-দিগের বা তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের দুষ্কৃয়া সকল সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রাকাশিত হইতে দেখিয়া কখনই চুপ করিয়া থাকিবেন না। তৃতীয়তঃ আমার উর্দ্ধতন বা অধস্তন কর্ম্মচারিগণের সহিত সময় সময় আমার যে সকল কারণে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগের যে সকল কার্য্য আমি কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি নাই, সেই সকল বিষয় এখন আমাকে প্রকাশ করিতে হইবে। ঐ সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে অনেকেই এখনও জীবিত, তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই সকল

চিত্র সম্মুখে দেখিতে পাইলে আমাকে বিশেষ রূপে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার যে চেষ্টা করিবেন তাহাতেও আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি লিখিতে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে আমার কোন রূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু ওরূপ ভাবে লেখনী হস্তে সর্ব্ব সাধারণের নিকট দণ্ডায়মান হওয়া অপেক্ষা ঐ লেখনী দূরে নিক্ষেপ করাই যুক্তি সংগত।

আমার বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে অনেকে আমার জীবন চরিত আমার নিজের মুখে শুনিতে চাহেন। তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করাও আমার পক্ষে যে কতদূর অসম্ভব তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ আমার বিশ্বাস যে আমার জীবনের মধ্যে এরূপ কোন বিষয় নাই, যাহা দ্বারা কাহারও কোনরূপ উপকার হইতে পারে; কিন্তু বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষা না করিলেও চলে না, সুতরাং এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে, কোন্ মকর্দ্দামা আমাকর্ত্তৃক কিরূপে ধৃত হইয়াছে, যতদূর সম্ভব তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া এই পুস্তক "প্রিয়নাথ জীবনী" নামে তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দীর্ঘকাল ডিটেক্‌টিভ্ পুলিসে কার্য্য করিয়া, যে সকল মকর্দ্দামার কিনারা করিতে সমর্থ বা সময় সময় অকৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা আমি অনেক সময় "দারোগার দপ্তরে" প্রকাশ করিয়া থাকি; এক্ষণ সেই সকল ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী পাঠকগণ এই জীবন চরিতের মধ্যেই প্রাপ্ত হইবেন, এই জীবনী পাঠে কখন কাহার যে কোনরূপ উপকার দর্শিবে না তাহা আমি বলিতে পারি না, মফঃসলের নিরীহ পাঠকগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া জগতে যে কিরূপ চুরি জুয়াচুরি জাল খুন প্রভৃতি হইয়া থাকে, তাহা উত্তমরূপ জানিতে পারিবেন, ও যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হন তাহারও উপায় করিতে পারিবেন।

অনেক সময় কাহার জীবন চরিত কোন কোন পাঠকের সুখ পাঠ্য হয় না, কিন্তু আমার বিশ্বাস পুলিস বিভাগে আমার ৩৩বৎসর কার্য্য করিবার কালীন যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা পাঠকগণের নিকট যে একেবারে নিরস পাঠ্য হইবে, তাহা মনে করি না, কিন্তু আমার পূর্ব্ব বা বাল্য ঘটনা যে পাঠকগণের প্রতিজনক হইবে তাহা নহে, সুতরাং সেই সমস্ত ঘটনা যত সংক্ষেপে পারি শেষ করিয়া দিব। মনে করিয়াছিলাম, যে দিবস হইতে আমি পুলিস বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই দিন হইতেই আমার কাহিনী আরম্ভ করিব, কিন্তু কার্য্যে তাহা করিয়া উঠিতে পারিলাম না, কারণ ইহাতে জীবনী-গ্রন্থের অঙ্গহানী হয়।

—:*:—

তেত্রিশ বৎসরের পুলিস কাহিনী

বা

# প্রিয়নাথ জীবনী।
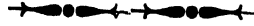
## জীবনের প্রথম অংশ।

সন ১২৬২ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ অথবা ইংরাজি ১৮৫৫ সালের ৪ঠা জুন সোমবার বেলা ৮দণ্ড ২৩পল বা ৯টা ৫০ মিনিটের সময়, চতুর্থী তিথি, উত্তরাষাড়া নক্ষত্র, কর্কটলগ্ন ও মকর রাশিতে, নদীয়া জেলার অন্তঃর্গত, দামুড়হুদা থানার অধীন, জয়রামপুর নামক গ্রামে আমার জন্ম হয়।

আমার পিতা মাতা কে, কিরূপে আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ এই গ্রামে তাঁহাদিগের বাসস্থান স্থাপিত করেন, তাঁহারা কোন বংশ সম্ভূত, তাহার কিছু সংক্ষেপে পরিচয় আমার বিবেচনায় এই স্থানে দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহের পর্য্যন্ত বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ শান্তিপুর গ্রামে। ঐ স্থান বল্লভীমেলের আকর স্থল তিনি বল্লভীমেলের দুর্গাধর পণ্ডিতের সন্তান, কুলীন, ও একজন পণ্ডিত ছিলেন। প্রপিতামহ ৺রামমোহন মুখোপাধ্যায় জয়রামপুর গ্রামে শুদ্ধ শ্রোত্রীয় মৌলিক বংশে বিবাহ করিয়া সেই গ্রামেই নিজের বাসস্থান স্থাপিত করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ৺রাধানাথ মুখোপাধ্যায়, ৺জনার্দ্দন মুখোপাধ্যায় ৺মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, ৺ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, ও ৺শর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৺মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় আমার পিতামহ। তাঁহার দুই পুত্র ৺জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আমার পিতা ৺জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আমার মাতা ৺মুক্তকেশী দেবী। ইনি ২৪পরগণা জেলার অন্তঃর্গত শ্বাশন নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী দাদপুর নামক একখানি ক্ষুদ্র পল্লীর ৺দ্বারিকানাথ বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা। আমার প্রপিতামহ ৺রামমোহন মুখোপাধ্যায় যখন তাঁহার পঞ্চ পুত্রের সহিত জয়রামপুরে বাস করিতেন, সেই সময় বিশেষরূপ মান সম্ভ্রমের সহিত গ্রামের মধ্যে তাঁহা। অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল, তিনি অতিশয় সাহসী ও পরাক্রমশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র গুলিও তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। প্রপিতা-

মহ মহাশয় কোন কর্ম্ম কার্য্য করিতেন না, পুত্রগণের উপার্জ্জন হইতেই তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, কেবল গ্রামের পাঁচজনের কার্যেই সময় অতিবাহিত করিতেন।

ঐ সময় ঐ প্রদেশে নীলকর দিগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল, যাঁহারা নীলকুঠিতে চাকুরি করিতেন, তাঁহারাই ঐ প্রদেশে বড় চাকুরের মধ্যে পরিগণিত হইতেন। আমার পিতামহেরা চারি ভাই নীলকুঠিতে ভাল ভাল কার্য্য করিতেন, কেবল জানার্দ্দন মুখোপাধ্যায় স্বাধীন ব্যবসায় উপর নির্ভর করিয়াছিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার পিতামহগণ অতিশয় সাহসী ছিলেন, তাঁহাদিগের দুই ভ্রাতার এক দিবসের একটী দৃষ্টান্ত এই স্থানে প্রদত্ত হইল। ইহাতেই পাঠকগণ তাঁহাদিগের পরাক্রমের কথঞ্চিত আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

আমার জন্মস্থান জয়রামপুর গ্রামে অতিশয় ব্যাঘ্র ভয় ছিল, তাহা এখনও সময় সময়ও হইয়া থাকে। ৺শারোদীয়া পূজার সময় পূজা উপলক্ষে পিতামহগণ বাড়িতে আসিয়া সম্মিলিত হইতেন। এক বৎসর সন্ধ্যার সময় আমার পিতামহ মৃতুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাহিরের ঘরে বসিয়া গল্প গুজব করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহাদিগের গরুর রাখাল আসিয়া সংবাদ প্রাদান করিল যে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন সে মাঠ হইতে গরু লইয়া গৃহাভিমুখে আগমন করিতেছিল সেই সময় একটী ব্যাঘ্র নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া একটী গরুর বৎসকে লইয়া গিয়াছে। পাঠকগণকে বোধ হয় বলিতে হইবে না, পল্লীগ্রামের একটু বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ মাত্রেরই অনেক গুলি করিয়া গরু থাকিত; কাহারও দুইজন কাহারও বা চারিজন করিয়া গোরক্ষক নিযুক্ত থাকিত। উহারা ঐ সমস্ত গরু মাঠে লইয়া গিয়া চরাইত। গোচারণের মাঠ গ্রামের মধ্যে অনেক রক্ষিত থাকিত ইহা আমিও বাল্যকালে গ্রামে বাস করিবার কালীন দেখিয়াছি, কিন্তু আজ কাল চাষির সংখ্যা বাড়ীয়া যাওয়ায় পতিত জমি আর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

গোরক্ষক ঐ সংবাদ প্রদান করিবামাত্র তাঁহারা উভয়েই গাত্রোত্থান করিলেন, ও তাহাকে কহিলেন, যে ব্যাঘ্র আমাদিগের গোবৎস লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছে তাহার সহজে নিস্কৃতি নাই। চল কোন্ জঙ্গল হইতে ঐ ব্যাঘ্র বাহির হইয়াছিল ও কোন্ জঙ্গলের মধ্যে গোবৎস লইয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দেও। এই বলিয়া দুই ভাই দুই গাছি বংশ-যষ্টি হস্তে লইয়া সেই গোরক্ষকের সহিত গমন করিলেন। গোরক্ষক তাঁহাদিগের উভয়কেই লইয়া গিয়া যে স্থানে ব্যাঘ্র গোবৎস আক্রমণ করিয়া যে জঙ্গলের মধ্যে লইয়া যায়, তাহা

দেখাইয়া দিল। ঐ স্থানের অবস্থা দেখিয়া দুই ভ্রাতা, তাঁহাদিগের কেবল মাত্র সম্বল সেই বংশ-যষ্টি হস্তে সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর গমন করিয়াই দেখিতে পাইলেন দুইটী ব্যাঘ্র এক স্থানে তাঁহাদিগের সেই গোবৎসকে ভক্ষণ করিতেছে, ইহা দেখিয়াই, এক এক জন একটী একটী ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিলেন, ও তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া জীবিত অবস্থাতেই উভয় ব্যাঘ্রকে ধরিয়া, আপান আপন স্কন্ধের উপর স্থাপিত করিয়া গ্রামের মধ্যস্থিত তাঁহাদিগের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী বারয়ারি তলায় উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাদিগের বাটীর নিকট একটী স্থানে বারয়ারি পূজা হইত। সেই স্থানে একটী বৃহৎ বকুলবৃক্ষ ছিল। ঐ বকুলবৃক্ষ তলে পাড়ার সমস্ত লোকের বসিবার স্থান ছিল। পল্লিগ্রামের পাঠকগণ অবগত আছেন যে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ একটী না একটী স্থান আছে, যে স্থানে পাড়ার বা গ্রামের অধিকাংশ লোক সকালে ও বৈকালে সম্মিলিত হইয়া নানারূপ গল্প গুজব করিয়া সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। আমাদিগের গ্রামে ঐ বকুল তলায় সেইরূপ সকলে উপবেশন করিতেন। তাঁহারা যখন ব্যাঘ্রদ্বয়কে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন পাড়ার অনেকেই সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এই অবস্থা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন, কিন্তু সেই সময় ব্যাঘ্রদ্বয়কে কোথায় রাখা যাইবে তাহার কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী একটী পাকা বাটীর একখানি খালি ঘরের ভিতর উহাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালেই ঐ বকুলবৃক্ষ তলায় তাহাদিগের থাকিবার মত একটী ছোট পাকা ঘর প্রস্তুত করা হইল ও সেই ঘরের ভিতর ঐ ব্যাঘ্রদ্বয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া, তাহাদিগের আহারের নিমিত্ত বিশেষ বন্দোবস্তও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ স্থানে ঐ ব্যাঘ্রদ্বয় কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া পরিশেষে একে একে কাল গ্রাসে পতিত হয়। যত দিবস পর্য্যন্ত ঐ ব্যাঘ্রদ্বয় ঐ স্থানে আবদ্ধ ছিল ততদিবস পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বিস্তর লোক আসিয়া ঐ ব্যাঘ্রদ্বয়কে দেখিয়া যাইত।

যে বকুল বৃক্ষতলে ঐ ব্যাঘ্রদ্বয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই বৃক্ষ আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি কিন্তু এখন ঐ স্থানে ঐ বৃক্ষের অস্তিত্য নাই।

এই ব্যাঘ্র ঘটিত কথা শুনিয়া অনেকেই উহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু পাড়ার যে সকল লোক সেই সময় বর্ত্তমান ছিলেন, ও যাহাদিগের সম্মুখে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে চারি পাঁচ জন সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তিকে আমি জীবিত অবস্থায় দেখিয়াছি ও তাঁহাদিগের

মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়াছি। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

তাঁহারা যে ব্যাঘ্রদ্বয়কে ধরিয়া আনিয়াছিলেন পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, যে জাতীয় ব্যাঘ্র সুন্দর বন অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহা সেই জাতীয় ব্যাঘ্র। আমাদিগের দেশে যে সকল ব্যাঘ্র নেকড়ে নামে অভিহিত ইহা সেই জাতীয় ব্যাঘ্র। ইহাদিগের গায় লম্বা লম্বা ডোরার পরিবর্ত্তে গোল গোল কাল কাল দাগ থাকে, দৈর্ঘেও ইহারা সময় সময় লাঙ্গুল সমেত ৮.১০ হাত হইয়া থাকে। ইহারা গরু বাছুর ছাগল ভেড়া ধরিয়াই প্রায় আহার করে, সময় সময় মনুষ্যের দিকেও দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে।

প্রপিতামহগণ যেমন দর্পের সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, এই জগত পরিত্যাগ করিবার কালীনও সেইরূপ দর্প দেখাইয়া যান। সেই সময় গ্রামে ভয়ানক বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ঐ রোগেই আমার প্রপিতামহী ইহ জীবন পরিত্যাগ করেন ও প্রপিতামহও অতি শীঘ্র ঐ রোগে তাঁহার অনুসরণ করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধের দিবস শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইয়া যাইবার পর আমার পিতামহ ঐ সর্ব্বধ্বংসকারী রোগে আক্রান্ত হন। কনিষ্ঠ শর্ব্বচন্দ্র ইহা দেখিয়া কহেন, আমি পিতা মাতার শোক সংবরণ করিয়াছি, কিন্তু দাদার শোক কোনরূপেই সংবরণ করিতে পারিব না, তাঁহার অগ্রেই আমাকে ইহজীবন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিজের ঘরে গিয়া শয়ন করেন। এই স্থানে বোধ হয় পাঠকগণকে বলিতে হইবে না যে উভয় ভ্রাতার মধ্যে অতিশয় সৌহার্দ্দ্য ছিল বলিয়াই তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন।

ঈশ্বর তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন, দেখিতে দেখিতে তিনিও সেই ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়া, আমার পিতামহের স্বর্গারোহণ করিবার ২।৫ মিনিট পূর্ব্বে ইহ জীবন পরিত্যাগ করিলেন। দুই ভ্রাতার মৃতদেহ তাঁহাদিগের পিতার শ্রাদ্ধের দিবসেই একত্র সংকারার্থ বাটী হইতে লইয়া যাইতে হইল।

এই বিসূচিকা রোগই আমার পিতামহ ও তাঁহার ভ্রাতৃ বর্গের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বিনষ্ট করিয়া দিল, তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি প্রভৃতি যাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ঐ গ্রাম হইতে আপন আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় পূর্ব্ব পুরুষ দিগের বাসস্থান শান্তিপুর গ্রামে প্রতিগমন করিয়া সেই স্থানেই পুনরায় বাসস্থান স্থাপন করিলেন ও তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ এখনও সেই স্থানে বাস করিতেছেন।

জয়রামপুর গ্রামে থাকিবার মধ্যে কেবল রহিলেন পিতা [illegible] ও

করিছেন সবে যোগ আরাধন।
কাঞ্চনে, প্রস্তরে যার সমজ্ঞান,
ধার্ম্মিকে, তস্করে দেখয়ে সমান
পারেনাক ভাঙ্গি করিতে বিধান
মহিষ ভল্লুক বরাহ গণ।

১১

কর-যুগ-জুড়ি সবায় প্রণমি
ধীরে ধীরে ধীরে কহিব গো আমি
আপনারা সবে জগতের স্বামী
জগতের রীতি জানেন ভাল ;
পারেন বলিতে হাসিতে হাসিতে
জগতের গতি দেখিতে দেখিতে
পবনের স্বর শুনিতে শুনিতে
ভূত ভবিষ্যত সকল কাল।

১২

বলুন সকলে বিতরি কৃপায়
বলুন বলুন, হবে কি উপায় ?
হবে কি উপায় বলুন সবায়
ভারতের দুঃখ যাবে কি আর ?
উদিবে কি পুন সুখেরি দিন ?
দুঃখের দিন হবে কি বিলীন ?
অনশন দুঃখ হইবে কি ক্ষীন ?
হৃদয়েতে সুখ পাবে কি আর ?

১৩

আপনারা সবে আছেন হেথায়
ছাড়িয়া স্বদেশ ছাড়িয়া সবায়
দেখুন চাহিয়া ফিরিয়া হোথারি
কি দশা সবার হতেছে এবে।
পেটের জ্বালায় জ্বলিছে আগুন
ক্রমশ আগুন হতেছে দ্বিগুণ
নিবাতে তাহায় সকলে নিঃগুণ
জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িছে সবে।

১৪

সহেনারে আর যাতনা নিকর
সহিবেনা আর যাতনা নিকর
সহিচেনা আর যাতনা নিকর
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বলায়ে দেছে।
জ্বলিছে হৃদয় ধুধু ধুধু করি
ধুধু ধুধু করি দিবস শর্ব্বরি
পুড়িতেছে আশা তাহার উপরি
উৎসাহ তেজ নিবিয়া গেছে।।

১৫

কে মানব ঐ, হাতে করি বীণ
হৃদয়ের সহ আপন যাতনা
মধুর স্বরেতে মৃদুল গাইছে।

---

৩৭

পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিবার পর আমি মহা বিপদ্ গ্রস্ত হইয়া পড়িলাম। সেই তরুণ বয়সেই সংসারের সমস্ত ভার আমার স্কন্ধে অর্পিত হইল। তাঁহার সেই বিস্তৃত কার-

বার পরিচালনের ভারও আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। বাল্যকাল হইতেই খেলা করিয়া ও লেখা পড়া করিয়া বেড়াইয়াছি, সংসারের অভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুমাত্র অবগত ছিলাম না, কারবারের দিকেও কখন লক্ষ্য করি নাই, এই সমস্ত বিষয়েই আমি সম্পূর্ণ রূপে অনভিজ্ঞ ছিলাম। সুতরাং কি করিয়া কি করিতে হইবে তাহার কিছুমাত্র আমি সেই সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সেই গ্রামে আমার এরূপ আত্মীয় কেহই ছিলেন না, যে আমার শুভাশুভের দিকে দৃষ্টি রাখেন, বা আমাকে কোন রূপে সৎপরামর্শ প্রদান করেন।

হঠাৎ লেখাপড়া বন্ধ হওয়ায় মনে অতিশয় কষ্ট হইল। ভাবিলাম আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যদি কেহ এই সময় পিতার পরিত্যক্ত কারবার পরিচালন করেন ও তাহার আয় হইতে সংসারের ভারগ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি আমার লেখা পড়া বন্ধ করি না।

আমাদিগের পাড়ায় ৺নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় বাস করিতেন। পিতা যে সকল কারবার করিতেন, কেবল কাপড়ের কারবার ব্যতীত তিনিও সেই সকল কারবার করিতেন। পিতার কারবার অপেক্ষাও তাঁহার কারবার অতিশয় বিস্তৃত ছিল, সুতরাং বাহিরে যাহাই হউক ভিতরে পিতার সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। পিতার স্বর্গারোহণের পর তিনি সমস্ত কথা ভুলিয়া তাঁহার সাধ্য মত আমাকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে তাঁহার উদার চরিত্র দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। আমিও তাঁহার পরামর্শ মত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার খুড়া মহাশয় আমার পিতার জীবিত অবস্থাতেই জয়রামপুর হইতে তাঁহার বাসস্থান উঠাইয়া শান্তিপুরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু সেই সময় তিনি তাঁহার বাসোপযোগী গৃহাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন না; তাঁহার শ্বশুর আলয়েই সেই সময় বাস করিতেছিলেন।

নবীন বাবুর পরামর্শ মত আমি খুড়া মহাশয়কে এক পত্র লিখিলাম, ঐ পত্রের মর্ম্ম এইরূপ ছিল—পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন কিন্তু আপনি এখনও বর্ত্তমান আছেন আপনাকে পিতা অপেক্ষা বিভিন্ন বলিয়া আমি মনে করি না। এখন যদি আপনি এই স্থানে আসিয়া আমাদিগকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন ও পিতার পরিত্যক্ত কারবার পর্য্যবেক্ষন করেন তাহা হইলে আমাকে লেখা পড়া পরিত্যাগ করিতে হয় না। আপনি এখন আমাদিগের পিতৃস্থানীয়, যতশীঘ্র পারেন এই স্থানে আসিয়া কারবার ও সংসারের ভার গ্রহণ করিবেন।

খুড়া মহাশয় কিন্তু আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, বা এক বারের জন্যও আমাদিগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না।

সেই সময় আমার মাতামহ ৺দ্বারিকা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতুলদ্বয় ৺হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺নীলরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান ছিলেন। খুড়া মহাশয়ের স্নেহে বঞ্চিত হইয়া মাতামহ মহাশয়কে ঐ রূপ মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলাম তিনি সেই সময় অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার পত্র পাইয়া তিনি আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল ৺হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমাদিগের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন, মাতুল মহাশয় কিন্তু আমার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া দুইদিবস মাত্র সেই স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই দিবস হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি অনশনে মরিতেও হয় তাহা হইলেও আপনার নিতান্ত আত্মীয়ের নিকট কখন গমন করিব না। পরের নিকট ভিক্ষা করিতে হয় তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইব না কিন্তু আপনার কাহারও নিকট কখন গমন করিব না।

পিতার পরলোক গমন করিবার পর সৎকারার্থ তাঁহার দেহ চাকদাহ লইয়া যাইতে হয় ইহা আমি পূর্ব্বেই পাঠকগণকে বলিয়াছি। কিন্তু বিনা পয়সায় ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় না সুতরাং কিছু টাকা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইল। পিতার মৃত্যুর পর দিবস প্রাতে নবীনবাবু আসিয়া আমাদিগের সকলের সম্মুখে পিতার লোহারসিন্দুক খুলিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, দেখিলেন উহার মধ্যে চব্বিশটী কি পঁচিশটী টাকা ভিন্ন আর কিছুই নাই। তখন তিনি তাঁহার নিকট হইতে আর কিছু টাকা হাওলাত স্বরূপ প্রদান করিয়া আমাকে চাকদাহ পাঠাইয়া দিলেন।

কারবারে অনেক টাকা "বিলাত" পড়িয়া থাকায় ও পিতার পরলোক গমনের কিছু দিবস পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সাবেক বাটীতে ইষ্টকনির্ম্মিত একটী বাটী প্রস্তুত করায়, ভিতর ভিতর তাঁহার অর্থের টানা টানি পড়িয়াছিল, কিন্তু সে কথা বাহিরের লোক বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিয়াছিল না। যখন তিনি ইহ-জীবন পরিত্যাগ করেন সেই সময় তাঁহার ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী প্রস্তুত শেষ হয় না, পাওনা টাকা আদায় করিয়া পরিশেষে আমাকে ঐ কার্য্য শেষ করিতে হয়, তৎ-ব্যতীত তাঁহার শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে আরও কিছু অর্থ বাহির হইয়া যায়. সুতরাং কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে আমাকে বিশেষ রূপ অর্থের কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।

পল্লিগ্রামে কাপড় বিক্রয়ের প্রধান সময় বৎসরে দুই বার-আশ্বিন মাসে ৺শারদীয়া পূজার সময়, ও চৈত্র মাসে চৈত্র সংক্রান্তির সময়। তাহাও প্রায় নগত বিক্রয় হয় না আশ্বিন মাসে কাপড় লইবার সময় লোকে চৈত্র মাসের কাপড়ের দেনা মিটাইয়া দেয় ও চৈত্র মাসে আশ্বিন মাসের দেনা দিয়া থাকে। এইরূপ লোকের নিকট যেমন অনেক টাকা পাওনা থাকে, কাপড়ের মহা-

জনের নিকটও সেইরূপ অনেক টাকা দেনা থাকে। যেরূপ নিয়মে পিতা তাঁহার কাপড়ের টাকা আদায় করিতেন সেইরূপ নিয়মে তিনি তাঁহার কাপড়ের মহাজনকেও টাকা দিয়া পরিশোধ করিতেন। তাঁহার কাপড়ের প্রধান মহাজন ছিল শান্তিপুরের জনৈক ব্যক্তি-জাতিতে শুঁড়ি। যে সময় পিতা পরলোক গমন করেন সেইসময় ঐ মহাজনের নিকট তাঁহার প্রায় আড়াই সহস্র টাকা দেনা ছিল। ঐ টাকা তিনি আশ্বিন মাসে দিয়া তাঁহার নিকট হইতে চারি পাঁচ সহস্র টাকা মূল্যের কাপড় আনিতেন ও ক্রমে টাকা দিয়া নাগাইত চৈত্র উহা একেবারে পরিশোধ করিয়া দিতেন, ইহাই তাঁহার নিয়ম ছিল।

ভাদ্র মাসের শেষে তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন সুতরাং পূজার সময় নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল; সেই সময় মহাজনের টাকা না দিলে কাপড় আনিবার সুবিধা হইবে না, অথচ কাপড় আনিয়া খরিদ দার দিগকে প্রদান করিতে না পারিলে তাহাদিগের নিকট যে সকল টাকা পাওনা আছে তাহা আদায় করিবার সুবিধা হইবে না। কিন্তু সেই সময় তহবিলে কিছু মাত্র টাকা ছিল না। অথচ লোকের নিকট কাপড়ের দরুন প্রায় সাত আট হাজার টাকা পাওনা ছিল।

অনেক চেষ্টা করিয়া যাহাদিগের নিকট টাকা পাওনা ছিল তাহাদিগের প্রত্যেকের বাটীতে গিয়া কোন গতিকে কিছু আদায় করিলাম. ও কিছু হাওলাত করিয়া পরিশেষে বারশত টাকার যোগাড় করিলাম কিন্তু অবশিষ্ট তেরশত টাকা আর কোন রূপেই যোগাড় করিতে পারিলাম না। ঐ বারশত টাকা লইয়া শান্তিপুরে মহাজন বাটীতে গমন করিলাম, তাঁহাকে আমার সমস্ত অবস্থা বলিলাম ও ঐ বারশত টাকা তাঁহাকে প্রদান করিয়া, পিতা যেরূপ নিয়মে তাঁহার নিকট হইতে কাপড় গ্রহণ করিতেন, আমিও সেই রূপ নিয়মে তাঁহার নিকট হইতে কাপড় লইতে সম্মত হইলাম। অবশিষ্ট যে টাকা বাকী রহিল তাহা পূজার দুই পাঁচ দিবস পরেই তাহাকে প্রদান করিতে চাহিলাম, কারণ জানিতাম পূজার সময় অনেক টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে।

মহাজন আমাকে দুই তিন দিবস সেই স্থানে অপেক্ষা করাইয়া পরিশেষে কহিলেন "এত টাকা বাকী থাকিতে এই সময়ে আমি কাপড় দি কি প্রকারে? অভাবপক্ষে যোগাড় করিয়া আপনি আর পাঁচশত টাকা আনিয়া কাপড় লইয়া যান. অবশিষ্ট টাকা পূজার পর প্রদান করিবেন।

৩৮

মহাজনের এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে অনেক করিয়া কহিলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার কথায় সম্মত হইলেন না। অগত্যা আমাকে পুনরায় বাটী আসিতে

হইল। বাটী আসিয়া নবীন বাবুকে সমস্ত কথা কহিলাম, তিনি মহাজনের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, ও অনেক চেষ্টা করিয়া ও আরও যাহা কিছু হাওলাত করিতে পারিলাম তাহা সংগ্রহ করিয়া কোন গতিকে আর তিন শত টাকার যোগাড় করিলাম, পাঁচ শত টাকার যোগাড় কোন রূপেই করিয়া উঠিতে পারিলাম না, এই টাকা লইয়া পুনরায় মহাজনের নিকট গমন করিলাম। এবার নবীন বাবু তাঁহার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিলেন।

আমরা উভয়ে শান্তিপুরে গিয়া সেই মহাজনের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, ও তাঁহাকে সমস্ত কথা কহিলাম, তিনি যে পাঁচ শত টাকা চাহিয়াছিলেন, এখন হঠাৎ তাহার সমস্ত যোগাড় হইয়া উঠে নাই, তবে তিন শত টাকা যোগাড় করিয়া আনিয়াছি, এই কথা তাঁহাকে কহিলাম। তিনি ঐ টাকা চাহিলেন।

তাঁহার কথার উত্তরে নবীন বাবুর কর্ম্মচারী কহিলেন "যাঁহার নিকট কাল রাত্রে ঐ টাকা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তিনি এখন বাহিরে গিয়াছেন বলিয়া ঐ টাকা এখন আনা হয় নাই, আপনি যদি ইহাকে পূর্ব্বের ন্যায় কাপড় দিতে চাহেন তাহা হইলে কাপড় দিন, বৈকালে আসিয়া ঐ টাকা দিয়া যাইব ও ঐ কাপড়ের চালানও লইয়া যাইব।" এই বলিয়া সেই কর্ম্মচারী সেই সময় ঐ টাকা সেই মহাজনকে প্রদান করিলেন না, টাকা তিনি কোন স্থানে রাখিয়া আসিয়াছিলেন না, উহা তাঁহার নিকটই ছিল; তাঁহার ইচ্ছা ছিল যদি মহাজন এবারও কাপড় না দেন তাহা হইলে তাঁহাকে ঐ টাকা এখন প্রদান করা হইবে না। ঐ টাকা দিয়া অপর কোন স্থান হইতে যতদূর সম্ভব কাপড় খরিদ করিয়া লইয়া যাইবেন।

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া মহাজন কি একটু চিন্তা করিলেন ও পরিশেষে আমাদিগকে কাপড় প্রদান করিতে তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে আদেশ প্রদান করিলেন ও আমাদিগকে কহিলেন প্রথমবার অধিক টাকার কাপড় গ্রহণ করিবেন না, দেখিয়া শুনিয়া সকল রকমের কাপড়ে দুই কি আড়াই হাজার টাকা মূল্যের কাপড় গ্রহণ করুন। অগত্যা আমরা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, ও যেরূপ ভাবের কাপড় সেই সময় আমার খরিদারগণের লইবার সম্ভাবনা সেই প্রকারের নানারূপ কাপড় বাছিয়া বাহির করিলাম, হিসাব করিয়া ঐ সকল কাপড়ের মূল্য প্রায় তিন সহস্র টাকা হইল, এইরূপে কাপড় বাছিয়া লওয়া কার্য্য শেষ হইলে আমরা সেই সময় সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। মহাজন সেই সকল কাপড় মোট বাঁধাইয়া রাণাঘাট ষ্টেসনে নিয়মিত রূপ পাঠাইয়া দিবেন ইহা

আমাদিগকে বলিয়া দিলেন। আমরা পুনরায় বৈকালে গিয়া তাহার দোকানে উপস্থিত হইলাম। মহাজন আমাদিগকে দেখিবা মাত্রই কহিলেন আপনাদিগের কাপড় রেলে চলিয়া গিয়াছে। আমরা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাদিগের আনীত তিন শত টাকা তাঁহাকে প্রদান করিলাম, তিনিও যে কাপড় পাঠাইয়া দিয়াছেন কহিলেন তাহার একটী চালান আমাদিগকে প্রদান করিলেন। উহা লইয়া আমরা রাণাঘাট রেলওয়ে ষ্টেসনে গমন করিলাম, কিন্তু সেই স্থানে আমাদিগের কাপড় দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম কাপড়ের গাড়ি সেই স্থানে আসিয়া তখনও পৌঁছে নাই, সুতরাং সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, সেই দিবস সেই কাপড় আর সেই স্থানে পৌঁছিল না, পর দিবসও উহা আসিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় আমরা সেই স্থান হইতে শান্তিপুরে গমন করিলাম কিন্তু মহাজনের সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না, তিনি আমাদিগের সম্মুখে আর বাহির হইলেন না, সেই স্থানে আমাদিগের আরও দুই দিবস গত হইয়া গেল। আমাদিগের অবস্থা দেখিয়া পরিশেষে সেই দোকানের একজন কর্ম্মচারী আমাদিগকে কহিলেন "আপনারা নিরর্থক কেন কষ্ট করিতেছেন, মহাজন আপনাদিগকে আর কাপড় দিবেন না, বা আপনাদিগের সহিত আর কারবার করিবেন না, আপনারা যে কাপড় বাছিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন সে কাপড় আপনাদিগের নিকট রাণাঘাটে পাঠাইয়া দেওয়া হয় নাই, উহা অপর আর একজন ব্যাপারির নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। আপনারা দেশে গমন করুন বা যদি অপর কোন স্থান হইতে কাপড় খরিদ করিতে পারেন তাহার যোগাড় দেখুন।"

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া আমরা একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম মহাজন যে আমাদিগের সহিত এই রূপ প্রতারণা করিবে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম না।

৩৯

যে মহাজন আমাদিগকে এইরূপে বিশেষ রূপ বিপদ গ্রস্থ করিলেন তাহার দোকানের কিছু দূরে একটী ব্রাহ্মণ মহাজনের এক খানি কাপড়ের দোকান ছিল। পিতা কখন কখন তাঁহার দোকান হইতে কিছু কিছু কাপড় নগত খরিদ করিতেন। তাহার নিকট কখন কোন রূপ দেনা থাকিত না। যে সকল কাপড় সময় সময় ঐ শুঁড়ি মহাজনের নিকট পাওয়া যাইত না, সেই সকল কাপড় তিনি তাঁহার দোকান হইতে নগত খরিদ করিয়া লইতেন। তাঁহার সহিত পিতার যে এই রূপ কারবার ছিল তাহা আমরা কেহই অবগত ছিলাম না।

আমাদিগের এই অবস্থা দেখিয়া তিনি

আমাদিগকে ডাকিলেন ও আমাদিগের নিকট হইতে সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া আমাকে কহিলেন, আপনার পিতার সহিত আমার অতি সামান্য কারবার ছিল। এই সময় যদি আপনি আপনার খরিদদার দিগকে কাপড় না দিতে পারেন তাহা হইলে আপনার বিস্তর টাকা লোকসান হইবে। আমি আপনাকে বিশ্বাস করিয়া কিছু কাপড় দেনায় দিতেছি, উহা লইয়া গিয়া কোন গতিকে আপনার কারবার বজায় রাখুন, আমি কিন্তু আপনাকে পাঁচশত টাকার অধিক কাপড় প্রদান করিতে পারিব না। ঐ পাঁচশত টাকা আমাকে প্রদান করিলে পুনরায় আবশ্যক অনুযায়ী কাপড় আমি আপনাকে দেনায় দিতে পারিব। সেই ব্রাহ্মন মহাজনের কথা শুনিয়া আমি যে কতদূর সন্তুষ্ট হইলাম তাহা বলিতে পারি না। সেই মহাজনই দেখিয়া শুনিয়া পূজার সময় বিক্রয় উপযোগী পাঁচশত টাকার পরিমিত কাপড় আমাকে প্রদান করিলেন। ঐ কাপড় গ্রহন করিয়া আমরা হৃষ্টমনে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। নিতান্ত আবশ্যক অনুযায়ী ঐ কাপড় কিছু কিছু করিয়া আমার খরিদদার দিগকে প্রদান করিয়া সেই সময় কোন গতিকে কারবার রক্ষা করিলাম সত্য, কিন্তু যে সকল লোকের কাছে আমার টাকা পাওনা ছিল তাহাদিগকে, তাহাদিগের আবশ্যক মত সমস্ত কাপড় প্রদান করিতে না পারায় অধিকাংশ পাওনা টাকা সেই সময় আদায় করিতে পারিলাম না। কোন গতিকে সহস্র টাকা আদায় হইল। বলা বাহুল্য একাদশীর দিনই শান্তিপুরে গমন করিয়া সেই ব্রাহ্মন মহাজনের টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়া আসিলাম। সেই সময় হইতে তাঁহারই সহিত আমার কাপড়ের কারবার চলিতে লাগিল। সেই সময় সেই শুঁড়ি মহাজন সেই সহস্র মুদ্রার তাগাদা করিলেন। আমি তাহাকে কহিলাম "ঐ টাকা আমি এখন কিছুতেই প্রদান করিতে পারিব না তবে পিতৃঋণ আমি কোন রূপেই রাখিব না, ক্রমে আমি সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিব।

৪০

এই সময় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি একটী নিতান্ত অবৈধাচরণ করিয়া ছিলাম। দুই তিন মাসের মধ্যে সেই শুঁড়ি মহাজন যখন আমার নিকট হইতে টাকা পাইলেন না, তখন তিনি ঐ টাকা আদায় করিয়া লইবার নিমিত্ত রাণাঘাটের আদালতে আমার নামে এক মকর্দ্দমা রুজু করিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল আমার নামে ডিক্রী করিয়া যে সময় আমার বাটীতে অপর মহাজনের দ্রব্যাদি পাইবেন তাহা ক্রোক করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইবেন। তাহাতেও যদি কৃতকার্য্য না হন তাহা হইলে আমাদিগের পাকা ভদ্রাসন বাটী ও জমি প্রভৃতি যে কিছু সামান্য বিষয় ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া নিজের টাকার কিনারা করিবেন।

সমন পাইবার পর আমি সেই মহাজনের নিকট গমন করিলাম, তাহার প্রাপ্য টাকা কোন রূপে বন্দোবস্ত করিয়া লইবার নিমিত্ত তাহাকে বিশেষে রূপ অনুবোধ করিলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, ও পুনর্ব্বার তাঁহাকে আবার অনুবোধ করি এই ভাবিয়া পরিশেষে তিনি আমার সহিত আর সাক্ষাৎও করিলেন না সুতরাং নিতান্ত দুঃখিত হৃদয়ে আমাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

মকদ্দামার ধার্য্য দিবেসর পূর্ব্ব দিন আমি রাণাঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পরদিবস প্রাতে সেই মহাজনও সেই স্থানে আগমন করিলেন। আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার বিস্তর খোসামদ করিলাম, সেই সময় কোন রূপে ঐ টাকা প্রদান করিবার ক্ষমতা আমার নাই তাহা তাঁহাকে বিশেষ রূপ কহিলাম, আরও কহিলাম বিচারকের নিকট আমি কবুল ডিক্রী দিতেছি, আপনি মাসে মাসে ঐ টাকা একটী কিস্তিবন্দী করিয়া লউন। তিনি তাহাতে কোন রূপেই সম্মত হইলেন না। পরিশেষে আমি তাঁহার হাতে পর্য্যন্ত ধরিলাম তাহাতেও তাঁহার মন নরম হইল না। আমার অবস্থা দেখিয়া সেই সময় সেই স্থানে যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও তাঁহাকে বিশেষে রূপ অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না ও কহিলেন যাহার পাকা ভদ্রাসন বাটী আছে তাহার ঐ বাটী বিক্রয় করিয়া যখন সেই টাকা অনায়াসেই আদায় হইতে পারিবে তখন তাহার সহিত কিস্তিবন্দী করিব কেন?

৪১

সেই সময় আমার অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়া আসিতেছিল ঐ টাকা প্রদান করিবার উপায় আমার ছিল না বলিয়াই কিস্তিবন্দীর নিমিত্ত মহাজনের এত খোসামদ করিতেছিলাম

পিতার আমলের যিনি গোমস্তা ছিলেন তিনিও আমার সহিত সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। মহাজনের কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় চটিয়া গেলেন ও আমাকে কহিলেন চল ইহাকে খোসামদ করিবার আর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, ইনিই নীচ জাতি কিন্তু বিচারক ইহার ন্যায় নীচ জাতি নহেন; তোমার অবস্থা শুনিলে তাঁহার যে একবারে দয়া হইবে না তাহা নহে তিনি যাহা করিয়া দিবেন তাহাই হইবে। এই বলিয়া আমাকে লইয়া তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। আদালতের নিকটবর্ত্তী একটী আম্র বৃক্ষতলে গিয়া আমরা উপবেশন করিলাম।

সেই স্থানে উপবেশন করিবার পর তিনি আমাকে কহিলেন ঐ ব্যক্তি যে রূপ ভাবে আমাদিগের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তাহাতে উহাকে সহজে টাকা দেওয়া হইবে

না ঐ টাকার ডিক্রী করিতে যাহাতে সে একটু বেগ পায় তাহা করিতে হইবে।

আমি। কি রূপে উহাকে বেগ দিবে? উহার প্রকৃত টাকা ধারি এক কথায় উহার ডিক্রী হইয়া যাইবে।

গোমস্তা। তাহা বলা যায় না। উহাকে যখন এত খোসামদ করা গেল কিন্তু কিছুতেই যখন উহাকে কিছুমাত্র নরম করিতে পারিলেন না তখন এই মকদ্দমায় জবাব দিতে হইবে।

আমি। কিরূপ জবাব দিব?

গোমস্তা। জবাব এই দিতে হইবে যে আমার পিতার কেবলমাত্র ১৫০০ শত টাকা দেনা ছিল তাহা দিয়া আমি পরিশোধ করিয়া দিয়াছি, আমি আর কিছুমাত্র ধারি না।

আমি। এইরূপ মিথ্যা কথা বলিব কি প্রকারে ও তাহা প্রমাণ করিবই বা কি প্রকারে?

গোমস্তা। তোমাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে না, তোমার পিতার কোথায় কি দেনা আছে তাহা তুমি কিছুমাত্র অবগত নহ, কিন্তু তাহার সমস্ত অবস্থা আমি অবগত আছি তুমি খাতা পত্রে যাহা দেখিতেছ তাহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছ তোমার পিতার কোথায় কি দেনা আছে। মহাজনের হিসাব, জমা খরচ ও সমস্ত কাগজ পত্র আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। ইহা বেশ ভাল করিয়া দেখ। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে বর্ত্তমান মহাজনের কেবল মাত্র ১৫০০৲ শত টাকা পিতার নিকট পাওনা ছিল, তাহার মধ্যে তুমি একবার ১২০০৲ টাকা ও আর একবার ৩০০৲ টাকা দিয়াছ সুতরাং মহাজন আর একটী পয়সাও পাইবে না।

এই বলিয়া গোমস্তা আমাকে আমাদিগের খাতা পত্র সমস্ত দেখাইল; দেখিলাম যে সময় পিতা বর্ত্তমান ছিলেন সেই সময় এক তারিখে মহাজনের নামে এক সহস্র টাকা এরূপ ভাবে খরচ লিখিয়া রাখিয়াছে যে তাহা দেখিয়া কোন রূপেই বুঝিতে পারা যায় না যে উহা পরের লেখা। এক দিবস মহাজনকে ১০০৲ টাকা দেওয়া ছিল, এখন সেই ১০০৲ টাকা ১১০০ শত টাকায় পরিণত হইয়াছে। সেই দিবস বাস্তবিকই এক হাজারের অধিক টাকা জমা ছিল, চাউলের মহাজনকে দিবার জন্য পিতা সেই টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সেই দিবসের তহবিলে যে সহস্র মুদ্রার অধিক ছিল না তাহা নহে সুতরাং ঐ টাকা হইতে অনায়াসেই সহস্র মুদ্রা দেওয়া যাইতে পারে। গোমস্তা ঠিক সেই রূপ ভাবে জমা খরচ লিখিয়া রাখিয়াছিল। চাউলের মহাজনকে যে দিবস ঐ টাকা দেওয়া হয় সেই দিবস একজন ব্যাপারির নামে হাজার টাকা মিথ্যা হাওলাত জমা করিয়া লইয়া জমা খরচ ঠিক করিয়া রাখে

গোমস্তা যেরূপ ভাবে খাতা পত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে ঐ খাতা দেখিয়া কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে ঐ মহাজনকে আর একবার কিস্তিবন্দী করিয়া লইবার কথা বলা যাইবে, তাহাতেও যদি তিনি সম্মত না হন তাহা হইলে মহাজনের কোন টাকা আমার নিকট পাওনা নাই ইহা বলিয়া জবাব দেওয়া যাইবে। এইরূপ স্থির করিয়া সেই আদালতের একজন উকিলকে অতঃপর নিযুক্ত করা হইল।

নিয়মিত সময়ে আমরা সকলে আদালতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মহাজনকে পুনরায় অনুরোধ করিলাম, আমার উকীল পর্য্যন্তও এবার তাঁহাকে বিশেষ রূপ অনুরোধ করিলেন কিন্তু মহাজন কিছুতেই কিস্তিবন্দী করিতে সম্মত হইলেন না।

সময় মত আদালতে মকদ্দামার ডাক হইল। কিছুই ধারিনা বলিয়া মকদ্দামায়জবাব দেওয়া হইল। বিচারক মহাজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার খাতা পত্র সমস্ত দেখিলেন। জেরায় মহাজন স্বীকার করিলেন যে আমার নিকট হইতে তিনি এক দফায় ১২০০৲ টাকা ও আর এক দফায় ৩০০৲ শত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পিতার নিকট হইতে ১১০০৲ শত টাকা তিনি যে এক দিন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা স্বীকার করিলেন না ঐ দিবস কেবল একশত টাকা পাইয়াছেন ইহাই কহিলেন, তাঁহার খাতা পত্রেও কেবল উহাই লেখা আছে তাহাও বিচারক দেখিলেন। পরিশেষে আমার জবনবন্দী হইল; আমি কহিলাম আমি নিজে কিছুই অবগত নহি পিতার পরিত্যক্ত খাতা পত্র দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম মহাজনের নিকট তাঁহার ১৫০০৲ শত টাকা দেনা আছে, ঐ ১৫০০৲ শত টাকা আমি মহাজনকে প্রদান করিয়াছি। পিতার সময় যিনি গোমস্তা ছিলেন তিনি আদালতে উপস্থিত আছেন তিনিই সমস্ত বলিতে পারিবেন।

আমার কথা শুনিয়া বিচারক সেই গোমস্তার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন তিনি কহিলেন তাহার সম্মুখে মহাজনকে ১১০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে ও তিনি উহা সেই সময় খাতায় খরচ লিখিয়াছেন। এই বলিয়া সেই গোমস্তা সেই সকল খাতা বিচারকের হস্তে অর্পণ করিলেন তিনি উহা উত্তম রূপে দেখিয়া ও গোমস্তার কথা শুনিয়া ফরিয়াদী বা তাহার উকীলের আর কোন কথা শুনিলেন না, মকর্দ্দামা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন।

মহাজন নিতান্ত বিষণ্ন মনে আদালতের বাহিরে আগমন করিলেন, আমি পুনরায় তাঁহার নিকট গমন করিলাম ও কহিলাম আপনার মকর্দ্দামা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল সত্য কিন্তু আমি আমার পিতৃঋণ রাখিব না যে রূপেই হউক বা যত দিবসেই হউক আমি

উহা আপনাকে প্রদান করিয়া পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিব।

আমার কথা শুনিয়া মহাজন কেবল এই মাত্র কহিলেন যাহা আপনার ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করিবেন, এখন আমার কোন কথা বলিবার মুখ নাই ; এই বলিয়া তিনি আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন আমিও আপন গ্রামে গমন করিলাম।

ঐ মহাজনের কলিকাতার বড়বাজারে এক খানি কাপড়ের দোকান ছিল। এই ঘটনার প্রায় ৩ বৎসর পরে আমি কলিকাতা পুলিসে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করি, সেই সময় আমার বেতন নিতান্ত সামান্য হইলেও মাসে মাসে উহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া সেই মহাজনের কলিকাতার দোকানে দিতে আরম্ভ করি ও ক্রমে দশ বৎসরে আমি সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্তি লাভ করি।

৪২

পিতার সেই পরিত্যক্ত কারবার আমাকে কোন রূপে তিন বৎসরের অধিক চালাইতে হয় না ; ক্রমে দেখিতে পাইলাম লোকের নিকট পিতার প্রায় ১০।১১ হাজার টাকা পাওনা ছিল, মহাজন ও কর্জ্জবাবদে তাঁহার দেনা ছিল প্রায় ৭।৮ হাজার টাকা। পিতার মৃত্যুর পর পাওনা দারেরা টাকার জন্য বিশেষ রূপ পিড়াপিড়ি করিতে আরম্ভ করিল অথচ যাহাদিগের নিকট পাওনা তাহারা সর্ব্বতোভাবে আমাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আমি বিশেষ কষ্ট করিয়া দুই বৎসর কাল কোনরূপে সেই কারবার চালাইলাম কিন্তু পরিশেষ ক্রমে উহা বন্ধ হইয়া গেল যাঁহাদিগের সহিত বিশেষ একটু আত্মীয়তা ছিল বা গ্রামের মধ্যে যাঁহারা ভদ্র লোক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, তাহাদিগের নিকটই আমার অধিক টাকা পাওনা ছিল। তাহারাই বিশেষ অনুকম্পা করিয়া তাহার কিছুমাত্র প্রদান করিলেন না, উহাদিগের মধ্যে দুই একটী ভদ্র লোক তাঁহাদিগের বাকী টাকা প্রদান করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদিগের সেই মনোদুঃখ কোন রূপেই নিবারণ করিতে না পারিয়া আমাকে নানা রূপে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিম্ন লিখিত একটী ক্ষুদ্র ঘটনা দেখিলেই পাঠকগণ তাহার আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

কাপড় বিক্রয়ের নিমিত্ত পিতার সময় হইতেই কয়েকজন মুচি পাইকের ছিল। তাহারা আমাদিগের বাটী হইতে কাপড় লইয়া গিয়া নানা স্থানে ফেরি করিয়া বা হাটে গমন করিয়া ঐ সকল কাপড় বিক্রয় করিত, বিক্রয় করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা সন্ধ্যার পর আমাদিগের বাটীতে আনিয়া তাহার হিসাব দিত। আমাদিগের বাটী হইতে যে দর সাব্যস্ত করিয়া তাহারা কাপড় লইয়া যাইত, তাহার অধিক মূল্যে তাহারা যাহা বিক্রয় করিতে পারিত তাহা

তাহাদিগের হইত। সন্ধার পর কাপড়ের হিসাব দিবার সময় যে সকল কাপড় সেই দিবস বিক্রয় না হইত, তাহা ফেরত দিত ও যাহা বিক্রয় হইয়া যাইত তাহার নির্দ্ধারিত মূল্য প্রদান করিত। পর দিবস প্রত্যুষে আবার কাপড় লইয়া পুনরায় বিক্রয়ের জন্য বাহির হইয়া যাইত এইরূপে বহুদিবস হইতে তাহারা পিতার সহিত ও পরে আমার সহিত কারবার করিয়া আসিতেছিল। উহার মধ্যে একজন এক রাত্রিতে আসিল না, সেই দিবস প্রাতঃকালে সে প্রায় ২০০৲ শত টাকার কাপড় লইয়া গিয়াছিল। রাত্রিতে ফিরিয়া না আসায় পর দিবস প্রাতে আমি তাহার নিকট গমন করিলাম, তাহার বাটীর লোকেরা কহিল সে রাত্রিতে বাটীতে আইসে নাই, কিন্তু পাড়ার লোকদিগের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম সে কল্য অধিক রাত্রিতে বাটীতে আসিয়াছিল, পুনরায় অতি প্রত্যুষে কাপড়ের মোট লইয়া বহির্গত হইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি আর কোন কথা না বলিয়া আপন বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম, ও সেই দিবসও তাহার অপেক্ষা করিলাম, সেই রাত্রিতেও সে কাপড় বা টাকা লইয়া আমাদিগের বাটীতে আসিল না, পর দিবস প্রাতে তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া দিলাম, ঐ লোকটী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, সে কিছুমাত্র কাপড় বিক্রয় করিতে পারে নাই, অদ্য দেখিবে, যদি কিছু বিক্রয় করিতে পারে, তাহা লইয়া সন্ধ্যার পর আসিবে। এই কথা শুনিয়া আমি তাহার কথায় বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু সে সেই রাত্রিতেও আসিল না। পর দিবস অতিশয় প্রত্যুষে একজন কর্ম্মচারীর সহিত আমি পুনরায় তাহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, দেখিলাম আমার নিকট হইতে সে যে কাপড় লইয়া গিয়াছিল তাহার এক খানিও তাহার নিকট নাই। জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, "গত রাত্রিতে হাট হইতে প্রত্যাগমন করিবার কালীন একটী মাঠের মধ্যে কয়েকজন লোক তাহাকে মারিয়া তাহার কাপড়ের মোট ও নগত যাহা কিছু ছিল তাহার সমস্তই কাড়িয়া লইয়াছে।"

উহার কথা শুনিয়া আমি তাহাকে কহিলাম "এ সংবাদ আমাকে প্রদান কর নাই কেন?"

মুচি। আমার আসিতে অধিক রাত্রি হইয়াছিল বলিয়া আমি রাত্রিতে ঐ সংবাদ আপনাকে প্রদান করি নাই।

আমি। থানায় এ সংবাদ দিয়াছ?

মুচি। না।

আমি। তোমার সহিত আর যাহারা আসিতেছিল তাহাদিগের কিছু কাড়িয়া লইয়াছে না কেবল তোমারই মোট কাড়িয়া লইয়াছে?

মুচি। আমার সহিত আর কোন ব্যক্তি

ছিল না, আমি হাট হইতে একাকীই আসিতেছিলাম।

আমি। অসম্ভব, রাত্রিকালে বেপারিরা হাট হইতে আসিবার কালীন কথনই একাকী আসে না।

আমার কথায় সে আর কোন উত্তর করিল না, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম সে আমার সমস্ত কাপড় বিক্রয় করিয়া টাকা গুলি আত্মসাৎ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় এখন কি করা যাইতে পারে? সে পরের জমিতে বাস করে, কেবলমাত্র এক খানি খড়ের পুরাতন ও ভাঙ্গা ঘর আছে, তাহার মূল্য দশ টাকার অধিক হইবে না, ঘরে কোন তৈজস পত্র বা দ্রব্যাদি কিছুই নাই, যে তাহার নামে নালিস করিয়া ঐ টাকা আদায় করিয়া লইতে পারি। থাকিবার মধ্যে তাহার একটী দুগ্ধবতী গাভী ছিল, উহার মূল্য ৪০।৫০ টাকা হইতে পারে।

উহার ব্যবহার দেখিয়া আমার অতিশয় ক্রোধের উদয় হইল, আমার বাল্য স্বভাব তখন পর্যন্ত বর্ত্তমান ছিল সুতরাং আমি সেই রাগ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহার সেই গাভীটী খুলিয়া আমার বাটীতে আনিলাম ও তাহাকে বলিয়া আসিলাম টাকার যোগাড় করিয়া আমার বাটীতে আসিলে তাহার ঐ গাভী আমি ছাড়িয়া দিব, নতুবা উহা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইব তাহা গ্রহণ করিব, অবশিষ্ট টাকার জন্য উহার নামে নালিস করিয়া যদি টাকা আদায় করিতে পারি ভালই নতুবা উহাকে জেলে দিব।

৪৩

ঐ মুচি আমাদিগের গ্রামের জনৈক মৌলিক মহাশয়ের প্রজা ছিল, ঐ মৌলিক মহাশয় আমাদিগের নিতান্ত আত্মীয়ের মধ্যে একজন ছিলেন, আমি বাল্যকাল হইতে সদাসর্ব্বদাই তাঁহাদিগের বাটীতে থাকিতাম ও বিপদ আপদের সময় তাঁহাকেই প্রধান সহায় বলিয়া মনে করিতাম। তিনি আমার পিতার একজন প্রধান বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার যদি কখন কোন বিষয়ের প্রয়োজন হইত, পরামর্শ দিয়া হউক স্বারিরিক পরিশ্রম করিয়া হউক বা অর্থের দ্বারাই হউক পিতা সর্ব্বদাই তাঁহার উপকার করিতেন। পিতৃ বন্ধু বলিয়া আমিও তাঁহাকে সেই রূপ মান্য করিয়া চলিতাম ও সদাসর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিতাম। আমার সেই মুচি ব্যাপারির গরু ধরিয়া আনার পর মুচি সেই জমিদার মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। ও তাঁহাকে কি বলিল, বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি অমনি আমাদিগের এত দিবসের সমস্ত বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা ভুলিয়া, ও আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত না করিয়া, তাঁহার প্রজা সেই মুচির পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার নিজের একজন গোমস্তা তাহার সহিত চুয়াডাঙ্গায় পাঠাইয়া দিয়া আমার

নামে ফৌজদারীতে এক গরু চুরি মকর্দ্দামা রুজু করিয়া দিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমি তখন বুঝিতে পারিলাম তিনি আমার কি রূপ পিতৃ বন্ধু ছিলেন ও আমার তিনি কি রূপ উপকারী, সে যাহা হউক তাঁহার অনেক বাধা বিপত্তি সূত্রেও কোন গতিকে ঐ মুচি ব্যাপারির সহিত ঐ ফৌজদারী মকদ্দামা মিট মাট হইয়া গেল, আমি ঐ চুরি মকর্দ্দামা হইতে কোন রূপে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম, গরুটী আমি তাহাকে ফেরত দিলাম ও যে দুই শত টাকা তাহার নিকট আমার পাওনা ছিল তাহাও আর পাইলাম না।

গ্রামের মধ্যে যাহাদিগকে বিশেষ আত্মীয় বলিয়া জানিতাম, যাহাদিগের নিকট আমার অনেক টাকা পাওনা ছিল, তাঁহাদিগকে এখন আমি উত্তমরূপে চিনিতে পারিলাম। এক জনের পরামর্শে ও সাহায্যে ফৌজদারি মকর্দ্দামার আসামী হইলাম, অপর সকলে প্রাপ্য টাকা গুলি আর আমাকে প্রদান করিলেন না।

পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই তিনি আমার বিবাহের সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়া ছিলেন কিন্তু হঠাৎ তাঁহাকে ইহ জীবন পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া তিনি সেই কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সেই বৃদ্ধা পিসি উদ্‌যোগ করিয়া পরিশেষে সেই কার্য্য সমাপন করিয়া তোলেন ১২৮০ সালের মাঘ মাসের প্রারম্ভেই আমার। পরিণয় কার্য্য শেষ হইয়া যায়। আমাদিগের গ্রাম হইতে চারি ক্রোশ ব্যবধানে গোপালপুর নামক একখানি পল্লিগ্রামে ৺কালাচাঁদ চৌধুরী নামক জনৈক শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বাস করিতেন, তাঁহারই তৃতীয়, বা কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মানদা সুন্দরী দেবীর সহিত আমার পরিণয় কার্য্য সমাপন হইয়া যায়।

আমি সেই সময় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলাম সত্য কিন্তু দিন দিন আমার অবস্থা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। কারবারের অবস্থা ক্রমেই পতন হইতে লাগিল, অর্থের ক্রমেই অনাটন হইয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপ নিতান্ত টানাটানি সত্বেও কোন গতিকে কারবার চালাইতে লাগিলাম। যেরূপে পারি পাওনা টাকা আদায় করিয়া ক্রমে কর্জ্জের টাকা ও মহাজনের দেনা পরিশোধ করিতে লাগিলাম। পিতার আমলের যে সমস্ত দেনা ছিল তিন বৎসরের মধ্যে তাহার সমস্তই প্রায় পরিশোধ করিলাম. কেবল মাত্র তিন সহস্র মুদ্রা দেনা রহিয়া গেল। ঐ টাকা ও পিতার পুঁজির প্রায় তিন সহস্র টাকা লোকের নিকট পাওনা রহিয়া গেল, কোন গতিকে আর তাহা আদায় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কাহারও কাহারও নামে নালিস করিয়া ডিক্রী করিলাম, কিন্তু তাহাদিগের কোন রূপ সঙ্গতি না থাকায় ঐ টাকা আদায় হইল না, কাহারও অবস্থা এরূপ হইয়া পড়িল যে তাহার নামে খরচ করিয়া নালিস

করিবার ও প্রয়োজন হইল না। কেহ মরিয়া গেল, কেহ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। গুড়ের কারবার উপলক্ষে যে সমস্ত দরিদ্র প্রজাগণের নিকট দাদনের টাকা পাওনা ছিল তাহাদিগের মধ্যে অনককেই আর পাওয়া গেল না, গ্রাম হইতে বাসস্থান উঠাইয়া কে কোথায় গমন করিল।

ধানের কারবার উপলক্ষে যাহাদিগের নিকট ধান্য ক্রমে ক্রমে পাওনা হইয়াছিল দুই তিন বৎসর ভাল রূপ ধান্যাদি উৎপন্ন না হওয়ায় প্রজাদিগের নিকট হইতে ঐ সকল বাকি ধান্য আর আদায় হইল না। প্রথম বৎসর ধান্য ভাল রূপ আদায় না হওয়ায় দ্বিতীয় বৎসর তাহাদিগের আবশ্যক উপযোগী ধান্য আর প্রদান করিতে পারিলাম না সুতরাং তাহারা অন্য স্থান হইতে ধান্য কর্জ্জ লইল। সেই বৎসর যে সামান্য ধান্য তাহাদিগের উৎপন্ন হইল তাহা নূতন মহাজনকে প্রদান করিয়া আমাকে এত সামান্য পরিমাণে দিতে সমর্থ হইল যে তৃতীয় বৎসর আর তাহাদিগকে কিছুমাত্র ধান্য কর্জ্জ স্বরূপ প্রদান করিতে সমর্থ হইলাম না, সুতরাং আমার পূর্ব্বকার সমস্ত পাওনা ডুবিয়া গেল, তাহার কিছুমাত্র আদায় করিতে সমর্থ হইলাম না।

যাহাদিগের নিকট চাউলের টাকা পাওনা ছিল তাহাদিগের নিকট হইতেও টাকা আদায় করিতে পারিলাম না, অথচ মহাজনের টাকা ক্রমে প্রদান করিয়া তাহাদিগের পাওনা ক্রমে কমাইতে লাগিলাম।

৪৪

বাল্যকাল হইতেই আমার গোঁয়ারতুমি বুদ্ধি ছিল, অনেক কার্য্য গোঁয়ারতুমির উপর নির্ভর করিয়া সমাপন করিতাম। বাল্যকালে যে সকল গোঁয়ারতুমির কার্য্য আমা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল তাহার একটু সামান্য পরিচয় পাঠকগণ পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন ভিন্ন ভিন্ন রূপে উহার পরিচয় পাঠকবর্গকে প্রদান না করিয়া এক দিবসের একটী অতি সামান্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে প্রদান করিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

যে সময় আমি কারবার উপলক্ষে বাটীতে ছিলাম সেই সময় গ্রামের মধ্যে একটী ক্ষিপ্ত শৃগালের ভয়ানক উপদ্রব হয়। সময় সময় সে নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইত তাহাকেই দংশন করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ৩।৪ দিবসের মধ্যে ৮।১০টী লোক ঐ ক্ষিপ্ত শৃগাল কর্ত্তৃক দংশিত হয়, তাহার মধ্যে ৪।৫ জন লোক দুই তিন দিবসের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। অবশিষ্ট কয়েকজন ১০।১৫ দিবস পরে মরিয়া যায়।

গ্রামের লোকগণ এইরূপে দুই তিন দিবস দংশিত হইবার পরই গ্রামের মধ্যে

ভয়ানক আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইল। কিরূপে ঐ শৃগালটী হত্যা করা যাইতে পারে তাহারই নানারূপ পরামর্শ চলিতে লাগিল কিন্তু সাহস করিয়া কেহই সে কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না, সকলেই মনে করিতে লাগিলেন, ঐ শৃগালটীকে হত্যা করিবার মানসে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলে যদি তিনি তাহা কর্ত্তৃক দংশিত হন তাহা হইলে তাহাকেও ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যখন দেখিলাম কেহই এই কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইল না, তখন আমি সকলকে কহিলাম যদি আপনারা সকলেই এইরূপে ভীত হইয়া পড়েন তাহা হইলে একে একে সকলকেই ঐ শৃগালের দংশনে মরিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা একজনের প্রাণ দিয়াই যদি এই বিপদ হইতে গ্রামের সমস্ত লোক উদ্ধার পায় তাহা হইলে আমি অগ্রে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি, আপনারা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করুন এই বলিয়া আমি সর্ব্বাগ্রে সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইলাম। আমার নিকট অস্ত্র শস্ত্র কিছুই ছিল না, থাকিবার মধ্যে আমার নিকট সেই সময় ছিল একটী ছাতি ও এক গাছি পিচের মোটা লাঠি। তাহাই লইয়া আমি সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাকে ঐরূপ অবস্থায় জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেই সময় সেই স্থানে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই আমার সহিত অনুগমন করিল। উহার মধ্যে ১২।১৪ হইতে ১৮।২০ বৎসরের বালকের সংখ্যাই অধিক, প্রাচীন লোকের সংখ্যা অতি অল্প।

গোপীনাথ কোটাল নামক এক ব্যক্তি আমাদিগের বাটীতে ঠিকা কাজ করিত। সে গ্রামের চৌকিদার ছিল ও আমাদিগের বাটীতে সে রাত্রিতে পাহারা দিত, ও শুইয়া থাকিত। জাতিতে নিতান্ত ছোট হইলেও সে সদা সর্ব্বদা ভদ্রলোকের সংস্রবে থাকিয়াই দিন অতিবাহিত করিত। গ্রামের মধ্যে নাচ গাওনা যাত্রা, বারয়ারি প্রভৃতি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে সে প্রাণপণে সেইসকল বিষয়ে সাহায্য করিত, ইহা তাহার স্বভাব ছিল।

আমাকে জঙ্গলের ভিতর ঐরূপ অবস্থায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। যাইবার সময় এক স্থান হইতে প্রায় ৮ হস্ত লম্বা একখানি বাঁশ সংগ্রহ করিয়া লইল, ও উহা হস্তে সে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল।

আমাদিগের বাটীর পশ্চিম দিকে একটী জঙ্গল আছে, ঐ স্থানের কোন স্থান নিবিড় জঙ্গল, কোন স্থান বাঁশ ঝাড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত, মধ্যে মধ্যে সামান্য সামান্য আগাছা আছে, ঐ জঙ্গল, চালিতাতলার জঙ্গল নামে পরিচিত।

আমরা যখন সেই ক্ষিপ্ত শৃগালের অন্বেষণে বহির্গত হইলাম সেই সময় এক ব্যক্তি কহিল অতি সামান্যক্ষণ পূর্ব্বে সে সেই ক্ষিপ্ত শৃগালকে চালিতাতলার জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে সে সেইস্থান দিয়া আসিবার কালীন শৃগালটী ঐ জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে, সে পূর্ব্ব হইতেই তাহা দেখিতে পাইয়া নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষে আরোহণ করায় সে আর উহাকে দংশন করিতে না, পারিয়া পুনরায় ঐ জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

এই লোকটীর নিকট হইতে এই বিষয় অবগত হইতে পারিয়া আমরা সকলে সেই চালিতা তলার জঙ্গলেয় ভিতর প্রবেশ করিলাম। সেই জঙ্গলের ভিতর কিয়ংক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে পাইলাম না এইরূপে অৰ্দ্ধ ঘণ্টা কাল অনুসন্ধান করিতে করিতে সকলেই সেই জঙ্গলের ভিতর দূরে দূরে হইয়া পড়িল, পরস্পর পরস্পরকে আর দেখিতে পাইলেন না।

সেই সময় কোথা হইতে সেই শৃগালটী হঠাং বহির্গত হইয়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমি দ্রুতগতি ছাতাটী খুলিয়া বাম হস্তে গ্রহণ করিলাম, ও উহা দ্বারা তাহার গতিরোধ করিতে লাগিলাম। সে আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া কোনরূপে আমায় দংশন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল আমিও ঐ ছাতি, দ্বারা কোনরূপে তাহাকে প্রতি নিবৃত্তি করিতে লাগিলাম, ও সুযোগমতে আমার দক্ষিণ হস্তস্থিত সেই পিচের লাঠি দ্বারা মধ্যে মধ্যে তাহাকে মারিতে লাগিলাম ও চিংকার করিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিলাম। আমার প্রহারে তাহার কিছুই হইল না, আমার ছাতি কাপড় একেবারে সতধাছিন্ন হইয়া গেল, মনে করিলাম ইহার হস্ত হইতে কোন রূপেই জীবন রক্ষা করিতে পারিব না, বা উহাকেও সমন সদনে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইব না। আমি প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া উহাকে মারিবার নিমিত্ত যখন শেষ চেষ্টা করিতেছিলাম সেই সময় কোথা হইতে গোপীনাথ তাহার সেই বংশ দণ্ড সহ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ও নিমেষ মধ্যে ঐ ক্ষিপ্ত শৃগালকে এমন এক বংশাঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই সে সেই স্থানে পতিত হইল, দ্বিতীয় আঘাতে সে সেই স্থানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। আমিই তাহার হস্ত হইতে যে কেবল রক্ষা পাইলাম তাহা নহে, গ্রামের অনেক লোকেই সেই বিপদ হইদে উত্তীর্ণ হইলেন।

৭৫

আমাদিগের গ্রামে সময় সময় যে অতিশয় ব্যাঘ্র ভয় হইয়া থাকে এ কথা আমি ইতি পূর্ব্বে পাঠকগণকে বলিয়াছি। ঐ ক্ষিপ্ত

শৃগাল হত্যার কিয়ৎদিবস পরেই গ্রামে পুনরায় অতিশয় ব্যাঘ্র ভয় হয়, কয়েকটী ব্যাঘ্র সেই সময় গ্রামের মধ্যে ভয়ানক উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। গ্রাম হইতে রাত্রিকালে গরু বাছুর ছাগল ভেড়া ও সুযোগমত মনুষ্যগণকেও ব্যাঘ্রে লইয়া গিয়া হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেই সময় আমারও দুইটী গরু, ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক হত হয়। আমার পূর্ব্ব পুরুষ দিগের মত ক্ষমতা আমার ছিল না যে আমি ঐ ব্যাঘ্র ধরিয়া আনিতে পারি, সুতরাং ঐ সকল ব্যাঘ্র দিগকে হত্যা করিবার একটী উপায় আমাকে উদ্ভাবন করিতে হয়। নবীন বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যাঘ্র ধরিবার নিমিত্ত কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটী খাঁচা প্রস্তুত করি। উহা দৈর্ঘে দশ ফিট, প্রস্থে ৪ ফিট, ও উর্দ্ধে ৫ ফিট। উহার চতুষ্পার্শ্বে খুব মজবুত রেলিং দেওয়া হয়, উপর ও নিচে খুব মজবুত তক্তার দ্বারা আবদ্ধ করা হয়। ঐ খাঁচার মধ্যে এক দিকে একটী ভেড়া বা ছাগল থাকিতে পারে, এরূপ একটী বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যে অংশে ছাগল বা ভেড়া রক্ষিত হইবে, তাহার চতুর্দ্দিকের রেল সকল এরূপ ঘন ভাবে বসান হয় যে, যাহাতে সেইস্থানে ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ রেলের ভিতর দিয়া তাহার হস্ত প্রবেশ করাইয়া ঐ ছাগল বা ভেড়াকে কোনরূপে হত্যা করিতে না পারে। উহার উপর যে তক্তার ছাদ থাকে, তাহাতে এরূপ একটী দরজা রাখা হয় যে, তাহার ভিতর দিয়া ঐ ছাগল বা ভেড়া উহার ভিতর অনায়াসে রাখা যাইতে পারে বা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঐ খাঁচার অপর প্রান্তে একটী দরজা এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, উহার ভিতর দিয়া ব্যাঘ্র অনায়াসে ঐ খাঁচার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। ঐ খাঁচার যে অংশ রেল দ্বারা বিভাগিত করিয়া ছাগল বা ভেড়ার থাকিবার স্থান করা হইয়াছিল, ঐ রেলের গাত্রে যে দিকে বাঘ থাকিবার স্থান হইয়াছে, সেই দিকে ছেঁড়া জালের অংশ বিস্তীর্ণ করিয়া রাখা হয়। ব্যাঘ প্রবেশ করিবার দরজাটী উঠাইয়া, তাহাতে সংলগ্ন একগাছি দড়ি ঐ জালের সহিত এরূপ ভাবে আটকাইয়া রাখা হয় যে, ঐ জাল ধরিলে বা উহাতে সামান্য রূপ হাতের জোর পড়িলেই ঐ দড়ি ঐ জাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ও সেই সঙ্গে ব্যাঘ্র প্রবেশ করিবার দরজাও পতিত হয়।

এইরূপ ভাবে খাঁচাটী প্রস্তুত হইলে ছাগল থাকিবার ঘরের ভিতর একটী ছাগল রাখিয়া উহার দরজা উপর হইতে উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ব্যাঘ প্রবেশের দরজা উঠাইয়া দিয়া, তাহার সংলগ্ন দড়ি ঐ জালের সহিত পূর্ব্বকথিত রূপে সংলগ্ন করিয়া ঐ খাঁচা আমাদিগের বাটীর সংলগ্ন একটী স্থানে পাতিয়া রাখিলাম। রাত্রিকালে

ঐ ব্যাঘ্র, ছাগলের গন্ধ পাইয়াই হউক, বা কোন রূপে দেখিতে পাইয়াই হউক, অথবা তাহার চীৎকার শুনিয়াই হউক, সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক ঐ খাঁচার ভিতর হস্ত ঢুকাইয়া উহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কোনরূপে উহার ভিতর হস্ত ঢুকাইতে না পারিয়া, উহার ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা দেখিল ও প্রবেশের পথ দেখিতে পাইয়াই উহার ভিতর দিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক যেমন ছাগলের দিকে গিয়া পুনরায় সেই ঘরের ভিতর হইতে ছাগল ধরিবার চেষ্টা করিল, অমনি ঐ জালে তাহার হস্ত বা পদের আঘাত লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ খাঁচার কপাট পড়িয়া গেল, ব্যাঘ্রও সেই খাঁচায় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। গোপীনাথ দূর হইতে উহা দেখিতে পাইয়া, সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক যে ছাগলের লোভে ব্যাঘ্র সেই খাঁচার ভিতর আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার নিকট আগমন করিল, ও উপরের কপাট খুলিয়া সেই ছাগলকে সেই খাঁচা হইতে বাহির করিয়া লইল, ও ব্যাঘ্র পড়িয়াছে ব্যাঘ্র পড়িয়াছে বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তাহার চিৎকার শুনিয়া আমরা সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এইরূপ উপায়ে সর্ব্ব প্রথম একটী ব্যাঘ্র আমাদিগের বাটীর নিকট সেই খাঁচায় আবদ্ধ করি ও পরিশেষে গুলি করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলা হয়। ইহার পর অপরাপর স্থানে ঐ খাঁচা রাখিয়া ক্রমে ক্রমে চারি পাঁচটী ব্যাঘ্র ধৃত করিয়া মারিয়া ফেলা হইল। ক্রমে গ্রাম বা নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ একেবারে ব্যাঘ্র শূন্য হইয়া পড়িল।

৪৬

কারবার উপলক্ষ্য করিয়া ক্রমে তিন বৎসর কাল কোন রূপে অতিবাহিত করিলাম, লোকের নিকট হইতে যাহা কিছু আদায় করিতে পারিলাম তাহা মহাজন দিগকে দিয়া ক্রমে তাঁহাদিগের দেনা কমাইতে লাগিলাম পরিশেষে তিনসহস্র মুদ্রা আর কোন রূপেই সেই সময় দিয়া উঠিতে পারিলাম না, পূর্ব্ব কথিত কাপড়ের মহাজন যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, অপরাপর মহাজন সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহাদিগের নিকট যে টাকা বাকী ছিল তাহার কিস্তি বন্দী করিয়া লইলাম, কিন্তু দুইবৎসরের মধ্যে তাঁহাদিগকে একটী পয়সাও প্রদান করিতে পরিলাম না।

যে সামান্য পৈত্রিক অস্থাবর সম্পত্তি ও ভদ্রাসন বাটী ছিল ও আমি যাহা কিছু সামান্য বিষয় খরিদ করিয়াছিলাম ও নিজ হস্তে যে একটী বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলাম তাহা বিক্রয় করিয়া দিলে আমার সমস্ত দেনা পরিশোধ না হইলেও অনেক কমিয়া যাইত সত্য কিন্তু তাহার একটু ও আমি নষ্ট করিলাম না সুতরাং মহাজনের দেনাও পরিশোধ হইল না। কিন্তু পরিশেষে

চাকরি করিয়া সেই সমস্ত দেনা আমি পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলাম, নিজের উপর যতদূর কষ্টসহ হইতে পারে সেই কষ্টসহ করিয়া, এমন কি কেবল এক সন্ধ্যা মাত্র আহার করিয়া ক্রমে আট দশ বৎসরে আমি সেই দেনা পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলাম।

পিতার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে আমার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল সেই সময় আমার প্রথম পুত্র শ্রীমান প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করিলেন। পুত্র জন্ম গ্রহণে মনে অতিশয় আনন্দ হইল সত্য কিন্তু অর্থাভাবে মনের কোন সাধই সেই সময় মিটাইতে পরিলাম না, এমন কি সেই সময় স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করা আমার পক্ষ্যে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই সময় গ্রামের স্কুলে পড়িতে ছিলেন, পিতার সেই বৃদ্ধা পিসির এক মাত্র ভরষার স্থল আমিই ছিলাম, কোন গতিকে তাহাদিগের নিতান্ত আবশ্যকীয় খরচ চলিতে লাগিল সত্য কিন্তু তাহাও বিশেষ কষ্টের সহিত। আমার যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি ছিল এক এক খানি করিয়া ক্রমে তাহার প্রায় সমস্তই লোপ পাইয়া গেল। আমি কষ্টের নিতান্ত চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, যাহারা নিতান্ত আত্মীয় বা যাহাদিগের ভরষায় ঐ গ্রামে পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষগণ বাস করিয়া গিয়াছেন ও আমরাও যাহাদিগের ভরষার উপর নির্ভর করিয়া ঐ গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছিলাম, এইসময় তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের নিকট আমার যে সকল টাকা পাওনা ছিল তাহার একটী দিয়াও সেই সময় কেহ আমাকে সাহায্য করিলেন না।

এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম, ঐরূপ অবস্থায় আর কিছুদিবস যদি ঐ স্থানে থাকি তাহা হইলে স্বপরিবারে অনশনে সেই স্থানে মরিতে হইবে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমার স্ত্রীকে তাহার পিতৃআলয়ে পাঠাইয়া দিলাম, তাঁহার পিতা বর্ত্তমান না থাকিলেও তাঁহার তিনটী ভ্রাতা সেই সময় বর্ত্তমান ছিলেন ও তিন জনেই উপায়ক্ষম ছিলেন, তাঁহারা আদরে তাঁহাদিগের ভগ্নী ও ভাগিনেয়ের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। শ্রীমান প্রমথনাথ সেই স্থানেই সেই সময় প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

স্ত্রী পুত্রকে সেই স্থান হইতে পাঠাইয়া দিবার ২।১ দিবস পরে যখন আহার করিতে বসিলাম সেই সময় পিতার সেই বৃদ্ধা পিসি আমাকে কহিলেন। এ বেলা কোন গতিকে অন্নের সংস্থান হইয়াছে, কিন্তু রাত্রিকালে আর কোন উপায় নাই, ঘরে মুষ্টিমাত্রও ধান্য বা চাউল নাই, যাহা হইতে রাত্রির আহারের সংস্থান হইতে পারে। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মুখ দিয়া কোন কথা নির্গত হইল না কেবলমাত্র চক্ষু দিয়া দুই চারি বিন্দু জল পতিত হইল।

যাহাদিগের নিকট আমার ধান্য পাওনা ছিল, শুনিলাম তাহাদিগের একজন কিছু ধান্য সংগ্রহ করিয়াছে, আহারান্তে আমি তাহার নিকট গমন করিলাম। সে সেই সময় বাটীতে ছিল না, তাহার অপেক্ষায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিলাম। রাত্রি দশটার সময় সে বাটীতে আগমন করিলে, আমি আমার দুঃখের কথা তাহাকে কহিলাম ও তাহার বিবেচনায় সেই সময় যাহা ভাল হয় তাহাই তাহাকে করিতে কহিলাম, সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাকে সামান্য কিছু ধান্য এই নিয়মে দিতে স্বীকার করিল যে তাহার নিকট আমার যে পরিমিত ধান্য পাওনা আছে, ইহা লইয়াই তাহা পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম আমার নিকট তাহার যে পরিমিত ধান্য দেনা আছে, তাহার মধ্যে যে পরিমিত ধান্য সে আমাকে প্রদান করিতে চাহিতেছে তাহা পাওনা ধান্যের একশত ভাগের এক ভাগ। সেই সময় আমার অপর আর কোন উপায় ছিল না, সুতরাং তাহার সেই প্রস্তাবেই আমাকে সম্মত হইতে হইল। ঐ সামান্য ধান্য লইয়া আমার সমস্ত পাওনা ধান্য তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। ইহাতেও আমি সেই সময় তাহা কর্ত্তৃক বিশেষরূপ উপকৃত হইলাম মনে হইল।

এইরূপ উপায়ে যে ধান্য সংগ্রহ হইল তাহা আমি বাটীতে লইয়া আসিলাম। দেখিলাম উহাতে ভ্রাতার ও সেই বৃদ্ধার এক মাস কাল অনায়াসেই চলিতে পারিবে। অধিক রাত্রিতে ঐ ধান্য সংগ্রহ হওয়ায় রাত্রিকালে আর আমাদিগের দুই ভাইর আহার হইল না, অনশনেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

পরদিবস অতি প্রত্যুষ হইতেই বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। ধান্য রৌদ্র না পাইলে তাহা হইতে চাউল প্রস্তুত করা যাইতে পারে না, সুতরাং ঘরে ধান্য থাকিলেও যে সেই দিবস আহার হইবে তাহা মনে হইল না। প্রাতঃকালে উঠিয়া ভিজিতে ভিজিতে আমি নবীনবাবুর নিকট গমন করিলাম। রাত্রি কালে যে অনশনে কাটাইতে হইয়াছে তাহা কিন্তু তাঁহাকে কহিলাম না। আমার স্বভাবই সেইরূপ ছিল না, অনশনে মারিতে হইলেও যাহার নিকট আমার পাওনা থাকিত তাহার নিকট কখন কোন বিশয় যাচিঞা করিতাম না। নবীন বাবুকে কেবল এই মাত্র বলিলাম যে, এরূপ অবস্থায় বাটীতে বসিয়া থাকিয়া অনশনে মরি কেন ইচ্ছা করিয়াছি আজই আমি স্থানান্তরে গমন করিব ও কোন রূপ কর্ম্মকার্য্যের চেষ্টা দেখিব। কোন রূপে যদি একটু সামান্য কর্ম্ম কার্য্যের যোগাড় করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলেই কোন গতিকে আমার এই সামান্য সংসার প্রতি পালন করিতে সমর্থ হইব। এরূপ ভাবে বসিয়া

বসিয়া আর সময় অতিবাহিত করিব না। আমি ইতিপূর্ব্বে দুই একবার কলিকাতায় গিয়াছি, দেখিয়াছি পরিশ্রম করিতে পারিলে সেই স্থানে অনায়াসেই লোকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। আমি এখন যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে পারি এই নিমিত্ত ভাবিতেছি কলিকাতায় গমন করিয়া কোন সামান্য কার্য্য উপলক্ষ্য করিয়াও আমি আমার এই সামান্য পরিবার প্রতিপালন করিব। আমার কথা শুনিয়া নবীন বাবু কহিলেন "কলিকাতা যে একটী প্রধান উপার্জ্জনের স্থান সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই স্থানে যাহার থাকিবার উপায় নাই তাহার পক্ষে সেই স্থান অতি কষ্টকর। কলিকাতায় গিয়া যদি কোন থাকিবার স্থান স্থির করিতে পার তাহা হইলে, যে কোন উপায়েই কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু যদি থাকিবার স্থানের কোন রূপ স্থির করিতে না পার তাহা হইলে সেই স্থানে তোমার কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না, ইহা মনে জানিয়া যেরূপ ভাল বিবেচনা হয় কর।"

তাঁহার কথার উত্তরে এইমাত্র কহিলাম এইস্থানে থাকিয়া অনশনে মৃত্যু অপেক্ষা একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক; কিন্তু আপনি এইমাত্র অনুগ্রহ করিবেন যে, কলিকাতায় যাইবার খরচ যাহা লাগে তাহা আমাকে হাওলাত স্বরূপ দিবেন ও দেখিবেন ভ্রাতা ও পিতার বৃদ্ধা পিসি যেন অনশনে মারা না পড়েন। আমি যেরূপে পারি পরিশেষে আপনার দেনা পরিশোধ করিয়া দিব।" নবীন বাবু আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও কলিকাতায় যাইবার নিমিত্ত আমাকে এক টাকা চারি আনা হাওলাত স্বরূপ প্রদান করিলেন।

ঐ অর্থ লইয়া আমি আমার বাটীতে অসিলাম। দেখিলাম পিতার সেই বৃদ্ধা পিসি আমার জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়াছেন। গত রাত্রিতে আমি যে ধান্য আনিয়াছিলাম, রৌদ্র না হওয়ায় তাহার কিছু ধান্য অগ্নিতে গরম করিয়া লইয়া তাহা হইতে কোনপ্রকারে কিছু চাউল বাহির করিয়া লইয়াছেন ও ঐ চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিয়াছেন।

এরূপ অবস্থায় যেরূপ আহার করিতে পারা যায় তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। সে যাহা হউক কিছু আহার করিয়া সেই বৃদ্ধার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী হইতে বাহির্গত হইলাম।

৪৭

আমাদিগের বাটী হইতে রেলওয়ে ষ্টেসন একমাইলের উপর, আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কলিকাতায় যাইবার নিমিত্ত সর্ব্ব নিম্ন শ্রেনীর একখানি টিকিট এক টাকা সাড়ে তিন আনা দিয়া খরিদ করিলাম। এখন রেলের ভাড়া কমিয়া গিয়াছে কিন্তু সেই সময় ঐ ভাড়া ছিল। টিকিট খরিদ করিবার পর আমার সম্বল রহিল অর্দ্ধআনা

ঐ অর্দ্ধআনা সম্বল লইয়া আমি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমাদিগের গ্রামের তিন চারি জন বালক সেই সময় কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। শ্রীনাথ দাসের লেনে ছাত্রদিগের একটী মেচ ছিল, তাঁহারা সেই স্থানেই থাকিতেন ইহা আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলাম। কলিকাতায় অপর কোন স্থানে আমার থাকিবার স্থান না থাকায় আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ছাত্রগণ আমাকে সেই স্থানে থাকিবার স্থান দিতে সম্মত হইলেন। তাঁহাদিগের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে মাস শেষ হইয়া গেলে আমি আমার খরচের টাকা প্রদান করিব।

আমি সন্ধ্যার পর কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, রাত্রি কালে সেই স্থানে অবস্থিত করিবার সময় জানিতে পারিলাম একটী ভদ্র লোক আমার ন্যায় নিতান্ত হীন অবস্থায় পতিত হইয়া কোন একটী কারবার করিবার মানসে সামান্য কয়েকটী টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন ও ঐ বাসাতেই অবস্থিতি করিতেছেন, ক্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম তিনি একটী কণ্ট্রাক্টরের যোগাড় করিয়াছেন। জাহাজে যে সকল কয়লা বোঝাই হয় সেই সকল কয়লা কুলি দ্বারা বোঝাই করিয়া দিবার কয়েকটী আফিস আছে তাহারই একটী আফিসে তিনি এইরূপ যোগাড় করিয়াছেন যে কোন কোন জাহাজে তিনি কয়লা বোঝাই করিয়া দিবেন, সমস্ত দিবস যে কার্য্য হইবে পরদিবস তাহার দাম প্রাপ্ত হইবেন। পরদিবস প্রত্যুষেই তিনি ঐ কার্য্যে গমন করিবেন। কুলি দিগের সহিত না থাকিলে কুলিরা কার্য্যে ফাঁকি দিবে অথচ তিনি সদা সর্ব্বদা সেইস্থানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সেই আফিসেও গমন করিতে হইবে, এই নিমিত্ত তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে এইরূপ আর একটী লোকের তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি তাহার সহিত সেই কার্য্যে আপাততঃ আমাকে প্রবৃত্ত হইতে কহিলেন। আমিও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পর দিবস অতি প্রত্যুষ হইতে সেই কার্য্যে বাহির হইলাম। যাহার কার্য্য করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন তাঁহার একটী লোক আসিয়া একখানি জাহাজ ও একখানি কয়লার বোট দেখাইয়া দিল। ঐ লোক কয়েকখানি লোহার হাতা ও কয়েকটী ঝুড়িও দিয়া গেল, ও আবশ্যক অনুযায়ী কুলিরও বন্দোবস্ত করিয়া দিল। যে স্থানে ঐরূপ কার্য্য হইয়া থাকে সেই সকল স্থানে গঙ্গার ধারে নগত পয়সা দিলে যথেষ্ট কুলি পাওয়া যায়। সমস্ত দিবস অনাহারে সেই সকল কুলিদিগের দ্বারা বোট হইতে জাহাজে কয়লা উঠাইয়া দিলাম। বলা বাহুল্য নিজের

অবস্থাও কুলিদিগের অপেক্ষা কিছু প্রভেদ রহিল না। কয়লার ধূলায় ও কালিতে সর্ব্ব শরীর আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, কুলিদিগের দাম মিটাইয়া দেওয়া হইল। প্রথম দিবসেই তাঁহার প্রায় পঁচিশ টাকা বাহির হইয়া গেল! সন্ধ্যার পর স্নান করিয়া আমরা উভয়েই বাসায় আসিলাম, পর দিবস তিনি আফিস হইতে টাকা পাইলেন না, কিন্তু সেই দিবসও কার্য্য করিতে হইল। অবশিষ্ট পঁচিশ টাকা কুলিদিগকে দিতে হইল, তৃতীয় দিবস কার্য্য করিবার উপায় ছিল না, কারণ তাঁহার যাহা কিছু ছিল দুই দিবসেই তাহার সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছিল, তৃতীয় দিবসও সেই আফিস হইতে টাকা পাওয়া গেল না, ইহার পর অনবরত ৭ দিবস কাল তিনি হাঁটিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই তাঁহার টাকা আদায় করিতে পারিলেন না সুতরাং আমিও এক পয়সা পাইলাম না। অবশেষে জানিতে পারিয়াছিলাম, তিনি যাহার সহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সে জুয়া-চোর, বাজারে তাহার অতিশয় বদনাম। সে নিজে জাহাজের কণ্ট্রাক্টার নহে। অপর আর একজন কণ্ট্রাক্টারের কার্য্য। এইরূপে পরের টাকায় করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে ৫০৲ টাকা বাহির করিয়া লয়, কিন্তু আসল যে টাকা দিয়া কার্য্য করিল তাহাকে একটী পয়সাও প্রদান করিল না। ভদ্র লোকটী এইরূপে কয়েকটী টাকা লোকসান্ দিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন, আমি অপর কোন পন্থা অবলম্বন করিব তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

জীবনের প্রথম অংশ সমাপ্ত

তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পিতৃব্য মহাশয়ের বিবাহ হয় শান্তিপুরে। তিনিও পরিশেষে সেই স্থানে গিয়া বাসস্থান প্রস্তুত করেন ও সেই স্থানেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। জয়রামপুরে কেবল রহিলেন পিতৃদেব।

২

পিতা কখন পরের নিকট চাকুরি করিয়া জীবনধারণ করেন নাই। তিনি নিতান্ত স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। নিতান্ত শৈশব হইতে সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইলেও তিনি কখন কাহারও নিকট অধীনতা স্বীকার করেন নাই। সামান্য স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া তিনি দিনপাত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারও সাহস ও মনের বল অতিশয় প্রবল ছিল, এবং পরের পদানত ও অজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কিরূপে চলিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। মাতা মুক্ত-কেশী দেবীও ঠিক সেই প্রকৃতির ছিলেন। অনশনে দিন অতিবাহিত করিতে হইলেও কখন তাঁহারা কাহারও নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। পিতামহের স্বর্গারোহণের পর পিতার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া-ছিল, কিন্তু যে দিবস হইতে মাতৃঠাকুরাণী আসিয়া সংসারে পদার্পণ করেন, সেই দিবস হইতে পিতৃদেবের অবস্থার পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হয়। তিনি নিতান্ত সামান্য কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিয়া ক্রমে গ্রামের মধ্যে একজন প্রধান ব্যবসাদার রূপে পরিণত হন। ক্রমে এক একটী করিয়া ব্যবসা বাড়াইতে থাকেন। চাউলের ব্যবসা, কাপড়ের ব্যবসা, তেজারতি প্রভৃতিতে পরিশেষে তিনি অনেক লোককে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হন। মহাজনগণ তাঁহার কথায় অতিশয় বিশ্বাস করিতেন, যে দ্রব্য অপর ব্যবসায়ী নগত মূল্যে খরিদ করিবার জন্য প্রস্তুত, তিনি যদি সেই দ্রব্য দেনায় চাহিতেন, মহাজন অপরের নিকট নগত মূল্য গ্রহণ না করিয়া, তাঁহাকে দেনায় উহা প্রদান করিতেন। তাঁহার বিষয় আশয় বা সংগতি কিছুই ছিল না, কিন্তু কথার অতিশয় ঠিক ছিল, মুখ দিয়া তিনি যাহা বাহির করিতেন, সহস্র রূপে প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইলেও তিনি তাহা করিতেন। যে কার্য্য তিনি করিবেন না বলিতেন, বিস্তর লাভের আশা থাকিলেও তিনি পুনরায় আর উহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। যাহাকে চলিত কথায় জিদ কহে, সেই জিদের তিনি অতিশয় বশবর্ত্তী ছিলেন; যে কার্য্যে তিনি জিদ করি-তেন সে কার্য্য হইতে তিনি কখনই প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। একটী সামান্য ঘটনা যাহা আমার নিজের সমুখে ঘটিয়া ছিল তাহা এই স্থানে প্রদত্ত হইল, ইহা হইতেই পাঠক-গণ তাঁহার জিদের কতক নমুনা পাইবেন।

তাঁহার একটী গুড়ের কারখানা ছিল অর্থাৎ গুড়ের সময় বিস্তর গুড় সংগ্রহ করিয়া, তিনি তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত

করিয়া কলিকাতায় চালান দিতেন। গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে একরূপ শৈবালের প্রয়োজন হয়, উহাকে আমাদের দেশে "পাটা" কহে। গ্রামের মধ্যে একটী মরানদী আছে, শুনিয়াছি পূর্ব্বে উহা ভৈরব নদের অংশ ছিল, কিন্তু এখন উহা স্থানে স্থানে শুখাইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে দোয়ার মত হইয়াছে, উহাতে বারমাসই জল থাকে ও উহাতে ঐ পাটা বিস্তর পরিমাণে জন্মায়, গ্রামের বা নিকটবর্ত্তী স্থানের গুড়ের কারখানা কারিগণ ঐ স্থান হইতে পাটা সংগ্রহ করিয়া, তাহা দ্বারা চিনি প্রস্তুত করিতেন. পিতৃদেবেরও পাটা সেই স্থান হইতে প্রত্যহ দুই এক গাড়ি কম্বিয়া আসিত।

গ্রামের মৌলিক মহাশয় দিগের একটু কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে কয়েকজন এই গ্রামের জমিদার ছিলেন! জমিদারি হিসাবে ঐ মরা নদীর মালিক জমিদারগণ, কিন্তু তাঁহারা কখন ঐ স্থান হইতে পাটাসংগ্রহ কারিগণের দিকে লক্ষ্য করিতেন না। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মৌলিক মহাশয় নামক গ্রামের একজন প্রধান ব্যক্তি ঐ জমিদারদিগের মধ্যে একজন অংশীদার ছিলেন, এক সময় জমিদারীর বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হস্তে পতিত হওয়ায় তাঁহার ঐদিকে নজর পড়ে। তিনি ঐ নদ হইতে পাটা সংগ্রহ কারিগণকে ডাকাইয়া, তাঁহাদিগের উপর একটী কর স্থাপিত করেন। সকলেই জমিদারের কথায় সম্মত হইয়া ঐ ধার্য্য কর প্রদান করিতে প্রথমে সম্মত হন, কিন্তু পিতা ঐরূপ কর প্রদানে অসম্মত হন ও কহেন, এতকাল পর্য্যন্ত তিনি এই কর্য্যের নিমিত্ত যখন কর প্রদান করেন নাই, তখন তিনিতো উহা প্রদান করিবেনই না অধিকন্তু দেখিবেন যাহারা ঐ কর প্রদানে সম্মত হইয়াছেন তাঁহারাই বা কিরূপে ঐ কর প্রদান করেন। তাঁহার কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন ও কহিলেন অপরাপর সকলে যে পরিমাণে কর প্রদান করিবে তিনি যেন তাহার এক চতুর্থ অংশ প্রদান করেন। পিতা তাহাতেও অসম্মত হন ও জমিদার মহাশয়কে কহেন তাঁহারা দোয়া হইতে বৎসর বৎসর মজুর খরচ করিয়া, পাটা তুলিয়া লইয়া জমিদার দিগের বিশেষ উপকার করিয়া আসিতেছেন, কারণ পাটা তুলিয়া লওয়ায় ঐ দোয়া পরিস্কার থাকে বলিয়াই মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত উহা অধিক মূল্যে বিলি হইয়া থাকে। আর যদি উহা হইতে পাটা একেবারে তোলা না হয়, তাহা হইলে উহার মধ্যে মৎস্য লুকাইয়া থাকিবার সুন্দর উপায় হয়। সেই স্থানে জাল পড়ে না, সুতরাং মৎস্যও ধরা যাইতে পারে না, এইরূপ মৎস্য জীবিগণ যদি ঐ স্থানের মৎস্য সকল ধরিতে না পারে তাহা হইলে ঐ দোয়া আর তাহারা জমা করিয়া লইবে না, সুতরাং জমিদারীর আয়

বৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্ত্তে হ্রাস হইয়া যাইবে। জমিদার মহাশয় পিতার এই কথা শুনিলেন কিন্তু আত্ম মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার পূর্ব্ব আদেশ পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। পিতাও সেই দোয়া হইতে আর পাটা সংগ্রহ করিবেন না এই বলিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। ইহা আমার সম্মুখের ঘটনা, সেই সময় আমি বালক হইলেও উহা এখন পর্য্যন্ত আমার বেশ মনে আছে।

আমাদিগের গ্রাম হইতে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধানে, চাঁদপুর নামক গ্রামে আমার পিতামহ শর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একখানি আম্র কাঁঠালের বাগান আছে। উহার ফলভোগ আমারা এখন পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছি। কোমলা দোয়া নামক একটী প্রকাণ্ড দোয়ার তীরে ঐ বাগান স্থাপিত। ঐ দোয়ার জল অতিশয় গভীর ও উহা উৎকৃষ্ট পাটাদ্বারা পরিপূর্ণ।

জমিদার মহাশয়ের সহিত পিতার মতের অনৈক্য হওয়ায় তিনি প্রত্যহ দুই তিন খানি গরুর গাড়ী ও পাটা উঠাইবার মজুর সেই স্থানে পাঠাইয়া দিয়া পাটা তুলিয়া আনিতেন। তিনি যে কেবল নিজের প্রয়োজন উপযোগী পাটা আনিতেন তাহা নহে, অপরাপর ব্যবসায়িগণেরও আবশ্যক অনুযায়ী পাটা আনিয়া বিনা খরচে তাঁহাদিগকে নিয়মিতরূপে বিতরণ করিতেন। সুতরাং তাঁহারাও জমিদারের কর দিত না বা ঐ স্থান হইতে পাটাও আনিত না। কর দিতে সম্মত হইলে যে কার্য্যে পিতার চারি আনা খরচ পড়িত, জেদের বশবর্ত্তী হইয়া সেই কার্য্যে তিনি প্রত্যহ চারি পাঁচ টাকা খরচ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপে সেই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, দোয়া একেবারে পাটায় পূর্ণ হইয়া গেল। মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত যাহাদিগের নিকট ঐ দোয়া জমা ছিল তাহারা বিস্তর অর্থ লোকসান দিয়া জমা ছাড়িয়া দিল। সুতরাং পর বৎসর অনেক টাকা খাজনা কমিয়া গেল।

তৃতীয় বৎসরে জমিদার মহাশয় পিতাকে পুনরায় ঐ স্থান হইতে পাটা সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন, তিনি উহার উপর কর স্থাপন করিতে যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। পিতা যখন দেখিলেন যে তাঁহার জিদ বজায় রহিল তখন তিনি সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য চলিতে লাগিল।

৩

পিতা আমার যে কিরূপ সাহসী ছিলেন তাহার একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এই স্থানে পাঠক বর্গের নিকট বলিতেছি। তাঁহার কারবার উপলক্ষে গ্রামস্থ দরিদ্র ব্যক্তি দিগকে তিনি দেনায় কাপড়, চাউল, ধান্য দিয়া সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেন, এবং আবশ্যকমত নগত

অর্থও অল্প সুদে প্রদান করিতেন, এই সকল কারণে গ্রামের প্রজাগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার বশীভূত ছিল। গ্রামের সমস্ত সংবাদ তিনি এক স্থানে বসিয়া প্রাপ্ত হইতেন।

আমার বয়ঃক্রম যখন পাঁচ কি ছয় বৎসর সেই সময় গ্রামের মধ্যে ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ডাকাইতি হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময় ডাকাইতগণ এক রাত্রিতে আমাদিগের বাড়ীতে ডাকাইতি করিতে মনঃস্থ করে। ঐ ডাকাইত দলের এক ব্যক্তি দেনা পাওনা সূত্রে তাঁহার অতিশয় বশীভূত ছিল। সে চুপে চুপে আসিয়া এই সংবাদ পিতাকে প্রদান করে। তিনি মনে করিলে অনেক লোকজন সংগ্রহ করিয়া বাড়ীতে রাখিতে পারিতেন কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন চেষ্টা না করিয়া নগত অর্থ ও অলঙ্কার পত্র যাহা ছিল তাহা মৃত্তিকার মধ্যে এক স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া দিলেন।

কারবার উপলক্ষে তাঁহার যে সকল লোক জন ছিল তাহার মধ্যে একজন অতিশয় সাহসী ও লাঠি খেলা প্রভৃতিতে অতিশয় পারদর্শী ছিল। রাত্রি ১০টার পর পিতা ও সেই ব্যক্তি দুইখানি তরবারি হস্তে বাটীর সদর দরজায় গিয়া উপবেশন করিলেন ও সেই স্থানে একটী প্রজ্জলিত লণ্ঠন রাখিয়া ডাকাইত দলের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি ২টার সময় দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ও পিতাকে কহিল "যাও ঠাকুর আর কষ্ট করিয়া রাত্রি জাগিও না, শয়ন কর। তোমার সাহস দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার বাটীতে আর কিছু হইবে না।" এই বলিয়া তাহারা দ্রুতপদে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পিতা কিন্তু তাহাদিগের কথার উপর নির্ভর করিলেন না, সমস্ত রাত্রি দরজায় বসিয়াই কাটাইলেন। আমার বেশ মনে আছে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আমি তাঁহাদিগের নিকট বসিয়া ছিলাম, তাহার পর আমি ঘুমাইয়া পড়ি। পরদিন শুনিতে পাওয়া যায় পার্শ্ববর্ত্তী একখানি গ্রামে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে।

৪

এই স্থানে পিতার সত্যনিষ্ঠতার একটী দৃষ্টান্ত পাঠকগণ দেখুন। পিতা কাপড়ের কারবারের সহিত সুতার কারবার করিতেন। কৃষ্ণগঞ্জের একটী সুতার দোকান হইতে এক সময় কয়েক গাঁইট সাদা সুতা খরিদ করিয়া আনেন। বাড়ী আসিয়া যখন ঐ সকল গাঁইট আমাদিগের সম্মুখে খোলেন সেই সময় দেখিতে পাওয়া যায়, সাদা সুতার পরিবর্ত্তে উহার ভিতর লাল সুতা আছে। পাঠকগণকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে সাদা সুতা অপেক্ষা লাল সুতার দাম অনেক অধিক। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি সেই দিবসই পুনরায় কৃষ্ণগঞ্জে গমন করেন ও যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহার সমস্ত সেই সুতা বিক্রয়কারী দোকানদারকে

কহেন। সেই দোকানদারও অতিশয় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। পিতার কথা শুনিয়া তিনি কহেন, বিলাতে গাঁইটের উপর নম্বর দেওয়ার ভুলে এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে। তোমার অদৃষ্টক্রমে তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা তোমার, উহাতে আমার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, বা আমি ঐ লাল সুতার দামও গ্রহণ করিতে চাহি না। দোকানদারের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আপন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, বলা বাহুল্য ইহাতে পিতার বিলক্ষণ লাভ হইয়াছিল।

আমি যখন নিতান্ত বালক, সেই সময় সেই সর্ব্বধ্বংসকারী "আশ্বিনে" ঝড় হইয়াছিল। আমার বেশ মনে আছে কিরূপে ঐ ঝড় দিনমান হইতে অল্পে অল্পে আরম্ভ হইয়া, ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে হইতে রাত্রিকালে প্রবল রূপ ধারণ করে। ঐ ঝড়ে আমাদিগের বিস্তর ক্ষতি হয়। সেই সময় মৃত্তিকা নির্ম্মিত ঘরে পিতা বাস করিতেন। ঝড়ে সেই ঘরের চাল ভাঙ্গিয়া কোথায় উড়াইয়া লইয়া যায়, কারবার উপলক্ষে যে সকল ধান চাউল সংগ্রহ ছিল গোলা সমেত তাহা স্থানান্তরিত হয়, চাউল ধান্য প্রভৃতি সমস্তই লোকসান্ হইয়া যায়, দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত থাকে না।

এইরূপে বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পিতা ঐ স্থানে নিজের বাটী প্রস্তুত না করিয়া উহার সংলগ্ন আর একটী স্থানে বাসোপযোগী এবং কারবার উপযোগী বাটী প্রস্তুত করেন কিন্তু ঈশ্বর তাহাতেও বিমুখ হন, তাহার ২।৩ বৎসর পরেই কার্ত্তিক মাসের সেই ভীষণ ঝড়ে উহাও ভূমিসাৎ হইয়া যায়। পুনরায় তিনি ঐ স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

৫

যখন আমরা ঐ বাটীতে বাস করিতাম সেই সময় ঐ প্রদেশে ভয়ানক দুঃভিক্ষ হয়। কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না, এক মাসের মধ্যেই কিয়ৎ পরিমাণ ধান্য পাকিয়া উঠে, ও দেশে শান্তি বিরাজ করে। এই এক মাস কাল মূল্য দিয়া অনেকেই ধান্য ও চাউল খরিদ করিতে পান না। পিতার চাউলের কারবার ছিল, তাঁহার যে সমস্ত ধান্য ও চাউল মজুত ছিল, তাহা একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাইবার পর কোন স্থান হইতে আর ধান্য বা চাউল সংগ্রহ করিতে পারেন না। অর্থ থাকা সত্বেও গ্রামের কোন কোন পরিবারকে ২।১ দিবস অনশনে দিন যাপন করিতে হয়। সেই সময় পিতা জানিতে পারেন যে ঐ স্থান হইতে প্রায় ২০।২৫ ক্রোশ দূরে কালিগঞ্জ নামক স্থানে একজন মহাজনের বাটীতে কিয়ৎ পরিমাণ চাউল মজুত আছে। কিন্তু হাঁটিয়া যাওয়া ব্যতীত ঐ স্থানে গমন করিবার আর কোন উপায় নাই। সন্ধ্যার সময় এই সংবাদ

পাইয়া তিনি গ্রাম হইতে পদব্রজে সেই রাত্রিতেই বাহির হন, ও তৃতীয় দিবসে গরুর গাড়ীর চারি গাড়ী চাউল লইয়া প্রত্যাগমন করেন। আমার বেশ মনে আছে ঐ সমস্ত চাউল গাড়ী হইতে নাবাইতে হয় না, যাহারা অনশনে দিন অতিবাহিত করিতেছিল, পূর্ব্বে তাহাদিগের আবশ্যক অনুযায়ী চাউল প্রদান করিয়া অবশিষ্ট চাউল গ্রামস্থ অপরাপর লোকে ভাগ করিয়া লয়। তিন দিবস কাল চাউলের সর্ব্বোচ্চ দর হইয়াছিল, ফিঃ মন ৭৲ টাকা। ইহাতে সমস্ত লোক অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু এখন আমাদিগকে প্রায় বার মাসই ঐ দরে চাউল খরিদ করিতে হয়। ইহার পরই সুজন্মা হয়, ও মোটা চাউল ৸৶০ আনা মন বিক্রয় হয়। যুবক পাঠকগণ আমার একথা বোধ হয় সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না।

৬

যে সময়ে পিতা নিজের অবস্থা ক্রমে উন্নতি করিয়া তুলিতে ছিলেন, সেই সময় মাতাঠাকুরাণী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। অপরাপর কারবারের মধ্যে পিতৃদেব কাপড়ের কারবার করি[illegible], তিনি কাপড় খরিদ করিবার অভিলায়ে শান্তিপুরে গমন করিবার পর, এক রাত্রিতে হঠাৎ দুইবার রক্ত বমন করিয়াই মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার কোনরূপ পীড়া তিনি নিজে অবগত হইতে পারেন না। যেরূপ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয় তাহাতে তাঁহার কোনরূপ চিকিৎসা করাইবার ও সময় পাওয়া যায় না। পিতা সেই সময় বাটীতে ছিলেন না। সেই সময় আমার বয়ঃক্রম দশ কি বার বৎসর হইবে। বাড়ীতে আর কোন অভিভাবক ছিল না। থাকিবার মধ্যে দেড় কি দুই বৎসর বয়স্ক আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পিতার এক বৃদ্ধা বাল বিধবা পিসি শিবেশ্বরী দেবী।

পিতা বাড়ীতে নাই, নিকটে গঙ্গা নাই, অভিভাবক আর কেহই নাই সুতরাং আমাকে মাতৃদেহ লইয়া সৎকারার্থ গমন করিতে হইল। ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের চাকদা ষ্টেসন হইতে গঙ্গা নিকটবর্ত্তী, সুতরাং সেই স্থানে লইয়া গিয়া মাতার অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আসিবার কালীন জয়রামপুর ষ্টেসনে অবতরণ করিবার সময় পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমাকে কাচা পরিহিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়াই তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। যে সময় মাতা স্বর্গারোহণ করেন সেই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসরের অধিক হয় না। মাতার মৃত্যুর পর পিতা পুনরায় শান্তিপুরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনিও এখন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র কন্যা কিছুই হয় না।

৭

এই ঘটনার চারি কি পাঁচ বৎসর পরে সন ১২৮০ সালের ১৯শে ভাদ্র তরিখে আমাকে, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে, তাঁহার সেই বৃদ্ধ পিসি শিবেশ্বরীকে ও আমার বিমাতা কুমুদিনী দেবীকে রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন। মাতার মৃত্যু যেমন শোচনীয় পিতার মৃত্যুও তাহা অপেক্ষা আরও অধিক শোচনীয়। ১৮ই ভাদ্র রাত্রিতে আহারাদি করিয়া তিনি তাঁহার ঘরে পালঙ্কের উপর শয়ন করেন; নিদ্রা যাইবার সময় তাঁহার চিবুকে সর্প দংশন করে। সেই সময়ে আমি গ্রামে থাকিতাম না, কৃষ্ণনগরে থাকিয়া কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিতাম। পিতা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার আর বাঁচিবার উপায় নাই, তখন রাত্রি প্রভাত হইতে হইতেই আমার নিকট কৃষ্ণনগরে একটী লোক পাঠাইয়া দিলেন। সংবাদ পাইবা মাত্র আমি সেই স্থান হইতে সেই লোকের সঙ্গে বাটীতে আগমন করিলাম। যে সময় বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ পিতৃদেবের সহিত আর আমার শেষ সাক্ষাৎ হইল না। আমি বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই পিতৃদেবের প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃতদেহ সেই সময় গৃহের প্রাঙ্গণে রক্ষিত ছিল। এই অবস্থা দৃষ্টে আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম। সেই সময় হইতে আমার হৃদয়ের উচ্চ আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল. সেই সময় হইতে আমার লেখা পড়া শেষ হইয়া গেল, সেই সময় হইতে সংসারের বিষমভার আমার মস্তকের উপর পড়িল। সেই সময় সেই রাত্রির অবশিষ্ট অংশ যে কিরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। পর দিবস পিতৃদেহ লইয়া পুনরায় সেই চাকৃদা গ্রামের গঙ্গাতীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম; যে স্থানে স্নেহময়ী মাতৃদেহ ভস্মে পরিণত করিয়াছিলাম, সেই স্থানে পিতৃদেহ ও ভস্মে পরিণত হইল। যে গঙ্গাজলে মাতৃ চিতা বিধৌত হইয়াছিল, সেই গঙ্গাজলে পিতৃ চিতাও নির্ব্বাপিত হইল। যে গঙ্গা মাতৃ অস্থিকে নিজ গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন সেই গঙ্গা পিতৃ অস্থিকেও সেই স্থানে স্থান প্রদান করিলেন। যে মাতৃস্নেহ ভুলিয়া পিতৃস্নেহের উপর নির্ভর করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পথ পরিষ্কার করিতেছিলাম, সেই পিতৃস্নেহ সেই গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। যে সময় পিতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসরের অধিক হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

—:*:-

৮

জয়রামপুর গ্রামে একটী মধ্যবৃত্তি ইংরাজি স্কুল আছে, বাল্যকালে আমি ঐ বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করি। আমি স্কুলের মধ্যে বা ক্লাশের মধ্যে ভাল ছেলে ছিলাম না, যখন যে শ্রেণীতে অধ্যয়ণ করিয়াছি সেই শ্রেণীর প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান কখন অধিকার করিতে পারি নাই, ক্লাশে আমার স্থান প্রায় সর্ব্বদাই নিম্ন স্থানে—দুই একজন ছাত্রের উপর—থাকিত। বিদ্যালয়ে শিক্ষক যাহা বলিয়া দিতেন তাহা শুনিয়াই যতদূর শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই আমার হইত। বাটীতে আসিয়া কখন অধ্যয়ণ করা আমার অভ্যাস ছিল না। ইহার নিমিত্ত পিতা মাতার নিকট অনেক সময় লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম ও মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম সেই দিবস হইতে বাটীতে দস্তুর মত পড়িব। পড়িবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম কিন্তু কখন অর্দ্ধঘণ্টার অধিক এক স্থানে বসিয়া পড়িতে বা লিখিতে পারি নাই, তাহাও সকল দিবস নহে।

যে সময় বাড়ীতে লেখা পড়া করা কর্ত্তব্য সেই সময় খেলা করিয়াই কাটাইতাম। খেলা করিয়া দিন কাটাইবার ইচ্ছা আমার অতিশয় প্রবল ছিল, কিন্তু যে সকল ক্রীড়া এক স্থানে বসিয়া করিতে হয় তাহা আমি পারিতাম না। যে সকল ক্রীড়ায় দৌড়া দৌড়ি, হড়া হুড়ি করিতে হয় সেই সকল ক্রীড়াই আমার প্রিয় ছিল। যে সকল পাশ্চাত্য ক্রীড়া আজ কাল আমাদের দেশে আসিয়াছে সেই সকল ক্রীড়ার নামও আমরা সেই সময় শুনি নাই। "হাডু গুডু" "চিকে" "ডাণ্ডাগুলি" প্রভৃতি খেলা করিয়াই সময় অতিবাহিত করিতাম, ও আমি একজন প্রধান খেলোয়াড়ের মধ্যে পরিগণিত ছিলাম; খেলা করিতে আমি নিতান্ত অনুরক্ত হইলেও স্কুলে যাইতে কিন্তু এক দিবসের নিমিত্ত কামাই হইত না।

৯

আমার বাল্যকাল হইতেই একটু সাহস ও কতকটা গোঁয়ারতমি বুদ্ধি ছিল, পিতা মাতা আমার সেই সাহসকে দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং প্রশ্রয়ই দিতেন। তাহার এক দিবসের একটী সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই স্থানে বর্ণিত হইল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদিগের গ্রামে সময় সময় অতিশয় ব্যাঘ্র ভয় হইত। যখন আমার বয়ঃক্রম ৭।৮ বৎসর সেই সময় এক দিবস সন্ধ্যার পর আমি আমার মাতার নিকট বসিয়া আছি, এরূপ সময় বাজারের দিক হইতে ব্যাঘ্রের রব শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আমাদিগের বাটী হইতে বাজার অর্দ্ধ মাইলের কম হইবে না, সেই স্থানে গমন করিতে হইলে জঙ্গল ও বাঁশ বাগানের মধ্যস্থিত রাস্তা দিয়া গমন করিতে হয়। সন্ধ্যার পর যখন ঐ ব্যাঘ্ররব শ্রবনগোচর হইতেছিল, সেই সময় অল্প অল্প জ্যোৎস্না

উঠিয়াছিল, বাঁশ বাগানের ছায়ার মধ্য দিয়া দূরবর্ত্তী দ্রব্য অল্প অল্প দৃষ্ট গোচর হইতেছিল। সেই সময় মাতা আমাকে কহিলেন ও কি ডাকিতেছে শুনিতেছ ?

আমি। বাঘ।

মাতা। কোন্ দিক হইতে ডাকিতেছে ?

আমি। বাজারের দিক হইতে।

মাতা। তুমি এখন একেলা বাজারে যাইতে পার ?

আমি। পারি।

মাতা। কখনই পার না. যদি পার আমি তোমাকে এক টাকার সন্দেশ দিব।

আমি। নিশ্চয় দিবে তো ?

মাতা। নিশ্চয় দিব।

মাতার এই কথা শুনিয়া আমি তখনই একাকী বাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম, ও সেই জঙ্গলময় রাস্তা অবলম্বন করিয়া বাজার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম ; প্রায় অর্দ্ধ পরিমিত রাস্তা গমন করিবার পর দেখিলাম একটী ব্যাঘ্র রাস্তার উপর বসিয়া মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছে। যখন সেই ব্যাঘ্রের উপর আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল তখন তাহার নিকট হইতে আমি দশ বার হস্তের অধিক দূরে ছিলাম না। উহাকে দেখিয়াই আমার মনে হঠাৎ একটু ভয়ের উদয় হইল, রাস্তায় সেই সময় জন মানব ছিল না, আমি থমকাইয়া একটু দাঁড়াইলাম। ব্যাঘ্র আমার উপর কোনরূপ আক্রমণ না করিয়া, গভীর স্বরে একবার ডাকিয়া উঠিল ও আস্তে আস্তে ঐ রাস্তার এক পার্শ্বের বাঁশ বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। সে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইবার পর আমিও সেই স্থান দিয়া বাজারে গমন করিলাম ও মাণিক ময়রার দোকানে গমন করিয়া, আমি যে সেই স্থানে গিয়াছিলাম তাহার প্রমাণ স্বরূপ সেই দোকান হইতে একখানি থাল নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া পুনরায় সেই রাস্তা দিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। আসিবার সময় মাণিককে বলিয়া আসিলাম পর দিবস প্রত্যূষে এক টাকার সন্দেশ লইয়া ঐ থাল আনিবার নিমিত্ত সে যেন আমাদিগের বাটীতে গমন করে। বাটীতে আসিয়া থাল খানি মাতার হস্তে অর্পণ করিলাম, তিনিও তৎক্ষণাৎ একটী টাকা আমাকে প্রদান করিলেন। পরিশেষে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, আমি বাটী হইতে বহির্গত হইবার পর একজন পরিচারককে, মাতা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ; সে দূরে দূরে আমার সহিত গমন ও প্রত্যাগমন করিয়াছিল কিন্তু আমি সেই সময় তাহার কিছুই জানিতে পারি না।

১০

আর এক দিবসের একটী গোঁয়ারতমির ঘটনা এই স্থানে প্রদত্ত হইল। এক দিবস ক্রীড়া করিবার সময় আমাদিগের পাড়ার বালকগণের সহিত, অপর পাড়ার বালক

দিগের একটু মতান্তর হয়, ও ক্রমে একটু সামান্য মারামারিও হয়, কিন্তু কয়েকজন বয়ঃজ্যেষ্ঠ লোক সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত থাকায়, তাহারা উভয় দলকেই ধমক দিয়া সে দিবসের গোলযোগ মিটাইয়া দেন, কিন্তু তাহাতে উভয় দলের কেহই সন্তুষ্ট হয় না, পরিশেষে দস্তুরমত মারামারি করিবার নিমিত্ত উভয় দলের মধ্যে একটী দিন, স্থান, ও সময় স্থির হয়। উভয় দলের বালক গণই বাঁশ ঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া ঐ কার্য্যের উপযোগী লাঠি প্রস্তুত ও দল বল সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হয় ও কয়েকখানি সড়কি ও বল্লমের যোগাড় করিয়া লওয়া হয়। বলা বাহুল্য আমি আমাদিগের দলের নেতৃগণের মধ্যে একজন প্রধান ছিলাম সময় মত আমরা লাঠি, সড়কি, প্রভৃতি লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। অপর দলও সেইরূপ সরঞ্জামের সহিত সেই স্থানে আগমন করিল। দুইদল দুই দিকে দণ্ডায়-মান হইয়া যেমন মারামারি আরম্ভ করিবার উৎযোগ করিতেছে, সেই সময় হঠাৎ একজন পাড়ার বয়স্ক লোক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উভয় পক্ষে প্রায় ৫০জন বালককে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত দেখিয়া কোনরূপে আমাদিগকে সেই কার্য্য হইতে সেই সময় নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন। কোন কার্য্য উপলক্ষে যাইবার কালীন তিনি যদি হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া উপনীত না হইতেন, তাহা হইলে ঐ দাঙ্গার পরিণাম যে কি হইত তাহা এখন অনুমান করাও অসম্ভব; উহাতে যে অনেক গুলি বালক হত ও আহত হইত তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

১১

আমি নিতান্ত সামান্য অধ্যয়ন করিতাম সত্য কিন্তু বৎসর বৎসর উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারিতাম। সময় মত ক্রমে প্রথম শ্রেণীতে উঠিলাম ও ঐ স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া মাইনর স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ স্কুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণনগর কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইলাম।

কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিবার কালীন যে একটী ভয়ানক গোঁয়ারতমি কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহা আমি এখন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি নাই। কলিকাতা হইতে একটী সাহেব ও দুইটী মেম, নানারূপ তামাসা দেখাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া কলেজের নিকটবর্ত্তী একটী বাটী ভাড়া লইয়া তামাসা দেখাইবার ইচ্ছা করেন। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তামাসা দেখিতে হইবে, তাহার জন্য চারি আনা করিয়া টিকিট করেন। কলেজের প্রায় সমস্ত বালকই তামাসা দেখিবার নিমিত্ত টিকিট ক্রয় করিয়া নিয়মিত সময়ে তামাসা দেখিতে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য আমিও তাহার মধ্যে একজন।

আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি ঘর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারায় বাহিরে পর্য্যন্ত লোকের অতিশয় ভীড় হইয়াছে। ঘরের দরজা পর্য্যন্ত ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের মনে রাগের সঞ্চার হয়, ও ভাবি উহারা এইরূপে আমাদিগের সকলকে ঠকাইয়া লইবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন। এইরূপ ভাবিয়া আমরা জোর করিয়া ঐ ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলি, ও সাহেব ও মেম দিগকে এরূপ ভাবে প্রহার দেওয়া হয় যে পরিশেষে তাহাদিগের তিন জনকেই কিছু দিবস পর্য্যন্ত হাঁসপাতালে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিতে হয়। স্থানীয় বদমায়েসগণ এই সুযোগ পাইয়া সাহেব দিগের জিনিষ পত্র টাকা কড়ি প্রভৃতি সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট নালিস হয়, পুলিসও ইহার অনুসন্ধান করেন কিন্তু কোন বালকই সনাক্ত হয় না, ও কাহাকেও কোনরূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে হয় না।

কৃষ্ণনগর কলেজে কেবলমাত্র আমি ২বৎসর অধ্যয়ন করিতে পাইয়াছিলাম। এণ্ট্রান্স একজামিন দিবার বৎসরই আমার পিতৃ বিয়োগ হয়, সেই সঙ্গে আমারও কলেজ ছাড়িতে হয়।

—:*:—

১২

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদিগের দেশে সেই সময় নীলচাষের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। আমাদিগের গ্রামের প্রায় এক ক্রোশ ব্যবধানে লোকনাথপুর নামক একখানি গ্রাম আছে, ঐ গ্রামে সেই সময় একটী নীলকুঠি ছিল। উহা লোকনাথপুর কনসার্ণ নামে অভিহিত হইত। আমাদিগের গ্রাম ও নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রাম ঐ কনসার্ণের অন্তর্গত ছিল।

ইংরাজি ১৮৫৯-৬০ সালে যে ভয়ানক নীল বিদ্রোহ হয় তখন আমি নিতান্ত বালক কিন্তু শুনিয়াছি জয়রামপুর গ্রামই ঐ নীল বিদ্রোহে অগ্রবর্ত্তী হয়। কিন্তু তাহার কোন কথা আমি এ স্থানে বলিতেছি না।

অদ্য আমি যে হত্যার ঘটনা পাঠক পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই ঘটনার অনুসন্ধান আমা কর্ত্তৃক না হইলেও আমার সম্মুখে উহার অনুসন্ধান করা হইয়াছিল বলিয়াই, আজ আমি তাহা এইস্থানে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি যে সময় পুলিস বিভাগে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত প্রথম প্রবিষ্ট হই, ইহা তাহার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।

এ দেশে পূর্ব্বে যে সকল নীলকর সাহেব নীলের চাষ করিতেন, তাহার মধ্যে সকলেই যে অতিশয় অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন তাহা নহে; তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক

সদাশয় ও মহানুভব ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু অত্যাচারীর সংখ্যাই অধিক ছিল। কোন কোন গ্রন্থে ও সরকারী কাগজপত্রে নীলকরগণের অনেক অত্যাচার-কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সকল ঘটনা আমার বাল্যকালে ও তাহার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া, সে সম্বন্ধে অমাদিগের চাক্ষুষ জ্ঞান কিছুই নাই। আমরা যে সময় জন্মগ্রহণ করি, সেই সময় নীলকরগণের ভীষণ অত্যাচারের উপর গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, ও সেই সকল প্রবল অত্যাচার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। যে সময় আমাদিগের বাল্যকাল অতীত হয়, যে সময় আমরা সংসারের ভালমন্দ বুঝিতে সমর্থ হই, অপরের উপর অত্যাচার করিতে দেখিলে যে সময় হৃদয়ে আঘাত লাগিতে আরম্ভ করে, সেই সময় আমাদিগের দেশে নীলকরগণের প্রায় শেষ অবস্থা হইয়া আসিয়াছিল। তথাপি আমাদিগের সম্মুখে তাঁহারা যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতেন, আমাদিগের চক্ষের উপর যে সকল ঘটনা রাত্রি দিন ঘটিত, এই প্রবন্ধের মূল বিষয় বর্ণন করিবার পূর্ব্বে, তাহার দুই একটী বিষয় এইস্থানে বর্ণন করিলে নব্য পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয়, অসন্তুষ্ট হইবেন না; কারণ, পুলিসের অত্যাচার দেখিলে বা একজন চৌকিদারকে অন্যায়রূপে চলিতে দেখিলে যাঁহারা একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়েন ও সেই সকল অত্যাচার যাহাতে নিবারিত হইয়া নীচবংশসম্ভূত ও নিতান্ত অশিক্ষিত চৌকীদার বা সামান্য বেতনভোগী কনেষ্টবলগণ যাহাতে দণ্ডিত হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ সভাসমিতির আহ্বান ও সংবাদপত্রে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতে থাকেন, তাঁহারা ইহা পাঠে কখনই অসন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না বলিয়াই, নীলকর ইতিবৃত্তের দুই একটী ঘটনা এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইলাম।

দেশের মধ্যে যে সকল ফৌজদারী ও দেওয়ানি আদালত এখন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তখনও তাহাই ছিল; কিন্তু, ঐ সময় আদালতে প্রজাগণ কর্ত্তৃক একেবারেই কোনরূপ নালিস হইত না। প্রজাগণের মধ্যে প্রায় কাহাকেও ফরিয়াদীর শ্রেণীতে দেখিতে পাওয়া যাইত না। তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ ক্ষমতা কাহারও ছিল না যে, তাঁহার উপর কোনরূপ অত্যাচার হইলে তিনি রাজদ্বারে গমন করিতে সমর্থ হন। তাহারা জানিত নীলকরগণই দেশের রাজা; তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তাহাদিগের বিপদের আর সীমা নাই; সুতরাং তাহারা কেহই আদালত চিনিতেন না। দেনা পাওনা হউক, আর মারপিট হউক, বা যে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মকর্দ্দমাই হউক, তাহার নালিস করিতে হইলে প্রজামাত্রকেই নীলকর সাহেবের

আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। সরকারি আদালতে নালিস করিতে হইলে ষ্ট্যাম্প ও উকীল মোক্তারদিগের নিমিত্ত যেমন খরচ করিতে হয়, নীলকুঠিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক খরচ পড়িত। দেওয়ানী হউক বা ফৌজদারি হউক, যে কোন নালিস করিতে সেই স্থানে গমন করিলে, নায়েবের নজর ২৲ টাকা, তাঁহার মুহুরিকে ।।০ আনা দেওয়ানের নজর ১৲ টাকা, তাঁহার মুহুরিকে ।০ আনা, এবং সরকারি বা সাহেবের নজর ১৲ টাকা মোট ৪৸০ আনা না লইয়া কেহই নালিস করিবার নিমিত্ত গমন করিতে পারিতেন না। এই ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত গরিবের পক্ষে। ধনশালী বা সম্রান্তশালী লোক হইলে তাঁহাদিগের ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। এই ত গেল নালিস রুজু করিবার খরচ। সরকারি আদালতে নালিস করিলে সর্ব্ব প্রথম আসামীর নামে যেমন শমন বা ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, এই স্থানে নালিস হইলেও আসামীর নামে এক চিঠি বা হুকুম নামা বাহির হইত। ঐ চিঠি বা হুকুম নামা একজন বরকনদাজের জিম্মা হইত। এই কার্য্যের নিমিত্ত প্রত্যেক কুঠিতেই অনেকগুলি করিয়া পশ্চিমদেশীয় বরকনদাজ নিযুক্ত থাকিত। তাহাদিগের বেতন মাসিক ২।০ টাকার অধিক ছিল না; কিন্তু, ৫০৲ টাকার কম উপার্জ্জন করিতে প্রায় কাহাকেও দেখা যাইত না। ঐ চিঠি বা হুকুমনামা যে বরকনদাজের জিম্মা হইত সেও ফরিয়াদীর নিকট হইতে কিছু প্রাপ্ত হইত। ফরিয়াদী তাহার সাধ্যমত ।০ আনা হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে না পারিলে, তাহার কোনরূপ কার্য্যই হইত না। তাহার পরই সেই বরকনদাজের সহিত ফরিয়াদীকে গমন করিতে হইত। আসামীকে বা তাহার বাটী দেখাইয়া দিতে পারিলেই ফরিয়াদির কার্য্য সেই সময় কতক শেষ হইয়া যাইত। পরিশেষে বিচারকের কুঠিতে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেই চলিত। বরকনদাজ আসামীর বাড়ীতে গমন করিয়া যদি তাহাকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে অগ্রে তাহার নিকট হইতে যথা সম্ভব "কোমর খোলানী" * গ্রহণ করিত, পরে তাহার বাটীতে উপবেশন করিত। এই "কোমর খোলানী" গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সে আসামীকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবে না, ও তাহার সহিত গমন করিবার নিমিত্ত বা অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত একটু সময় প্রদান করিবে। যদি কোন আসামীর

* বরকনদাজগণ নীলকুঠির কোন কার্য্য উপলক্ষে কাহার নিকট গমন করিলে, প্রথমেই তাহার নিকট হইতে কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইত। ইহা একরূপ নিয়মের মধ্যেই পরিগণিত ছিল। ঐ অর্থ পাইবার পর বরকনদাজ সেইস্থানে উপবেশন করিত। এই অর্থের নামই ছিল—"কোমর খোলানী"।

নিকট হইতে বরকনদাজ কোনরূপে "কোমর খোলানী" প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে আর তাহার রক্ষা থাকিত না। তিনি সম্ভ্রান্তশালী লোক হউন বা সামান্ত লোকই হউন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই বরকনদাজের অগ্রে অগ্রে, তাহার হস্তস্থিত বংশদণ্ডের সুমধুর রসাস্বাদন করিতে করিতে, দ্রুতপদে নীলকুঠিতে গমন করিতে হইত। যে সকল আসামীকে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাইত, সেই সকল আসামীর অবস্থা প্রায়ই এইরূপ ঘটিত। আর যে সকল আসামীকে সেই সময় প্রাপ্ত হওয়া যাইত না, তাহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িত। বাটীর বাহির হইতে দুই চারিবার আসামীকে ডাকিবার পর যদি সেই আসামী বরকনদাজের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে না পারিত, তাহা হইলে সেই বরকনদাজ আর কাল বিলম্ব না করিয়া একেবারে সেই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিত ও এরূপ স্থানে গিয়া উপবেশন করিত যে, স্ত্রীলোকগণ যেন কোনরূপে বাটীর মধ্য হইতে বাহিরে আসিতে সমর্থ না হয়। বরকনদাজগণের এইরূপ অত্যাচার স্ত্রীলোকগণ কতক্ষণ সহ্য করিতে সমর্থ হয়? সুতরাং যেরূপ উপায়ে হউক স্ত্রীলোকগণ কোনরূপে কিছু অর্থের সংগ্রহ করিয়া তাহাকে প্রদান করিলে, সে সেই স্থান হইতে উঠিয়া বাটীর বাহিরে গিয়া উপবেশন করিত ও যে পর্য্যন্ত আসামী আপন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত না হইত, সেই পর্য্যন্ত বরকনদাজ সেইস্থান পরিত্যাগ করিত না। এমন কি, সময় সময় মাসাবধিকাল সে সেইস্থানে বসিয়া থাকিত; বলা বাহুল্য যে তাহার চর্ব্ব্য চোষ্য করিয়া আহারের যোগাড় সেই স্ত্রীলোকগণকেই করিয়া দিতে হইত।

১৩

এই তো হইল নীলকরগণের চিঠি জারি করিবার নিয়ম। এইরূপ উপায়ে আসামীগণ আনীত হইলে, পরিশেষে তাহার বিচার হইত। বিচার হইবার পূর্ব্বে আসামীকে দেওয়ান বা নায়েবের নিকট আনা হইত, ফরিয়াদীও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইত। আসামী ও ফরিয়াদীর [illegible] অধিক অর্থব্যয় করিতে পারিতেন, ন্যায় হউক বা অন্যায় হউক, তাহারই জয়লাভ হইত; কিন্তু বিনা দণ্ডে আসামী ও ফরিয়াদির মধ্যে যে কেহ অব্যাহতি পাইতেন, তাহা নহে। প্রায় বৈকালেই সাহেবের নিকট মকর্দ্দামার শুনানি হইত। দেওয়ান বা নায়েব, আসামী ও ফরিয়াদিকে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া যেরূপ বলিয়া দিতেন, সাহেব তাহাই শুনিয়া তাঁহার বিচার কার্য্য শেষ করিতেন। দেওয়ানি মকর্দ্দামায় আসামী দোষী সাব্যস্ত হইলে, ফরিয়াদীর যে দাবী থাকিত, সেই টাকা ও আসামীর অবস্থা অনুযায়ী সরকারী জরিমানা হইত। মকর্দ্দামা মিথ্যা সাব্যস্ত হইলে ফরিয়াদীকে

জরিমানা দিবার আজ্ঞা হইত। এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা হইয়া গেলে, যে পর্য্যন্ত দণ্ডিত ব্যক্তি জরিমানার টাকা প্রদান করিতে না পারিত, সে পর্য্যন্ত সে সেই কুঠির মধ্যে কয়েদ থাকিত। তাহার আহারের বন্দোবস্ত থাকিত অর্দ্ধেক ধান্য মিশ্রিত চাউলের অন্ন। তাহার আত্মীয় স্বজন টাকার যোগাড় করিয়া জমা দিলে সে নিষ্কৃতি পাইত। আর যাহার জরিমানা দিবার ক্ষমতা নাই, তাহাকে মাসাবধি পর্য্যন্ত কয়েদ রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। পরিশেষে যখন তাহার সঙ্গতি হইত তখনই তাহার নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় হইত। সমস্ত জরিমানার টাকা আদায় হইলে, অনেক হাঁটাহাঁটির পর ফরিয়াদীকে তাহার প্রাপ্য টাকা প্রদান করা হইত সত্য, কিন্তু সে তাহার অর্দ্ধেকও লইয়া আসিতে সমর্থ হইত না। সেলামি, নজর, বক্‌সিস্, তহুরি প্রভৃতি নানানবাবে তাহার অধিকাংশই চলিয়া যাইত।

ফৌজদারী মকর্দ্দামার বিচারে দেওয়ান বা নায়েবের অভিরুচি অনুসারে আসামী বা ফরিয়াদীর উপর "হাতার" * আদেশ হইত, ও সরকারী জরিমানার আদেশ হইত। বিচার শেষ হইয়া গেলে, যে পর্য্যন্ত সে জরিমানার টাকা প্রদান করিতে না পারিত সেই পর্য্যন্ত সে কয়েদ থাকিত। তাহাকে যত হাতা মারিবার আদেশ থাকিত, জরিমানার টাকা আদায় হইবার পরই, সেই পরিমিত হাতা মারিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এইরূপ বিচারের বন্দোবস্ত থাকায় গবর্ণেমেণ্টের অনেক ক্ষতি হইত বটে, কিন্তু জরিমানার টাকা আদায় হওয়ায় নীলকরগণের বিস্তর লাভ হইত। এইরূপ বিচার পদ্ধতির কথা সরকারী কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যে কেহই একেবারে জানিতে পারিতেন না, তাহা নহে; কিন্তু, নীরকরগণের বিপক্ষে কেহই কোন কথা বলিতে সাহসী হইতেন না, বা বলিলেও নীলকরগণের এতদূর প্রাধান্য ছিল যে, তিনি সেই সকল বিষয় কোনরূপেই প্রমাণ করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

* প্রায় তিন হস্ত পরিমিত লম্বা চামড়ার দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার দ্রব্য বেত্রের কার্য্য করিত, উহাকেই হাতা কহিত।

১৪

উপরে নীলকরদিগের বিচার কার্য্য যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইল, লেখকের যে গ্রামে, বাসস্থান সেই গ্রামে নীলকরগণ সেই ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে চালাইতে পারিতেন না। ঐ গ্রামের নিতান্ত সন্নিকটে তাঁহাদিগের একটী নীলের কুঠি থাকিলেও ঐ গ্রাম তাঁহাদিগের জমিদারীর মধ্যে পরিগণিত ছিল না বলিয়া, তাঁহারা তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইতেন না। গ্রামের জমিদার ছিলেন—সেই গ্রামের কয়েকজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। তাঁহাদিগের অর্থাদির বিশেষরূপ

অভাব ছিল না বলিয়াই, বহুদিবস পর্য্যন্ত ঐ গ্রাম নীলকুঠির অন্তর্গত জমিদারীভুক্ত হইয়াছিল না। সেই সকল জমিদার ক্রমে লোকান্তর গমন করিলে, তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি ঐ সম্পত্তির অধিকারী হন। একে সরিকানের সংখ্যা অধিক হয়, তাহার উপর তাঁহাদিগের ক্রমে অর্থেরও বিশেষরূপ অভাব হইয়া পড়ে। নীলকর সাহেবও এই সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিলেন। জমিদারগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হস্তগত করিবার মানসে দুই একজনকে নীলকুঠির মধ্যে চাকরী প্রদান করিতে লাগিলেন। কেহ বা কোন কুঠির নায়েবের পদ প্রাপ্ত হইলেন, কেহ বা দেওয়ান হইয়া বিশেষরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ উপায়ে সাহেব যখন দেখিতে পাইলেন যে, গ্রামের জমিদারগণের মধ্যে ২।৪ জন তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগকে নানারূপ প্রলোভন ও অপরিমিত অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগের জমিদারীর অংশ ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। অপরাপর অংশীদারগণ যখন দেখিলেন যে, সাহেব তাঁহাদিগের অংশীদার রূপে পরিগণিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া জমিদারি রক্ষা করা নিতান্ত সহজ নহে। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া ও অপরিমিত অর্থের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, তাঁহারাও পরিশেষে তাঁহাদিগের অংশও সাহেবকে ইজারা করিয়া দিলেন। এত দিবস পরে সাহেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ঐ গ্রামে এখন নীল-বুনানী করিবার উপায় হইল।

জমিদারগণ নীলকরগণের বশীভূত হইলেন সত্য, কিন্তু প্রজাগণ সহজে তাঁহাদিগের বশ্যতাস্বীকার করিতে সম্মত হইল না। কারণ তাহারা জানিত, যদি একবার তাহারা নীলের দাদন গ্রহণ করিয়া নীল-বুনানী আরম্ভ করে, তাহা হইলে পুত্র পৌত্রাদি-ক্রমে তাহাদিগকে নিজের চাষ আবাদ নষ্ট করিয়া ঐ কার্য্য করিতে হইবে। প্রজাগণের মধ্যে অনেক ভদ্রলোকও ছিলেন। তাঁহাদিগের যত্নে গ্রামের মধ্যে একটী সভা আহূত হয়। ঐ সভায় গ্রামস্থ প্রজামাত্রেই উপস্থিত ছিলেন, অনেক বাদানুবাদের পর ঐ সভায় ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, কোন প্রজাই নীল বুনানী করিবে না। আরও সাব্যস্ত হইল যে, নীল না বুনিলে নিশ্চয়ই অনেকের নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত হইবে। ঐ সকল অভিযোগের নিমিত্ত যে সকল অর্থ ব্যয় হইবে, তাহার সংকুলান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে একটী চাঁদা করিয়া কিছু অর্থের সংস্থান করিয়া রাখা হইবে ও ঐ অর্থ হইতেই সমস্ত খরচ পত্রের সঙ্কুলান করা হইবে।

এইরূপ সাব্যস্ত হইবার পর, প্রজামাত্রেই

নীল বুনিতে একেবারে অসম্মত হইল। নীলকর সাহেব ইহা অবগত হইতে পারিয়া গ্রামের প্রধান প্রধান মণ্ডলগণকে ডাকইলেন। তাহারাও সাহেবের নীলকুঠিতে গমন করিলেন। সাহেব তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া নীলের সাটা গ্রহণ করিতে কহিলেন; কিন্তু মণ্ডলগণ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, বিশেষরূপ অবমানিত করিয়া সাহেব সেইস্থান হইতে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

১৫

এইস্থানে নব্য পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "নীল বুনানী করিতে প্রজাগণ অসম্মত হয় কেন? ধান্যাদি বপন করিয়া যেমন তাহারা অর্থের সংস্থান করিয়া থাকে, নীল বুনানী করিলেও তো তাহাদিগের সেইরূপ অর্থের সংস্থান হইতে পারে।" ইহার উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, নীলের চাষ করিলে প্রজাগণ কোনরূপেই অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত না, অধিকন্তু তাহাদিগের বিস্তর ক্ষতি হইত।

১। যাহার একখানি লাঙ্গলের আবাদ অর্থাৎ সমস্ত বৎসর পরিশ্রম করিয়া যে ব্যক্তি কোনরূপেই ১৬৴ ষোল বিঘার অধিক জমি চাষ করিতে পারে না, নীলের দাদন লইলে অভাব পক্ষে তাহাকে ১০৴ বিঘা জমিতে নীল বুনানা করিতে হইবে। ঐ দশ বিঘা জমিতে নীল বুনানী করিবার নিমিত্ত তাহাকে ৫৲ টাকা অগ্রিম প্রদান করিয়া, ৮।১০ বৎসর তাহাকে ঐ পরিমিত জমিতে নীল বুনানি করিতে হইবে, এই মর্ম্মে লেখা পড়া ও রেজেষ্টারি করিয়া লওয়া হইত। ঐ লেখা পড়ার প্রায়ই এইরূপ অর্থ থাকিত যে, "তাহার বুনানি জমিতে যে পরিমাণে নীল উৎপন্ন হইবে, তাহার মূল্য হইতে অগ্রিম যে ৫৲ টাকা দাদন দেওয়া হইয়াছে, তাহা কর্ত্তন করিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা তাহাকে প্রদান করা হইবে, ও বৎসরের প্রথমেই পুনরায় তাহাকে দাদন দেওয়া হইবে। নীলের মূল্য হইতে ঐ দাদনি পাঁচ টাকার সমস্ত যদি আদায় না হয়, তাহা হইলে যাহা বাকী থাকিবে, তাহা পর বৎসরের দাদনরূপে পরিগণিত হইবে।" দাদন বলিয়া তাহাকে যে পাঁচ টাকা প্রদান করা হইত তাহা প্রায়ই প্রজার হস্তগত হইত না। নায়েব দাওয়ান, মুহুরি, আমিন, পাইক, বরকনদাজ প্রভৃতিকে কিছু কিছু প্রদান করিয়া, কেহবা অতি সামান্য অর্থ লইয়া আসিতে সমর্থ হইত, কেহবা এক পয়সাও আনিতে পারিত না।

২। কোন্ জমিতে নীল বুনানি করিতে হইবে, তাহার কিছু স্থিরতা থাকিত না। জমি নির্ব্বাচনের ভার আমিন ও দাওয়ানের উপর অর্পিত ছিল। প্রজা নিজের ধান্যাদি বপন করিবার নিমিত্ত যে সকল জমি উত্তম রূপে কর্ষণ করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিত,

দাওয়ান ও আমিন অনুগ্রহ করিয়া প্রায়ই সেই সকল জমিতে "নীলের মার্কা" দিয়া যাইতেন অর্থাৎ ইহাই আদেশ হইত যে, ঐ সকল জমিতে নীল বুনানি করিতে হইবে। একেতো ধান্যাদি বপন করিবার নিমিত্ত তাহার নিতান্ত সামান্য জমি থাকিত, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট জমিগুলি বাহির হইয়া যাওয়ায় তাহার যে কি অবস্থা হইত, তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন। প্রজাগণের অন্য কোন উপায় না থাকায়, পরিশেষে তাহাদিগকে আমিন ও দাওয়ান প্রভৃতির শরণাগত হইতে হইত, ও তাহাদিগকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া ঐ সকল ভাল জমির মধ্য হইতে ২।১ বিঘা অপর জমির সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইত।

৩। নীলের দাদন লইলে ধান্যাদি বপন উপযোগী জমির পরিমাণ অতিশয় অল্প হইয়া যাইত; তাহার উপর উর্ব্বরা ও উত্তম রূপে চাষ করা জমি নীলের চাষে বাহির হইয়া যাওয়ায়, ধান্যাদি উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প হইয়া পড়িত; সুতরাং মহাজনগণ তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে ধান্য বা অর্থ কর্জ্জ দিতে পারিতেন না। কাজেই তাহাদিগের বিশেষরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইত।

৪। আমাদের দেশে চাষ আবাদ ও বুনানি সম্পূর্ণ রূপে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। প্রজাগণ জমিতে চাষ দিয়া বীজ বপন করিবার নিমিত্ত বৃষ্টিপতনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। সময়ে বৃষ্টিপতন হইলে তাহারা প্রায়ই ধান্য বপন করিতে সমর্থ হইত না। সেই বৃষ্টিপতনের সঙ্গে সঙ্গে দাওয়ান, আমিন, পাইক, হালসানা ও বরকনদাজগণ আসিয়া লাঙ্গল ও গরুর সহিত প্রজাগণকে লইয়া গিয়া, তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট জমিতে অগ্রে নীল বুনানি করিয়া লইত। এইরূপে সমস্ত নীল বুনানি কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তাহারা আপন আপন জমিতে ধান্য বপন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইত। সেই সময় ধান্যের জমি প্রায়ই শুখাইয়া যাইত; সুতরাং, পুনরায় যদি বৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে তাহারা আর সময় মত ধান্য বপন করিয়া উঠিতে পারিত না। যদি পরিশেষে বৃষ্টিও হইত তাহা হইলে বিলম্বে অর্থাৎ ধান্য বুনিবার উপযুক্ত সময়ের অনেক পরে বীজ বপন করিবার নিমিত্ত ভাল রূপ ধান্যও জন্মিত না। ধান্য বপন করিবার অবস্থা তো এইরূপ হইত। তাহার উপর যে বৎসর বর্ষাকালে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া ঘাসের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইত, সেই বৎসর প্রজাগণ আপন আপন ধান্যের জমি সময় মত "নিড়ানি" করিতে পাইত না। নিড়ানির সময় তাহাদিগকে অগ্রে নীলের জমি নিড়ানি করিয়া দিতে হইত। নীলের জমির নিড়ানি হইয়া গেলে, নিজের ধান্যের জমিতে নিড়ানি করিবার সময় পাইত। সেই সময় তাহারা সেই

ধান্যের জমিতে নিড়ানি করিয়া কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হইত না। জমিতে অধিক পরিমাণে ঘাস জন্মিয়া প্রায়ই ধান্যকে একরূপ নষ্ট করিয়া দিত। তদ্ব্যতীত, প্রথম অবস্থায় যে জমি নিড়াইতে এক টাকার মজুরি লাগিত, শেষ অবস্থায় ঘাস অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায় ৫।৬ টাকার কমে সেই জমি নিড়ানি হইত না। বিশেষ সেই সময় নিড়াইয়া দিলেও সেই নিস্তেজ ধান্য আর প্রায়ই সতেজ হইতে পারিত না। এইরূপে নীল নিড়ানি করিতে নীলকরগণ যে একেবারেই কোনরূপ ব্যয় করিতেন না, তাহা নহে। অন্যস্থানে মজুরি করিলে যাহারা তিন আনা পাইয়া থাকে, নীলকরগণ তাহাদিগকে কখনই এক আনার অধিক প্রদান করিতেন না। ঐ এক আনার মধ্য হইতেও দাওয়ান আমিন প্রভৃতির কিছু কিছু কমিসন বাহির হইয়া যাইত।

৫। নীল কাটিবার সময় আরও এক ভয়ানক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইত। যে সময় নীল কাটিতে হয়, ধান্যও সেই সময় কাটিতে হয়। সেই সময় আবার প্রবল বন্যার সময়। যে বৎসর প্রবল বন্যার প্রাদুর্ভাব হইয়া অতিশয় জল বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, সেই বৎসর সময়মত নীল ও ধান্য কাটিয়া উঠিতে না পারিলে, প্রায় ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং; নীলকরগণ প্রবল পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া, প্রজাগণের উপর বল প্রকাশেই হউক বা অপর যেরূপেই হউক, বন্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীল সকল কর্ত্তন করিয়া নীলকুঠিতে লইয়া যাইতেন। প্রজাগণ নীল কাটা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন ধান্য কাটিতে কোনরূপেই সমর্থ হইত না; সুতরাং, তাহাদিগের পাকা ধান্য গভীর জলে ডুবিয়া যাইত। তাহারা আর কি করিবে, আপন আপন স্ত্রী পুত্রের সহিত রোদন করিয়া অনশনে দিন যাপন করিত। তাহারা মহাজনের নিকট যে সকল ধান্য পূর্ব্বে কর্জ্জ লইয়াছিল, তাহা আর তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে কোনরূপেই সমর্থ হইত না; সুতরাং, মহাজনগণ আর কর্জ্জও দিতেন না। এরূপ অবস্থায় অনশন ভিন্ন দরিদ্র প্রজার আর উপায় কি?

যে সকল প্রজা কোনরূপে নীল কাটিয়া ও সপরিবারে রাত্রিদিন বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আপন আপন ধান্য সকল কাটিয়া লইতে সমর্থ হইত, তাহাদিগেরও যে একেবারে লোকসান হইত না, তাহা নহে; ঐ সকল ধান্য, জমি হইতে উঠাইয়া লইবার নিমিত্ত তাহারা কোনরূপেই গাড়ীর সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিত না; কারণ, গাড়ি মাত্রই নীল লইয়া যাইবার নিমিত্ত জোর করিয়া নিযুক্ত করা হইত। সুতরাং বন্যার প্রাদুর্ভাব অধিক হইলে, ঐ সকল কাটা ধান্য স্রোতের জলে ভাসিয়া যাইত। যে সকল ধান্য কোন

রূপে আটকাইয়া রাখা হইত, অনেক দিবস পর্য্যন্ত জলের মধ্যে থাকায় তাহাও একেবারে পচিয়া যাইত।

৬। নীল ভাল জন্মিলেও যে প্রজাগণ তাহার উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্ত হইত তাহা নহে। যদি কাহারও দশ গাড়ি নীল জন্মাইত, হিসাবের সময় সে প্রায়ই পাঁচ গাড়ির অধিক প্রাপ্ত হইত না। ঐ নীলের মধ্যে ৬।৭ গাড়ি নীল সরকারী হিসাবে ৫ গাড়ি বলিয়া লওয়া হইত। অবশিষ্ট ৩।৪ গাড়ি কোন এক অজ্ঞাত লোকের নামে জমা থাকিত; বলা বাহুল্য ঐ ৩।৪ গাড়ি নীলের দাম পরিশেষে নায়েব হইতে সামান্য তৈদ্নিদি পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে বিভাগ করিয়া লওয়া হইত।

এইরূপ নানাপ্রকার অত্যাচারের নিমিত্ত প্রায় কেহই নীলের সাটা লইতে চাহিত না। বিশেষ একবার পাঁচ টাকা গ্রহণ করিয়া নীলের দাদন লইলে, সেই পাঁচ টাকা তাহার পুত্র পৌত্রাদিরদ্বারাও পরিশোধ হইত না।

১৬

গ্রাম ইজারা হইয়া গেলে, মণ্ডলগণের মধ্যে কেহই নীলের দাদন লইতে সম্মত হইল না; অপরাপর প্রজাগণও নীলের চাষ করিতে অস্বীকার করিল সত্য, কিন্তু নীলকরগণ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা ক্রমে তাঁহাদিগের অমোঘ অস্ত্র সকল বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজাদিগকে বশীভূত করিয়া, তাহাদিগকে নীলের দাদন দেওয়ার যে কতরূপ উপায় ছিল, তাহার সমস্ত বর্ণন করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব, তথাপি সামান্য সামান্য উপায় গুলি যাহা আমাদিগের সম্মুখে ঘটিয়াছিল তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল মাত্র।

১। জমিদারি ইজারা লইবার পরই তাঁহারা গ্রামের সমস্ত স্থান একেবারে জরীপ করিতে আরম্ভ করিলেন; অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে যে সকল জমি আছে, সেই সমস্ত জমির মাপ আরম্ভ হইল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে প্রজাগণ যে সকল জমি উপভোগ করিয়া আসিতেছিল, তখন সেই সকল জমিতে নীলকরগণ সর্ব্ব প্রথমেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল জমি মাপ করিবার প্রধান কারণ এই যে, প্রজাগণ যে সকল জমি বহুকাল হইতে দখল করিয়া আসিতেছিল বর্ত্তমান সময়ের মাপ অপেক্ষা সাবেক সময়ের মাপে অধিক জমি প্রজাগণের দখলে ছিল। এমন কি জমিদারকে এক বিঘা জমির খাজনা প্রদান করিয়া, তাহারা ১॥০ বিঘার উপর জমি দখল করিয়া আসিতেছিল। ঐ সকল জমি বাহির করিয়া লওয়া ও খাজনার হার বৃদ্ধি করাই পূর্ব্বোক্ত জরীপের প্রধান উদ্দেশ্য।

কেবলমাত্র ১ বিঘার খাজনা দিয়া প্রজাগণ যে ১॥০ বিঘার অধিক জমি চুরি করিয়া দখল করিয়া রাখিত, তাহা নহে। কথিত আছে,

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন প্রজাগণের সহিত তাঁহার জমিদারীর জমি সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সেই সময় সমস্ত জমি মাপিয়া একটী বন্দোবস্ত করা হয়। প্রজাগণ সেই সময় একত্র সমবেত হইয়া মহারাজের দরবারে গমন করেন, ও তথায় আপন আপন অবস্থা অবগত করাইয়া চলিত মাপের অপেক্ষা জমির মাপ কিছু বর্দ্ধিত করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। মহারাজও প্রজাগণের উপর সন্তুষ্ট হইয়া জমির মাপ চারি আঙ্গুলি বাড়াইয়া দেন; অর্থাৎ দৈর্ঘ প্রস্থ দুই দিকেই ৮০ হস্ত পরিমিত জমিতে এক বিঘা হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত; কিন্তু এখন হাতের পরিমাণ হইয়াছে ১৮ ইঞ্চি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে সেই হাতের পরিমাণ ছিল ২০ ইঞ্চি; অর্থাৎ ২০ ইঞ্চিতে ১ হাত ধরিয়া, সেই হাতের ৮০ হাতে ১ বিঘা জমি হইত। জরীপের সময় প্রজাগণের আবেদন মঞ্জুর করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেই হাতের পরিমাণ আর চারি আঙ্গুলি বাড়াইয়া দেন: অর্থাৎ ১ হাতের পরিমাণ হয় ২০ ইঞ্চির উপর আরও চারি ইঞ্চি, অর্থাৎ ২৪ ইঞ্চি।

প্রজাগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, পুনরায় কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী নবদ্বীপে উপস্থিত হয়। মহারাজ অতিশয় হিন্দু ছিলেন; প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও পূজাদি না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এক দিবস স্নান করিবার কালীন যখন তিনি গঙ্গা গর্ভে অবতরণ করিয়াছিলেন ও গঙ্গা স্নান করিতে করিতে গঙ্গাস্তব পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময় প্রজাগণ সেই ভাগীরথী তীরে সমবেত হয়। মহারাজ তাহাদিগকে সেই স্থানে সমবেত দেখিয়া সেই গঙ্গার গর্ভ হইতেই জিজ্ঞাসা করেন, "এত লোক এখনে সমবেত হইয়াছে কেন? উহারা কে?" উত্তরে তাঁহার একজন পারিষদ কহেন "উহারা মহারাজের প্রজা। জমির মাপের পরিমাণ কিছু বর্দ্ধিত করিয়া লইবার নিমিত্ত উহারা আপনার নিকট আসিয়া দরবার করিয়াছিল। মহারাজও তাহাদিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া জমির পরিমাণ প্রত্যেক হস্তে চারি অঙ্গুলি বর্দ্ধিত করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রজাগণ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, পুনরায় মহারাজের নিকট দরবার করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়া সমবেত হইয়াছে।" পারিষদের কথা শুনিয়া প্রজাগণের উপর মহারাজের ঈষৎ ক্রোধের উদয় হইল; কিন্তু সেই ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া, তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতেই হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "আমি যাহা প্রজাগণকে দিয়াছি, তহাতেও যদি তাহারা সন্তুষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আর কলাটী প্রদান করিব।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন পূর্ব্বক প্রজাগণকে দেখাইলেন। প্রজাবৃন্দের মধ্যে দুই একজন বিশেষ চতুর লোক ছিল।

তাহারা "যে আজ্ঞে মহারাজ, তাহাই দিবেন" এইরূপ বলায়, সকলে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল। পরিশেষে সেই প্রজাগণ মহারাজের দাওয়ানের নিকট গমন করিয়া কহিল, "আমাদিগের জমির মাপের পরিমাণ প্রত্যেক হস্তে ২০ ইঞ্চির উপর চারি ইঞ্চি মহারাজ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। পুনরায় তাহার উপর এককলা অর্থাৎ আরও প্রায় ৮ ইঞ্চি বাড়াইয়া দিয়াছেন।" দাওয়ান এই কথা শুনিয়া মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে মহারাজ গঙ্গাস্নান করিবার সময় যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা দাওয়ানকে বলিলেন, ও পরিশেষে একটু বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "আমি যদিচ রাগভরে ঐ কথা বলিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল যে আমি আর কিছু বাড়াইয়া দিব না ; কিন্তু এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি যে গঙ্গার গর্ভে দণ্ডায়মান অবস্থায় যখন আমার মুখ দিয়া এক কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, তখন তাহা আমাকে রাখিতেই হইবে ; নতুবা, সামান্য অর্থের নিমিত্ত আমি মহাপাতকে পতিত হইব।"

১৭

সেই সময় হইতে প্রজাগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল অর্থাৎ জমির মাপ প্রতি হস্তের নিমিত্ত ১৮ ইঞ্চির পরিবর্ত্তে প্রায় ৩২ ইঞ্চি ব্যবহৃত হওয়ায়, এক বিঘা জমির খাজনা প্রদান করিয়া প্রজাগণ ১।।০ বিঘা জমির উপর ভোগ করিতে লাগিল। প্রজার পক্ষে ইহা বড় কম লাভ নহে ; তদ্ব্যতীত জমির নিরিখও অতিশয় কম ছিল। তিন বিঘা হইতে পাঁচ বিঘা পর্য্যন্ত জমির বাৎসরিক খাজনা এক টাকা ধার্য্য ছিল।

নীলকরগণ ইহা পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন : সুতরাং জমির জরিপ করিয়া যে প্রজার দখলে ২০ বিঘা জমি ছিল, তাহা পরিমাণে প্রায় ৩০।৩৫ বিঘা হইল। পাঁচ বিঘার নিরিখে যাহার খাজনা ছিল, জমাবন্দি করিয়া ঐ জমির নিরিখ টাকায় দুই বিঘা করিতে চাহিলেন : অর্থাৎ যে প্রজা নীলকরগণের মাপের প্রায় ৩০।৩৫ বিঘা জমিতে চাষ আবাদ করিয়া কেবল মাত্র ৪৲ টাকা খাজনা দিয়া আসিতেছিল, তখন নীলকরগণ সেই প্রজার নিকট হইতে বাৎসরিক ১৫।১৬ টাকা খাজনা প্রার্থনা করিলেন। প্রজাগণ সেই খাজনা প্রদানে অসম্মত হওয়ায় ক্রমে তাহাদিগের নামে নালিস হইতে লাগিল। সেই সময় বিচারকগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই নীলকুঠিয়ালগণের বশীভূত ছিলেন ; সুতরাং প্রজার আপত্তি প্রায়ই গ্রাহ্য হইল না। কাহারও ৪৲ টাকার স্থলে ১০৲ টাকা, কাহারও বা ১২৲ টাকার হিসাবে ডিক্রী হইতে লাগিল। ঐ সকল প্রজা যখন দেখিল যে, চিরদিবসের নিমিত্ত তাহাদিগকে এই ভয়ানক খাজনার ভার বহন করিতে হইবে, তখন কাজেই তাহারা

এক এক করিয়া নীলকরগণের বশীভূত হইয়া, তাহাদিগের জমিজমা বজায় রাখিতে লাগিল। কিন্তু নীলকরগণ যে তাহাদিগের সাবেক জমা একেবারে বজায় রাখিলেন, তাহা নহে; জমির হার কিছু কিছু বাড়াইয়া বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রজাগণও নীলের দাদন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। এই উপায়ে নীলকরগণের উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইতে লাগিল। যে সকল প্রজা অবশিষ্ট রহিল, তাহাদিগের উপর অন্য উপায় স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

২। যে সকল প্রজা জরীপ জমাবন্দীতেও নীলকর সাহেবের বশ্যতাস্বীকার করিল না, তাহাদিগের ভদ্রাসন বাটীর চতুর্দ্দিকে যে সকল জমি ছিল, তাহা "লোকসান" জমি, অর্থাৎ জমিদারের নিজের জমির মধ্যে পরিগণিত করিয়া, তাহাতে নীলকরগণ নীলের বীজ ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন। ঐ সকল জমিতে নীল উৎপন্ন করা উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য যাহাদিগের বাটীর চতুর্দ্দিকে ঐ সকল নীল রোপিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বিশেষ রূপে কষ্ট প্রদান করা। পল্লীগ্রামের প্রজামাত্রই দুই চারিটী গরু বাছুর লইয়া বাস করিয়া থাকে। তাহাদিগকে সদাসর্ব্বদা আবদ্ধ করিয়া রাখা একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং ঐ সকল গরু বাছুরের মধ্যে কোন গতিকে যদি একটী আসিয়া ঐ নীলের জমিতে উপস্থিত হইল তখনই তাহাকে ধরিয়া পাউণ্ডে প্রেরণ করা হইল; তদ্ব্যতীত, যাহার গরু তাহার নামে নীল খেসারত করা অপরাধে আদালতে নালিস রুজু করা হইল। ধনবান সাহেব ফরিয়াদী, এ দেশীয় গরীব প্রজা আসামী; সুতরাং মোকর্দ্দমায় প্রায়ই প্রজাগণকে পরাজিত হইতে হইল, ও ক্রমে তাহারা অনেক টাকার দায়ী হইয়া পড়িল। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগকে নীলকরগণের শরণাগত হইতে না পারিলে আর উপায় রহিল না।

৩। যে সকল প্রজা নীলকরগণের বশ্যতাস্বীকার করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না, তাহাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত নীলকরগণ আরও এক ভয়ানক উপায় বাহির করিলেন। তাঁহারা যেমন দেখিলেন যে, প্রজাগণ তাহাদিগের নিজের জমিতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া ধান্যের বীজ বপন করিয়াছে, তাহার পরদিবসই নীলকর কর্ম্মচারিগণ অনেক লাঙ্গল গরু, লোকজন, ও লাঠিয়াল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হইল ও সেই সকল ধান্যবোনা জমির উপর পুনর্বায় একখানি চাষ দিয়া নীলের বীজ বপন করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। ওদিকে পূর্ব্বেই বিচারালয়ে উপনীত হইয়া, যাহারা পূর্ব্বে ধান্য বপন করিয়াছিল, তাহাদিগের নামে মিথ্যা এক নালিস এই মর্ম্মে উপস্থিত করিলেন যে

তাঁহাদিগের নীলবোনা জমি ভাঙ্গিয়া প্রজাগণ তাহাতে ধান্য বপন করিয়াছে। বিচারের সময় ঐ জমিতে নীল ও ধান্য উভয় প্রকার শস্যের চারা বাহির হইয়া পড়িল। বিচারেও নানা যোগাড়ে ও বহু অর্থব্যয়ে ও প্রজাগণ পরাজিত হইয়া নীলকরদিগের নিকট খেসারত প্রভৃতিতে অনেক টাকার দায়ী হইয়া পড়িল। তদ্ব্যতীত অন্যায় কার্য্য করা অপরাধে বিনাদোষে অনেককে জেলে পর্য্যন্তও গমন করিতে হইল। এই সকল কারণে অনন্যোপায় হইয়া, পরিশেষে সেই সকল প্রজাদিগকেও নীলকরগণের বশ্যতা-স্বীকার করিয়া নীলের সাটা গ্রহণ ও নীলকরগণের ইচ্ছামত নীল বুনানি করিতে হইল।

এই সকল উপায়েও যাহারা বশ্যতা-স্বীকার করিল না, তাহাদিগের উপর আরও অতিশয় ভয়ানক ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হইল। প্রগাঢ় অন্ধকার রাত্রির মধ্যে কাহারও ঘরে ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে তাহার যথাসর্ব্বস্ব দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইল। কাহারও ঘর হইতে সুন্দরী স্ত্রীলোকগণ হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল, কিন্তু কোথায় যে তাহারা গমন করিল তাহা কেহই বলিতে পারিল না। কিন্তু নীলের সাটা গ্রহণ করিবার পরই কোথা হইতে আসিয়া তাহারা পুনরায় উপনীত হইল। যাহার যতগুলি গরু আছে, তাহার প্রত্যেক গুলিই প্রায় প্রত্যহ পাউণ্ডে গমন করিত। পাউণ্ডের জরিমানা দিতে দিতে অনেক প্রজার অনেক গরু বিক্রয় হইয়া গেল। তাহার উপর পাউণ্ডে দিবার সময় সেই সকল গরু ছিনাইয়া লইয়াছে, প্রজাগণের উপর এইরূপ নালিস প্রায়ই ফৌজদারীতে উপস্থিত হইল; প্রমাণও হইয়া গেল। প্রজাগণ জরিমানা দিয়া ও জেল খাটিয়া পরিশেষে নীলকরগণের বশ্যতা-স্বীকার করিল। এই সকল কারণ ব্যতীত আর যে কতরূপ উপায় বাহির করিয়া নীলকরগণ প্রজাগণকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইলেন, তাহার সমস্ত অবস্থা বর্ণন করা আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীর কার্য্য নহে। কেবলমাত্র আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই সকল বিষয় বর্ণন করিতে আমি বিরত হইব।

১৮

একদিবস দেখিলাম তিনটী লোক আমাদিগের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছেন, ও ৮।১০ জন লাঠিয়াল উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ লোক তিনটীকে দেখিয়া আমাদিগের মনে কৌতুহল আসিয়া উপস্থিত হইল; কারণ, দেখিলাম উহাদিগের মস্তক প্রায় ৪ অঙ্গুলি মৃত্তিকার দ্বারা আবৃত; তাহার উপর দুই তিন অঙ্গুলি লম্বা নীলের চারা সকল বাহির হইয়া মস্তককে একেবারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া

আমরাও তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর দেখিলাম, তাহারা একস্থানে উপনীত হইয়াছে। ঐ স্থানে পাড়ার যাবতীয় ভদ্র লোক আসিয়া উপবেশন করিতেন। যখন যাঁহার অবকাশ হইত, তখনই তিনি ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। কোনরূপ প্রস্তাব, পরামর্শ, তর্ক বিতর্ক, ভাল মন্দ বিচার প্রভৃতি সকলই সেই স্থানে বসিয়া হইত। ভদ্রলোকগণের মধ্যে দুই চারিজন প্রায় সর্ব্বদাই সেই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ সেইস্থানে উপস্থিত হইলে ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে— মণ্ডল, তোমরা এতদিবস কোথায় ছিলে? তোমাদিগের নিমিত্ত অনুসন্ধান করা না হইয়াছে এমন স্থানই নাই। কিন্তু কোন স্থানে তোমাদিগের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তোমাদিগের মাথার উপর কি?"

এই কথার উত্তরে মণ্ডল কহিল "আর কি বলিব, মহাশয়! নীল বুনিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম বলিয়া আমাদিগের এই দশা ঘটিয়াছে। জমিতে নীল বুনানী করিবার পরিবর্ত্তে পরিশেষে আপনাপন মস্তকের উপর নীল বপন করিতে হইয়াছে।"

ভদ্রলোক। কোথায় তোমাদিগের এই রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে?

মণ্ডল। কুঠিতে।

ভদ্রলোক। সেইস্থানে তোমরা গমন করিলে কেন?

মণ্ডল। আমরা কি ইচ্ছা করিয়া সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম? আমাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।

ভদ্রলোক। কিরূপে তোমাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাতো আমরা কিছুই জানিতে পাই নাই। তোমরা কোথায় চলিয়া গিয়াছ, অনুসন্ধান করিয়া তোমাদিগকে পাওয়া যাইতেছে না, কেবল মাত্র ইহাই আমরা শুনিয়াছিলাম।

মণ্ডল। আজ প্রায় দশ দিবস হইল, এক দিবস সন্ধ্যার পর আমরা এই দিকে আসিতেছিলাম, এরূপ সময় প্রায় ২০৷২৫ জন লাঠিয়াল কোথা হইতে আসিয়া আমাদিগের উপর পতিত হইল ও বলপূর্ব্বক আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া কুঠিতে গিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব আমাদিগকে দেখিয়াই গালি গালাজ করিলেন ও পরিশেষে দরয়ানদিগের জমাদারকে ডাকিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন "যে পর্য্যন্ত ইহারা নীল বুনানী করিতে সম্মত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত ইহারা গুদামে আবদ্ধ থাকিবে ও ইহাদিগের মস্তকের উপর নীল বপন করা হইবে। যে পর্য্যন্ত ইহারা নীলের সাটা গ্রহণ করিয়া উহা রেজেষ্টারী করিয়া না দিবে, সেই পর্য্যন্ত ইহারা গুদামে আবদ্ধ থাকিবে, ও ইহাদিগের মস্তকের উপর সেই পর্য্যন্ত নীলের চারা বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে!"

সাহেবের আদেশ প্রতিপালিত হইল। আমাদিগের মস্তকের উপর উত্তমরূপে কাদা লাগাইয়া, তাহার উপর নীলের বীজ বপন করা হইল। আমাদিগের সাধ্য নাই যে উহাতে আমরা অসম্মত হই, বা মস্তক হইতে উহা বিচ্যুত করিয়া ফেলি; কারণ, প্রত্যেক আদেশ লঙ্ঘনের নিমিত্ত সাহেব ২৫।২। হাতার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার উপর অনাহারে আমাদিগকে এই কয় দিবস অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। সমস্ত দিবসের মধ্যে আহারের ব্যবস্থা ছিল, ধান্য মিশ্রিত এক পোয়া কাচা চাউল। এরূপ অবস্থায় নীল বুনিতে সম্মত না হইয়া আর কত দিবস আমরা থাকিতে পারি? সুতরাং আমরা নীলের সাটা গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছি দলিলও লেখাপড়া করিয়া রেজেষ্টারি করিয়া দিতে সম্মত হইয়াছি; তথাপি আমরা এখনও অব্যাহতি পাই নাই। এই দরয়ানগণের উপর আদেশ হইয়াছে যে, এই অবস্থায় গ্রামের মধ্যে আমাদিগকে ঘুরাইয়া, আমাদিগের অবস্থা প্রজামাত্রকেই দেখাইবে। তাহার পর আমাদিগকে পুনরায় কুঠিতে লইয়া যাইবে। যখন আমরা নীলের সাটা গ্রহণ করিয়া দলিল লেখাপড়া ও রেজেষ্টারী করিয়া দিব, তখন আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে।

মণ্ডলগণের এই কথা শুনিয়া, সেই স্থানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের চক্ষুতে জল আসিল। তাঁহারা আর কোনরূপেই স্থির থাকিতে না পারিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, ইহারা তোমাদিগকে লইয়া যাউক। দেখি আমরা কিছু করিয়া উঠিতে পারি কি না।" এই বলিয়া যে কয়জন ভদ্রলোক সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সেইস্থান হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। দরয়ানগণও মণ্ডলগণকে লইয়া সেইস্থান হইতে গ্রামের অপর স্থানে গমন করিতে লাগিল। বাল্যস্বভাব-প্রযুক্ত আমরাও তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিবার পরই দেখিতে পাইলাম গ্রামের কতকগুলি প্রজা রৈ রৈ শব্দে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের কাহারও হস্তে লাঠি, কাহারও হস্তে বংশদণ্ড, কাহারও হস্তে সড়কি ফলত, যে যাহা পাইয়াছে তাহাই লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উহারা আসিয়াই দরয়ানগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। প্রহারের ভয়ে দরয়ানগণ মণ্ডলদিগকে সেই স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পরিশেষে আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, উহা পূর্ব্ব কথিত ভদ্রলোকদিগেরই কাণ্ড! তাঁহারাই পরামর্শ করিয়া লোকজন সংগ্রহ পূর্ব্বক মণ্ডলদিগকে নীলকরগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন।

এই ঘটনার দুই দিবস পরেই গ্রামের মধ্যে একটী বৃহৎ সভা আহূত হইল, ঐ সভায়

নিতান্ত দরিদ্র প্রজা হইতে ধনশালী ভদ্রলোক পর্য্যন্ত সকলে উপস্থিত হইলেন। তথায় ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, এখন হইতে কিছুতেই আর নীলকরগণের বশ্যতাস্বীকার করা হইবে না। কেহই নীল বুনানী করিবেন না; নীলের সাটা আর কেহই গ্রহণ করিবেন না; নীল-কুঠির কোন কর্ম্মচারীকে গ্রামের ভিতর একেবারে প্রবেশ করিতে দিবেন না। ইহাতে গ্রামস্থ সমস্ত লোককে জেলে গমন করিতে হয়, তাহাতেও সকলে প্রস্তত থাকিবেন। গ্রামের সীমান্তে নীলকরের কোন লোকজন আসিলে সমস্ত প্রজা একত্র হইয়া তাহা-দিগকে উত্তমরূপ প্রহার দিয়া সেইস্থান হইতে তাড়াইয়া দিবেন। আরও সাব্যস্ত হইল, গ্রামের মধ্যে স্থানে স্থানে এক একটী ডঙ্কা থাকিবে। এক স্থান হইতে ডঙ্কা ধ্বনি হইবামাত্রই সমস্ত ডঙ্কা নিনাদিত হইবে। ঐ ডঙ্কারব শুনিয়া সকলেই অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যে স্থান হইতে প্রথম ডঙ্কা ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, সেই দিকে গমন করিবেন। কারণ ডঙ্কাধ্বনি উত্থিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে, সেই দিকে নীলকরগণ আসিয়া কোনরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে।

প্রকাশ্য সভায় এই সকল বিষয় স্থিরীকৃত হইবার পর হইতেই সেইরূপ ভাবে কার্য্য চলিতে লাগিল। নীলকর সাহেবও এই সকল বিষয় অবগত হইয়া একটু ভীত হইয়া পড়িলেন। সভার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত কোনরূপ কার্য্যের উপলক্ষ করিয়া, দুই একজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীকে গ্রামের মধ্যে প্রেরণ করিলেন। বলা বাহুল্য গ্রামের মধ্যে পদক্ষেপ করিবা-মাত্রই তাহারা বিশেষরূপ অবমানিত হইয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। এই সকল বিষয় ক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ণগোচর হইল। কোন কোন প্রজার বিপক্ষে ফৌজদারিতে নালিস উপস্থিত হইতে লাগিল; তথাপি কিন্তু প্রজাগণ আপন আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হইল না।

১৯

এই গ্রামের প্রজাগণের অবস্থা দেখিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের প্রজাগণ আসিয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দিতে লাগিল। তাহারাও নীলবুনানী বন্ধ করিয়া পূর্ব্ব কথিত প্রজাগণের মতানুসারে চলিতে লাগিল। কলিকাতায় কয়েকখানি সংবাদপত্রও এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া প্রজাগণের দুঃখ কাহিনী সর্ব্বসাধারণের ও গভর্ণমেণ্টের কর্ণ-গোচর করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সমস্ত সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণের মধ্যে অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ই অগ্রনী হইয়াছিলেন।

যে সময়ে গ্রামের মধ্যে এই সকল অবস্থা ঘটিতেছিল, সেই সময় গ্রামের কয়েকজন প্রধান লোক নীলকরের চাকুরি করিতেন;

কিন্তু যে নীলকর সাহেবের সহিত প্রজাগণের এইরূপ মনোবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাঁহারা সেই সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন না, অপর সাহেবের অধীনে অপর কুঠিতে থাকিতেন। এক দিবস তাঁহাদিগের মধ্যে দুই তিন জন বাটীতে আগমন করেন ও অপরাপর সকলকে কহেন, "কোন সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তোমরা প্রবল পরাক্রমশালী নীলকরের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছ? মোকর্দ্দামা প্রভৃতিতে যে সকল অর্থের ব্যয় হইবে, তাহা না হয় চাঁদা করিয়া সংগ্রহ হইতে পারে; কিন্তু তোমাদিগের লোকবল কোথায়? লোকবল না থাকিলে এ সকল কার্য্যে কিছুতেই হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে।"

তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন কি তাঁহাদের মনিবের পরামর্শ মত প্রজাগণের বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এই কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু অনেকেই তাহার পর অনুমান করিয়াছিলেন যে সাহেব দিগের পরামর্শ অনুযায়ী এই কথার উল্লেখ করা হইয়াছিল।

তাঁহাদিগের কথার উত্তরে অপরাপর ভদ্রলোক কহিলেন, "আমাদিগের অর্থের কিছু টানাটানি আছে; কিন্তু লোকবলের কিছুমাত্র অল্পতা নাই। যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে এখনই দেখাইতে পারি যে আমরা কত লোক একত্র মিলিত হইয়া এই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

"ভাল একবার দেখাও দেখি তোমাদিগের কিরূপ লোকবল আছে?"

"এখন সময়টী ঠিক নয়, দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, কৃষক মাত্রই এখন বাটীতে নাই, সকলেই আপন আপন কার্য্যে বাহির হইয়া গিয়াছে। তথাপি দেখি এই অসময়েও কতগুলি লোককে এই স্থানে সমবেত করিতে সমর্থ হই।"

এই বলিয়া একজন নিকটবর্ত্তী একটী প্রকাণ্ড ডঙ্কার নিকট গমন করিলেন ও ঐ ডঙ্কাটী লইয়া একটী দ্বিতল বাড়ীর ছাদের উপর উত্থিত হইয়া উহা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারি বার ডঙ্কাধ্বনী হইবার পরই চতুর্দ্দিক হইতে ডঙ্কারব সকল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সেই ডঙ্কারবের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। যে ব্যক্তি যেরূপ অবস্থায় ছিল, সে সেইরূপ অবস্থায় আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। যাহারা কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছিল, তাহারা কৃষিকার্য্য উপযোগী দ্রব্যাদি হস্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইল, অর্থাৎ, কাহারও স্কন্ধে লাঙ্গল, কাহারও হস্তে পাঁচনী, কাহারও হস্তে নিড়ানি, কাহারও হস্তে দা, কাহারও হস্তে কোদালি ইত্যাদি; যাহারা স্নান করিতে গমন করিতেছিল, তাহারা তৈলাক্ত কলেবরেই সেই স্থানে

উপস্থিত হইল। আসিবার কালীন পথিমধ্যে বাঁশ কাষ্ঠ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রাপ্ত হইল, তাহাই লইয়া উপস্থিত হইল। যাহারা আপন আপন বাটী হইতে আগমন করিল, তাহারা সুসাজে সজ্জিত হইয়াই আসিল। তাহাদিগের কাহারও হস্তে লাঠি, কাহারও হস্তে বর্শা, সড়কি, কাহারও হস্তে তরবারি কাহারও কাহারও হস্তে বা সেকেলে পলিতা জ্বালা বন্দুক। এইরূপ অবস্থায় লোকজন সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে সেইস্থানে এতলোকের সমাগম হইল যে, তথায় তখন তাহাদিগের দাঁড়াইবার আর স্থান হইল না। তখন কি করা যায়, ও কিরূপ উপায়ে উহাদিগকে নিবৃত্ত করা যায় তাহার পরামর্শ হইতে লাগিল। ভদ্রলোক-দিগের মধ্যে একজন এই অবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিবার মানসে কহিলেন, "গ্রামের দক্ষিণ মাঠে নীলকরগণের কতকগুলি লোক আসিয়া গ্রামস্থ প্রজাগণের গরু খিরিয়া লইয়া যাইতেছে।"

এইকথা শুনিয়া সকলেই "মার মার" শব্দে গ্রামের দক্ষিণ দিকস্থ প্রকাণ্ড ময়দানের দিকে গমন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড ময়দান একবারে পূর্ণ হইয়া গেল। তথাপি জনস্রোত বন্ধ হইল না। নিজের গ্রাম ব্যতীত অপর গ্রামস্থ লোকজন আসিয়া সেই স্থানে উপনীত হইতে লাগিল। এই অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বকথিত নীলকরদিগের কর্ম্মচারিগণের মনে ভয়ের উদয় হইল। তখন কোন গতিকে উহাদিগকে নিবৃত্ত করাই স্থির হইল। পরিশেষে গ্রামস্থ ভদ্রলোক সমস্ত সেই ময়দানে উপনীত হইয়া সমবেত প্রজা-মণ্ডলীকে কহিলেন "এই মাঠ হইতে প্রজাগ-ণের গরু সকল খিরিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত নীলকরদিগের কতকগুলি লোক আসিয়াছিল ও গরু সকল লইয়া যখন প্রত্যাবর্ত্তন করি-তেছিল, সেই সময় আমাদিগকে এই স্থানে আসিতে দেখিয়া গরু সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে; এই স্থানে সমবেত থাকা আর আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। সকলে আপন আপন স্থানে প্রতিগমন কর। যে সকল গরু উহারা লইয়া যাইতেছিল, সেই সকল গরু ঐ রহিয়াছে।" এই বলিয়া ঐ মাঠে যে সকল গরুরপাল চরিতে গিয়াছিল, তাহাই সেই সকল সমবেত প্রজামণ্ডলীকে দেখাইয়া দিলেন। প্রজাগণও তাহাই বুঝিয়া সেই-স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। সেই সময় ৩।৪ জন মণ্ডল যাহারা পূর্ব্বে নীলকরদিগের নিকট বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল, তাহারা সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিল, "আমরা যে স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, সেই স্থান হইতে সাহেবের কুঠি অধিক দূর নহে, ঐ দেখা যাইতেছে। সুতরাং, আমরা সকলে ঐ কুঠির ভিতর গমন করিয়া উহা লুঠ করিতে চাই, ও কুঠি ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার

ইট নিকটবর্ত্তী "দোয়ার" ভিতর নিক্ষেপ করিতে চাই। ইহাতে আপনারা কি পরামর্শ দেন।"

মণ্ডলদিগের কথা শুনিয়া ভদ্রলোকগণ কহিলেন "না, এরূপ কার্য্যে আমাদিগের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা কেবল আত্মরক্ষা করিব; অন্যায়রূপে আক্রমণ করিব না। তোমাদিগের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে যদি আমরা হস্তক্ষেপ করি, তাহা হইলে এই নীলকুঠি এখনই সমূলে উৎপাটিত করিয়া এই দোয়ারগর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারি সত্য, কিন্তু তাহা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে; কারণ, এ কার্য্য করিলে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবেন। যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে রাজা বিপক্ষ হইবেন, সেরূপ কার্য্যে প্রজাকে কখনই হস্তক্ষেপ করিতে নাই। যে কার্য্যের নিমিত্ত তোমাদিগকে এখানে আনা হইয়াছে, আমাদিগের সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন প্রজাগণকে লইয়া আপনাপন স্থানে প্রস্থান কর।"

মণ্ডলগণ এই কথা বুঝিয়া প্রজাগণের সহিত সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু একদল গমন করিতে না করিতে আর একদল সেইস্থানে আসিয়া উপনীত হইতে লাগিল। তাহারা গমন করিতে করিতে আর একদল সেইস্থানে দেখা দিতে লাগিল। এইরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা-স্থান হইতে নানা লোক আগমন করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। আবশ্যক হইলে কেবলমাত্র গ্রামস্থ প্রজাগণই সমবেত হইবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল; কিন্তু, এখন দেখা গেল যে, ১০।১২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে প্রজাগণ আসিয়া নীলকরগণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। এইরূপে কত লোক যে সেই দিবস সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। কেহ বলেন, ২০।৩০ হাজার লোক হইবে, কেহ বলেন, ৫০ হাজার লোকের কম হইবে না।

যাহারা লোকবল দেখিতে চাহিয়াছিলেন এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, এখন ইহারা নীলকরগণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবে। নীলকরগণও এই অবস্থা দেখিয়া একটু ভীত হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, ঐ গ্রামের প্রজাগণকে সহজে বশ্যতাস্বীকার করাইতে পারিবেন না।

এই ঘটনার পর দিবসই তাঁহারা আপন আপন চাকুরি স্থানে গমন করিলেন; কেহ বা চাকরি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন গ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন, কেহ বা যে পর্য্যন্ত এইরূপ গোলযোগ রহিল, সেই পর্য্যন্ত আর গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন না।

নীলকর সাহেব প্রজার একতা দেখিয়া

তাহাদিগের উপর আর বল প্রয়োগ করিতে সাহসী হইলেন না ; কিন্তু গ্রামস্থ প্রজা ও ভদ্রলোক দিগের নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালতে অনবরত নালিস করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজাগণও চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া ঐ সকল মোকর্দ্দামার যোগাড় করিতে লাগিলেন। মোকর্দ্দামায় প্রজাগণ জয়ী হইতেও লাগিলেন, পরাজিত হইতেও লাগিলেন। দুই একজন জেলে ও গমন করিতে লাগিলেন : কিন্তু অধিকাশ স্থলেই অর্থ দণ্ড হইতে লাগিল। একটী মোকর্দ্দামার কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে : নীল ভাঙ্গিয়া হরিদা রোপন করা হইয়াছিল, এইরূপ নালিস শ্রীযুক্ত গুরুদাস চৌধুরি নামক জনৈক ভদ্রলোক ও তাঁহার কয়েকজন প্রজার নামে আনীত হয়। ঐ মোকর্দ্দামায় ভদ্রলোকটী ও প্রজাগণের জরিমানা হইয়াছিল—১৭০০৲ টাকা কিন্তু আপীলে সমস্ত টাকাই ফেরত পাওয়া যায়।

ঐ গ্রামের প্রজাগণ এরূপভাবে একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল যে, সে বন্ধন নীলকরসাহেব কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে ঐ গ্রামের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। পরিশেষে তিনি ঐ গ্রামের নীলের দাদন একেবারে উঠাইরা দিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদিগের নিজের জমিতে, নিজ আবাদে নীল বুনানী করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে প্রজাগণের বিশেষ কোনরূপ আপত্তি না থাকায় তাহারা কিছুই বলিত না। তাঁহারা আপনারাই নীল বপন করিতেন, আপনারাই উহা কর্ত্তন করিতেন ও পরিশেষে আপনারাই উহা উঠাইয়া কুঠিতে লইয়া যাইতেন। প্রজাগণ তাঁহাদিগকে কোনরূপে সাহায্য করিত না, তাঁহারাও প্রজাগণের নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করিতেন না।

একদিবস অতি প্রত্যুষে গ্রামের একজন চৌকিদার আসিয়া গ্রামস্থ সমস্ত ভদ্রলোক দিগকে সংবাদ প্রদান করিল যে, গ্রামের বাহিরে "দোয়ার উপর একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় একটী ঘোড়ার জিন, গদি, লাগাম প্রভৃতি অদ্য দুই দিবস পর্য্যন্ত রক্ষিত আছে কেহই উহা লইয়া যাইতেছে না, বা ঐ সকল দ্রব্য যে কাহার তাহাও কিছু বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহারা কেহ কেহ সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম দেখিলাম চৌকিদার যাহা বলিয়াছিল তাহা প্রকৃত। এই অবস্থা দৃষ্টে পরিশেষে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে থানায় গিয়া এই সংবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

চৌকিদার তাহাই করিল ; থানায় গিয়া এই সংবাদ প্রদান করিল। পরদিবস থানার দারোগা ইহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যে দারোগা এই অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনি এখনও কোন না কোন থানায় আছেন, কি পেনসন গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমি এখন ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

অনুসন্ধান করিয়া দারোগা বাবু জিন লাগাম সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিষয় অবগত হইতে পারিলেন না। যে কৃষকগণ নিকটবর্ত্তী ময়দানে চাষ আবাদ করিত, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াও বিশেষ কোন ফল হইল না। সকলেই কহিল উহা যে কোথা হইতে আসিয়াছে, বা কে যে উহা ঐ স্থানে রাখিয়া গিয়াছে তাহা তাহারা কিছুই অবগত নহে। কেবলমাত্র দুই দিবস উহা ঐরূপ অবস্থায় রক্ষিত আছে। দারোগা বাবু জিন লাগাম অনেককে দেখাইলেন, কিন্তু উহা যে কাহার দ্রব্য তাহাও কেহ বলিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এইরূপ অবস্থায় সমস্ত দিবস অনুসন্ধান করিয়া দারোগা বাবু জিন লাগাম সমভিব্যাহারে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছেন, এরূপ সময় তাঁহার থানার একজন হেড কনেষ্টবল আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইনি অপর একটী অনুসন্ধানের নিমিত্ত অপর স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেই কার্য্য সমাপ্ত করিয়া থানায় প্রত্যাগমন করিবার কালীন, দারোগা বাবুকে সেই স্থানে দেখিতে পাইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হন, ও উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি পরামর্শ করিয়া, সেই দিবস সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন। যে স্থানে দারোগা বাবু এই অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেইস্থানে রাত্রি যাপন করিবার কোনরূপ স্থান বা লোকালয় ছিল না; সুতরাং, আমাদিগের গ্রামের মধ্যেই তাঁহাকে আগমন করিতে হয়, ও সেই স্থানেই জনৈক ভদ্রলোকের বাটীতে তাঁহারা রাত্রিযাপন করেন। যে স্থানে জিন লাগাম পাওয়া গিয়াছিল, সেই স্থান হইতে ঐ গ্রাম অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধান হইবে।

২০

গ্রামের ভিতর রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, পরদিবস অতি প্রত্যূষে তাঁহারা পুনরায় সেই স্থানে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য, আমরাও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেইস্থানে গমন করিলাম।

সেইস্থানে গমন করিয়া দারোগা বাবু ও হেড কনেষ্টবল উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ করিলেন। ঐ পরামর্শে গ্রামস্থ দুই এক জন ভদ্র লোকও যোগ দান করিয়াছিলেন; অনেকক্ষণ পারমর্শের পর, ইহাই সকলের অনুমান হইল যে, কোন অশ্বারোহী হয়ত এই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। কোন কারণে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া এই স্থানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন এবং অশ্বটীও যাহাতে বিশ্রাম করিতে পারে, এই

নিমিত্ত জিন লাগাম খুলিয়া ঐ অশ্বথ ডালের উপর রাখিয়া দেন। পরিশেষে স্নান করিবার মানসেই হউক, বা জলপান করিবার মানসেই হউক, হয়ত তিনি এই দোয়ায় গমন করিয়াছিলেন ও জল মধ্যে পতিত হইয়া ডুবিয়া গিয়াছেন; অশ্বটীকে ধরিয়া রাখিতে পারে, এরূপ কোন লোক সেইস্থানে না থাকায়, সেও পরিশেষে কোনদিকে চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং, জিন লাগাম প্রভৃতি যে স্থানে রক্ষিত ছিল, সেই স্থানেই পড়িয়া আছে। এই অনুমান যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে দোয়ার আভ্যন্তরীণ জলের ভিতর উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলে সেই অশ্বারোহীর মৃতদেহ প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এইরূপ পরামর্শ হইবার পর, নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম হইতে কয়েকজন ধীবরকে সেই স্থানে ডাকিয়া আনা হইল। তাহারা জালের সহিত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, দারোগা বাবু তাহাদিগকে আদেশ প্রাদান করিলেন, তোমারা এই দোয়ার মধ্যে উত্তম রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখ যে ইহার ভিতর কাহারও মৃতদেহ পাওয়া যায় কি না। এইরূপ অনুসন্ধান করিবার-কালীন তোমরা যে সকল মৎস্য ধরিতে সমর্থ হইবে, তোমাদিগের পারিশ্রমিক স্বরূপ তোমরা তাহা অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারিবে।

দারোগা বাবুর কথা শুনিয়া ধীবরগণ জাল হস্তে একে একে সেই দোয়ার মধ্যে অবতরণ করিতে লাগিল। এই দোয়াটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহার জল বহুদূরব্যাপি কিন্তু সকল স্থানেরই গভীরতা অধিক নহে নিতান্ত সামান্য। কেবল মাত্র এক স্থানের গভীরতা অত্যন্ত অধিক; প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়ও ঐ স্থানের জল শুকাইয়া যায় না, সেই সময় নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের সমস্ত স্থানের জল একেবারে শুকাইয়া যায়; ভরসার মধ্যে কেবল মাত্র এই দোয়াই থাকে। উহারই জলে সেই সময় সকলে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হন। যে স্থলে এখন এই দোয়াটী দেখিতে পাওয়া যায় প্রকৃত পক্ষে সেই স্থানে উহা ছিল না। ঐ স্থানের উপর দিয়া পূর্ব্বে ভৈরব নদী প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত। নানাদিকদিগন্তর হইতে বাণিজ্য পোত সকল ঐ স্থান দিয়া যাতায়াত করিত বলিয়া উহার দুই পার্শ্ব সমৃদ্ধিশালী নগরীতে শোভিত ছিল; কিন্তু, কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবের সেই প্রবল বেগ চলিয়া গিয়াছে, সমৃদ্ধিশালী নগর সকল এখন হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। নৌ-বাণিজ্য সকল একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এখন আর তাহার কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে সেই পূর্ব্ব সমৃদ্ধির চিহ্নস্বরূপ ঐ ভৈরব নদীর কেবল চিহ্ন আছে মাত্র। প্রবল বর্ষার সময় উহার স্থানে স্থানে জল দেখিতে পাওয়া যায়,

সেই সময় কেবলমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে ঐস্থান দিয়া সময়ে কোন প্রবল নদী প্রবাহিত হইত। যে দোয়ার কথা এখন বিবৃত হইতেছে, ইহা সেই ভৈরব নদীর অংশ বিশেষ। ঐ স্থানের জল অতিশয় গভীর বলিয়া বারমাসই ঐ স্থানে জল থাকে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ ঐ জলের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকেন। ঐ দোয়ার কিয়ংদূর ব্যবধানে পূর্ব্বকথিত নীলকুঠি স্থাপিত। নীলকর সাহেব সেই স্থানেই অবস্থান করিতেন। ঐ দোয়া হইতে জল উত্তোলন করিয়া নীল প্রস্তুতের সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ হইত। এখন পর্য্যন্ত ঐ দোয়া পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সেই নীলকুঠির চিহ্ন মাত্রও নাই।

২১

ধীবরগণ ঐ দোয়ার ভিতর অবতরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম উহার চতুঃপার্শ্বে, অর্থাৎ যে সকল স্থানে অল্প অল্প জল আছে সেই সকল স্থানে জাল ফেলিয়া মৃতদেহের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল ; কিন্তু কোন স্থানেই কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে গভীর জলের দিকে গমন করিল অল্প জলে দণ্ডায়মান হইয়া গভীর জলে জাল সকল ফেলিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও কোনরূপ মৃতদেহ পাওয়া গেল না।

আমাদিগের দেশে বিল, দোয়া প্রভৃতিতে মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত ধীবরগণ একরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বর্ষাকালে ঐ সকল স্থান জলময় হইয়া গেলে, যে যে স্থানে একটু গভীর জল হয়, অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখ মাসেও যে যে স্থানে জল থাকিবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থানে "ডাল" দিয়া থাকে। বৃক্ষের ডাল প্রভৃতি কাটিয়া ঐ সকল ডাল অধিক পরিমাণে জলের মধ্যে একস্থানে রাখিয়া দেওয়ার নামই "ডাল দেওয়া"। রৌদ্রের তেজে জল যখন ক্রমে উত্তপ্ত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় ঐ জলাশয়ে ছোট বড় মৎস্য সকল ঐ ডালদেওয়া জলের মধ্যে আসিয়া অবস্থিতি করে। এইরূপে কিছু দিবস ঐ ডাল সকল ঐ রূপে জলের মধ্যে থাকিবার পর, যখন ধীবরগণ বেশ বুঝিতে পারে যে ঐ সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য সকল আগমন করিয়াছে, তখন তাহারা ঐ ডাল দেওয়ার স্থানের চতুঃপার্শ্বে জাল দ্বারা উত্তমরূপে ঘিরিয়া রাখিয়া, ঐ ডাল সকল ক্রমে উঠাইয়া ফেলে। এইরূপে সমস্ত ডাল স্থানান্তরিত করা হইলে, তখন সেই জাল বেষ্টিত জলের মধ্যস্থিত মৎস্যগণকে উহারা অনায়াসেই ধরিয়া লইতে সমর্থ হয়।

২২

যে দোয়ার কথা আমি বলিতেছি ঐ দোয়ার মধ্যে স্থানে স্থানে ঐ রূপ অনেক ডাল দেওয়া ছিল। ধীবরগণ জলে যখন মৃতদেহের অনুসন্ধান করিতেছিল সেই সময় একটী লোক হঠাৎ সেই স্থান হইতে বলিয়া

উঠিল "এই ডালের মধ্যে কি যেন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই সেই ডালের নিকট গমন করিল। যে স্থানে ঐ ডাল রক্ষিত ছিল তাহা কিনারা হইতে অধিক দূরে নহে ও সেই স্থানের জলও অতিশয় গভীর নহে। ঐ স্থান স্নান করিবার ঘাট বা মনুষ্যগণের ব্যবহার করিবার স্থান হইতে কিছুদূর অন্তর।

সকলে ঐ স্থানে গমন করিয়া উত্তমরূপে দেখিতে লাগিলেন। সেই ডালের অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার জলের মধ্য হইতে যেন একটী মনুষ্যের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন দারোগা বাবু সেই স্থানের ডাল গুলি উঠাইয়া দিতে কহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। সেই স্থান হইতে আস্তে আস্তে ডালগুলি উঠাইয়া একটু দূরে রাখা হইল। ডালগুলি উত্থিত করিবার পর, যখন সেই স্থান বেশ পরিস্কার হইয়া গেল তখন সকলেই উত্তমরূপে দেখিতে পাইলেন যে ঐ স্থানে দুই খণ্ড কাষ্ঠ উত্তম রূপে প্রোথিত করা রহিয়াছে, এবং ঐ কাষ্ঠ খণ্ডদ্বয়ের সহিত একটী মৃতদেহ বন্ধন অবস্থায় আছে। উহা এরূপ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে যে উহা কোন রূপেই ভাসিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

এই অবস্থা দেখিয়া দারোগা বাবু ঐ কাষ্ঠ দুই খণ্ডের সহিত মৃতদেহ যেরূপ অবস্থায় আছে, সেইরূপ অবস্থায় উঠাইতে কহিলেন। তাঁহার এই আদেশ নিতান্ত সহজে প্রতিপালিত হইল; কারণ মৃতদেহের সহিত ঐ কাষ্ঠ দুই খণ্ড উপড়াইয়া ফেলিবার পর কাষ্ঠের সহিত তখন মৃতদেহটী ভাসিয়া উঠিল।

মৃতদেহটী তাহার পর জল হইতে উঠাইয়া সেই দোয়ার ধারে রক্ষিত হইলে দেখা গেল যে, উহা প্রায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে। পচিয়া তাহা হইতে ভয়ানক দুঃগন্ধ বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আরও বুঝিতে পারা গেল যে, উহার গলদেশ ও পদযুগল এক গাছি দড়িদ্বারা ঐ দুই কাষ্ঠ খণ্ডের সহিত উত্তমরূপে ঐ জলের ভিতর বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল।

এই অবস্থা দেখিয়া দারোগা বাবু তাঁহার সমভিব্যাহারী সেই হেডকনষ্টবলকে কহিলেন "দেখিলে?"

হেড কঃ। দেখিলাম তো।

দারোগা। এখন কি বোধ হইতেছে?

হেড কঃ। আর কি বোধ হইবে? এখন হত্যা মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া "প্রথম এতলা" লিখুন।

দারোগা। ইহা যে খুন তাহার আর বোধ হয় কোন ভুল নাই?

হেড কঃ। আর সন্দেহ কি হইবে।

দারোগা। ইহাকে কিরূপ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে বোধ হয়? জীবিত অবস্থায় ইহাকে এইরূপে বন্ধন করিয়া জলের মধ্যে

রাখা হইয়াছে, কি মৃত্যুর পর ইহাকে এই রূপ অবস্থায় রাখা হইয়াছে ?

হেড কঃ। জীবিত অবস্থায় এরূপ কয়িয়া বাঁধিয়া পরিশেষে জলের মধ্যে পুতিয়া রাখা সহজ নহে।

দারোগা। কেন ?

হেডকঃ। তাহা হইলে সে আপন জীবন রক্ষা করিবার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করিত, সুতরাং জীবিত লোককে এইরূপে বন্ধন করিয়া জলের মধ্যে প্রোথিত করা নিতান্ত সহজ হইত না।

দারোগা। লোক সংখ্যা অধিক হইলে জীবিত অবস্থায় এরূপ ভাবে জলের মধ্যে প্রোথিত করা যে একবারে অসম্ভব, তাহা হইতে পারে না।

হেড কঃ। হইতে পারে ; লোক সংখ্যা অধিক হইলে উহাকে আনায়াসেই ধরিয়া এরূপ করিয়া জলের মধ্যে প্রোথিত করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার মুখ বন্ধ করিবে কি প্রকারে ? তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে প্রাণের ভয়ে চীৎকার করিত, ও তাহার চীৎকার শব্দ এই সদর রাস্তার ধারে নিশ্চয়ই কোন না কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত !

দারোগা। কেন, উহার মুখ বাঁধিয়া দিয়া বা তাহা চাপিয়া ধরিয়া কি এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না ?

হেড কঃ। পারে না, এ কথা আমি বলিতেছি না ; কিন্তু, তাহার কোনরূপ চিহ্ন তো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

দারোগা। সে যাহা হউক, অনুসন্ধান করিলে ক্রমে সমস্ত কথা বহির হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। এখন আমাদিগের প্রধান কার্য্য এই যে, এই মৃতদেহ কাহার, তাহা অগ্রে স্থির করা।

হেড কঃ। তাহা তো নিশ্চয়ই। তদ্ব্যতীত, আরও একটী বিষয় আমাদিগের দেখা কর্ত্তব্য।

দারোগা। কি ?

হেড কঃ। মৃতদেহটী প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল ; উহার পরিধানে কেবল মাত্র একখানি ধুতি ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র নাই; যে ব্যক্তি অশ্বারোহণে গমনাগমন করে, সে একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রায়ই যায় না ; তাহার চাদর, পিরাণ, ও জুতা প্রভৃতি নিশ্চয়ই থাকে। এরূপ অবস্থায় ঐ সকল দ্রব্যের অনুসন্ধান করিয়া দেখা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। অনুসন্ধান করিলে হয়তো ঐ সকল দ্রব্যও এই দোয়ার কোন না কোন স্থানে পাওয়া যাইতে পারে।

## ২৩

হেড কনষ্টবলের কথা শুনিয়া দারোগাবাবু সেই সকল ধীবরগণকে পুনরায় বস্ত্রাদির অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। ধীবরগণ দারোগাবাবুর আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক

সঙ্গে সঙ্গে জালক্ষেপণ করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় একঘণ্টাকাল অনুসন্ধান করিবার পর, এক জনের জালে একটী গাটুরি বাধিয়া গেল। ঐ গাটুরিটী উঠাইলে দেখিতে পাওয়া গেল যে, একটী পিরাণ, একখানি চাদর, ১ জোড়া জুতা, ও দুই খানি বড় বড় ইট একখানি গামছায় বাঁধা রহিয়াছে। উহা দেখিয়া অনুমিত হইল, যে ঐ সকল দ্রব্যও ঐ দোয়ার ভিতর কে ফেলিয়া দিয়াছে, ও যাহাতে উহা ভাসিয়া উঠিতে না পারে, তাহার নিমিত্ত উহার সহিত দুইখনি থান ইট বাঁধিয়া দিয়াছে।

এই সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইবার পর, হেড কনেষ্টবল ঐ মৃতদেহটী "দোয়ার" পার্শ্ব হইতে উঠাইয়া সদর রাস্তার উপর রাখিলেন ও পথিকগণের প্রত্যেককে ডাকাইয়া উহা দেখাইতে লাগিলেন। "দোয়ার" ভিতর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, এই কথা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমুহ হইতে অনেক বালক, যুবক ও স্ত্রীলোক উহা দেখিবার নিমিত্ত সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। গোচারকগণ আপন আপন গরু ময়দানে ছাড়িয়া দিয়া, সেই স্থানে আগমন করিল। কৃষকগণ কৃষিকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক, ঐ মৃতদেহ যে কাহার, তাহা দেখিবার নিমিত্ত, সেই স্থানে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে সেইস্থান একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। হেড কনেষ্টবল তাহাদিগের প্রত্যেককেই উহা দেখাইতে লাগিলেন।

২৪

দারোগাবাবু কয়েক জন চৌকিদার লইয়া ঐ দুই খানি ইট সহিত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ঐ প্রকারের আরও ইট আছে কি না, তাহা দেখিবার বাসনায় তিনি সেই স্থান হইতে গমন করিলেন। কারণ যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ জমি সকল কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং, উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ঐ প্রাকারের কোন ইট থাকিবার সম্ভাবনা নাই নিতান্ত নিকটে কোন গ্রামও নাই, সুতরাং ইটও দেখিতে পাওয়া যায় না; ইট কেবল নিকটবর্ত্তী নীলের কুঠিতে ছিল। ঐ কুঠির কোন স্থানে ঐ প্রকারের আরও ইট পড়িয়া আছে কি না, বা উহার কোন স্থান হইতে ঐ ইট দুই খানি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে কি না, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত দারোগাবাবু ধীরে ধীরে সেই নীলকুঠিতে গমন করিলেন। জনৈক নীলকর সাহেব ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকেন; সুতরাং, একজন সামান্য দেশীয় কর্ম্মচারীর পক্ষে সেই স্থানে গমন করিয়া অনুসন্ধান করা নিতান্ত সহজ নহে তথাপি দারোগাবাবু আপন সাহসের উপর নির্ভর করিয়া ধীরে

ধীরে সেই নীলকুঠির হাতার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় ঘটনাক্রমে, সেই কুঠির গ্লাসকট্ নামক নীলকরসাহেবও অশ্বারোহণে তাঁহার দাওয়ানের সহিত কুঠি হইতে বহির্গত হইতেছিলেন। পুলিস কর্ম্মচারিগণকে সেই কুঠির মধ্যে গমন করিতে দেখিয়া, সাহেব তাঁহার সমভিব্যাহারী দাওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহারা" কে?"

উত্তরে দাওয়ান কহিলেন, "অনুমান হইতেছে, উহারা পুলিস-কর্ম্মচারী। কোন কার্য্যের নিমিত্ত বোধ হয়, কুটীর মধ্যে গমন করিতেছে।"

পুলিস-কর্ম্মচারীকে বল, "যে পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগমন না করি, সেই পর্য্যন্ত উহারা যেন আমার কুঠির ভিতর গমন না করে। কোন আবশ্যক থাকে, আমি প্রত্যাগমন করিলে যেন আমার নিকট আগমন করে।"

সাহেবের এই কথা শুনিয়া দাওয়ান সেই পুলিস-কর্ম্মচারীর নিকট গমন করিলেন ও সাহেবের আদেশ তাঁহাকে কহিলেন। সাহেবের কথা শুনিয়া দারোগা বাবুকে নির্ব্বাক্ হইয়া সেইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে হইল; কারণ, তিনি সাহেবের বিনা অনুমতিতে ঐ স্থানে বলপূর্ব্বক গমন করিতে পারেন, আইন অনুযায়ী এমন কোন বিষয় তিনি এ পর্য্যন্ত সাহেবের বিপক্ষে প্রাপ্ত হন নাই।

২৫

দারোগা বাবু সেই সময় তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পক্ষান্তরে একটু অপমানিত হইয়া, তাঁহাকে সেইস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। এই নিমিত্ত তাঁহার মনে একটু ক্রোধের উদয় হইল। কিন্তু সেই ক্রোধভাব প্রকাশ না করিয়া, তিনি সেইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

দারোগাবাবু মনে মনে একটু ক্রোধান্বিত হইয়া নীলকুঠি হইতে বহির্গত হইলেন ও যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দারোগা বাবু সেই স্থানে আসিয়া দুই দিবস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতেছেন, এই কথা ক্রমে নিকটবর্ত্তী সমস্ত গ্রামের চৌকিদারগণ অবগত হইতে পারিল, ও ক্রমে ক্রমে তাহারাও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ঐ সকল চৌকিদারগণের মধ্যে এক ব্যক্তি ঐ মৃতদেহটী উত্তমরূপে দেখিয়া কহিল, "মৃতদেহের অবস্থা এখন যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে উহা যে কাহার মৃতদেহ, তাহা চিনিতে পারা নিতান্ত সহজ নহে; কিন্তু, ইহার অবয়বের সহিত "নিকটবর্ত্তী এক খানি গ্রামের রামগতি বিশ্বাসের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।"

চৌকিদারের এই কথা শুনিয়া দারোগা বাবু কহিলেন, "রামগতি বিশ্বাস" কে, ও

তিনি কি কার্য্য করিয়া দিন যাপন করিয়া থাকেন ?

চৌকিদার। তিনি নীলকুঠিতে গোমস্তাগিরি কার্য্য করিয়া থাকেন।

দারোগা। কর্ম্ম করেন তো নীলকুঠিতে কিন্তু, থাকেন কোথায় ? নীলকুঠীর হাতার মধ্যেই কি তাঁহার বাসা আছে ?

চৌকিদার। না, তিনি নীলকুঠির কার্য্য করেন বটে, কিন্তু নীলের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংস্রব নাই। তিনি 'মালের' গোমস্তা ; নিজের বাড়িতে বসিয়াই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

দারোগা। যে গ্রামে রামগতি বিশ্বাসের বাটী তুমি কি সেই গ্রামের চৌকিদার ?

চৌকিদার। হাঁ মহাশয়, আমি সেই গ্রামের চৌকিদার; কিন্তু আমার বাটী সেই গ্রামে নহে, নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে আমার বাসস্থান।

দারোগা। যে গ্রামের তুমি চৌকিদার, সেই গ্রামে তুমি কোন্ সময় গমন করিয়া থাক ?

চৌকিদার। সেই গ্রামে গমন করিবার আমার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। চৌকি দিবার নিমিত্ত প্রত্যহ রাত্রিতে আমি সেই গ্রামে গমন করিয়া থাকি ; তদ্ব্যতীত, দিনমানেও প্রায় গিয়া থাকি। এককথায়, যখন আবশ্যক হয়, তখনই আমি সেই গ্রামে গমন করিয়া থাকি।

দারোগা। তুমি যে গ্রামের চৌকিদার সেইগ্রামের আর কোন চৌকিদার এখন এই স্থানে উপস্থিত আছে ?

চৌকিদার। না, আর কাহাকেও তো এখন এখানে দেখিতে পাইতেছি না।

দারোগা। রামগতি বিশ্বাস এখন তাঁহার গ্রামে উপস্থিত আছেন কি না, তাহা তুমি বলিতে পার ?

চৌকিদার। না, আমি তাঁহাকে চারি পাঁচ দিবস দেখি নাই।

দারোগা। তুমি এখন ইহা গিয়া জানিয়া আসিতে পারিবে কি, যে তিনি এখন কোথায় আছেন ?

চৌকিদার। কেন পারিব না, মহাশয় আমি এখনই গমন করিতেছি।

চৌকিদারের কথা শুনিয়া দারোগা বাবুর মনে দুইটী কারণে কেমন একরূপ সন্দেহ হইল। প্রথমতঃ, রামগতি বিশ্বাসের সঙ্গে ঐ মৃতদেহের অনেকটা সাদৃশ্য আছে দ্বিতীয়তঃ, যে নীলকর সাহেব তাঁহাকে কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই, তাঁহারই অধীনে তিনি গোমস্তাগিরি কার্য্য করিয়া থাকেন।

দারোগাবাবুর মনে এইরূপ একটু সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তিনি রামগতি বিশ্বাসের সংবাদ আনিবার নিমিত্ত কেবলমাত্র সেই চৌকিদারকে প্রেরণ না করিয়া হেড-কনেষ্টবলকেও তাহার সহিত পাঠাইয়া

দিলেন। যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেই স্থান হইতে রামগতি বিশ্বাসের বাসস্থান ৩।৪ ক্রোশের অধিক নহে। দারোগাবাবুর আদেশ পাইবামাত্র হেড কনেষ্টবল তাঁহার অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রুতগতি রামগতির গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে যাহারা রামগতি বিশ্বাসকে চিনিত, দারোগাবাবু তাহাদিগকে ডাকাইয়া, ঐ মৃতদেহ দেখাইতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ কহিল, ইহা রামগতি বিশ্বাসের মৃতদেহ, কেহ কহিল রামগতি বিশ্বাসের আকৃতি এই মৃতদেহের সহিত অনেকটা মিলে বটে কিন্তু বোধ হইতেছে, ইহা তাঁহার মৃতদেহ নহে।

২৬

এইরূপে ক্রমে চারি ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। চারি ঘণ্টা পরে সকলেই দেখিতে পাইলেন, যে দিকে হেড কনেষ্টবল গমন করিয়াছিলেন সেই দিক হইতে দুই ব্যক্তি অশ্বারোহণে আগমন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা আসিয়া দারোগাবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। উহাদিগের মধ্যে একজন সেই হেড কনষ্টবল, অপর ব্যক্তি রামগতি বিশ্বাসের সহোদর।

রামগতির ভ্রাতা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুতপদে সেই মৃতদেহের নিকট গমন করিলেন ও উহা দেখিবামাত্রই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন, ঐ মৃতদেহ তাঁহার ভ্রাতার। দারোগা বাবু তখন তাঁহাকে কহিলেন "এখন আর রোদন করিবার সময় নাই; ইহার পরে রোদন করিবার বিস্তর সময় প্রাপ্ত হইবেন, এখন যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক আপনার ভ্রাতার এই অবস্থা ঘটিয়াছে সেই ব্যক্তি যাহাতে ধৃত হয় ও উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহার চেষ্টা করাই আপনার কর্ত্তব্য। বৃথা রোদন করিয়া সময় নষ্ট করিবার সময় এখন নহে।"

রামগতির ভ্রাতা। আমাকে কি করিতে হইবে মহাশয়?

দারোগা। আপনি বেশ চিনিতে পারিয়াছেন, ইহা আপনার ভ্রাতা রামগতির মৃতদেহ?

রামগতির ভ্রাতা। উত্তমরূপে চিনিতে পারিয়াছি ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দারোগা। এই চাদর, পিরাণ, গামছা ও জুতা কাহার?

রামগতির ভ্রাতা। ইহাও আমার ভ্রাতার।

দারোগা। এই জিন লাগাম প্রভৃতি?

রামগতির ভ্রাতা। ইহাও আমাদিগের। দাদা যখন কোন স্থানে অশ্বারোহণে গমন করিতেন তখন তিনি এই জিন লাগামই ব্যবহার করিতেন।

দারোগা। আজ কয়দিবস হইতে তিনি তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করিয়াছেন?

রামগতির ভ্রাতা। অদ্য চারিদিবস হইল।

দারোগা। তিনি কোথায় গমন করিয়াছিলেন?

রামগতির ভ্রাতা। তাঁহার মনিবসাহেবের সহিত সাক্ষ্যাৎ করিবার মানসে কুঠিতে আসিয়াছিলেন।

দারোগা। কি কারণে তিনি গিয়াছিলেন, তাহা আপনি কিছু বলিতে পারেন?

রামগতির ভ্রাতা। তাহা আমি অবগত নহি; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, কুঠির দুইজন বরকনদাজের সহিত গমন করিয়াছিলেন।

দারোগা। আপনি যতদূর অবগত আছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আমার নিকট বলুন দেখি।

দারোগাবাবুর কথার উত্তরে রামগতির ভ্রাতা কহিলেন, "আমার ভ্রাতা রামগতি বিশ্বাস অনেক দিবস হইতে নীলকরসাহেবের অধীনে গোমস্তাগিরি কর্ম্ম করিতেন। আমাদিগের সামান্য একটু জমিদারী আছে। উহা বরাবরই আমাদিগের খাস দখলে ছিল। কিন্তু নীলকরসাহেব ঐ জমিদারীটুকু আমাদিগের নিকট হইতে কোনরূপে গ্রহণ করিবার মানসে অনেকরূপ চেষ্টা করেন, ও পরিশেষে আমাদিগের উপর অনেকরূপ অত্যাচার আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের অত্যাচার আমরা কোনরূপে সহ্য করিতে না পারিয়া, পরিশেষে সাহেবের প্রস্তাবেই সম্মত হই, ও যে গ্রামখানি আমাদিগের জমিদারী ছিল, তাহা দশ বৎসরের জন্য ইজারা করিয়া দিই। ঐ গ্রামের আদায় উসুল করিবার নিমিত্ত নীলকরসাহেব দাদাকে গোমস্তাগিরি কার্য্য প্রদান করেন। তিনি যে আমাদিগের উপর বিশেষরূপ সদয় ছিলেন বলিয়া এই কার্য্যে দাদাকে নিযুক্ত করেন, তাহা নহে। ঐ গ্রামে অপর লোক আগমন করিলে, তিনি সহজে প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় উসুল করিতে পারিবেন না, ও প্রজাগণকে সহজে নীলের দাদন লইতে স্বীকার করাইতে পারিবেন না বলিয়াই, তিনি দাদার হস্তে ঐ কার্য্যভার অর্পণ করেন। দাদাও তাঁহার সাধ্যমত মনিবের কার্য্য যতদূর সম্ভব, তাহা সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন সাহেবও তাঁহার উপর বিশেষরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন।

সম্প্রতি কয়েকখানি গ্রামে প্রজাগণ কিছুতেই নীলবুনানি করিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দলবদ্ধ হইয়াছে, ও নীল কুঠির সাহেবের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে; দাদা যে গ্রামের তহশীলদারী করিতেন, ঐ গ্রামের প্রজাগণও নীলবিদ্রোহী প্রজাগণের সহিত মিলিত হইয়া, নীলবুনানি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহেবকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে। সাহেব এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, একদিবস স্বয়ং আসিয়া দাদার নিকট

উপস্থিত হন, ও তাঁহাকে কহেন "তুমি প্রজাগণের সহিত মিলিত হইয়া আমার নীলবুনানি কার্য্য বন্ধ করিয়াছ। তোমার অভিমত না পাইলে তোমার প্রজাগণ কখনই তোমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, আমার নীলের কার্য্যের ক্ষতি করিতে সাহসী হইত না। তুমি প্রজাগণকে এখনও বুঝাইয়া দাও, ও যাহাতে তাহারা নীলবুনানি করে, তাহার বন্দোবস্ত কর; নতুবা, ইহার নিমিত্ত তোমাকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হইবে।"

সাহেবের কথার উত্তরে দাদা কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমি আপনার চাকরী করি; যাহাতে আপনার অনিষ্ট হয়, এরূপ কার্য্যে আমি কখনই হস্তক্ষেপ করিব না। প্রজাগণ প্রকৃতই আমার অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কিছুতেই আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। যাহাতে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় নীলবুনানি করে, তাহার নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে বিস্তর বুঝাইয়া দেখিয়াছি ও অনেকরূপ ভয় প্রদর্শনও করিয়াছি; কিন্তু, তাহারা কিছুতেই আমার কথায় সম্মত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় আমি প্রজাগণকে যে পুনরায় সহজে বশীভূত করিতে পারিব, তাহা বোধ হয় না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি প্রজাগণের কোনরূপ পরামর্শের মধ্যে নাই।"

দাদার কথা শুনিয়া সাহেব অতিশয় ক্রোধভাব প্রকাশ করিলেন ও কহিলেন, "আমি সব শুনিয়াছি ও সকল কথা জানিতে পারিয়াছি। এই গ্রামের সমস্ত প্রজা দলবদ্ধ হইয়া নীলবুনানি বন্ধ করার মূলই তুমি। আমি তোমাকে এখনও বলিতেছি যে, সহজে প্রজাগণ যাহাতে অবাধ্য না হয়, তাহার চেষ্টা তুমি কর, ও দুই দিবস পরে আমার নিকট কুঠিতে গিয়া সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া আইস।" এই বলিয়া সাহেব সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; দাদার আর কোন কথা তিনি শ্রবণ করিলেন না।

২৭

এদিকে দুই দিবস অতীত হইয়া গেল; কিন্তু, দাদা সাহেবের কুঠিতে আর গমন করিলেন না। তিনি কুঠিতে গমন করিলেন না দেখিয়া আমি দাদাকে কহিয়াছিলাম "দাদা, সাহেব আপনাকে কুঠিতে গমন করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু, কৈ আপনি তো গমন করিলেন না?" উত্তরে দাদা আমাকে বলিয়াছিলেন "সাহেব যখন আমার উপর কুপিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট কুঠিতে কি আর গমন করিতে আছে! উহারা সাহেবলোক; যদি রাগভরে হঠাৎ আমাকে অবমাননা করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে আমি কি করিতে পারিব; সুতরাং, সেই স্থানে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। না হয় চাকরী হইতে সাহেব আমাকে জবাব দিবেন।"

দাদার এইরূপ কথা শুনিয়া আমি আর

কোন কথা কহিলাম না। দাদাও কুঠিতে গমন করিলেন না। চারি পাঁচ দিবস এইরূপে অতীত হইয়া যাইবার পর, এক দিবস একজন বরকনদাজ একখানি পত্র সহ আমাদিগের বাটীতে উপস্থিত হইল। পত্রখানি নায়েবের স্বাক্ষরিত উহাতে লেখা ছিল, "আমি শ্রীযুক্ত মনিব সাহেবের আদেশ অনুসারে লিখিতেছি আপনাকে এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং আপনাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন ; কিন্তু, আপনি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এপর্য্যন্ত কুঠিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন না। এই কারণে মনিব বাহাদুর আপনার উপর বিশেষরূপ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ; কিন্তু, আমি অনেক রূপ বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছি। তথাপি আপনি একবার এখানে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমার নিকট আসিলে আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া মনিব বাহাদুরের নিকট লইয়া যাইব।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া কি কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই দাদা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আমি কিন্তু কহিলাম, "যখন নায়েব মহাশয় আপনাকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, তখন একবার গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য! কারণ, যে মনিবের নিকট চাকরি করিতে হইবে, তিনি যখন ডাকিতেছেন, তখন তাঁহার নিকট গমন করা উচিৎ ; ও তাঁহার আদেশ কোনরূপেই লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে।"

আমার কথা শুনিয়া দাদা কহিলেন, "তোরা ছেলে মানুষ বুঝিস্ কি! সাহেব লোক কুপিত হইলে যে পর্য্যন্ত সেই ক্রোধ প্রশমিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত কিছুতেই তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন করিতে নাই।"

আমাকে এইরূপ বলিয়া দাদা নীলকুঠির নায়েবকে একখানি পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের সার মর্ম্ম এইরূপ :—"আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম ; কিন্তু, আমার শরীর নিতান্ত অসুস্থ বলিয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। ক্ষমা করিবেন ও মনিব বাহাদুরকে ক্ষমা করিতে কহিবেন। দিন দিন আমার শরীরের অবস্থা যেরূপ হইতেছে, তাহাতে আমার বর্ত্তমান চাকরি যে করিয়া উঠিতে পারিব, সে আশা আমার নাই ; সুতরাং, আমি আমার চাকরি পরিত্যাগ করিলাম। মনিব বাহাদুরকে বলিয়া আপনি অন্য একজন গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিবেন। আমি তাঁহার নিকট আমার নিকাশ দিয়া আপনাদিগের নিকট হইতে অবকাশ গ্রহণ করিব। শরীর সুস্থ হইলে মনিব বাহাদুর যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুনরায় আমাকে চাকরি প্রদান করেন, তাহা হইলে পুনরায় আপনাদিগের তাঁবেদারিতে হাজির হইব। আমার ইচ্ছা ছিল, আপনার নিকট স্বয়ং গমন করিয়া এই সকল

বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিব কিন্তু, অধীনের অবস্থা ভাল না থাকায়, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন ও যত শীঘ্র পারেন, আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারে এরূপ লোক পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।"

দাদা পত্রখানি সেই বরকনদাজের হস্তে প্রদান করিলেন ও তাহাকে বক্‌সিস্ বলিয়া একটী টাকাও দিলেন। বরকনদাজ পত্র লইয়া হৃষ্ট মনে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ইহার পর, দুই দিবস আর কোন লোকজন বা চিঠিপত্র কুঠি হইতে আসিল না। তৃতীয় দিবসে অতিশয় প্রত্যুষে দুইজন বরকনদাজ আসিয়া আমাদিগের বাটীতে উপস্থিত হইল। উহাদিগের সহিত সাহেবের স্বাক্ষরিত একখানি হুকুমনামা ছিল। উহাতে লেখা ছিল, "খুবারি সিংহ বরকনদাজের উপর এই আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে সে অপর যে কয়েকজন বরকনদাজের সাহায্য লওয়া বিবেচনা করিবে, তাহাদিগের সহায্য লইয়া গোমস্তা রামগতি বিশ্বাসকে আমার সম্মুখে লইয়া আসিবে। হুকুম জরুরী বিবেচনায় যেন তামিল করা হয়।"

হুকুম দেখিয়া দাদা কহিলেন, "এবার দেখিতেছি কুঠিতে গমন না করিলে আর চলিবে না। সহজে যদি আমি গমন না করি, তাহা হইলে বরকনদাজগণ অবমানিত করিয়া যে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় গমন করাই কর্ত্তব্য।"

এই বলিয়া দাদা দুইজন বরকন্দাজকে ২টী করিয়া ৪টী টাকা প্রদান করিলেন, ও কহিলেন, "এই লও তোমাদিগের খোরাকী; ও এস্থানে আহারাদি করিয়া অপেক্ষা কর। অদ্য আহারান্তে বৈকালে বা কল্য প্রত্যুষে তোমাদিগের সহিত কুঠিতে গমন করিব।"

বরকনদাজগণ রামগতি বিশ্বাস গোমস্তাকে উত্তমরূপে জানিত ও মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট আসিয়া খোরাকী বা বক্‌সিস বলিয়া কিছু কিছু লইয়া যাইত; সুতরাং, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহারা সেইস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেই দিবস বৈকালেও দাদা গমন করিলেন না। পর-দিবস অতিশয় প্রত্যুষে তিনি আপন ঘোঁড়াটী সজ্জিত করিয়া তাহার উপর আরোহণপূর্ব্বক সেই রবকনদাজদিগের সঙ্গে গমন করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "অদ্যই, নাগাইত সন্ধ্যা প্রত্যাগমন করিব। তবে যদি কোন কারণে ফিরিয়া আসিতে না পারি, তাহা হইলে একদিবস বিলম্ব হইলেও হইতে পারে।"

এই বলিয়া দাদা বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন; কিন্তু, সে দিবস আর প্রত্যা-গমন করিলেন না। পর দিবসও ফিরিয়া

আসিলেন না। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় আমাদিগের একটী ভৃত্য আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বড় বাবু কখন ফিরিয়া আসিলেন?" উত্তরে আমি কহিলাম, "তিনি তো এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করেন নাই।" আমার কথা শুনিয়া ভৃত্য কহিল "কেন আসিবেন না? তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ঘোঁড়া বাগানের ভিতর চরিতেছে; আমি এখনই দেখিয়া আসিলাম।"

পরিচারকের কথা শুনিয়া আমি তাহার সহিত বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহার কথা প্রকৃত। যে অশ্বে আরোহণ করিয়া, দাদা বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিলেন, সেই অশ্বটী প্রত্যাগমন করিয়াছে; কিন্তু, দাদা প্রত্যাগমন করেন নাই। অশ্বটীকে দেখিয়া আমার মনে একটু আশঙ্কা হইল। একবার ভাবিলাম, হয়তো দাদাকে কোনস্থানে উহার পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে, তিনি হয় তো আহত হইয়া কোনস্থানে পতিত আছেন; নতুবা, প্রত্যাগমন করিলেন না কেন? আবার ভাবিলাম, পৃষ্টের উপর হইতে যদি সে তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়া আসিবে, তাহা হইলে জীন তো উহাতেই থাকিবে; কিন্তু, যখন উহার পৃষ্টোপরি জীন নাই, তখন সে কখনই দাদাকে ফেলিয়া দেয় নাই, হয় তো কোনস্থানে চরিয়া খাইবার নিমিত্ত দাদা উহাকে "ছাঁদিয়া" বাঁধিয়া দিয়াছিলেন দড়া ছিঁড়িয়া হয় তো সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে। মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিতে লাগিলাম সত্য, কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এদিকে দাদার প্রত্যাগমনের যতই বিলম্ব হইতে লাগিল মনে মনে ততই আশঙ্কা আসিয়া উপনীত হইতে লাগিল। অদ্য দাদার অনুসন্ধানে গমন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারই সেই ঘোঁড়ায় আরোহণ করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছি, এরূপ সময়ে জমাদার গিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা শুনিয়া, তাঁহারই সহিত আমি এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি।"

২৮

রামগতির ভ্রাতার কথা শুনিয়া দারোগাবাবু স্পষ্টই বলিয়া উঠিলেন, "এই কার্য্য দেখিতেছি সাহেব দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। সাহেব ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, ইহা আমি শপথ করিয়া এখন বলিতে পারি।"

রামগতির ভ্রাতার সমস্ত কথা শেষ হইয়া গেলে, দারোগাবাবু মনে করিলেন, "এরূপ অবস্থায় কুঠির ভিতর গিয়া অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য কি না?" পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, সাহেব কর্ত্তৃক যখন একবার অবমানিত হইয়া সেইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তখন সেই সাহেবের বিরুদ্ধে বিশেষরূপ

প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া, তাঁহার কুঠির হাতার মধ্যে আর কখনই প্রবেশ করিবেন না।

দারোগাবাবু যখন মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, সেই সময় রামগতির ভ্রাতা দারোগাবাবুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! ঐ খুবারিসিং জমাদার আসিতেছে উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলেই আপনি বেশ বুঝিতে পারিবেন, যে আমার কথা সত্য কি না!" এই বলিয়া একজন পশ্চিমদেশীয় লোককে রামগতির ভ্রাতা দেখাইয়া দিল।

দারোগাবাবু দেখিলেন, মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরা, অঙ্গে একটী মৃজাই আঁটা, ও মস্তকে একটী প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ী বাঁধা একজন পশ্চিমদেশীয় লোক, প্রায় পাঁচ হস্ত পরিমিত একটী বংশদণ্ড স্কন্ধে ফেলিয়া সেইস্থান দিয়া গমন করিতেছে। রামগতির ভ্রাতা খুবারি সিং জমাদার বলিয়া ইহারই পরিচয় দারোগাবাবুকে প্রদান করিয়াছিল।

দারোগাবাবুর আদেশ অনুযায়ী দুইজন চৌকীদার তাহার নিকট গমন করিয়া কহিল, "ঐ দারোগাবাবু বসিয়া আছেন, ও তিনি আপনাকে ডাকিতেছেন,।"

চৌকীদারের কথা শুনিয়া খুবারি সিং দারোগাবাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রামগতির ভ্রাতা দারোগাবাবুকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে তিনি খুবারিকে কহিলেন। খুবারি ঐ সকল কথা শুনিয়া কহিল, "বিশ্বাস মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। গোমস্তাবাবু আমাদিগের সহিত কুঠিতে আসিয়াছিলেন। আমারা তাঁহাকে লইয়া সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি আমাদিগকে বিদায় করিয়া দেন, ও গোমস্তাবাবুকে কহেন, 'তুমি দাওয়ানখানায় গিয়া অপেক্ষা কর। সময়মত আমি তোমাকে ডাকিব।' সাহেব বাহাদুরের এই কথা শুনিয়া গোমস্তাবাবু দাওয়ানখানার দিকে গমন করিলেন। আমরাও আমাদিগের বাসায় চলিয়া আসিলাম। ইহার পর যে কি হইয়াছে, তাহা আর আমরা অবগত নহি।

দারোগা। গোমস্তাবাবু কি তাঁহার ঘোঁড়ায় চড়িয়াই সাহেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন?

খুবারি সিং। ও বাবা! ঘোঁড়ায় চড়িয়া সাহেবের সম্মুখে যায় কাহার সাধ্য? হাতার ভিতর একটী গাছে ঘোঁড়াকে বাঁধিয়া তিনি আমাদিগের সহিত হাঁটিয়া গমন করিয়াছিলেন।

দারোগা। ঘোঁড়ার জীন কোথায় রাখিয়া দিয়াছিলেন?

খুবারি। ঘোঁড়া হইতে জীন লাগাম প্রভৃতি কিছুই খোলেন নাই। লাগাম দিয়া ঘোঁড়াটীকে গাছের সহিত বাঁধিয়াছিলেন। জীন তাহার পিঠের উপরই ছিল।

খুবারি সিংএর কথা শুনিয়া দারোগাবাবু বেশ বুঝিতে পারিলেন, এখন নীলকুঠির

হাতার মধ্যে গিয়া অনুসন্ধান করিতে ন পারিলে, প্রকৃত কথা বাহির হইবে না। এখন তাঁহার অনুমান হইল, হয়তো নীলকরসাহেব ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া, রামগতি বিশ্বাসকে প্রহার করেন ও সেই প্রহার সহ্য করিতে না পারায় রামগতির মৃত্যু হয়, পরিশেষে তাঁহার মৃতদেহ এইরূপ উপায়ে গোপন করিয়া রাখা হয়। আরও তিনি অনুমান করিলেন যে এই কার্য্য যদি সাহেবের নিজহস্তে সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি যেস্থানে বাস করিয়া থাকেন বা যেস্থানে বসিয়া বিষয়কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ইহা সেইস্থানেই হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু সেইস্থান কুঠির অভ্যন্তরীণ অপর কোন স্থান নহে; তাঁহার ঘর অর্থাৎ যে স্থানকে "খাস কামরা" বলিয়া থাকে সেই ঘর বা তাহার সংলগ্ন অপর কোন ঘর। ঐ স্থানে যদি এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে অপর কোন সাক্ষী পাইবার উপায় নাই। এক মেম সাহেব সেইস্থানে থাকেন; তিনি যদি দেখিয়াও থাকেন তাহা হইলে তিনি কি আপন স্বামীর বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন? অপর লোকের মধ্যে তাঁহার বেহারাগণ ও সর্দ্দার বেহারা সর্ব্বদাই সাহেবের নিকট থাকে। তাহারা সে সকল বিষয় জানিলেও জানিতে পারে; কিন্তু বেহারাগণের মধ্যে সকলে এক সময় উপস্থিত থাকে না, সময়মত আসিয়া আপনাপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে সেই সময় কোন কোন ব্যক্তি সেইস্থানে উপস্থিত ছিল তাহাই বা স্থির করিতে পারা যাইবে কি প্রকারে? সর্দ্দার বেহারা যদি সকল কথা স্বীকার করে ও সকল কথা বলিয়া দেয় তাহা হইলেই সমস্ত অবগত হইতে পারা যাইবে; নতুবা এই মোকদ্দামার কিনারা করা নিতান্ত সহজ হইবে না। আর এক কথা যদি এই অনুমানই প্রকৃত হয় তাহা হইলে সাহেব নিজে কিছু আসিয়া দোয়ার মধ্যে এইরূপ অবস্থায় ঐ লাস প্রোথিত করিয়া যান নাই; আর নিজেও যদি আসিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ লাস কিছু নিজে বহন করিয়া লইয়া আসেন নাই, বিশেষ একজনে কখনই ঐ লাস বহন করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় অপরাপর লোকজন দ্বারা যে এই লাস আনীত ও প্রোথিত হইয়াছিল তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনুসন্ধান করিয়া যদি ঐ সকল লোককে বাহির করিতে সমর্থ হই ও তাহারা যদি প্রকৃত কথা কহে তাহা হইলেও এই মোকদ্দামার কিনারা হইবার কিছু না কিছু আশা হয়।

২৯

সাহেবের সর্দ্দার বেহারা ও অপরাপর বেহারাগণ সকলেই সাঁওতাল দেশীয় লোক, বঙ্গদেশে তাহারা "বুনো" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নীলকুঠির অধিকাংশ কার্য্যই

ঐ বুনোদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। উহারা সাহেবদিগের বিশেষরূপ অনুগত। উহারা স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া নীলকরসাহেব দিগের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে ও তাঁহা-দিগের সমস্ত লালসা পূর্ণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। উহাদিগের বাস করিবার নিমিত্ত নীলকরগণ কুঠির ব্যয়ে ঘর সকল প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন। ঐ সকল ঘর প্রায় একস্থানেই প্রস্তুত হয় এবং উহাতে সকলে মিলিয়া বাস করিয়া থাকে। এই রূপে যে স্থানে উহারা বাস করিয়া থাকে সেই স্থানটী ক্রমে একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে পরি-গণিত হয়। তখন উহা "ধাওড়া" বা "বুনো ধাওড়া" নামে অভিহিত হয়। ঐ সকল ধাওড়া প্রায়ই নীলকুঠির অতিশয় সন্নিকটে বা কুঠির সীমার মধ্যেই স্থাপিত হইয়া থাকে। বুনো বা বুনোরমণীগণকে অপর কোন স্থানে প্রায় কর্ম্ম করিতে হয় না। নীলকুঠীর সমস্ত কার্য্যই তাহাদিগদ্বারা নির্ব্বাহিত হয় ও নীলকুঠি হইতেই তাহারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। যে কুঠির কথা এই স্থানে বিবৃত হইতেছে, উহাতেও বুনোগণের ধাওড়া ছিল। এই ধাওড়া স্থাপিত ছিল—পূর্ব্বকথিত দোয়ার একপার্শ্বে ও নীলকুঠির অতিসন্নিকটে সাহেবের সর্দ্দার বেহারা ও অপরাপর বুনো পরিচারকগণও ঐ ধাওড়ায় বাস করিত।

দারোগা বাবু এই সকল বিষয় জানিতে পারিয়া, তাঁহার সমস্ত লোক জন ও খুবারি সিংএর সহিত সেই "ধাওড়ার" ভিতর গমন করিবার পূর্ব্বেই মৃতদেহ পরীক্ষার্থ জেলায় পাঠাইয়া দিলেন।

"ধাওড়ার" ভিতর প্রবেশ করিলে যাহাতে উহা হইতে কোন লোক বাহিরে গমন করিতে না পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার বন্দোবস্ত করিলেন; অর্থাৎ "ধাওড়ার" চতুষ্পার্শ্বস্থ ময়দানের মধ্যে কতকগুলি চৌকিদার রাখিয়া দিলেন।

এই সময় দারোগা বাবুর মনে হইল যে তিনি বাঙ্গালী হইয়া সাহেবের বিপক্ষে খুনি মোকর্দ্দামার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সুতরাং, এ সংবাদ এখন তাঁহার উর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া টেলিগ্রাফযোগে এই সংবাদ ইংরাজ কর্ম্ম-চারিগণের নিকট প্রেরণ করিবার মানসে তিনি পূর্ব্বোক্ত হেডকনেষ্টবলকে রেলওয়ে ষ্টেসনে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ স্থান হইতে রেলওয়ে ষ্টেসন অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক হইবে না।

যে সবডিবিজনের অন্তর্গত স্থানে ঐ মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, তথায় সেই সময় একজন ইংরাজ বিচারক ছিলেন। হেড কনেষ্টবল তাঁহার নিকট, ও জেলার পুলিসের বড় সাহেবের নিকট টেলিগ্রাফযোগে নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠাইয়া দিলেন।

"লোকনাথ পুরের নীলকুঠীর সংলগ্ন দোয়ার

জলের ভিতর একটী মৃতদেহ বন্ধন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। অনুমান হইতেছে নীলকুঠীর সাহেবদ্বারা অথবা তাঁহারই আদেশে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে ও পরিশেষে ঐ মৃতদেহ জলের ভিতর প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছে। স্থানীয় পুলিস অনুসন্ধান করিতেছে। বোধ হইতেছে আর একটু প্রমাণ সংগৃহীত হইলেই, নীলকর সাহেবকে এই মোকর্দ্দামায় ধৃত করিতে হইবে ও তাঁহাকে কয়েদ অবস্থাতে রাখিতে হইবে। গোচরার্থ এই সংবাদ প্রেরিত হইল।"

"ধাওড়ার" চতুর্দ্দিকে চৌকিদারগণকে সংস্থাপিত করিয়া দারোগা বাবু কয়েকজন অনুচরের সহিত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও সেই স্থানে সেই সময় যে সকল পুরুষ উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে একত্র সমবেত করিয়া নানারূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন।

যে সময় দারোগা বাবু সেই "ধাওড়ার" মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় তথায় প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিল। বুনোরা আপন আপন কার্য্য সমাপন করিয়া আহারাদি করিবার মানসে, সেই সময় আপন আপন ঘরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। নীলকর সাহেবের সর্দ্দার বেহারাও সেই সময় ঐ "ধাওড়ায়" আসিয়া উপস্থিত হয়। আরও কয়েকজন বেহারা সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিল।

দারোগা বাবু "ধাওড়ার" ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া বুনোগণের মধ্যে যখন অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই সময় নীলকুঠীর একজন কর্ম্মচারী সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। দারোগা বাবু যেরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা তিনি সেইস্থানে কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন করেন ও পরিশেষে সাহেবের নিকট গিয়া তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিয়া দেন। আরও বলিয়া দেন যে, পুলিস কর্ম্মচারিগণ তাঁহার বরকনদাজের জমাদার গুবারি সিংকে সেই স্থানে বসাইয়া রাখিয়াছেন; তাহাকে কোন প্রকারে কুঠীতে আগমন করিতে দিতেছেন না।

এই সংবাদ অবগত হইয়া সাহেব পুলিস কর্ম্মচারিগণের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার দাওয়ানকে দারোগা বাবুর নিকট প্রেরণ করেন, তাঁহাদ্বারা দারোগা বাবুকে বলিয়া পাঠান যে, পুলিস তাঁহার বিপক্ষে যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে তিনি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এরূপ ভাবে কার্য্য করিলে কিছুতেই পুলিসের মঙ্গল হইবে না। "ধাওড়ার" সমস্ত লোকজনকে আবদ্ধ রাখিয়া তিনি নীলকুঠীর কার্য্যের যেরূপ ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পরিশেষে সেই ক্ষতি তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত সাহেবের বরকনদাজের প্রধান জমাদার ও

সর্দ্দার বেহারা প্রভৃতিকে তিনি যেরূপ অন্যায় রূপে আবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কোনরূপেই আইন সঙ্গত নহে। দারোগা বাবু যদি এখনই তাহাদিগকে ছাড়িয়া না দিয়া বেআইনি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত সাহেবও সেইরূপ বেআইনি কার্য্য করিয়া এখনই তাহাদিগকে কুঠীতে আনয়ন করিবে ও পরিশেষে বেআইনি কার্য্য করা অপরাধে দারোগা বাবুই অপদস্থ হইবেন। ইহা যেন তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখেন।

সাহেব তাঁহার দাওয়ানকে যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন দাওয়ানও সেই স্থানে আসিয়া দারোগা বাবুকে তাহা বলিতে কিছুমাত্র ভুলিলেন না। অধিকন্তু আরও দুই চারি কথা বাড়াইয়া বলিলেন।

নীলকরগণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা দারোগা বাবু পূর্ব্ব হইতে অবগত থাকিলেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যাহাতে তিনি এই মোকর্দ্দামার কিনারা করিতে সমর্থ হন, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিবেন। এবং সেই ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

দাওয়ানের কথা শুনিয়া দারোগা বাবু তাঁহাকে কহিলেন "আপনি সাহেবকে যাইয়া বলুন আমি তাঁহার বিপক্ষে কোনরূপ অনুসন্ধান করিতেছি না। বিশেষ তাঁহার বিপক্ষে অনুসন্ধান করার ক্ষমতা যদি আমার থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার কুঠীর হাতা হইতে কখনই তিনি আমাকে বহির্গত করিয়া দিতে পারিতেন না। রামগতি বিশ্বাসকে কে মারিয়া জলের ভিতর প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, কাহাদ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে তাহাই জানিবার নিমিত্ত আমি এই স্থানের প্রজাগণকে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি মাত্র। ইহাতে সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ আমি কেন করিব? প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমি সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; কারণ রামগতি বিশ্বাস সাহেবের একজন কর্ম্মচারী, সে সাহেবের কুঠীতে আগমন করিয়াছিল, ও বোধ হয় কুঠী হইতে প্রত্যাগমন করিবার কালীন তাহার এই দশা ঘটিয়াছে। আজ কাল নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রজাগণ একরূপ নীলবিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নীলকুঠীর কর্ম্মচারিগণকে দেখিতে পাইলে তাহাদিগের হৃদয়ে ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইয়া থাকে; সুতরাং এই কার্য্য যে প্রজাগণদ্বারা না হইবে তাহাই বা বলি কি প্রকারে? এরূপ অবস্থায় যদি আমি সাহেবের প্রজাগণকে জিজ্ঞাসাবাদ না করি বা তিনি নিজেও যদি আমাকে সম্পূর্ণ রূপে সাহায্য প্রদান না করেন তাহা হইলে এই মোকর্দ্দামার কোনরূপেই কিনারা হইতে পারে না। আর যদি এই মোকর্দ্দামার

রহস্য বহির্গত না হয়, তাহা হইলে সাহেবের অনিষ্ট ভিন্ন কখনই ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ প্রকৃত ঘটনা বাহির না হইলে সকলেই মনে করিবেন রামগতি বিশ্বাস প্রজাগণকে সাহায্য করিতেন বলিয়া সাহেব তাঁহাকে কুঠীতে লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছেন। যদি প্রজাগণের মনে এইরূপ সন্দেহের একবার উদয় হয়, তাহা হইলে সেই সন্দেহ তাহাদিগের অন্তর হইতে কোনরূপেই দূরীভূত হইবে না; সুতরাং প্রজামাত্রেই সাহেবকে আর বিশ্বাস করিবে না। আর যদি তিনি প্রজাগণের নিকট অবিশ্বাসী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার নীলকুঠীর কার্য্য কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। এই সকল অবস্থা আপনি সাহেবকে বুঝাইয়া বলিবেন, ও যাহাতে এই অনুসন্ধানে তিনি আমাকে সম্যকরূপে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা করিবেন।"

দারোগা বাবুর কথা শুনিয়া দাওয়ানজি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠি হইতে সংবাদ আসিল যে "ধাওড়ার" সমস্ত লোকদিগকে সাহেব ডাকিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত লোকই সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল দারোগাবাবু কাহারও গতিরোধ করিলেন না। কেবলমাত্র ৪ জন লোককে তিনি গমন করিতে দিলেন না। ঐ চারিজন লোকের মধ্যে একজন সাহেবের সর্দ্দার বেহারা, আর একজন তাঁহার ঘরের বেহারা। অপর দুইজন সেই "ধাওড়ার" অধিবাসী, ও তাহারা সাহেবের কার্য্যেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে।

৩০

'ধাওড়ার' সমস্ত লোকজন যেমন সেইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক নীলকুঠীর উদ্দেশে গমন করিল, দারোগাবাবুও ঐ চারিজন লোক সমভিব্যাহারে সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়া আমাদিগের গ্রামের সীমানার মধ্যে আগমন করিলেন। দারোগাবাবু যে সময় 'ধাওড়ার' মধ্যে অনুসান্ধান করিতেছিলেন, সেই সময় বুনোগণকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সাহেবের বেহারার নিকট হইতে কোন কথা জানিতে পারেন ও সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া তিনি অপর তিনজনকেও সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যান ও সেইস্থানে বসিয়া উহাদিগকে উত্তমরূপে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন।

দারোগা। তোমার নাম কি বলিলে?

বেহারা। আমার নাম ছিদাম বুনো।

দারোগা। তুমি কতদিবস হইতে সাহেবের কর্ম্ম করিতেছ?

ছিদাম। আমি যতদিবস এখানে আসিয়াছি; বোধ হয় ১৯।২০ বৎসর হইবে।

দারোগা। তোমাদিগের জাতির মধ্যে কেহ মিথ্যাকথা কহে না, কেমন?

ছিদাম। আমারা মিথ্যাকথা কহিব কেন? আমরা মনিবের চাকর; তিনি যখন

যাহা আদেশ করিবেন, তখনই তাহা আমরা প্রতিপালন করিব; কিন্তু জীবন থাকিতে কখনই মিথ্যাকথা কহিব না।

দারোগা। আমি জানি যে প্রাণ থাকিতে তোমরা কখনই মিথ্যাকথা কহিবে না; এই নিমিত্তই তোমাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই?

ছিদাম। কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন করুন।

দারোগা। তুমি রামগতি বিশ্বাসকে চিন?

ছিদাম। আমি অনেককে চিনি, কিন্তু রামগতি বিশ্বাস কাহার নাম জানি না।

দারোগা। তোমার সাহেবের গোমস্তা আজ কয়েকদিবস হইল যে ঘোড়ায় চড়িয়া নীলকুঠীতে আসিয়াছিল, ও যে সেই স্থানে মরিয়া যায়।

ছিদাম। হাঁ! একজন মরিয়া গিয়াছিল বটে; কিন্তু সে কে, কি করিয়া থাকে, তাহার কিছুই আমি অবগত নহি।

দারোগা। সে কোথায় মরিয়াছিল?

ছিদাম। সাহেবের কামরার সম্মুখে।

দারোগা। কে তাহাকে মারিয়াছিল?

ছিদাম। তাহা আমি জানি না।

দারোগা। কিরূপে সে মরিয়াছিল?

ছিদাম। তাহাও আমি জানি না।

দারোগা। তবে তুমি কি জান?

ছিদাম। আমি এই জানি যে, আমার কাজের ছুটী হইলে সন্ধ্যার পরই আমি আমার ঘরে আসি, ও আহারাদি করিয়া রাত্রি ৯টা কি ১০টার সময় আমি শয়ন করি। তাহার পর সর্দ্দার আসিয়া আমাকে ডাকে। সর্দ্দারের কথা শুনিয়া আমি আমার ঘরের বাহিরে আসি। বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাই সর্দ্দার ও তাহার সহিত অপর দুইজন,—জানকীও পবন—সেইস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। আমি বাহিরে আসিবামাত্রই সর্দ্দার কহে,—"সাহেব তোমাকে ডাকিতেছেন।" মনিব ডাকিতেছেন, এই কথা শুনিয়া আমি সর্দ্দারকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করি না, তখনই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি। সর্দ্দার আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একেবারে সাহেবের খাস কামরার নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। সেইস্থানে সাহেবকে দেখিতে পাই না; কিন্তু, সেইস্থানে দাওয়ানজি মহাশয়কে দেখিতে পাই। সর্দ্দার আমাদিগকে একটু দূরে রাখিয়া দাওয়ানজির নিকট গমন করে, ও তাঁহার সহিত কি পরামর্শ করিয়া তখনই আমাদিগের নিকট প্রত্যাগমন করে ও কহে, "এই লোকটী হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে। ইহাকে এই স্থান হইতে এখনই স্থানান্তরিত করিতে হইবে।" সর্দ্দারের কথা শুনিয়া মৃতদেহ ছুঁইতে প্রথমে আমরা অস্বীকার করিয়াছিলাম "এ ব্যক্তি কে ও কোন্ জাতি তাহা যখন আমরা অবগত নহি, তখন ইহাকে আমরা কিরূপে স্থানান্তরিত করিব?" আমাদিগের

কথার উত্তরে সর্দ্দার কহিল, "মনিবের কার্য্য আমাদিগকে সম্পন্ন করিতে হইবে ছুঁইব না বলিলে চলিবে কি প্রকারে? তাহার উপর সাহেব মদ খাইবার নিমিত্ত আমাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করিয়া বক্‌সিস্ দিতে চাহিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় এই কার্য্য আমাদিগকে করিতেই হইবে। আমিও তোমাদিগের সহিত গমন করিতেছি।" এই বলিয়া সর্দ্দার সেই মৃতদেহের সন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। আমি সর্দ্দারকে পুনবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই মৃতদেহ কোথায় লইয়া যাইতে হইবে?" সর্দ্দার কহিল, "অধিকদূরে লইয়া যাইব না; এই দোয়ার মধ্যে উহাকে পুতিয়া এখনই আমরা চলিয়া আসিব।" এই কথা শুনিয়া আমরা আর কোন কথা কহিলাম না। এক খানি চারিপায়ার উপর ঐ মৃতদেহটী স্থাপিত করিয়া আমরা তিনজনেই উহা লইয়া দোয়ার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। সর্দ্দারও দাওয়ানজি আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। দোয়ার সন্নিকটে একস্থানে উপস্থিত হইলে দাওয়ানজি ঐ মৃতদেহ সেইস্থানে নামাইতে কহিলেন। আমরা উহা সেইস্থানে রাখিয়া দিলাগ। সর্দ্দার দুইখানি "পিনের" কাষ্ঠ ও একটী মুগ্দর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। পরিশেষে সর্দ্দার ও আমরা মিলিত হইয়া দোয়ার জলের মধ্যে অবতরণ করিলাম ও সেই স্থানে "পিন' দুইটী উত্তমরূপে পুঁতিয়া ফেলিলাম। পরিশেষে ঐ মৃতদেহটী সেই স্থানে লইয়া গিয়া জলের মধ্যে ঐ পিনের সহিত উত্তমরূপে বন্ধন করিলাম। দাওয়ানজি মহাশয় সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগকে সমস্ত দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। উহা জলের মধ্যে উত্তমরূপে বন্ধন করিবার পর, কয়েকখানি "ডাল" উহার উপর রাখিয়া দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। দাওয়ানজি মহাশয় আমাদিগের প্রত্যেককে পাঁচটী করিয়া পনেরটী টাকা প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন ও যাইবার সময় বলিয়া দিলেন "এ কথা তোমরা কাহারও নিকট কোনরূপে প্রকাশ করিও না।" আমরা তিনজনেই সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলাম কিন্তু দাওয়ানজি মহাশয় ও সর্দ্দার সেইস্থানে থাকিলেন তাহার পর যে আর কি হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি।

দারোগা। ঐ মৃতব্যক্তির কাপড় জুতা তোমরা কি করিলে?

ছিদাম। তাহা আমরা জানি না। কাপড় জুতা প্রভৃতি কিছুই আমরা দেখি নাই।

দারোগা। তাহার ঘোঁড়ার জিন লাগাম প্রভৃতি?

ছিদাম। তাহাও আমরা জানি না। কিন্তু ঐ গাছের ডালের উপর জিন লাগাম প্রভৃতি কি কি পড়িয়াছিল, তাহা পরে দেখিয়াছি কিন্তু উহা যে কাহারা রাখিয়াছিল তাহার কিছুই আমি অবগত নহি।

দারোগা। তোমরা ঐ স্থান হইতে কোথায় গমন করিয়াছিলে, 'ধাওড়ায়' না সাহেবের কুঠীতে?

ছিদাম। সাহেবের কুঠীতে আমরা যাই নাই। ধাওড়াতেই আমরা গমন করিয়াছিলাম।

দারোগা। সর্দ্দার কোথায় গমন করিয়াছিল?

ছিদাম। তাহা আমি জানি না। তাহাকে ও দাওয়ানজিকে আমরা দোয়ার ধারেই রাখিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পর যে তাহারা কোথায় গমন করিয়াছিল তাহা আমরা অবগত নহি।

দারোগা। এ কথা তোমরা আর কাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলে?

ছিদাম। না।

দারোগা। কেন?

ছিদাম। এই কথা প্রকাশ করিতে একে দাওয়ানজি মহাশয় আমাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার উপর আমাদিগকে এ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

ছিদামের নিকট এই সকল বিষয় অবগত হইয়া দারোগা বাবু জানকি ও পবনকে ডাকিলেন, ও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, ছিদাম যেরূপ বলিয়াছিল তাহারাও সেইরূপ কহিল। ইহার পরই তিনি সর্দ্দারকে ডাকিলেন ও তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সর্দ্দার সহজে কোন কথা স্বীকার করিতে চাহিল না। সে কহিল, "ছিদাম প্রভৃতি অপরাপর বুনোগণ যাহা বলিয়াছে, তাহার সমস্তই মিথ্যা; আমরা কোন মৃতদেহ জলের ভিতর প্রোথিত করিয়া রাখি নাই, অথবা দাওয়ানজি মহাশয় বা সাহেব আমাদিগকে কোন মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিতে কখন কহেন নাই।

৩১

সাহেবের সর্দ্দার বেহারা সর্ব্বপ্রথমে কোন কথা স্বীকার করিল না সত্য কিন্তু পরিশেষে সেও কোন কথা গোপন করিল না। পরে সে বলিয়াছিল, "রামগতি বিশ্বাস গোমস্তাকে আমি চিনি। সাহেবের আদেশ অনুযায়ী তাহাকে নীলকুঠীতে আনয়ন করা হয়। বরকনদাজ যখন রামগতিকে সাহেবের সম্মুখে আনিয়া সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত করে সেই সময় সাহেব উহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া দাওয়ানজি খানায় গিয়া বসিতে কহেন। রামগতি দাওয়ানজির নিকট দাওয়ানজি খানায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিবার পর সন্ধ্যার সময় দাওয়ানজি মহাশয় পুনরায় সাহেবকে কহেন, রামগতি বিশ্বাস সমস্ত দিবস হাজির আছে, তাহার উপর কোনরূপ আদেশ এখনও হয় নাই। এই কথা শুনিয়া সাহেব তাহাকে তাঁহার খাস কামরায় আনিতে কহেন। সাহেবের আদেশ প্রতি-

পালিত হয়। দাওয়ানজি মহাশয় রামগতিকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। সাহেব তাহাকে দেখিয়া একেবারে ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া পড়েন, ও কহেন, তুমি আমার চাকর হইয়া প্রজাগণের সহিত মিলিত হইয়াছ ও আমারই বিপক্ষে দাণ্ডায়মান হইয়াছ ; সুতরাং ইহার দণ্ড তোমাকে লইতে হইবে। এই বলিয়া তিনি জুতা সহিত সজোরে রামগতিকে এক পদাঘাত করেন। ঐ পদাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রামগতি সেই স্থানে পতিত হন। সাহেব তাহার উপর আরও দুই চারি বার পদাঘাত করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। যাইবার সময় তিনি দাওয়ানজিকে বলিয়া যান যে অদ্য উহাকে গুদামে বদ্ধ করিয়া রাখ, কল্য প্রাতে ইহার অপরাধের বিচার হইবে।

সাহেবের কথা শুনিয়া দাওয়ানজি রামগতিকে উঠাইতে চেষ্টা করেন কিন্তু উঠাইতে সমর্থ হন না। রামগতির অবস্থা দেখিয়া দাওয়ানজি প্রথমতঃ অনুমান করেন যে, সাহেবের প্রহারে সে অজ্ঞান হইয়া পাড়িয়াছে বলিয়া সহজে গাত্রোত্থান করিতে পারিতেছে না ; কিন্তু পরিশেষে জানিতে পারেন, রামগতি বিশ্বাস ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। এই অবস্থা জানিতে পারিয়া দাওয়ানজি মহাশয় তখনই গিয়া সাহেবকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন। সংবাদ পাইবামাত্রই সাহেব ও মেমসাহেব সেই স্থানে আসিয়া উহাকে দেখিলেন ও বাঁচাইবার নিমিত্ত কত রূপ চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু যখন কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন আমাকে ও দাওয়ানজিকে কহিলেন যেরূপে হউক অদ্য রাত্রির মধ্যেই এই মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়া ফেল। আমার বোধ হয়, দোয়ার মধ্যে উহার মৃতদেহ উত্তমরূপে পুতিয়া রাখিতে পারিলেই ভাল হয় ; কারণ দুই চারি দিবসের মধ্যেই ঐ মৃতদেহ পচিয়া গেলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে। আরও কহিলেন, "উহার বস্ত্র প্রভৃতি যদি কিছু থাকে তাহার কোনরূপ চিহ্ন যেন কুঠির ভিতর দেখিতে পাওয়া না যায়। এই কার্য্য চতুরতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিলে তোমরা আমার নিকট হইতে উত্তমরূপে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া সাহেব ও মেমসাহেব কামরার মধ্যে গমন করিলেন। আমি দাওয়ানজির সহিত পরামর্শ করিয়া ছিদাম, জানকি ও পবনকে ডাকিয়া তাহাদিগের সাহায্যে ঐ মৃতদেহ দোয়ার মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলাম। গোমস্তার যে সকল বস্ত্রাদি ছিল, তাহাও একত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সহিত দুইখানি ইট উত্তমরূপে বাঁধিয়া ঐ দোয়ার জলে নিক্ষেপ করিলাম তাহার ঘোঁড়া ছাড়িয়া দিলাম ও জিন লাগাম প্রভৃতি ঐ বৃক্ষের ডালের উপর রাখিয়া আসিলাম, এইরূপে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া

আমি ও দাওয়ানজি মহাশয় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা কহিলাম সাহেব আমাদিগের কথা শুনিয়া আমাদিগের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।”

৩২

সর্দ্দার বেহারার কথা শুনিয়া দারোগা বাবুর আর কিছুই অবগত হইতে বাকী রহিল না। তিনি ছিদাম, জানকী, পবন ও সর্দ্দার বেহারার জবানবন্দী সবিশেষ লিখিয়া লইলেন। এখন তাঁহার সম্মুখে তাঁহার অনুসন্ধানের দুরূহ কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃতদেহ গোপন করিয়া হত্যাকারীর সহায়তা করা অপরাধে এখন দাওয়ানজিকে ধৃত করা আবশ্যক। এ কার্য্য নিতান্ত সহজ না হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে; কারণ তিনি এখন পর্য্যন্ত লুক্কাইত বা পলায়িত হন নাই। কার্য্যোপলক্ষে সময় সময় এখনও নীলকুঠী হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরে আসিতে সঙ্কুচিত নহেন; সুতরাং, হাতার ভিতর প্রবিষ্ট না হইয়াও তাঁহাকে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এই মোকদ্দামার প্রধান নায়ক গ্লাসকট্‌সাহেব। সেই সাহেবকে ধৃত করা নিতান্ত সহজ নহে। তিনি একে ইংরাজ, তাহাতে সেকেলে নীলকর সাহেব; অর্থবল, লোকবল প্রভৃতি কোন বলেরই তাঁহার অভাব নাই। তাঁহার হস্তে রামগতি বিশ্বাসের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাঁহাকে হত্যাপরাধে ধৃত করিবার নিমিত্ত তাঁহার কুঠীর মধ্যে প্রবৃষ্ট হইলে, দারোগা বাবুরও যে সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? আর যদি তাহাই না হয়, অসীম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কালা দারোগা যদি সেই গোরা আসামীকে ধরিতেই সমর্থ হন, তাহা হইলেও পরিণামে দারোগা বাবুর অদৃষ্টে যে কি হইবে, তাহার অনুমান করাও নিতান্ত সহজ নহে। তাঁহার উপরিতন প্রধান কর্ম্মচারী ও ঐ মহকুমার বিচারক ইংরাজ। তাঁহারা যে ইংরাজ আসামীর পক্ষ অবলম্বন না করিয়া একজন দেশীয় সামান্য পুলিসকর্ম্মচারীর পক্ষ সমর্থন করিবেন, এরূপ অনুমান আজ কাল করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেই সময়ে সেইরূপ অনুমান করা একেবারে অসম্ভব ছিল। একশত জন ইংরাজ কর্ম্মচারীর মধ্যে ন্যায় পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহাদিগের স্বজাতীর বিপক্ষে দণ্ডামান হইতেন, সেইরূপ কর্ম্মচারী সেই সময় একজনও ছিলেন কি না সন্দেহ। এদিকে দারোগা বাবুকে ঠীক আইন অনুসারে না চলিলেও তাঁহার নিস্তার ছিল না; সুতরাং সেই সময় তিনি যে কি করিবেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কিছুই সহজে স্থির করিয়া উঠীতে পারিলেন না। কোন্‌টী ন্যায় ও কোন্‌টী অন্যায় তাহা ও তাহার অন্তরে সেই সময় স্থান পাইল না, অথচ ইতিপূর্ব্বে তিনি সাহেবের নিকট অবমানিত হইয়া নীলকুঠীর হাতা হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে যে

ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল; এখন সেই ক্রোধ প্রবল তেজ ধারণ করিল বলিয়া তিনি সেই সময় ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। যাহা তাঁহার অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে; মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সাহেবকে ধৃত করিতেই মনঃস্থ করিলেন। কিন্তু নীল-কুঠির হাতার মধ্য হইতে সাহেবকে ধৃত করিয়া আনা নিতান্ত সহজ নহে। সাহেবের যেরূপ লোকবল ও অর্থবল আছে, একজন সামান্য পুলিস-কর্ম্মচারীর সেইরূপ লোকবল বা অর্থবল কোথায়? তাঁহাদিগের থাকিবার মধ্যে কেবল মাত্র আইন-বল, অনেক সময় সেই আইনের বল আদালতের মধ্যে নিয়মানুযায়ি কার্য্যকরি হয় কিন্তু আদালতের বাহিরে সেই আইনের বল অনেক সময় বে-আইনে পরিণত হইয়া পড়ে।

দারোগাবাবু তাহা উত্তমরূপে অবগত থাকিয়াও কিন্তু সাহেবকে ধৃত করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার যতদূর ক্ষমতা সেই অনুযায়ী চৌকিদার কনেষ্টবলগণকে সংগ্রহ করিয়া নীল কুঠির দিকে গমন করিতে মনঃস্থ করিলেন। তাঁহার সংগৃহীত চৌকীদার প্রভৃতি যখন জানিতে পারিল, তাহাদিগকে সেই নীলকুঠির সাহেব ও দাওয়ানকে ধৃত করিতে হইবে, তখন তাহারা নীলকুঠির দিকে গমন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহাদিগের ইচ্ছা, ক্রমে তাহারা সেইস্থান হইতে প্রস্থান করে, কিন্তু সরকারী চাকরীর খাতিরে তাহারা একেবারে তাহা করিয়া উঠিতে পারিল না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রমে তাহাদিগকে নীলকুঠির দিকে অগ্রসর হইতে হইল।

৩৩

দারোগা বাবু স্বদলবলে যখন নীলকুঠির দিকে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, সেই সময় পশ্চাৎদিক হইতে অশ্বের পদশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন তিন জন অশ্বারোহী ইংরাজ দ্রুতপদে সেই-দিকে আগমন করিতেছেন। ইংরাজত্রয়কে দেখিয়া দারোগা বাবু সেইস্থানে একটু দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহিত্রয় সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উঁহাদিগের দুইজনকে দেখিবামাত্রই দারোগা বাবু চিনিতে পারিলেন। একজন তাঁহার উর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্মচারী। অপর জন সেই মহকুমার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তৃতীয় ব্যক্তিকে সেই সময় যদিচ তিনি চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি জেলার ডাক্তার সাহেব।

ইংরাজ-অশ্বারোহিগণ দারোগা বাবুর নিকটবর্ত্তী হইয়াই আপন আপন অশ্বের বেগ সংবরণ করিলেন। ইংরাজ পুলিস-কর্ম্মচারী এখন দারোগা বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এরূপ দলবল লইয়া তুমি কোথায় গমন করিতেছ?"

দারোগা। আসামী গ্রেপ্তার করিতে।

কর্ম্ম-সাহেব। ইহা কি খুনি মোকদ্দামায় পরিগণিত হইল ?

দারোগা। তাহাইতো এখন দেখিতেছি।

কর্ম্ম-সাহেব। আসামী কে ?

দারোগা। নীলকর গ্লাসকট্ সাহেব।

কর্ম্ম-সাহেব। সাহেবের উপর এই মোকদ্দামা সপ্রমাণ হইয়াছে ?

দারোগা। আমার বিবেচনায় প্রমাণ যথেষ্ট আছে।

কর্ম্ম-সাহেব। তুমি সাহেবকে ধরিতে গমন করিতেছ, আমরা না আসিলে এ কার্য্য তুমি সম্পন্ন করিতে পারিতে ? ।

দারোগা। না পারিলে আর যাইতেছি কেন ?

কর্ম্ম-সাহেব। তোমার সেরূপ বল কই ?

দারোগা। আমার বল যথেষ্ট আছে; আইনবলের বল অপেক্ষা আর অধিক বল কি হইতে পারে ?

কর্ম্ম-সাহেব। তুমি আমাদিগের সহিত আইস। আবশ্যক হইলে আমরা সাহেবকে ধৃত করিব। অপর আর কোন লোক জনের আমাদিগের সহিত গমন করিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া ইংরাজত্রয় সেই নীলকুঠির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দারোগা বাবুও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। চৌকিদার প্রভৃতি অপরাপর লোক জন, সাহেবকে ধরিবার নিমিত্ত গমন করিতে হইবে না জানিতে পারিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে তাহারা সেই স্থান হইতে দ্রুত-বেগে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল।

সাহেবত্রয় অশ্বারোহণে ছিলেন; সুতরাং পদব্রজে গমনকারী দারোগা বাবুর অনেক পূর্ব্বেই তাঁহারা নীলকুঠির মধ্যে গিয়া উপনীত হইলেন। দারোগা বাবু সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, তাঁহারা নীলকর সাহেবের কামরার মধ্যে গমন করিয়াছেন; সুতরাং, তিনি সেই কামরার বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন বেহারা আসিয়া দারোগা বাবুকে সেই কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি সেইস্থানে গিয়া দেখিলেন, পূর্ব্ব কথিত সাহেবত্রয় সেইস্থানে বসিয়া আছেন, আর নীলকর সাহেব ও তাঁহার মেমসাহেবও সেই স্থানে উপস্থিত আছেন। দারোগা বাবু সেই স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইলে, কর্ম্মচারী সাহেব তাঁহাকে কহিলেন, "এই সাহেব যে হত্যা করিয়াছেন, তুমি তাহার কি প্রমাণ পাইয়াছ ?" সাহেবের কথা শুনিয়া দারোগা বাবু সেই নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ পাইয়াছিলেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ একে একে বর্ণন করিলেন।

দারোগা বাবুর কথা শুনিয়া সাহেবগণ

কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া পরিশেষে কহিলেন, "প্রমাণের মধ্যে দেখিতেছি, সাহেবের চাকরগণ তাহাদিগের মনিবের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, কিন্তু পরিশেষে তাহারা এই সকল কথা বলিবে তো ?

দারোগা। তাহা আমি এখন বলি কি প্রকারে ? কিন্তু সমস্ত সাক্ষীই এখন উপস্থিত আছে, অনুমতি হয়তো আমি এখনই তাহাদিগকে সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন যে তাহারা মিথ্যা কথা কহিতেছে, কি সত্য কথা বলিতেছে।

কর্ম্ম-সাহেব। আমি এখন সাক্ষীগণের এজাহার শুনিতে চাই না। তোমার বোধ হইতেছে, সাহেব সম্পূর্ণ রূপে দোষী ; সুতরাং, তোমার কথা অনুযায়ী আমি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতেছি। কিন্তু মোকদ্দামার সময় সাক্ষী দ্বারা তুমি যদি ইহার প্রমাণ না করিতে পার, তাহা হইলে সাহেবকে গ্রেপ্তার করার নিমিত্ত তোমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে।

দারোগা। আপনার বিবেচনায় যেরূপ হয়, তাহাই করিবেন ; কিন্তু, সাক্ষীগণ এখানে উপস্থিত আছে, তাহাদিগের মুখে শুনিয়া সাহেবকে গ্রেপ্তার করিলে ভাল হইত না কি ?

কর্ম্ম-সাহেব। এই মোকদ্দামার অনুসন্ধান করিবার সময় তুমি কতকগুলি নিতান্ত বেআইনি কার্য্য করিয়াছ।

দারোগা। আমি কোন রূপ বেআইনি কার্য্য করি নাই।

কর্ম্ম-সাহেব। তুমি অনুসন্ধান করিবার মানসে সাহেবের বিনা অনুমতিতে তাঁহার কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে কেন ?

দারোগা। অনুমতি লইবার সুযোগ আমাকে প্রদান করা হয় নাই। আমি যদি সাহেবের নিকট না আসিব, তাহা হইলে তাঁহার অনুমতি লইব কি প্রকারে ? আমি যে সময় তাঁহার হাতার ভিতর আসিতেছিলাম, সেই সময় সাহেব বাহিরে যাইতেছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়াই তাঁহার কুঠির হাতার ভিতর হইতে আমাকে দূরীভুত করিয়া দেন ; সুতরাং আমি তাঁহার নিকট হইতে কিরূপে অনুমতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব ?

কর্ম্ম-সাহেব। তুমি আরও একটী নিতান্ত অন্যায় ও বেআইনি কার্য্য করিয়াছ।

দারোগা। কি ?

কর্ম্ম-সাহেব। সাহেবের সর্দ্দার বেহারা সর্দ্দার বরকন্দাজ ও অপরাপর কতকগুলি পরিচারককে নিতান্ত অবৈধরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ।

দারোগা। আমি কাহাকেও আবদ্ধ করিয়া রাখি নাই। তবে যে সকল সাক্ষিগণের জবানবন্দী লওয়া আমি আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছি, সেই সকল লোকদিগকে আমি আপনার নিকট ডাকাইয়া আনিয়াছি

ও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে ও তাহাদিগের জবানবন্দী লিখিতে আমার যে সময়ের প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সময় পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগকে আমার নিকট রাখিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাদিগের উপর কোন রূপ অসদ্ব্যবহার বা তাহাদিগকে অন্যায়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখি নাই। আমি যেরূপ ভাবে সাক্ষিগণের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছি, সেইরূপ ভাবে তাহা না করিলে এরূপ মোক-র্দ্দামার কিছুতেই কিনারা হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই আমি আপনার নিকট অপরাধী।

কর্ম্ম-সাহেব। সাহেবদিগের চাকর প্রভৃতিকে সময় মত তাহাদিগের কার্য্যে আসিতে না দিলে তাঁহাদিগের যে কতদূর কষ্ট হয়, তাহা জানিয়া, তোমার কার্য্য করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক, সে সম্বন্ধে এখন আমি তোমাকে আর কোন কথা বলিতে চাহি না, তুমি এখনই তোমার লোক জন সমভিব্যাহারে থানায় গমন কর। তোমাকে এই মোকর্দ্দামার আর অনুসন্ধান করিতে হইবে না। যে কর্ম্মচারী এইরূপ মোকদ্দামার অনুসন্ধান করিবার উপযুক্ত, তাহাকে আমি এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিব তুমি এখনই তোমার থানায় প্রতিগমন কর কিন্তু, যে পর্য্যন্ত তোমার উপর অপর কোন আদেশ না হয়, সেই পর্য্যন্ত তুমি থানার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না। তুমি এখন "সস্পেণ্ড" অবস্থায় থাকিবে।

এই বলিয়া সাহেব, দারোগা বাবুর নিকট হইতে সমস্ত কাগজ পত্র গ্রহণ করিলেন। দারোগা বাবু আর কোন কথা না বলিয়া, নত মস্তকে সেইস্থান হইতে আস্তে আস্তে বহির্গত হইয়া গেলেন।

এই ঘটনার প্রায় একঘণ্টা পরে সাহেব-ত্রয়, সেই নীলকুঠী হইতে বহির্গত হইলেন এবার তাঁহাদিগের সহিত সেই নীলকর সাহেবও গমন করিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই মনে করিলেন, এবার আর নীলকর সাহেবের উদ্ধার নাই, স্বয়ং বিচারক ও পুলিসের বড় সাহেব আসিয়া যখন তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া গেলেন, তখন তাঁহার স্থান, এবার নিশ্চয়ই জেলের মধ্যে অবধারিত হইবে।

প্রজাগণের মধ্যে অনেকেই মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াই যে নিরস্ত থাকিলেন তাহা নহে। সাহেবকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত কেহ কেহ সাহেবদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন ও পরিশেষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকলের নিকট বলিয়াছিলেন, "নীলকর সাহেবকে মোহকুমা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে ও সেইস্থানে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।" কিন্তু পরে জানিতে পারা গিয়াছিল যে, নীলকর সাহেব প্রকৃতই ধৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে

আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই, জামিন বা মুচলেকায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

দারোগা বাবু থানায় গমন করিবার পর, এই মোকদ্দামার অনুসন্ধানের ভার সেই মহকুমার আর একজন পুলিস কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করা হয়। তিনিও বাঙ্গালি, কিন্তু তিনি উহার পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া যে কিরূপ রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহা কেহই অবগত হইতে পারিয়াছিলেন না; সুতরাং, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত।

যে দিবস নীলকর সাহেব অপর সাহেব দিগের সহিত গমন করিয়াছিলেন, সেই দিবস নীলকুঠিতে অপর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই; সুতরাং নীলকুঠীর অপরাপর কর্ম্মচারিগণের মনে যে কিরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। যে সময় সাহেবগণ নীলকুঠীতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় দাওয়ানজি কুঠীতে উপস্থিত ছিলেন না, কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। সেইস্থানেই তিনি সংবাদ পাইলেন, যে, তাঁহার মনিব-সাহেবকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া সেই দিবস তিনি আর কুঠীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। অপরাপর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকেই কোন না কোন কার্য্যের ভান করিয়া ক্রমে সেইস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিলেন। স্থূল কথায়, নীলকুঠীর কর্ম্মচারী মাত্রই অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়া প্রজাগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এই মোকদ্দামায় যাহাতে সাহেব দণ্ডিত হন, তাহার নিমিত্ত সকলেই দেব দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। হিন্দুগণ হরিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। স্থানে স্থানে দেব দেবীর পূজার আয়োজন হইতে লাগিল। মুসলমানগণ স্থানে স্থানে তাহাদিগের দরগায় সমবেত হইয়া আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। স্থানে স্থানে "মৌলুদ সরিফের" আয়োজন হইতে লগিল। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমানদিগের আরাধনায় বিশেষ কোন ফল ফলিল না। পরদিবস অতি প্রত্যূষে সকলেই দেখিতে পাইলেন, সাহেব অশ্বারোহণে নীল কুঠি হইতে বহির্গত হইয়া নীল দেখিতে গমন করিতেছেন।

মহকুমা হইতে সাহেব সেই রাত্রিতেই প্রত্যাগমন করিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রত্যা গমনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল কর্ম্মচারী ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভয় তিরোহিত হইতে লাগিল। যাহারা নীলকুঠি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল তাঁহারাও ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

এই অবস্থা দৃষ্টে প্রজাগণের মধ্যে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু সোৎসুক হৃদয়ে সকলেই সাহেবের বিচারফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ প্রত্যহই

মহকুমায় গমন করিয়া সাহেবের বিপক্ষে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সেই সময় মহকুমার মধ্যে এই কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, যে, রামগতি বিশ্বাসকে হত্যা করা অপরাধে নীলকরসাহে-বের নামে মকদ্দামা রুজু হইয়াছে, সাহেবও ধৃত হইয়া জামিনে আছেন। কিন্তু, যে পর্য্যন্ত ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে মৃতদেহ পরীক্ষার ফল না আইসে, সেই পর্য্যন্ত মোকদ্দামার বিচার আরাম্ভ হইতেছে না।

এই সময় প্রজাগণের মধ্যে অনেকে এরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে কেহ কেহ জেলা পর্য্যন্তও গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিজ হইতে খরচ করিয়া সেই স্থানে গমন করিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি কোন গতিকে তাঁহারা অগ্রে সেই মৃতদেহ পরীক্ষার ফল, ডাক্তার সাহেব বা তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে অবগত হইতে পারেন। কিন্তু, তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার সাহেব যে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা কোন রূপেই অবগত হইতে না পারিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে আপন আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইরূপে ক্রমে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। নীলকর সাহেব আপন কুঠিতে অবস্থিতি করিয়া নিজের কার্য্য সকল দেখিতে লাগিলেন। যে সকল সাক্ষিগণ দারোগার নিকট সকল কথা বলিয়া দিয়াছিল, তাহা-দিগের মধ্যে কেহ কেহ সমস্ত কথা একেবারে অস্বীকার করিল। কাহাকেও বা অনুসন্ধানে আর কেহ দেখিতে পাইলেন না; এদিকে দারোগা বাবু নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় থানায় বসিয়া নিজের অদৃষ্ট ফল ভাবিতে ভাবিতে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি এই মোকদ্দামার বিশেষ ফল কেহই অবগত হইতে পারিলেন না; কিন্তু লোকপরম্পরায় শুনা যাইতে লগিল, যে এখন পর্য্যন্ত খুনি মোকদ্দামা সাহেবের বিপক্ষে আদালতে দায়ের আছে।

ইহার পর আরও দুই চারি দিবস অতিবাহিত হইয়া গেলে, এক দিবস সেই দারোগা বাবু আমাদিগের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে সেই সময় সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন না; তিনি স্থানান্তরে গমন করিবার কালীন তাঁহার পরিচিত দুই এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসেই গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিয়া যান যে, সাহেবের বিপক্ষে মোকদ্দামার অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন যত দিবস পুলিস বিভাগে তিনি কর্ম্ম করিবেন

তত দিবস তিনি তাহা ভুলিবেন না; ও এখন হইতে চাকরি বজায় রাখিবার নিমিত্ত যেরূপভাবে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয়, ঠিক সেইরূপ ভাবেই চলিবেন। প্রকৃত বিচার বা অবিচারের দিকে তিনি আর লক্ষ্য করিবেন না। তাঁহার নিকট হইতে আরও অবগত হইতে পারা গিয়াছিল যে, এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান উপলক্ষে তিনি এক মাস কাল কার্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ঐ এক মাসের বেতন তিনি কিছুমাত্র প্রাপ্ত হন নাই, তদ্ব্যতীত বঙ্গদেশের এক প্রান্তে-যে স্থানে জল হাওয়া ভাল নয়, বা যে স্থানে কোন ইংরাজের সংশ্রব নাই, সেইস্থানে তাঁহাকে বদলি হইতে হয়।

৩৪

যে মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে গিয়া দারোগাবাবু দণ্ডিত হইলেন, সেই মোকদ্দমার ফলও ক্রমে সংবাদপত্রে বাহির হইয়া গেল তখন সকলেই জানিতে পারিলেন যে, ঐ মোকদ্দমা পরিণামে কি দাঁড়াইল! সেইসময় যে সকল সংবাদপত্রে এই বিষয় বাহির হইয়াছিল, তাহার একখানি ইংরাজি পত্রের ভাবার্থ এইস্থানে প্রদত্ত হইল ঃ—

"গ্লাসকট্‌নামক জনৈক নীলকরসাহেবের বিপক্ষে তাঁহার একজন কর্ম্মচারী রামগতি বিশ্বাসকে হত্যা করা অপরাধে যে নালিস হইয়াছিল এখন জানা গেল, সেই অভিযোগ নিতান্ত অন্যায়রূপে আনা হইয়াছিল। প্রথমে পুলিসের অনুসন্ধানে যে সকল বিষয় স্থির করিয়া লওয়া হইয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে পুলিস সেই সমস্ত বিষয় নিতান্ত অন্যায়রূপে রিপোর্ট করিয়াছিল। সাহেবের বিপক্ষে অন্যায়রূপে রিপোর্ট করিলে বা তাঁহার উপর নিতান্ত অলীক মোকদ্দমা রুজু করিলে পরিণামে অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারী যে রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারা দারোগাবাবুও সেই রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুলিস বিভাগে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক তিনি উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও পুলিস কর্ম্মচারিগণ যে সতর্ক হইতে চাহেন না, ইহাও বড় লজ্জার কথা। এক ব্যক্তি তাহার নিজের কোন কারণবশতঃ জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল, আর পুলিস কর্ম্মচারী তাহার অনুসন্ধান করিয়া একজন বিশিষ্ট ভদ্র ইংরাজের নামে এক খুনী মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া দিল। পুলিস দ্বারা ইহা অপেক্ষা ভয়ানক কার্য্য আর কি না হইতে পারে? আজকাল দেশীয় পুলিস যেরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আর কিছুদিবস পরে যে কোন ইংরাজ অধিবাসীর মান সম্ভ্রম বজায় থাকিবে, তাহা বোধ হয় না। গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এই সময় হইতেই পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারীর পদ দেশীয়দিগের হস্ত হইতে একেবারে উঠাইয়া লওয়া। রামগতি

বিশ্বাস দেশীয় লোক, সে জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিল। দেশীয় পুলিস তাহার অনুসন্ধান করিয়া একজন ইংরাজের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়া তিনি রামগতিকে হত্যা করিয়াছেন এইরূপ ভাবে এক মোক-র্দ্দামা তাঁহার বিপক্ষে রুজু করিলেন। ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর ও ঘৃণাকর বিষয় আর কি হইতে পারে? এই মোকর্দ্দামার বিচারক ইংরাজ না হইয়া যদি একজন দেশীয় হইতেন ও রামগতির মৃতদেহ একজন ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত না হইয়া যদি একজন দেশীয় ডাক্তার দ্বারা উহার পরীক্ষা করা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, বিনা দোষে একজন ইংরাজ চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। রামগতি বিশ্বাসের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার সাহেব স্পষ্টই বলিয়া দেন, "জলমগ্নই ইহার মৃত্যুর কারণ। ইহার শরীরে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন নাই বা অপর কোন রূপে যে ইহাকে হত্যাকরা হইয়াছে তাহাও বোধ হয় না। আমার বিবেচনায় সে আত্মহত্যা করিবে বলিয়া জলের মধ্যে প্রোথিত কাষ্ঠের সহিত আপনার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে; কারণ বোধ হয় তাহার মনে ভয় ছিল, ডুবিয়া মরিতে গেলে পাছে ভাসিয়া উঠে ও মরিতে না পারে এই নিমিত্তই সে অগ্রে তাহার হস্ত পদ বাঁধিয়া রাখে।"

এইরূপ সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া সকলেই জানিলেন যে, আসামীর বিচারের পরিণাম কি হইল!

ইংরাজের বিচারে ইংরাজ আসামীর কিছু হইল না সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট তিনি পরিত্রাণ পাইলেন না। এই ঘটনার দুই চারি বৎসরের মধ্যেই সেই নীলকুঠি বিক্রয় হইয়া গেল। যে যাহা পাইল সেই তাহা খরিদ করিল। এই সকল অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ লেখকও পরিশেষে তাহার একটি বিষয় খরিদ করিয়া লইয়া-ছিলেন। নীলকর সাহেবের সমস্ত বিষয় বিক্রয় হইয়া গেলে, পরিশেষে তাঁহার অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয়, ও পরিশেষে রেলওয়ে কোম্পানির অনুগ্রহে তিনি একটী চাকরি পাইয়া আপনার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। কিন্তু সেই অবস্থাও তাঁহাকে অধিক দিবস ভোগ করিতে হয় নাই। পরিশেষে তিনি অস্বাভাবিক মৃত্যুর হস্তে পতিত হইয়া এই যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন।

৩৫

প্রধান ইংরাজ পুলিস কর্ম্মচারীর আজ্ঞা মত যে পুলিস কর্ম্মচারী পরিশেষে এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাহাকে আমি পূর্ব্ব হইতেই চিনিতাম। এই ঘটনার পূর্ব্বে দুই বার দুইটী মকর্দ্দমার অনুসন্ধান উপলক্ষ্যে তিনি আমাদিগের গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি এখনও জীবিত

আছেন বলিয়া তাহার নাম এখন এই স্থানে প্রকাশ করিলাম না, তিনি পরিশেষে ক্রমে ক্রমে উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়া নিজের দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কলিকাতা সহরেই বাস করিতেছেন।

যে দুইটী মকর্দ্দামার অনুসন্ধান উপলক্ষ্যে তিনি পূর্ব্বে আমাদিগের গ্রামে গমন করিয়া ছিলেন তাহার নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমাদিগের গ্রামে শুদ্ধ শোত্রীয় বংশ-সম্ভুত যে সকল ব্যক্তি বাস করিতেন, তাঁহা-দিগের অনেকের অবস্থা ক্রমে হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদিগের বিবাহ করিতে হইলে কন্যার মাতা পিতাকে অনেক অর্থ প্রদান না করিলে কেহই তাঁহাদিগকে কন্যা প্রদান করিতেন না, সুতরাং অর্থের সংস্থান করিতে না পারিলে অনেকেরই বিবাহ হইত না। তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তির পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি কেহই ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে একাকী তাঁহার বাটীতে বাস করিতে হইত। সেই সময় তিনি গ্রামের একটী বালবিধবা বৈষ্ণব কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আশক্ত হইয়া পড়েন। একথা কিছু দিবস গোপন থাকিয়া ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সকলেই যখন এই বিষয় ক্রমে অবগত হন তখন তাঁহারও লজ্জা ক্রমে তিরোহিত হইয়া যায়, ঐ স্ত্রীলোকটী ক্রমে তাঁহার বাটীতে আসিতে আরম্ভ করে ও ক্রমে পরিবারের মত সেই বাটীতেই অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে বহু দিবস অতিবাহিত হইয়া যায়। সেই সময় কলি-কাতায় কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ মহাজনের আফিসে একটী ওজন সরকারী কার্য্য তিনি কোন গতিকে যোগাড় করিয়া লন, ও তাহাতে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন।

কার্য্যের গতিকে সেই সময় তাঁহাকে কলিকাতাতে প্রায়ই থাকিতে হইত, সুতরাং সকল সময় দেশে যাইতে পারিতেন না। বাটীর সমস্ত ভার তাঁহার সেই বৈষ্ণবী ও একটী বাঙ্গালী পরিচারকের উপর ন্যস্ত ছিল।

অসৎ স্ত্রীলোককে তুমি যতই কেন ভাল বাস না, বা যতই তাহাকে বিশ্বাস কর না, তাহার স্বভাবের কিছুতেই পরিবর্ত্তন হয় না। ঐ বৈষ্ণবী এতদিবস গৃহস্থের ন্যায় অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে ঐ পরিচারকের সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আসক্তা হইয়া পড়িল, ও সুযোগ মত একদিবস সেই ভদ্রলোকের গৃহে যে সকল অলঙ্কার, নগত টাকা, তৈজস-পত্র, প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্ত গ্রহণ করিয়া ঐ পরিচারকের সহিত পলায়ন করিল। সেই ভদ্রলোক কলিকাতায় থাকিবার কালীন এই সংবাদ প্রাপ্ত হন ও বাটীতে গমন করিয়া দেখেন তাঁহার এতদিবসের সঞ্চিত যাহা কিছু ছিল তাহার কিছুই নাই।

এই অবস্থা দৃষ্টে তিনি থানায় গিয়া উহাদিগের উপর চুরির অভিযোগ করেন। পরিশেষে উাহারা উভয়েই ধৃত হয় ও অপহৃত সমস্ত দ্রব্য উহাদিগের নিকট পাওয়া যায়। পূর্ব্বকথিত দারোগাবাবুই ঐ মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করেন। আসামীদ্বয় ধৃত হইবার পর অনুসন্ধান উপলক্ষে বিচারকের আদেশ লইয়া দারোগা বাবু ৭ দিবস আসামীদ্বয়কে থানায় রাখেন। পরিচারকের থাকিবার স্থান হয় থানার হাজত গৃহে, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটীকে আর হাজতে থাকিতে হয় না। সেই সময় দারোগা বাবুর বাসায় তাঁহার পরিবার প্রভৃতি কেহই ছিল না, সুতরাং ঐ বাসাতেই সে সেই কয় দিবস অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়।

অনুসন্ধান করিয়া দারোগা বাবু গ্রামে আসিয়া পরে ইহাই প্রকাশ করেন যে, সমস্ত দ্রব্যই সেই স্ত্রীলোকের, তাহার উপর মিথ্যা করিয়া এই নালিস উপস্থিত করা হইয়াছে। সুতরাং মিথ্যা অভিযোগ আনা উপলক্ষে ফরিয়াদীর নামে মকর্দ্দামা রুজু করা আবশ্যক। ভদ্রলোক এই অবস্থা দেখিয়া অতিশয় বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন, ভাবিলেন কি দুস্কর্ম্ম করিয়াই তিনি থানায় গিয়া মকর্দ্দামা রুজু করিয়াছিলেন। যাহা হউক দারোগা বাবুর নিকট অনেক তংবির করিয়া তিনি সে যাত্রা অব্যাহতি পাইলেন। স্ত্রীলোকটীও অব্যাহতি পাইল, কেবলমাত্র সেই পরিচারকটী কয়েক মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইল। অপহৃত অলঙ্কার, নগত টাকা ও অপরাপর দ্রব্যাদি যাহা পুলিস পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা আর ঘরে আসিল না, স্ত্রীলোকটীও শূন্য হস্তে আপন গৃহে গমন করিল।

ইহা হইতেই ভদ্রলোকটীর পাপ কাটিয়া গেল; অর্থের যোগাড় করিয়া তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন; ও তাহার সন্তান সন্ততি ক্রমে জন্ম গ্রহণ করিল।

ঐ বৈষ্ণবী, তাহার শেষ জীবন এই কলিকাতা নগরীতে দাস্যবৃত্তি করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিল ইহাও আমি দেখিয়াছি।

দারোগা বাবু যে আর একটী মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে হইলে লেখনী অপবিত্র হয়, শ্রবণ করিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয়।

আমাদিগের গ্রামে এক ঘর মালির বাস ছিল। সে অবিবাহিত, তখন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ২৫ বৎসর হইবে। তাহার ২০ বৎসর বয়স্কা একটী বিধবা ভগ্নী তাহারই গৃহে বাস করিত। উহাদিগের একটী বৃদ্ধা মাসীও তাহাদিগের সংসারে থাকিত। ঐ বৃদ্ধার দুই তিন শত টাকা ছিল। সে উহা বাটীর ভিতরই একস্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল, একদিবস দেখিল তাহার সেই টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ সে কাঁদিয়া

কাটিয়া অস্থির হইল, পরিশেষে সকলের পরামর্শ মত থানায় গিয়া সেই চুরির সংবাদ প্রদান করিল। দারোগা বাবু নিজেই অনুসন্ধান করিতে আসিলেন, আমরাও গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। দারোগা বাবু সেই স্থানের অবস্থা উত্তমরূপে দেখিয়া ও সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সেই মালি ও তাহার সেই বিধবা ভগ্নীকে সন্দেহ করিলেন। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল, প্রথমতঃ গালি গালাজ ও তাহার পর মার পীট যথেষ্ট হইল; তাহারা যে ঐ অর্থ অপহরণ করিয়াছে তাহা কিন্তু তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিল না। তখন সেই স্থানে সেই সময় যে সকল লোক উপস্থিত ছিল তাহাদিগের সকলের সম্মুখে দারোগা বাবু তাঁহার একজন মুসলমান কনেষ্টবলের সাহায্যে উভয়কেই বিবস্ত্র করিয়া ফেলিলেন ও সামনা সামনি করিয়া উভয়কেই এক সঙ্গে তাহাদিগের কাপড় দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন, ও কহিলেন যে পর্য্যন্ত তাহারা সমস্ত কথা স্বীকার না করিবে সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে না। উহারা উভয়ে চক্ষু মুদিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমরা সকলে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। পরে শুনিয়াছিলাম দুই ঘণ্টা কাল উভয়কে ঐরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও তাহারা কোন কথা স্বীকার করে না। উহারা চুরি করিয়াছিল না, মিথ্যা স্বীকার করিবে কেন? বলা বাহুল্য ঐ মকর্দ্দামার কিনারা দারোগা বাবুর দ্বারা হইল না।

৩৬

যে সময় আমি কৃষ্ণনগর-কলেজে অধ্যয়ন করিতাম তাহার পূর্ব্ব হইতেই আমার লিখিবার একটী সখ ছিল। সময় সময় দুই একটী পদ্য লিখিতাম ও গদ্যতে কখন কখন প্রবন্ধাদি লিখিতাম। কৃষ্ণনগরে বালকগণের একটী "ক্লব" ছিল, আমিও তাহাদিগের মধ্যে একজন সভ্য ছিলাম, মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিয়া আমি সেই স্থানে পাঠ করিতাম। ঐ সকল প্রবন্ধ বা পদ্য কোন পত্রাদিতে বা পুস্তক আকারে প্রকাশিত বা অন্য কোন রূপে মুদ্রিত হইত না। বাস্তবিক সেই সকল বাল্যরচনা মুদ্রিত হইবার উপযুক্তও হইত না। উহা ক্রমে নষ্ট হইয়াই যাইত। আমার বাল্যকালের কাগজ পত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া এখন আর তাহার কিছুমাত্র দেখিতে পাইলাম না, কেবলমাত্র চারিটী কবিতা পাইলাম, স্থানে স্থানে উহার অর্থের ও ভাবের অসমঞ্জস্য থাকায় ও উহা মুদ্রিত করিবার উপযুক্ত না হইলেও, কেবল বাল্য কালের রচনা বলিয়া উহা এই স্থানে পাঠক গণের সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। উহার মধ্যে শত শত দোষ থাকিলেও তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। পদ্য কয়টীই হেমবাবুর অনুকরনে লিখিত হইয়াছিল।

### চির নির্ব্বাসিতের পত্র

সেই দিন হয় কি স্মরণ?

১

সেই দিন প্রিয়তমে, হয় কি স্মরণ?
হলো বহুদিন গত,
ইহ জনমের মত,
লয়েছিনু একদিন বিদায় গ্রহণ।
বিদায় গ্রহণ প্রিয়ে! মুছিয়া নয়ন!!

২

দুঃখিত অন্তরে প্রিয়ে মুছিয়ে নয়ন,
দিয়াছিনু আমি হায়!
এখন কি মনে হয়?
তাপিত অন্তরে যবে করেছ ক্রন্দন?
এখন কি হয় প্রিয়ে সেদিন স্মরণ?

৩

যেই দিন বলেছিলে ধরিয়া চরণ,
যেও নাক প্রিয়তম,
বধিয়া হৃদয় মম,
দিওনা কোমল প্রাণে যাতনা এখন।
চরণে পড়িয়া কত করেছ ক্রন্দন।
সই নিদারুণ দিন আছে কি স্মরণ?

৪

সেই দিন হয়েছিল প্রভাত যখন;
যেই দিন দুইজনে,
হয়েছিনু দুই স্থানে,
(হেন আশা নাই মনে
পুনরায় দুইজনে হইবে মিলন!)
যেই দিন ঘটেছিল বিচ্ছেদ ঘটন.
সেই দিন ওহে প্রিয়ে হয় কি স্মরণ?

৫

কাল স্রোতে পড়িয়াছি উভয়েই হায়!
নাহি দেখি কুল ভূমি,
কেমনে উঠিব আমি?
কেমনে উঠিবা তুমি?
ভাবিয়া ভাবিয়া মোর তনু ক্ষয় যায়?
কালের স্রোতেতে মোরা পড়িয়াছি হায়?

৬

পাইব কি পুনরায় জীবনের ধন
এই স্রোত তেয়াগিয়া,
আশায় বাঁধিয়া হিয়া,
রাখিতে পারিব কি এছার জীবন?
দেখিবার তরে মোর প্রণয়ী রতন,
জীবন তরণী মোর সুখের সদন;
সেই দিন প্রিয়তমে হয় কি স্মরণ?

## অশোক বনে কোকিল

১

"কুহু কুহু" রব করি অশোক শাখায়
বসিয়া ডাকিছ কেন ও মধুর স্বরে ?
হয়েছে কি মনে তব সুখের উদয়
রাখিয়া আপন তনু ফুলের মাঝারে ?

২

অথবা রে মৃদুমন্দ সমীর হিল্লোল
লইয়া আপন করে অশোকের ফুল
নাড়িতেছ ধীরে ধীরে করিতে শীতল
চামর ব্যজন সম তোমার শরীর ?

৩

তাই কিরে ওহে পাখি মনের হরষে
ছাড়িয়া দিয়াছ তুমি সুমধুর তান !
যে স্থান আবৃত ছিল বিষম বিরসে
সেই স্থানে আজি তব কে শুনিবে গান ?

৪

ডেকনারে পাখি তুমি ডেকনা এখানে,
যে স্থান পুরিত ছিল হাহাকার রবে,
সুমধুর রব তুমি তুলনা সেখানে,
ডেকনা ডেকনা তুমি "কুহু কুহু" রবে।

৫

বসিয়া ডাকিছ তুমি যে বৃক্ষের ডালে
মধুমাখা রবে তুলি সুখের লহরী
একাকিনী বসি সতী সেই বৃক্ষ মূলে
যাপিতেন রাত্র দিবা রাম প্রাণেশ্বরী।

৬

যেই স্থানে রামপ্রিয়া সীতা সাধ্বী সতী
নয়ন নির্ঝর নীরে ভিতিয়া বসন
কাঁদিতেন অধোমুখে বসি দিবারাত্রি
নির্দ্দয় রাবণ বাক্যে পাইয়া বেদন।

৭

যে স্থানে ধরাসনে করিয়া শয়ন
মরি মরি ! মনদুঃখে দিবস রজনী
মলিন বসনে করি অঙ্গ আচ্ছাদন
যাপিতেন মনদুঃখে জনক নন্দিনী।

৮

সেই স্থানে পিকবর হরিষ অন্তরে
বসিয়া অশোক ডালে মুদিয়া নয়ন
অমৃতের ধারা ঢালি শ্রবণ বিবরে
"কুহু কুহু" রব তুমি কর কি কারণ।

৯

যখন রাবণ আস্য বিবর বহিয়া
বাহিরিত মন্দ কথা ভুজঙ্গের প্রায়

দংশিবার হেতু সেই সুকোমল হিয়া
রামের মানস ছবি জানকীর হায়।

১০

তখনই মুদিয়া দুঃখে নয়ন যুগল
ভিজাতেন এই স্থান অশ্রুপাত করি
কখন বা করলগ্ন করিয়া কপোল
যাপিতেন বসি দুঃখে দিবস শর্ব্বরী।

১১

এই যে অশোক বৃক্ষ যাহার শাখায়
বসিয়া করিছ তুমি সুমধুর গান;
ইহারাও কাঁদিয়াছে সীতার দশায়,
ঢাকিয়াছে পুষ্পফেলি এই উপবন।

১২

অতএব পাখি তুমি ডেকনা এখানে,
পরিহরি শিঘ্র এই অশোকের বন
গমন করহ তুমি অন্য কোন স্থানে
তুষিতে পারিবে যথা মানবের মন।

## প্রিয়তমার প্রাণান্তে বিলাপ

১

কেনরে সরস সরে আজি পদ্ম দোলেরে
মম সম অভাগারে
কাঁদাইতে বারেবারে
সরস সরসী নীরে
আজি পদ্ম ফোটেরে
মাতিয়া পবন সনে কেন পদ্ম নাচেরে?

২

কতদিন এই স্থানে
সুখে বসি একাসনে
দুই জনে হৃষ্ট মনে
কত কথা বলেছি;
কতদিন মন সুখে কত পদ্ম হেরেছি।
এখন দেখিতে হায়
যেন বুক বিদরয়
নয়নেতে বারি বয়
দুঃখনীরে ভাসিছি
তবে আজ কি সুখেতে এই স্থানে রয়েছি?

৩

ওরে দুষ্ট দুরাচার!
কি করিলি অভাগার,
আমার হৃদয় হার
কোথা রেখে আসিলি?
মম-সুখ-মুলাধার
আমা সেই প্রাণাধার
পুর্ণিমায় শশধর
কোথা তুই রাখিলি?
কেন সে মধুর হার
আমাদের প্রেম হার
ওরে কাল দুরাচার

অকারণে ছিঁড়িলি,
আমার হৃদয় নিধি কোথা রেখে আসিলি ?

৪

সেই সুমধুর স্বরে
সম্ভাসি আদর স্বরে
কে আর ডাকিবে মোরে
প্রাণনাথ বলিয়ে।
কে আসিবে সযতনে
কায়মন প্রাণপণে
আহার লইয়া সনে
অভাগার লাগিয়ে,
কে আর ডাকিবে আজি প্রাণনাথ বলিয়ে ?

৫

আমিই বা আজি কারে
ডাকিয়া স্নেহেরি ভরে
দুঃখের সুখের কথা কার সনে বলিব
কার সনে বসি হায় সেই সুখ লভিব ?

৬

সুখাইয়েছে আজি হায়
দুঃখে বুক ফেটে যায়
স্নেহের নির্ঝর হতে বহিত যে নদী
প্রেমের তরঙ্গ যাতে বতো নিরবধি
ভাসিবেনা আজি আর
আশার তরণী সার
উৎসাহেতে চলিবেনা (সেই) স্রোতস্বতী নদী
স্নেহের নির্ঝর হতে বহিত যে নদী।

ভয়ানক দুঃর্ভিক্ষ উপলক্ষে

কে মানব ঐ ?

১

কে মানব ঐ, হাতে করি বীনা
হৃদয়ের সহ আপন যাতনা
গাইতে গাইতে চলেছে ধীরে ?

২

নয়নের তেজে দুঃখ প্রকাশিছে
বিন্দু বিন্দু বারি তাহাতে ঝরিছে
দুখেতে ঢেকেছে বদনের আভা
যেন মেঘাচ্ছন্ন প্রভাকর প্রভা
পোহাবেনা ভাবি দুঃখের যামিনী
পদভরে যেন কাঁপায়ে মেদিনী
চলেছে মানব দুঃখেরি ভরে।

৩

কে মানব ঐ, হতে করি বীনা
হৃদয়ের সহ আপন যতনা
গাইছে মৃদুল মধুর স্বরে ?

৪

ঐ শুন গায় দুঃখেরি জ্বালায়
পাবনা, পাবনা, পাব নাকি হায়
নহিকি বিশাল ভারত ভিতরে
রবি শশী, তারা, যথায় বিহরে

অরণ্যে নগরে গহন বিপিনে
পর্ব্বতে কন্দরে অথবা পুলিনে
দয়ার আধার মানব এক ?

৫

পাবনাকি হায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া
সমস্ত ভারত ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
সকল মানব দেখিয়া দেখিয়া
দাতার প্রধান মানব এক ?

৬

যাহার দয়ায় ভাসাইয়ে প্রাণ
গাইতে পাইব সুখেরই গান
হাতে করি বীনা দ্বারে দ্বারে দ্বারে
নগরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
গাইয়া বেড়াব ভূধরে ভূধরে
তাহারই দানের মহিমা গান।

৭

যাইব তথায় যেখানে দেখিব
মানবের ছায়া, অথবা শুনিব
নরের হৃদয়-বিদারণ রব।
যাহাদের তেজ গিয়াছে নিবিয়া
শোণিত যাদের গিয়াছে শুখাইয়া।
যাদের হৃদয় গিয়াছে জ্বলিয়া
শবের মতন হইয়াছে সব।

৮

গিয়াছে হৃদয় জ্বলিয়া যাহার
জ্বলিয়াছে তনু দাবানল প্রায়
নাহিক শোণিত ধমনী শীরায়
উৎসাহেতে মন নাচে নাক আর।
দেখেনা যাহারা মেলিয়া নয়ন
জগতের শোভা হৃদয় রঞ্জন
লোহিত বরণে ভানুর কিরণ
সুনীল গগনে চাঁদেরি শোভন
রাহু ধুম কেতু তারা অগণন
নূতন নূতন জোতিস্ক আর।

৯

দেখেনা যাহারা নয়ন মেলিয়া
জগতের সুখ হৃদয় ভোরিয়া,
হইতেছ ক্ষীণ ভাবিয়া ভাবিয়া
ভাবিয়া তাহার নিজের দশা ;
যাইয়া তথায় কহিব সবায়
'দুঃখের দিন কি চির কাল রয়
চিরস্থায়ী কিছু এ জগতে নয়
জনমিলে পুন হইবেক লয়
হইবে উদয় সুখেরি দশা '।

১০

যাইব তথায়—নিবিড় কাননে
দেখিব যেখানে যোগি জন গণে
একাগ্র হৃদয়ে বসি একাসনে